একালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য পরিচালক,

সু-অভিনেতা এবং

প্রখ্যাত নাট্যকার—

উৎপল দত্তর

হাতে তুলে দিলাম

# বর্তমান অবস্থায় নাটকের গতি-প্রকৃতি

৫৯-এ এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সারা দেশজুড়ে চলেছে ছাঁটাই, বেকারী লে অফ। লক্ আউট আর জমি থেকে উচ্ছেদের অবাধ অত্যাচার। জিনিস পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া। রেশানে চালের পরিমাণ কমছে দিনের পর দিন। যেটুকু পাচ্ছি তাও কোন্ দেশের ফসল বোঝা কঠিন, কারণ এতোই অখাদ্য সেটা, চারিদিকে অন্যায় অবিচার। বিনা দোষে যাকে তাকে পোরা হচ্ছে জেলে, বিনাবিচারে আটকে রাখা হচ্ছে বছরের পর বছর। মজুর কিষাণ যুব ছাত্র মহিলা সকলের উপর বাড়ছে শোষক ও শাসক শ্রেণীর পোষা গুণ্ডা ও পুলিশের হামলা। কেমন যেন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা। চারিদিকে একটা আতঙ্কের ভাব। এই অত্যাচারের মাধ্যমে মানুষকে ক্রমে ক্রমে নির্জিব করে রাখা হচ্ছে। যাতে সে মুখ খুলতে না পারে, সত্যি কথা বলতে না পারে, এমনভাবে দমিয়ে রাখা হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে, চেতনা শক্তিকে।

যে সত্য আজ থেকে চার বছর আগেও মানুষ বলতে পারত কিছু প্রতিবাদ করতে পারত, সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে পারত, আজ আর তা সম্ভব নয়, আজকের পরিস্থিতি সুসংগঠিত মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। একাকীত্বের অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে মানুষের মনবলকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। খেটে খাওয়া মানুষ আর নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করতে পারছে না, তাই তাদের বুকের ভেতর আজ দাউ দাউ করে জ্বলছে ক্রোধের আগুন। ঘৃণার আগুন। সেই আগুনের জ্বালা নিয়ে আজ তারা তাকিয়ে আছে আগামী কালের দিকে, নতুন কোন আলোর দিকে। এই হচ্ছে আজকের সত্য। কিন্তু আজকের এই সত্য কি আজকের নাটকে স্থান পাচ্ছে? না পাচ্ছে না আর পাওয়া সম্ভব নয়! অবশ্য কিছু কিছু নাটক যে লেখা হচ্ছে না একথা

আমি বলব না ''যার জোর করে বলারও কিছু নেই কারণ তা থাকছে পুঁথির পাতায়, সে তো মঞ্চে আসতে পারছে না—সেখানেও যে আর এক বিপদ রয়েছে

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা আমি উল্লেখ করতে চাই। ২৪।৪। তারিখের উল্লে গণশক্তি পত্রিকায় একটি সংবাদ ছাপা হয়েছিল। "বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'সানডে ক্লাব হুগলী' ছদিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করে প্রথম দিন দর্শক সাধারণের উপস্থিতি ও মেজাজ দেখে মুক্তি শীর্ষবাহিনী বেশি দূর এগোতে সাহস করেনি। পরদিন ( ১৫ই এপ্রিল ) অভিনীত হবার কথা ছিল ৪টি একাংশ নাটক। কিন্তু এশিয়ার বৃহত্তম গণতান্ত্রিক (!) রাষ্ট্রের শান্তি বাহিনী, সি. আর. পি. এসে ঘোষণা করল নাটক অভিনয় করা চলবে না, নাটক বন্ধ। দর্শক সাধারণ জানতে চাইলেন, কেন নাটক বন্ধ করা হল। তার কোন জবাব তারা পেলেন না। শুধু বলা হল—ওসব কোন কথা শুনতে চাইনা, ঐ সব নাটক অভিনয় করতে দেব না। বিক্ষুব্ধ দর্শকদের মধ্যে থেকে শ্লোগান উঠলো।"

এই হচ্ছে একটি ঘটনা অপরটি জুলাই আগষ্ট ঘটনা অভিনয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। "আসানসোলের অন্যতম নাট্য সংস্থা 'ঘরোয়া' ম্যাক্সিম গোর্কীর দি এনিমিজ-এর বাংলা রূপান্তর দানব মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত করলে স্থানীয় এস. ডি. ও.-র নির্দেশে পুস্তককারে প্রকাশিত নাটকটি থানায় জমা দিতে হয় এবং দীর্ঘ একমাস ৮ দিন পরে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের অজুহাতে ২০০ টাকা জমা রেখে নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি পাওয়া যায়। ১৭শে সেপ্টেম্বর ডুরাণ্ড হলে বহু সংখ্যক সাদা সাদা পোশাকের পুলিসের উপস্থিতিতে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, গত এক বছরে ঐ অঞ্চলে পুলিস কর্তৃপক্ষ কোনও নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেয়নি এবং ১৩ জানুয়ারী তাল পুকুরিয়ার নাট্যপ্রতিযোগিতাটি অত্যন্ত অযৌক্তিক ভাবে বন্ধো' করে দেয়।" তাহলে দেখা যাচ্ছে এদেশের শাসক শ্রেণীর হাত থেকে গোর্কীও নিস্তার পাচ্ছেন না। আমরা তো কোন ছাড়। তাই আমার কথা হচ্ছে কোন

বলিষ্ঠ বক্তব্য ধর্মী নাটক অভিনয় হওয়া একটা সমস্যা যে [illegible] দিয়েছে! যার ফলে বলিষ্ঠ জীবন ধর্মী নাটকের খুবই অভাব বোধ করছি আমরা। এই অসহায় অবস্থার মধ্যেই এমন অনেক নাটক আছে যাতে আঁকার চেষ্টা হয়েছে নিপীড়িত মানুষের গভীর জীবনের ছবি, যারা ছোট জাত সমাজের একেবারে নিচের তলার মানুষ. শুধু অত্যাচার সয়েই যায় কখনও রুখে দাঁড়ায় না তারাও যে রুখে দাঁড়ায় যখন নিজেদের চিনতে পারে জানতে পারে। সেই অবহেলিত মানুষগুলোকে নিয়ে লেখা মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের বাগদীপাড়া দিয়ে ছোট গল্পের অবলম্বনে মিহির চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ দিয়ে এই সংকলনের শুরু করা গেল।

দাঙ্গা আমাদের জীবনে মাঝে মাঝেই আসে। সাম্রাজ্যবাদ এই হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা'র মধ্যে দিয়ে বার বার আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই দাঙ্গাকে অস্ত্র করে আমাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। তাই এই হিন্দু- মুসলমানের দাঙ্গার বিরুদ্ধে দেশের প্রগতিশীল শক্তি বার বার রুখে দাঁড়ায়। সেই দাঙ্গার পট ভূমিকায় সমরেশ বসুর বিখ্যাত গল্প আবর্ত নাট্যরূপ দিয়েছেন সুকদেব চট্টোপাধ্যায়।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী মানুষ হচ্ছে ধনিকের মূলধন। তা শ্রমের ওপর নির্ভর করে তৈরী হয় মালিকের পাহাড় প্রমাণ মুনাফা। একের পর এক প্রাসাদ। কোন জুলুম বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে তারা পায় শাস্তি। বিচারের নামে হয় প্রহসন। এই তত্ত্বের উপর ব্রেটল ব্রেখ্‌টের অবলম্বনে ভুবনপুরের পথে অরুণ সরকারের রূপান্তর।

আমরা সাধারণত মানুষের ওপরটা দেখেই তার উপর সিদ্ধান্ত দিয়ে দিই। কিছু উক্তি কিছু কার্যকলাপই তার চরিত্র বিশ্লেষণের মাপকাঠি হয়ে যায়। কিন্তু এমন অনেক শিল্পী আছেন, যার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জীবনের গভীরে যাবার চেষ্টা করে ভেতর থেকে টেনে বার করে নিয়ে আসে তার সত্যিকারের প্রবৃত্তিকে। সত্যিকারের মানুষকে ও হেনস্ত্রির একটি মিষ্টিগল্প অবলম্বনে সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের সূচীপত্র।

আমার খাদ্য চোখের জল !···· না আমার খাদ্য বুকের আগুন। লিখে যাচ্ছে আমরা দুঃখের আগুন বুকে তুলে নিয়েছি। আর বুকের আগুনও হজম করছে বসে আছি'। একটি সপ্নে গড়া সংসার নামতে নামতে কোন স্তরে পৌঁছতে পারে। প্রতিদিন সুখাদ্যের স্বপ্ন দেখতে দেখতে কতো অখাদ্যকে খাদ্য বলে গণ্য করতে হয়। একটি ভেঙ্গে পড়া হতাশার চিত্র এঁকেছেন অমর গঙ্গোপাধ্যায়। তার একটি সমীক্ষায়।

ভাঙন নয়—হতাশা নয়। সংগ্রাম, প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম যেখানে দানা বেঁধে ওঠে—একটা পরিবর্তনের জন্যে দেশের মানুষ যখন বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়, সেখানে কোন সমঝোতা চলে না, চলে না কোন বোঝাপড়া। পালিয়েও বাঁচা যায় না। সেই সময় সবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বীরের মত এগিয়ে যেতে হয় এই সত্য উদ্ঘাটন করেছেন ব্রেটল ব্রেখ্ট্-এর সেনোরা কাকারের রাইফেল অবলম্বনে স্বপনকুমার মিত্রের মুক্তির রাইফেলে।

সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা জানতে চেষ্টা করি সত্য শিব সুন্দরকে। আমরা নিজেদের জীবনকে গঠন করার চেষ্টা করি এই সংস্কৃতির মাধ্যমেই! সেই সংস্কৃতি যদি বিপথগামী হয় সেই সঙ্গে একটা জেনারেশানও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়! আধুনিক কালে অনেকে সেই সংস্কৃতিকে নিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছেন। তারা প্রচুর পয়সার লোভে মানুষকে বিপদে ঠেলে দিচ্ছেন অপসংস্কৃতির মাধ্যমে। নবকুমার ভট্টাচার্য সেই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন অন্ত নাটক রাহু নিয়ে।

একবার রুচির বিকৃতি ঘটলে যে বয়েসেই হোক মানুষ বোধ হয় নামতে নামতে ক্রমে পতনের দিকেই যায়। আর সে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। সম্ভবও নয়। যে কোন মানুষের সর্বনাশ করা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় যেন তেন প্রকারে নিজের জীবনের সুখ সৌন্দর্য বা সুনামকে বজায় রাখাই তার একমাত্র ব্রত হয়। অবশ্য সমাজের চোখে সে হয় অতি

ঘৃণিত মানুষ। এমনি কিছু মানুষের বদ স্বভাব নিয়ে জগমোহন মজুমদারের মেয়েটির নাম।

যাদের পরিচয় বলতে আমরা জানি এরা পাড়ার ছেলে। খারাপ কাজ করলেও এরা পাড়ার ছেলে, ভাল কাজ করলেও এরা পাড়ার ছেলে। তবে সমাজ ব্যবস্থার এই কাঠামোটা এদের ক্রমশ খারাপ পথেই ঠেলে দেয়। তখন এদের নাম দেওয়া হয় সমাজ বিরোধী। সমাজ বিরোধী হয়ে কিন্তু এরা জন্মায়নি। তবু এই সামাজিক অর্থনৈতিক চাপে পড়ে, নানান অভাব অভিযোগের ফলে ঐ আখ্যাই পায় সমাজ বিরোধী। তখন একটি মাত্র প্রশ্ন থাকে এরা কারা? এই নাটকের নাট্যকার বিমল বন্দোপাধ্যায়। মুক্তাঙ্গনে নাটকটি বহু রাত্রি অভিনয় হয়েছে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার আওতায় পড়ে আমাদের গ্রামকে কোন উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া গেল না. আজও বন্যা হলে সব ভেসে যায় আর সেই ভেসে আসা অসহায় মানুষগুলো উনচোবৃত্তি করে জীবন কাটাতে চেষ্টা করে। শেষ অবধি ভিক্ষা বৃত্তিতে নামতে হয়। এই অসহায় করুণ নাটক লিখেছেন বসন্ত ভট্টাচার্য তার রূপোলী মাটিতে।

রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে আমরা যতোই আলাদা থাকার চেষ্টা করি না কেন, তা থেকে মুক্ত হওয়া এক এক সময়ে একেবারেই সম্ভব হয় না। এক একটা বিশেষ রাজনৈতিক উত্তেজনায় পড়ে সংসারের নানান ব্যক্তি নানা পথের দিকে ছিটকে যায়। কেউ বা এড়িয়ে বাঁচার চেষ্টা করে, কেউ বা ধরি মাছ না ছুঁই পানি এই পথে যায়। আবার কেউ বা নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের মতকে ঘোষণা করে সত্যকে বলার অপরাধে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে দ্বিধা করে না। এই সত্যকে উদঘাটন করে শুকদেব চট্টোপাধ্যায় ঝড়ের পাখী লিখেছেন।

ডাক্তার সমাজ জীবনে এমন এক শক্তি যাকে বিপদে আপদে সব সময়েই প্রয়োজন হয়। তার উপর মানুষের বাঁচা নির্ভর করে। সেই ডাক্তার যদি

নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে খুব সচেতন না থাকেন, কিম্বা কোন কাজকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এড়িয়ে যান তাহলে যে কোন মুহূর্তে এমন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে যা কোন মূল্য দিয়েই আর ফেরান যায়না। এমনি একটি ভুলের কাহিনী ট্রাজিডিতে পরিণত হয়েছে দিপ্তীকুমার শীলের 'আমি কি বলব' নাটকে।

সব শেষে এই সংকলনে যে সব ভিন্ন মত ভিন্ন পথের নাটকগুলি দেওয়া হল তা যদি নাট্যানুরাগী বন্ধুদের কাজে লাগে তবেই শ্রম সার্থক হবে। চার বছর আগে তৃতীয় খণ্ড বেরিয়ে ছিল, চার বছর পরে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল, আর এই চার বছরে সমাজে নিত্য নতুন ঘটনা ঘটেছে। এক একটা ঘটনা—এক একটা নাটক হয়ে যায় কিন্তু তাতো সম্ভব হয়নি এটাই সত্য। তবু যা দেওয়া গেল তা যদি এই চার বছরের কিছু স্মৃতি এই সংকলনে এঁকে রাখা গিয়ে থাকে তাই বা মন্দ কি!

সুনীল দত্ত

# সূচিপত্র



——)•(——

# বাগ্‌দী পাড়া দিয়ে

## [ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ]

### মিহির চট্টোপাধ্যায়

'সায়ন্তনী'র সদস্যবৃন্দ কর্তৃক এ নাটক প্রথম অভিনীত হয়, বিভিন্নচরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের নাম সহ চরিত্রলিপি নীচে দেওয়া হ'ল।

| চরিত্র | যিনি অভিনয় করেছেন |
|---|---|
| শিবু | শিবপ্রসাদ চৌধুরী/জয়ন্ত ভট্টাচার্য |
| বিশু | সমর চট্টোপাধ্যায় |
| কালু | অসিত চৌধুরী/রণধীর সাহা |
| পাঁচু | রঙ্গিনী প্রসাদ সরকার/অসিত চৌধুরী |
| বিলাস | অরুণ ঘোষ |
| খুড়ো | শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়/মানিক ভট্টাচার্য/নির্মল দত্ত |
| বৃদ্ধ | সোমনাথ চক্রবর্তী |
| মোড়ল | মানস নন্দী |
| নায়েব | মানিক ভট্টাচার্য/গুরুপদ ভট্টাচার্য/মিহির চট্টোপাধ্যায় |
| দুলালী | মায়া সরকার/আরতি চট্টোপাধ্যায় |

নির্দেশনা—মিহির চট্টোপাধ্যায়

প্রযোজনা—সায়ন্তনী

[ পশ্চিম বাংলার কোন একটি গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে বাগ্‌দী পাড়া। একটি মন্দির। মন্দিরের বেদী মঞ্চের আড়াআড়িভাবে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে গেছে। তার পিছনে বিরাট জলা জায়গা। মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হয়ে গেলো, নেপথ্যে ভেসে আসছে ভাটিয়ালি সুরের একটি গান। ]

বাগ্‌দী পাড়ার কত কথা
লেখা আছে গাঙে।
নৌকা লইয়া ভাসে বাগ্‌দী
জোয়ার ভাটার টানে।

এর পর গানের শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায় কিন্তু ভেসে আসে একটি ঘোষণা। গান এবং ঘোষণা একই সঙ্গে চলতে থাকে।

"বাংলা দেশের কোন একটি গ্রাম, গ্রামের প্রান্তে সব থেকে নীচু জায়গাটিতে এই বাগ্‌দী পাড়া, কোনো একদিন ছিলো যখন রাজার জন্য জমিদারের জন্য লাঠি হাতে খুন করতে, খুন হতে যেত বাগ্‌দীরা। তারপর অনেক সময় কেটে গিয়েছে। অনেক কাল হয়েছে অতিবাহিত। আজ কিন্তু আবার লাঠি ধরছে বাগ্‌দীরা। তবে রাজার জন্য, জমিদারের জন্য লাঠি হাতে খুন করতে বা খুন হোতে নয়—আজ লাঠি ধরছে নিজের জন্য খুন হোতে, খুন করতে—বাগ্‌দী পাড়া দিয়ে।"

আবার গানটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হোতে থাকে। এবং গানের ফাঁকেই পর্দা ওঠে, ভোরবেলা, একজন বাগ্‌দী কাঁধে জাল নিয়ে প্রবেশ করে এবং মন্দিরে প্রণাম করতে থাকে।

সকাল সন্ধ্যা মাছ মারারা
ভাসে জলের বুকে

মাছের গন্ধ ছাড়া তাদের
ঘুম আসে না চোক্ষে।
যুদ্ধ কালে গাঁয়ের কোণে
বইল যে কারখানা—
বাবু মশাই কইল ডাইকা
করবা খানা পিনা।
কাম নাইরে সকাল সন্ধ্যা
ভাইসা জলের বুকে।
সবই আছে দেখবা তুমি
কারখানাবই কামে।

এমন সময় কারখানার বিকট বাঁশী বেজে ওঠে, গানের সুর স্তব্ধ হ'য়ে যায়। যে লোকটি প্রণাম করছিল সে উঠে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলল—"ছ'টা বেজি গেলো।" লোকটি মধ্যবয়স্ক। গাঁয়ের সবাই খুড়ো বলেই ডাকে। লোকটি যেতে গিয়ে দূরে কারও আলোচনার আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়ায়—তারপর সেই আলোচনা শোনার জন্য মন্দিরে প্রণামের ভান করে। কারখানার ষ্ট্রাইক নিয়ে আলোচনা করতে করতে প্রবেশ করে শিবু, বিশু, কালু, পরণে সেই কারখানার কালি-ঝুলি মাখা পোষাক, খুড়াকে দেখে তিনজনেই থমকে দাঁড়ায়।]

শিবু॥ তুমার ঠাব্‌তা কি বল্লে?

খুড়ো॥ কলের কামের ঠেঙে এলি বুঝি?

বিশু॥ বলছ্যালাম কি—তুমার দ্যাব্‌তা কি বললে?

কালু॥ হ্যাঁ—ঐ ঠাব্‌তা যেদিন কথা বলবে সিদিন জগৎটা উল্টে যাবে।

খুড়ো॥ বলছ্যালাম কি—চোত্‌ মাস হই গেলো, কাদা এখনও রই গেলো।

শিবু॥ কাদা যাবে কেমন কইরে?

খুড়ো॥ ক্যানে?

বিশু ॥ তুমাদের স্থাব্ডা যে মোদের পাড়ায় সব জল ধইরে রাখে।

কালু ॥ দেব ঠাকুরের থান ভেঙ্গি শেষ করি।

খুড়ো ॥ কি সব্বোনাশ, শিবাই ঠাকুর স্বপন স্তে তবে এইখানে এইয়েছেন মোদের মঙ্গলের লেগি, অমন কথা মুখ্যি আনলি পাপ হয়—রাম-রাম, দুর্গা-দুর্গা।

শিবু ॥ পাপ হয়! (তিনজনে হেসে ওঠে)

খুড়ো ॥ হেইসে উঠলি যে, কি জানিস্ তুরা, কলে কাম স্তে তুরা সব স্থাব্ড়া অমাত্যি শুরু করেছিস্? তুরা মোদের সব্বোনাশ আনবি—বাগদীপাড়া ছারে-খারে দিবি, দাঁড়া, মোড়লরে বইলে আমি তুদের পাচিত্তির করাব।

শিবু ॥ শুধু মোড়লরে কেনে—ঐ যে মোড়লের বাপ জমিদার—তারে বইলে এস গ্যে—আসে য্যান পাচিত্তির করাতে।

খুড়ো ॥ ঠাকুর তুদের কি করে দেখ্যি নিস্। ঠাকুর তুদের সব্বোনাশ করবে।

শিবু ॥ হ্যাঁ—ঠাকুরতো ভালো করে মোদের স্বগ্গে তুলে দেছেন—ইথন সব্বোনাশের ভয়ে জুজু হই থাইকতে হবে।

খুড়ো ॥ করেনি—গত সালে য্যাথন কলেরা লেগেছ্যালো ত্যাথন এই মন্দিরের থানে পূজো স্তে তুদের সাইরে তোলা হয়নি?

বিশু ॥ হ্যাঁ ব্যামো সেরেছেল, তবে চৌদ্দটা জোয়ান মদ্দরে শ্মশানে থুয়ে আসতে হয়েছেলো।

কালু ॥ মনে আছে চিতা ত্যাথন আর নেব্তনি।

খুড়ো ॥ তুর য্যাথন ব্যামো হয়েছ্যালো তুর মা ত্যাথন এই মন্দিরের থানে পূজো স্তে তুরে সাইরে তোলেনি?

কালু ॥ হ্যাঁ সেরিছ্যালো, তবে কবরেজ বদ্যিরে পয়সা দেবার লেগে মোর নতুন জালছড়া জমিদারের কাছে ব্যাচ্তে হয়েছ্যালো—মনে আছে?

বুধি ॥ বছর বছর এমন ব্যামোগুলাগে কেনে বইলতি পার?

খুড়ো ॥ পাপ।

সকলে ॥ পাপ !

খুড়ো ॥ হ পাপ, পাপে মোদের বাগ্দী পাড়া ছেই গেছে—তারই ফল।

বিশু ॥ কিসির পাপ ?

খুড়ো ॥ কিসির আবার, অনাচার ! তুরা সব কলের কামে ঢুক্যে দেব্তা অমান্যি শুরু কর্যেছিস্, ঠাব্তার কোপে মোদের বাগ্দী পাড়ার কি হয় দেখ্যা নিস্।

শিবু ॥ হাঁ তুমার ঐ জমিদারের কোপে কি হয় দেখিছি—ইবার দেখি তুমার ঐ ঠাব্তার কোপে কি হয়।

[ প্রবেশ করে দুলালী, বাগদী পাড়ার মেয়ে, কলে কাজ করে ]

দুলালী ॥ কি গো খুড়া ইথানে দাইড়ে আবার কি বলতেছ ?

খুড়ো ॥ কি আবার বলব—বলছ্যালাম আমার কপাল।

দুলালী ॥ তুমার কপালের আবার কি হোল ?

কালু ॥ খুড়োর দেবতা রুষ্ট হয়েছেন্রে দুলালী।

দুলালী ॥ কিসের লেগে ?

কালু ॥ এই তুরা সব কলের কামে ঢুক্যে অনাচার শুরু কর্যেছিস, দেশে পাপ হইয়েছে।

দুলালী ॥ তা মোদের উপর রুষ্ট হইয়েছেন ?

খুড়ো ॥ হঁ্যা হইয়েছেন।

দুলালী ॥ ধন্যি তুমার ঠাব্তা।

খুড়ো ॥ কেনে ?

দুলালী ॥ তা তুমার ঠাব্তা রুষ্ট হইয়ে কি করবেন ?

বিশু ॥ আর রুষ্ট না হইয়েই বা কি করতেছেন ?

খুড়ো ॥ তুরা তো সব বেশী বুঝে ফেলেছিস, তাই এ সব আর বুঝবি নে।

দুলালী ॥ আচ্ছা খুড়া—কওতো তুমার ঐ ঠ্যাব্‌তা কি শুধু মোদের উপরই রুষ্ট হত্যে জানে ?

খুড়ো ॥ ক্যানে ?

দুলালী ॥ তুমার জমিদার য্যাখন খাজনার দায় মোর নতুন জালছড়া অব্দি কেড়ে ন্যে গেলো ত্যাখন তুমাদের ঠ্যাবতা রুষ্ট হয় না ? য্যাখন মোর বাপরে ডেকে বললে—দুলালীরে পাইঠে দিস, খাজনা মকুব হইয়ে যাবে, ত্যাখন অনাচার হয় না ! আর মোর বাপ য্যাখন রাজী হ'লনি ত্যাখন কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে দেখ্যে তারে মের্যে পাট খেতে—ফেল্যে দিলে ত্যাখন অনাচার হয় না, ত্যাখন তুমাদের ঠ্যাব্‌তা রুষ্ট হয় না ?

শিবু ॥ আর জমিদারের ভোগের লেগে দাসীগিরি কইরতে না গ্যে দুলালী য্যাখন নিজে খেটে খাবার লেগে এই কলে কাম নিল ত্যাখন অনাচার হই গেলো, ত্যাখন তুমাদের ঠ্যাব্‌তা রুষ্ট হলেন।

খুড়ো ॥ তা জমিদার কি অন্যাহড় করেছ্যালেন যে ঠ্যাব্‌তা রুষ্ট হবেন ?

দুলালী ॥ কি বললে ?

খুড়ো ॥ একটা ধুমসো মাগী তাদের চোখের সামনে ধেই ধেই কইরে নেচে বেড়াবে আর তেনারা কিছু বলবেন নি ? খাজনার দায় মকুবের লেগে বা দী পাড়ার কটা মেয়ে জমিদারের কাছে যায়নি দেখাতি পারিস ?

দুলালী ॥ আর কোন মেয়ে যাবেনি বলে দেলাম, আর বাগ্‌দী পাড়ায় কেউ ইবার খাজনাও দেবেনি তাও বলে দেলাম।

কালু ॥ তুমার মোড়লরে সে কথাটা বল্যে দিও।

খুড়ো ॥ বলবইতো—মোড়লরে বইলে তুদের কি করি দেখ।

বিশু ॥ হ'—হ', যাও যা পার কইরে নিও।

খুড়ো ॥ করবইতো, এর একটা বিহিত আমি করবই করব। এই চললাম মোড়লের ধারে। [ রাগে গজ-গজ করতে করতে চলে যায় ]।

কালু ও বিশু ॥ (একত্রে) আমরাও তুমাদের জমিদার আর তুমাদের বিহিত একসাথেই করব।

দুলালী ॥ তুমার মোড়লরে একটু তাড়াতাড়ি কইরা ন্যে এস। (খুড়োকে উদ্দেশ্য করে কালু ও বিশুকে) পাজী, বদমাইস।

শিবু ॥ দুলালী!

দুলালী ॥ বল্।

শিবু ॥ মোরা মন্দিরের থান ভেঙ্গি ফ্যালাব।

দুলালী ॥ ক্যানে?

বিশু ॥ এই মন্দিরের থানের লেগে সারা বছর বাগ্‌দী পাড়ায় পচা জল জম্যে থাকে।

কালু ॥ আর এই জলের লেগ্যে বছর বছর ব্যামো হচ্ছে আর যোয়ান মদ্দ গুলান মরে যাচ্ছে।

দুলালী ॥ সামলাতি পারবি?

শিবু ॥ কি?

দুলালী ॥ সামলাতি পারবি?

বিশু ॥ কি সামলাতি হবে?

দুলালী ॥ মন্দিরের থান ভেঙ্গি দিলে যে বিপদ আইসবে তা সামলাতি পারবি?

কালু ॥ সামলাতি হবে।

শিবু ॥ চুপ যা, দুলালী ঠিকই বল্যেছে

কালু ॥ কি ঠিক বল্যেছে!

শিবু ॥ মন্দিরের থান ভেঙ্গি দিলে জল গইড়ে কুথায় চল্যে যাবে বইলতি পারিস?

বিশু ॥ (কালুকে) জল গইড়ে চল্যে যাবে জমিদারবাবুর আমবাগানে!

[এক বৃদ্ধ বাগ্‌দীর প্রবেশ]

বৃদ্ধ ॥ এই যে বাবা শিবু তুমারেই খুজতেছ্যালাম।

বিশু ॥ কেনে? শিবু আবার কি দোষটা করল?

বৃদ্ধ ॥ দোষের কথা বলতেছি না—বলছ্যালাম কি—( শিবুকে ) এই জলের এট্টা বিহিত কইরতে পার না?

শিবু ॥ জলতো আর এ বচ্ছর পেথ্থম না—য্যাত্‌দিন মন্দির হইয়েছে—ত্যাত্‌দিন বাগ্‌দী পাড়ায় পচা জল জম্যে থাইকতে শুরু কর্যেছে।

বৃদ্ধ ॥ অতশত বুঝিনে—ইবার ইব্ একটা বিহিত কর।

দুলালী ॥ ত' মোদের কাছে এইয়েছ কেনে? মোরাতো কলে-কাম ন্যে জাত খুইছি।

বৃদ্ধ ॥ গেরামের যা মঙ্গল তাতো তুরাই করতেছিস্—তাই তুদের কাছেই আলাম।

বিশু ॥ মোড়লরে বলগে যাও—বিহিত কইরে দেবেথন।

বৃদ্ধ ॥ তুরা আমার উপর রাগ করতেছিস কেনে? আমি কি কখনও বলেছি যে কলে কাম ন্যে তুরা জাত খুইছিস?

দুলালী ॥ কেনে? আমি য্যাখন রেতের বেলা জমিদার বাড়ী যেতে রাজী হলাম না—ত্যাখন বলনি যে কুন লাট সাহেবের নাত্‌নি এইয়েছ যে জমিদার বাড়ী যেতি পার না। কলে কাম ন্যেছি বলে মোড়ল য্যাখন তুমাদের ন্যে বেচার করতি বসল ত্যাখন তুমরা দশ টাকা জরিমানা করনি?

বৃদ্ধ ॥ ত্যাখন কি বুঝেছেলাম যে আমি এক' থাইকবনি—মোর সাথ তুরা সক্কলা যাইকবি?

শিবু ॥ তা এখন বুঝেছ?

বৃদ্ধ ॥ বুঝেছি বলোইতো আলাম। মুই তুদের সাথ থাইকব।

দুলালী ॥ ঠিক?

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ।

দুলালী ॥ কথা দেচ্ছ?

বৃদ্ধ ॥ দেচ্ছি।

দুলালী ॥ মোরা মন্দিরের থান ভেঙ্গি ফেলাব।

বৃদ্ধ ॥ কি? কি কইরবি?

দুলালী ॥ মোরা মন্দিরের থান ভেঙ্গি ফেলাব।

শিবু ॥ কি চমকে উইঠলে যে?

বৃদ্ধ ॥ না বলছ্যাল'ম কি—ম'ন্দির মোদের জাগ্রত দেব্‌তা'র মন্দির।

কালু ॥ কে বলল জাগ্রত দেব্‌তা—তুমাদের ওই দেব্‌তা মোদের কোন উব্‌গারটা কইরেছে বইলতি পার?

শিবু ॥ উব্‌গার করেছে ওই জমিদা'রের, মন্দিরের লেগে জল সব আইটকে থাকে এই বাগ্‌দী-পাড়ায়। ফলে হইয়েছে কি—দক্ষিণের ঐ জলাটা শুইকে বাবুদের আমবাগান হইয়েছে। তাতে তুমার আমার কোন মঙ্গলটা হইয়েছে?

বিশু ॥ বছর বছর ব্যামো হচ্ছে আর জোয়ান মদ্দ গুলান মরে যা'চ্ছে।

বৃদ্ধ ॥ কি জানি বাপু অতশত বুঝিনে। যা তুরা ভালো বুঝিস কর। আমি কথাটা বলবার লেগ্যে এইছেলাম—বল্যে গেলাম— যা তুরা ভালো বুঝিস কর। [ প্রস্থান ]

দুলালী ॥ (বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে) তুমি কিন্তু মোদের দলে থাকবা কথা দেছ। (কালু ও বিশুকে) য্যামনি শুইনল মন্দিরের থান ভাইংগতি হবে—অমনি পিছপা।

শিবু ॥ চল গেরামে ঘুরতে হবে।

বিশু ॥ কেনে?

শিবু ॥ গেরামের সকলরে বুঝাতি হবে না?

কালু ॥ বুঝাবা আবার কি—চল ভেঙ্গি দেব।

দুলালী ॥ তিনজনে করবাডা কি? জমিদার লেঠেল পাঠাবে বুঝতে হবে নে?

কালু ॥ কডা লেঠেল আছে জমিদারের!

শিবু॥ তুরা কডা আছিস ?

কালু॥ কেনে ? তুই আমি বিশু, তিনজনা একসাথ হাঁক দিলি-বাগ্‌দী পাডার সব কটা জোয়ান মদ্দ এইসে হাজির হবে নে।

দুলালী॥ তা হাঁকটা কি ইখানে দাইড়ে দাইড়ে দেবা—না গেরামে ঘুরি্য ঘুরি্য দিতে হবে।

কালু॥ ওঃ, ঠিক আছে চল।

[ সকলের প্রস্থান। কয়েক সেকেণ্ড পর ঐ একই দিক থেকে প্রবেশ করে লাঠি হাতে মোড়ল ও খুড়ো। ওরা ওদের গমনপথের দিকে পেছন ফিরে একটু দেখে নেয়। ]

মোড়ল॥ তুমি নিজির কানে শুইনেছ ?

খুড়ো॥ নিজির কানে কি বলছেছ—আমারেইতো বলল।

মোড়ল॥ খাজনা দেবেনি বল্যেছে ?

খুড়ো॥ হু।

মোড়ল॥ মন্দিরের থান ভেঙ্গি দেবে ?

খুড়ো॥ হু, তুমি দেখি্য নিও মোড়ল, বাগ্‌দী পাডাটারে উরা ছাড়ে-খাডে দেবে।

মোড়ল॥ ঠিক আছে—তুমি নিজির মুখি্য নায়েব মশাইরে সব বলবা।

খুড়ো॥ আমি নিজির মুখি্য জমিদার বাবুরে বলব বল্যে গেছলাম। তা জমিদার বাবু বললেন, তুমারে ন্যে নায়েব মশাইর কাছ গ্যে আর্জি পেশ করতি। ঐ ধুমশো মাগীটাই হচ্ছে য্যাত নষ্টের গোডা। নষ্টামি কইরা বেডাবে আর য্যাত কুচক্রি চাল চাইলবে।

মোড়ল॥ ঠিক আছে সব বলবা নায়েব মশাইর কাছে।

[ এমন সময় অনেক দূর থেকে 'মোড়ল'—'মোড়ল' বলে পাঁচুর ডাক ভেসে এলো ]

মোড়ল॥ পাঁচু বলে মনে হচ্ছে না!

খুড়ো ॥ তাইতো মনে হচ্ছে মোড়ল।

মোড়ল ॥ কি হোল আবার ?

[ হন্ত দন্ত হোয়ে ছুটতে ছুটতে এলো পাঁচু ও বিলাস ]

পাঁচু ॥ মোড়ল, ইর এট্টা বিহিত কইরা দাও, মোড়ল।

মোড়ল ॥ কি হইয়েছে কি ?

পাঁচু ॥ তুমারে ইর এট্টা বিহিত করতেই হবে মোড়ল।

খুড়ো ॥ তা কি হইয়েছে বলবিতো।

পাঁচু ॥ তুমিতো জানো খুড়া, ছোট ছেলেটা আজ কদিন থেকে ব্যামোয় পইড়েছে। কোব্‌রেজ বল্যে দেছেন ট্যাকা না দিলি আর ওষুধ দেবেন নি।

বিলাস ॥ তার উপ্‌র ঘরে একদানা চাল নাই। তাই সকাল বেলা উঠি জাল ছড়ান্যে দুজন মিলি নদীতে গেলাম। সকাল ঠেঙ্গে চেষ্টা কইরে এট্টা উই মাছ পালাম।

পাঁচু ॥ তা ও বলেছেলো পাইকেররে দে দেবার লেগ্যে। আমিই বললাম জমিদার বাবুরে দিলি খুশি‌ও হবেন আর অমনি নগদ দামটাও ন্যে নেব।

মোড়ল ॥ পেনাতি হবে না—সহজ করো বল।

পাঁচু ॥ বলছি মোড়ল—বলছি। মাছটা দেইখে জমিদার বাবু একগাল হেইসে বললেন খুব ভাল কর্যেছিস, আজ আমার ছোট জামাই এইয়েছে—সে আবার উই মাছের মাথা খেত্যে খুব ভালবাসে, এই কথা বল্যে তিনি দারোয়ানরে ডেক্যে মাছটা ভিত্‌রে ন্যে যেতে বললেন।

মোড়ল ॥ দামের কথা তুই বল্যেছিলি ?

পাঁচু ॥ পেথমটায় সাহস হয় নাই মোড়ল।

বিলাস ॥ ও আমারে বলল তুই বল—আমি বললাম তুই বল—তারপর দেখি্য জমিদার বাবু হাঁটা বাজালেন, আমি ত্যাখন পেছু ডেক্যে বললাম, বাবু দামটা যেতি দে দেন, বলতেই জমিদার বাবু এইগে এসে মারলেন এক লাথি, কি বলব মোড়ল, আমার সমস্ত অক্ত মাথায় উঠ্যে গেলো আমি

বল্যে ফেললাম—দাম দেবেন না, মুখ্যি বল্যে দিলিই হয়—মারতি যাবেন কেনে? আমি কি আপনার চাকর নাকি?

পাঁচু॥ আর সঙ্গে সঙ্গে জমিদার লেঠেল ডেক্যে মোদের জালছড়া কেড়ে নে গেলো।

বিলাস॥ (নিজের পিঠ দেখায়) দেখ দেখ কি কইরেছে।

পাঁচু॥ আবার বললেন তিন'দি'নির মধ্যি বকেয়া খাজনা না দিলি মোদের ভিটে-মাটি সব নীলামে তুল্যে দেবেন।

খুড়ো॥ তা জমিদারের মুখে চোখ পাইকে কথা বইলবি আর তেনারা কিছু বলবেন নি?

মোড়ল॥ তুদের বাপ যা বইলতি সাহস পায় নাই—তুরা তাই বল্যেছিস্, জমিদার বাবু ঠিকই করেছেন, চল খুড়ো।

[ পাঁচু মোড়লের পা জড়িয়ে ধরে ]

পাঁচু॥ মোড়ল—তুমারে এর এট্টা বিহিত কইরতে হবে—আমি তুমার কাছে নালিস করতেছি মোড়ল।

মোড়ল॥ ছাড—ছাড়, (লাথি মেরে ফেলে দেয়) আমার ইথন সময় নাই। চল খুড়ো, যত সব ঝামেলা।

[ মোড়ল ও খুড়োর প্রস্থান ]

পাঁচু॥ (চোখে মুখে ফুটে ওঠে প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা) মোরা মোড়ল পাল্টে্য ফেলাব।

বিলাস॥ (ভয় ও বিস্ময়জড়ানো কণ্ঠে) কি বইললি?

পাঁচু॥ (উঠে দাড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে) মোড়া মোড়ল পাল্টে্য ফেলাব।

বিলাস॥ কারে মোড়ল কইরবি?

পাঁচু॥ শিবুরে।

বিলাস॥ শিবুরে!

পাঁচু॥ হ, শিবুরে।

বিলাস ॥ থা'লে ঐ জমিদার বাবু দুলালীর বাপের মতন খুন করো্য ফেলাবে তুরে।

পাঁচু ॥ খুন হ'তে আর কি বাকি আছে বইলতি পারিস্? ঘরে একদানা চাল নাই। খালি হাতে ঘরে ফিরতি হবে, চোখের সামনে ছেলেটা শেষ হই যাবে, এক ফোঁটা ওষুধ দিতি পারব নি। তার উপর জমিদারের লেঠেলের লাঠির বাড়ী খেই জালছড়া থুই আইসতে হবে। খুন হতি আর কি বাকি আছে বইলতি পারিস ?

বিলাস ॥ মোরাও কলে কাম কইরব, চল, শিবু বিশু ঠিকই করো্যছে। দুলালী, ঠিকই করো্যছে, জমিদারের পাড়ানি সইতে হবে নে। খাইটব, পয়সা আইনব।

পাঁচু ॥ সেখেনেও কি শান্তি আছে বইলতি চাস, দেখিসনে শিবুরা মিটিং কইরতেছে। এস্‌টেরাইক করবে!

বিলাস ॥ এস্‌টেরাইক ?

পাঁচু ॥ হ, সব কাম বন্ধ কইরে বসে থাইকবে।

বিলাস ॥ থা'লে কি কইরতে চাস।

পাঁচু ॥ মোরা মোড়ল পাল্টো্য ফেলাব।

বিলাস ॥ মোড়ল পাল্টে ফেলালে দুঃখ ঘুইচবে বইলতি চাস।

পাঁচু ॥ ঐ জমিদারের পা-চাটা মোড়লে মোদের কাম নাই।

বিলাস ॥ যে মোড়ল হবে সেই জমিদারের পা চাইটবে।

পাঁচু ॥ থাম, শিবুরে থালে তুই চেনস্ নাই, ও মোড়ল হলো্য ঠিক জমিদাররে টিট্ কইরতে পাইরবে।

বিলাস ॥ হ, সবাই কইরাছে—এখন বাকি রইছে শিবু।

পাঁচু ॥ শিবু মোড়ল হলো্য ঠিক জমিদাররে গে্য বলো্য দেতো যে মাছের দাম আর জাল-ছড়া ফেরৎ না দিলি মোরা কেউ খাজনা দেবনি।

বিলাস ॥ ঐ সব ঝামেলা'র মধ্যে ঢুকলি শেষে আর সামলাতি পারবি না বলে দেচ্ছি।

পাঁচু ॥ আমার বাপ ঝামেলা এইয়ে চল্যেছেলো—কোন স্বগ্‌গটা পেইছেলো? তুই আমি এদ্দিন ঝামেলা এইয়ে চলেছি, কোন স্বগ্‌গটা পেইছিস্? আর শিবু, বিশু, দুলালী—উরা ঝামেলার মধ্যি ঢুক্যেছে। মোড়ল উদের কি কইরতে পেরিয়েছে। ইবার ঐ ঝামেলায় মধ্যি জড়াতি হবে, দুলালীরে দেখ্যিছিস? বাপের বেটির মত কাম কর্যেছে, ত্যাখনতো সবাই মিলি উর পিছনে লেগ্যেছিলি।

বিলাস ॥ কেনে? তুমি বল নাই? মোড়ল ডেকে য্যাখন দশটাকা জরিমানা করল ত্যাখন তুমি সায় দেও নাই?

পাঁচু ॥ হ, ভুল কইরেছেলাম, কিন্তুক আর ভুল করবনি, চল মোরা শিবুদের দলে (হঠাৎ বাইরে কাউকে আসতে দেখে থেমে যায়। বিলাস সেই দিকে তাকায়)—

বিলাস ॥ (একটু এগিয়ে গিয়ে) এই, দেইখতেছিস, মোড়ল আর খুড়া নায়েব মশাইরে ন্যে ইদিক পানে আইসতেছে।

পাঁচু ॥ হাত নেড়ে নেড়ে অত কি বলতেছেরে?

বিলাস ॥ বোধ হয় মোদের কথা।

পাঁচু ॥ চলতো—আড়াল থেকে শুইনতে হবে।

বিলাস ॥ চল। [ পাঁচু ও বিলাস মন্দিরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, প্রবেশ করে নায়েব, খুড়ো ও মোড়ল। নায়েব হুকো টানছে। ]

মোড়ল ॥ হুজুর, আজ কদিন থেকেই উরা দল পাকাচ্ছে আর ঘুষ্‌ ঘুষ্‌-ফুস্ ফুস্ করতেছে।

নায়েব ॥ তা এদ্দিন বসে বসে কি ঘুমুচ্ছিলি না কিরে হারামজাদা, নাকি দুলালীকে নিয়ে একটু রঙ্‌ করছিলি।

মোড়ল ॥ তা তুমারে বলব বল্যেইতো সকাল থেকে গিয়ে তুমার উখানে বস্তেছেলাম। তা তুমার সময়ই হয় না।

নায়েব ॥ যাক গিয়ে, ভাল কথা শোন-আমার ঐ পূবের দিকের বেড়াটা ঠিক করে দিয়েছিসতো ?

মোড়ল ॥ তাতো এই এক পহর বস্তে বস্তে করলাম, ইথন আসল যেটা করার সেটা কর দেখিনি !

নায়েব ॥ আয় আয় বোস, বসে বসে তোদের কথাগুলোও শুনি আর ওমনি একটু জিরিয়ে নি ।

[নায়েব বসল মন্দিরের বেদীতে এবং মোড়ল ও খুড়ো মাটিতে নায়েবের দু'পাশে দু'জন বসল ]

নায়েব ॥ নে—পেনাসনি বাপু, এক কথায় বল, তোদের নালিশ শুনতে শুনতে প্রাণটা বেরিয়ে গেলো আমার । হারামজাদা বজ্জাতের দল, দেখেছিস পশ্চিমে সূয্যি হেলতে শুরু করেছে, আমার এখন ঘুম পেয়েছে, ঘুমুতে হবে ।

মোড়ল ॥ ( রেগে গিয়ে ) তবে তুমি ঘুমোওগে যাও, নালিশ শুনে তুমার আর কাম নাই, মোদের কি ? যা হয় হবে । চল খুড়া, মোরা উদের দলে যোগ স্থে চুপ করো গ্যে ঘরে বসি থাইকব । [ রেগে চলে যেতে থাকে, নায়েব তাড়াতাড়ি আটকায় । ]

নায়েব ॥ আহা-হ'-হা-হা, রাগ করিস কেনো ? এঁ্যা—তুই আর আমি কি তফাৎ রে ? তুই আমার পুত্রতুল্য আমি তোর বাপ—বাপের পরে কি গোঁসা করে চলেরে ব্যাটা —এঁ্যা ? নে আয়, বস, [ সকলে পুনরায় বসে ] বল্, কি বলছিলি ।

মোড়ল ॥ বলব কি হুজুর, একদল বদ-বেজাত যে বাগ্‌দী পাড়া নষ্টাৎ করে দেচ্ছে সিদিকে তুমরা গা করবেনি ? কারখানায় খাইটতে যায় সব্বোনেশেগুলো । কি বলে শুইনবে ?

নায়েব ॥ বল না—শুনি ?

মোড়ল ॥ বলে মোরাও মানুষ ।

নায়েব ॥ উঃ !

মোড়ল ॥ হু, বলে আজা মানুষ, দেব্‌তা মানুষ, বাবুলোক মানুষ মোরাও মানুষ, মোরা ছোট কিসে?

নায়েব ॥ বলেতো হয়েছে কি?

মোড়ল ॥ কি বললে? কি হোয়েছে? যারে বল্যেছে তার নিজির মুখ্যির থেকে শোন—কি হয়েছে? খুড়ো নিজির মুখ্যি বলতো।

খুড়ো ॥ উরা সব জোট পাইকেছে—কেউ খাজনা দেবেনি আর!

নায়েব ॥ আর। আরও মতলব আছে নাকি?

মোড়ল ॥ তবে আর বলতিছি কি হুজুর—শোনই না।

খুড়ো ॥ আর যা বল্যেছে তা মুখ্যি আইনলে পাপ হয় হুজুর।

নায়েব ॥ আঃ, না পেনিয়ে বলতো কি বলেছে?

খুড়ো ॥ উরা সব মন্দিরের থানের বাঁধ কাটত্যে চায় হুজুর [ মোড়ল ও খুড়ে পাপস্খলনের জন্য দুই হাতে কান ও নাক মলতে থাকে ]

নায়েব ॥ বলিস কিরে? এঁ্যা। তা কবে কাটবে?

মোড়ল ॥ অনেকে গুই-গাই করতেছে, তাতে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। নইলে এতক্ষণে কেট্যে দিতো। দেখ না, সারাদিন জপাচ্ছে। গেরামে ঘুরে ঘুরে ইয়ারে-উয়ারে রাজী করাচ্ছে। সামলান যাবে বল্যে মোর আর ভরসা নাই।

নায়েব ॥ তা যা—ওদের বুঝিয়ে বল গিয়ে যে এটা কত বড় পাপ কাজ।

মোড়ল ॥ কারে বলব হুজুর, কে পারবে উদের সাথ কথায়। বলে চোর বেজাতের দেব্‌তা-ধরম্‌ মোরা মানি না। হুজুর এই কলে-খাটা ছোড়া-ছুড়ি গুলান মোর পাড়া সমাজ বেদখল করলেগো, তুমরা ইর একটা বিহিত কর।

নায়েব ॥ কাঁদিসনে ব্যাটা—মেয়েছেলের মত কাঁদতে লেগেছে। সাধে কি আর তোকেকেউ মানে না?

মোড়ল ॥ হুজুর, তুমরা হল্যে মা-বাপ, তুমাদের ঠেঙ্গে কাদতে পারি, নাতো এই তুলে বাগ্দী কেমন মরদ তা এই দশটা গাঁয়ের নোক জানে।

নায়েব ॥ ইস্, মরদ ! তা মরদ যদি তো ওদের ধরে ঠেঙ্গিয়ে দিতে পারিস না।

মোড়ল ॥ উইতো মোর পোড়া কপাল গো, তুমরা বুঝবে নি, ইজে সামাজিক অমান্যি গো। জেতের ব্যাপার, ঠ্যাঙ্গাবো কারে। আর তাছাড়া একি শুধু আক্ক্সির ব্যাপার। অনেক দিন ঠেঙ্গে উদের গজ্রানী চলতেছে।

নায়েব ॥ তা বিচার ডেকে ওদের এক ঘরে করতে পারিস না।

খুড়ো ॥ কারে এক ঘরে করব হুজুর—মোরে, মোড়লরে আর বংশীরে উরাই এক ঘরে কর্যে দেছে।

মোড়ল ॥ তবে আর বলতিছি কি হুজুর, খুঁটিতে বেন্দ্যে ঠেঙ্গিয়ে ছ্যাকা দিতি গেলে উরাই মোদের বেন্দ্যে ঠেঙ্গিয়ে ছ্যাকা স্থে দেবে।

নায়েব ॥ তা যা, বাপ-ঠাকুর্দার রীতি-নীতি, সামাজিক মান্যি-গন্যি, পাপ-পুণ্যি এই সব বুঝিয়ে বল।

মোড়ল ॥ সে কি আর কিছু বাকি রেখ্যেছি হুজুর, মেয়ে-মদ্দগুলোনরে এক সাথ পচাই খাইছি, মেলামেশা করতে দেছি, তবে না এদ্দিন ধর্যে রেখেছি, নইলে কবে সব ভেঙ্গি চুরমার হই যেতো। কিন্তুক্ মোর আর ক্ষ্যামতা নাই হুজুর, ইবার তুমরা যা পার এট্রা বিহিত কর।

নায়েব ॥ আচ্ছা আচ্ছা সে হবেখন, ভারি সব মস্ত মস্ত লোক তার আবার বিহিতের ভাবনা। তা হ্যারে, কে কে পাণ্ডা হয়েছে বলতো—বিশে, শিবে ?

মোড়ল ॥ কালু।

খুড়ো ॥ দুলালী।

নায়েব ॥ এঁ্যা—ছু দুলালীও ভিড়েছে ?

খুড়ো ॥ হঁ্যা হুজুর, ঐ মাগীইতো উদের পরামশ দেছে আর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বল্যে বেড়াচ্ছে।

নায়েব ॥ তা এক কাজ করতে পারিস ?

খুড়ো ॥ বলেন হুজুর।

নায়েব ॥ ওকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসতে পারিস ?

খুড়ো ॥ তা রেতের বেলা মুখে কাপড় বেন্দ্যে স্তে আসা যায়—কি বল মোড়ল।

মোড়ল ॥ ( তাচ্ছিল্য ভরে ) তা আনা যেত্যি পারে।

নায়েব ॥ আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তোরা এখন যা। আমি শিবে, বিশে আর কালুর নামে কত্তাবাবুকে দিয়ে থানায় ডাইরী করিয়ে রাখছি। ( উঠে যেতে যেতে ) যা ওদের একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে হাত করে রাখার চেষ্টা কর। আর এমন ত্যামন কিছু বুঝলে আমাকে খবর দিবি। আর শোন্ ( নিজেই থেমে যায়, তারপর আড়চোখে খুড়োর দিকে তাকিয়ে ) ওদিকটায় একটু নজর টজর দিস, কেমন ?

[ নায়েবের বাঁদিকে প্রস্থান। তারপর মোড়ল আর খুড়ো দু'জনেই নতজানু হয়ে মন্দিরে প্রণাম করে চলে যায় মঞ্চের ডানদিকে অর্থাৎ বাগ্‌দী পাড়ার দিকে। ধীরে বেরিয়ে আসে পাঁচু ও বিলাস, প্রথমে পাঁচু, তারপর বিলাস, পাঁচু দাঁড়ায় মোড়ল ও খুড়োর গমনপথের দিকে চেয়ে, বিলাস দাঁড়ায় নায়েবের গমন পথের দিকে চেয়ে, দু'জনেরই দাঁড়াবার ভঙ্গিতেই প্রকাশ পায় তারা আজ চরম বিদ্রোহী। ]

পাঁচু ॥ বিলাস !

বিলাস ॥ বল !

পাঁচু ॥ শুইনলিতো সব।

বিলাস ॥ শুনিচি।

পাঁচু ॥ চল, এক্ষুনি শিবুরে খুঁজি বাইর কইরতে হবে।

বিলাস ॥ আর দুলালী ?

পাঁচু ॥ আমি শিবুর খোঁজে যাচ্ছি, তুই দুলালীর কাছে যা।

বিলাস ॥ আমি যে আবার দুলালীর সাথ কথা বলি না।

পাঁচু ॥ (ধমক) আজ ঠেঙে বইলবি। চল্ শিগ্‌গির করো্য চল। [উভয়ের প্রস্থান]

[ কয়েক সেকেণ্ড পরে বৃদ্ধকে বোঝাতে বোঝাতে প্রবেশ করে বিশু। ওরা বাগ্‌দী পাড়ার দিক থেকে আসে। বৃদ্ধ যাচ্ছিল ভদ্রপাড়ার দিকে কোথাও, বিশু কথার ফাঁকে একরকম জোর করেই তাকে দাঁড় করায়। ]

বিশু ॥ আমরাতো কোন ক্ষেতি করতেছি না। মন্দিরের থানের বাঁধটা কেটে্য একটা জোল করো্য দেব যাতে জলটা গইড়ে চলো্য যেতি পারে।

বৃদ্ধ ॥ দেব্‌তার মন্দির, যেতি কোন অমঙ্গল হয়।

বিশু ॥ কোন মঙ্গলটা এইয়ে রইছে শুনি—কোন মঙ্গলটা এইয়ে রইছে যে অমঙ্গলের ভয় করব। তবে ঐ জমিদার যেতি তুমাদের দেব্‌তা হয় থা'লে দেখ্‌বা তুমাদের সেই দেবতার ঠেঙে অমঙ্গল আসবে নে।

বৃদ্ধ ॥ কেনে ?

বিশু ॥ ঐ জমিদার দেখবানে বাধা দেবে। ঐ যে কতগুলান বে-জাতের ছাওয়াল আছে, মোড়ল, বংশী-খুড়া, অরাই দেখবানে জমিদারের হই বাধা দিতি আইসবে।

বৃদ্ধ ॥ কেনে ? দেব্‌তা মোদের। দেব্‌তার মন্দিরও মোদের লেগে, পাপ পুণ্যি মোরা বিচার করব। জমিদার আইসবে কেনে ?

বিশু ॥ তুমাদের মুখ্যিইতো, গপ্প শুনিচি যে বাবুদের উই আমবাগানটা আগে বিরাট জলা-জায়গা ছেলো, উখানে বিরাট মাছের চাষ হোত। বাপ-ঠাকুর্দার আমলে দল বেন্দ্যে সেই মাছ ধরে গঞ্জে ন্যে যাওয়া হোত বেচনের লেগে। আর ঐ মন্দির হওয়ার পর ঠেঙে উখানকার জলা জায়গাটা শুইকে গেলো। বাবুরা উখানে আমবাগান করলেন। আর চাষী-ভাইদের জন-মজুরী খাইটে চাষ করাতি লাগলেন। ঐ জোল কেটে্য দিলি আবার ঐ জল গ্যে জম্যে থাইকবে বাবুদের আমবাগানে। আবার

উথানটা জলা-জায়গা হই যাবে। আমরা মাছ ধরব, শউরে বেচ্‌তে ন্যে যাব।

বৃদ্ধ॥ কি জানি বাপু, অতশত বুঝিনে। যা তুরা ভাল বুঝিস কর।

[ বলতে বলতে চলে যেতে থাকে ভদ্রপাড়ার দিকে। দুলালী আসে বাগ্‌দী পাড়ার দিক থেকে। ]

দুলালী॥ কি গো বুড়া—তুমি রাজী আছতো?

বৃদ্ধ॥ বললাম তো, যা তুরা ভাল বুঝিস কর। শুধু দেখিস বাগদী পাড়ায় য্যান্ দেব্‌তার কোপ না পড়ে।

দুলালী॥ দেব্‌তা বলে কিছু আছে নাকি যে কোপ পড়বে? একি চললে যে?

বৃদ্ধ॥ না—ঘুর্‌যে আসতেছি।

দুলালী॥ হু ইথানে থাইকতে হবে।

বৃদ্ধ॥ থাইকব, কথা দেলাম থাইকব।

[ ভদ্রপাড়ার দিকে প্রস্থান ]

দুলালী॥ ( কয়েক সেকেণ্ড বৃদ্ধের গমনপথের দিকে চেয়ে থেকে তারপর বিশুকে ) খন্তা কোদাল কই?

বিশু॥ কালু কিছু ন্যে আসতেছে? আর সকলরে বল্যে দেছি হাতে হাতে ন্যে আসতে।

দুলালী॥ কাম শুরু হই গেলে দশ মিনিটের মধ্যি সেরি ফেলতি হবে কিন্তু।

বিশু॥ জোয়ান মদ্দ সব আইসতেছে, দেখনা, একটা কর্‌যে কোপ মাইরলে জোল কেনে খাল কাটা হই যাবে না।

দুলালী॥ মোড়ল হুমকি দিলি পালাবে কটা?

বিশু॥ মনেতো হয় না কেউ পালাবে।

দুলালী॥ লেঠেল এলি?

বিশু॥ তা দু-চারডা পালাবে।

দুলালী ॥ শিবু আবার কোন দিকি গেলো ?

বিশু ॥ আইসত্তেছে—আমাদেরতো বল্যে দেলো সব ইথানে হাজির হত্যে।

[ ব্যস্তসহকারে কালুর প্রবেশ ]

কালু ॥ খন্তা-কোদাল সব জড় কর্যে রেখি এইছি। শিবু কই—আইনতি বইললিই ন্যে আসব।

দুলালী ॥ সব্বাই যে এক কথায় সায় দেবে ভাইবতি পারিনি।

কালু ॥ শিবু ঠিকই বলে। বারুদ জম্যে রয়েছে, দেশলাইর কাঠি জেলি দে, দেখবি দাউ-দাউ কর্যে জ্বল্যে উইঠবে।

[ এমন সময় নেপথ্যে বিলাসের উদাত্ত কণ্ঠে ডাক শোনা যায়—'দুলালী', 'দুলালী', মঞ্চের সকলে কিছুটা হতবাক্ হয়ে যায়। তারপর ছুট্তে ছুট্তে প্রবেশ করে বিলাস ]

বিলাস ॥ দুলালী, তুই পালা শিগ্গির।

দুলালী ॥ আ-মর—অমন করতিছিস্ কেনে ?

বিলাস ॥ তুই পালা শিগ্গির, দুলালী !

দুলালী ॥ কেনে ? কি হয়েছে বলবিতো।

বিলাস ॥ তুর মুখ্যে কাপর বেন্দ্যে উরা তুরে ধর্যে ন্যে যাবে।

বিশু ॥ তুরে কে বলল ?

বিলাস ॥ আমি নিজির কানে শুন্যে এইছি।

বিশু ॥ কি শুন্যেছিস্ ?

বিলাস ॥ নায়েব, মোড়ল আর খুড়া তিনজনে মিল্যে শলা কর্যেছে—রেতের বেলা তুর মুখ্যে কাপর বেন্দ্যে উরা তুরে ধর্যে ন্যে যাবে নায়েব মশাইর কাছে।

কালু ॥ কোন ব্যাটা মরদ আছে—আসে য্যান্ ধর্যে ন্যে যেতে, জ্যান্ত খেই ফ্যালাবো না।

বিলাস ॥ আর তুদের নামে পুলিশি খপর দেবে বল্যেচে।

বিশু ॥ দুলালী তুই একটু সাবধানে থাকিস।

[ এমন সময় ছুট্‌তে ছুট্‌তে প্রবেশ করে পাঁচু ও শিবু ]

শিবু ॥ দুলালী, শুনিচিস্?

দুলালী ॥ হ, শুনিচি।

শিবু ॥ আর মোদের নামে পুলিসি খপর দিতি গেছে।

কালু ॥ পুলিশ এস্তে মোদের ঠেকাতি পারইবে না।

শিবু ॥ ঠিক বল্যেছিস, পুলিশের বাপের ক্ষ্যামতা নাই যে মোদের রুখ্যে দেয়।

পাঁচু ॥ (বিলাসকে) চল মোরা দু'জন কোদাল ছোঁয়াব সব্বার আগে। (উভয় প্রস্থানদ্যোত। সঙ্গে সঙ্গে শিবুর হুঙ্কার— )

শিবু ॥ দাঁড়া—আরও অনেকে আইসবে।

বিশু ॥ দক্ষিণ পাড়ার সকলরে বল্যে এইছি বাঁধের উথানটায় হাজির থাইকতে।

[ সকলে গোল হয়ে আলোচনা শুরু করে। তারই ফাঁকে দুলালী বিলাসকে টেনে নিয়ে এক কোনায় চলে আসে ]

দুলালী ॥ বিলাস, এক দৌড়ে মোর ঘরে চল্যে যাতো।

বিলাস ॥ কেনে?

দুলালী ॥ ঘরের দাওয়ায় মোর খন্তাখান আছে, জলদি কর্যে ন্যে চল্যে আয়।

বিলাস ॥ আচ্ছা। [ বিলাস দৌড়ে চলে যায়। অপরদিকে সবাই বলতে থাকে—'হ', কালু চল্যে যা'। কালুও 'আমি যাচ্ছি' বলে চলে যায়। কালু ও বিলাস প্রায় একই সঙ্গে বাগ্‌দী পাড়ার দিকে চলে যায়। দুলালী বিলাসের উদ্দেশ্যে বলতে বলতে দৌড়ে উইংসের ধারে চলে আসে। )

দুলালী ॥ তড়ি-ঘড়ি চল্যে আসিস্, হাতে কিন্তু সময় নাই। (হঠাৎ ঘুরে মাঝ মঞ্চে শিবুদের জটলার কাছে চলে আসে) শোন্, পুলিশ চল্যে

আসার আগে জোল কেট্যে ফেলতি হবে। (ওরা দুলালীর কথায় খুব একটা আমল না দিয়ে নিজেদের আলোচনাটা করতে থাকে।)

[ভদ্রপাড়ার দিক থেকে প্রবেশ করে বৃদ্ধ]

বৃদ্ধ॥ তুরা ইথনও ইখানে দাঁইড়ে কি করতেছিস্?

দুলালী॥ (একলাফে চলে আসে বৃদ্ধের কাছে) এই যে বুড়া, তুমার মোড়লের মতলবটা শুন্ছি?

বৃদ্ধ॥ আবার কি মতলব এট্যেছে।

দুলালী। ঐ শোন পাঁচুর কাছে।

বৃদ্ধ॥ কই, পাঁচু কই? (জটলার কাছে পাঁচুকে খুঁজে পেয়ে সামান্য এগিয়ে এসে) কি মতলব এট্যেছে র‍্যা।

পাঁচু॥ তুমার মোড়ল আর খুড়া দুলালীর মুখ্যে কাপড বেন্দ্যে ন্যে যাবে নায়েবের কাছে। আর মোদের নামে পুলিশি খপর দিতি গেছে।

বৃদ্ধ॥ আমি জানতাম যে এমন ধারা একটা কিছু হবে।

শিবু॥ আমম্যও জানতাম।

বিশু॥ (বৃদ্ধকে) আমি তুমারে এট্টু আগে বলতেছেলাম না?

শিবু॥ মোরা কেউ মোডলরে ডরাই না। কি তুরা কেউ ডরাস্?

পাঁচু ও বিশু॥ উরে ডরাতি হল্যে মোরা কিসের মরদ হইছি।

বৃদ্ধ॥ এইতো বাপের ব্যাটার মত কথা বল্যেছিস্, তুরা সব এক একটা মরদের ব্যাটার মতন মরদ হইছিস্ না, ডর কিসির—নে—কামে নেগ্যি যা।

দুলালী॥ আমার জন্য চেন্ত নাই। তুরা তুদের কাম চাইলে যা। আমার কাছে এল্যে তার বিহিত আমিই করত্যে পাইরব।

শিবু॥ আজ দশটা গাঁয়ের নোকেদের বুঝাই দিতি হবে যে বাগদী পাড়ার জোয়ান মদ্দগুলান কেমন মরদ।

দুলালী॥ (বৃদ্ধকে) তুমার ঐ নায়েবের চ্যাম্‌নাপনা আজ আমি শেষ কর্যে দেব।

শিবু ॥ দুলালী ওসব করত্যে যাস না। তাতে বিপদ আছে।

দুলালী ॥ বিপদের ভয়ে কতকাল চুপ কর্যে থাইকতে হবে। শয়তানগুলার লেগে বাগ্দী পাড়ার কোন মেইয়ে সোয়াস্তিতে থাইকতে পাইরবে নি? আজ আমার কাছে এল্যি আমি শেষ কর্যে ফেলাব।

শিবু ॥ (প্রচণ্ড ধমক) দুলালী! (কাছে এসে) অনেক সমঝে আগুতি হবে। আগে ঐ জোল কেট্যে নি। তারপর সরাসরি গ্যে ঐ জমিদাররে বল্যে দেব যে এই সব কিছুর বিহিত না কইরলে মোরা কেউ খাজনা দেবনি।

[ শিবুকে ডাকতে ডাকতে ছুটে প্রবেশ করে বিলাস ]

বিলাস ॥ শিবু ঐ গ্যাখ, দক্ষিণ পাড়ার সব আইসতেছে। দুলালী, এই নে তোর থন্তা।

শিবু ॥ বিশু, ঝপ্ কইরে চইলে যা। আমি না আসা পর্যন্ত উদের উখানটায় দাঁড় কইরে রাখবি, বিলাস তুইও যা বিশুর সাথ। তুরাও দাঁড়িয়ে থাইকবি।

[ ওরা প্রস্থানোদ্যত হয়। এমন সময় ছুট্তে ছুট্তে প্রবেশ করে কালু ]

কালু ॥ শিবু—ঐ গ্যাখ, দক্ষিণ পাড়ার সব এইসে গেছে।

শিবু ॥ ঠিক আছে, তুইও বিশুর সাথ যা।

[ ওরা তিনজনে একসাথে 'চল' বলে ছুটতে ছুটতে চলে যায়। ]

শিবু ॥ পাঁচু, তুরে কোদাল ধইরতে হবে না।

পাঁচু ॥ কেনে? আমি কোপ মাইরব সব্বার আগে।

শিবু ॥ যা বলতেছি শোন্। কাম শুরু হই গেলে ঐ আমবাগানের দিকি নজর রাখবি। নোক আইসতে দেইখলে চেঁচাই উইঠবি। (বৃদ্ধের কাছে এসে) আর বুড়া, তুমি চল্যে যাও মন্দিরের ঠাকুর মশাইর কাছে। বল্যে দাও—যেতি ভাল চায় তাই'লে য্যান্ কোনর'ম বাধা না দিতি আসে।

বৃদ্ধ ॥ আমি! আমি গেলিইতো বলবে—সর সর ছায়া লাইগে দিসনি।

দুলালী ॥ তুমি ইচ্ছা কইরে লাইগে দেবা, দেখ্যি কি করে।

বৃদ্ধ ॥ আচ্ছা আচ্ছা।

শিবু ॥ এট্টু পা' চাইলে যেও।

বৃদ্ধ ॥ হ, যাচ্ছি। [ প্রস্থান ]

শিবু ॥ দুলালী, তুই মোদের সাথ কোদাল ধইরবি।

দুলালী ॥ আমি খন্তা স্তে এইছি দেইখতিছিস না। আমি এই মন্দিরের বেদীতে উঠ্যে কোপ মাইরব। বাগ্‌দী পাড়ার মঙ্গলের লেগ্যে এই মন্দির। অথচ ঠাকুর মশাইরা ছাড়' কোন বাগ্‌দী এই মন্দিরে উইঠতে পাইরবে না। আজ আমি পেথম উইঠব এই মন্দিরে।

[ ছুটাতে ছুটতে কালু, বিশু ও বিলাসের প্রবেশ, কালুর হাতে কয়েকটি বাঁশের লাঠি। ]

বিশু ॥ শিবু—সব এইসে গেছে। চল কাম শুরু কর্যে দি।

কালু ॥ পাঁচু, দুলালী, চল।

শিবু ॥ সব এইসে গেছে?

বিশু ॥ হ, সব এইসে গেছে।

শিবু ॥ বিশু, তুরে কোদাল ধইরতে হবে না। তুই দশটা মরদের ব্যাটা স্তে তৈয়ার থাইকবি। আমি হাঁক দিলি আমার সাথ লাইফে পইড়বি।

বিশু ॥ ঠিক আছে।

শিবু ॥ কালু, আমার লাঠিখান্ দে।

কালু ॥ এই নে। ( ছুড়ে দিল, শিবু লুফে নিল )

শিবু ॥ পাঁচুর লাঠি। ( একই ভাবে পাঁচুকেও লাঠি দিল ) বিলাস লাঠি নেছ?

বিলাস ॥ হ, নেছি।

শিবু ॥ কালু সব্বাইরে স্তে বেদীতে কোপ মাইরবে। আর দুলালী কালুর সাথ থাইকবে।

কালু ॥ এতগুলিন যোয়ান-মদ্দ লাগে কিসেরে? আমি একাই জোল কেট্যে শেষ করি ফ্যালাতে পারি।

শিবু॥ যার যার কাম বুঝে নেছ তো? (সবাই একসঙ্গে লাঠি সমেত হাত ঊর্দ্ধে তুলে ধরে জবাব দেয়—'হ'।)

শিবু॥ চল, (সকলে এক সঙ্গে যাবার জন্য ঘুরে দাড়ায়, হুঙ্কার দিয়ে পথ আগ্‌লে এসে দাঁড়ায় মোড়ল। কয়েক সেকেণ্ড নিরবতা, প্রত্যেকে যে যার লাঠি নিয়ে সতর্ক। মোড়ল এক পা এক পা করে এগোবার চেষ্টা করে, ওরা দু'তিন পা' পিছিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সর্ব্বাগ্রে মোড়লের মুখো-মুখি কালু।)

মোড়ল॥ কুথা যাচ্ছিস-তুরা, দল পাইকে সব কি কইরতে যাচ্ছিস?

কালু॥ তুর শেরাদ্ধ কইরতে।

শিবু॥ (প্রচণ্ড ধমক) চুপ যা, (কালুকে ঠেলে মোড়লের মুখোমুখি হয়) তুমারে বলার দিন শেষ হই গেছে মোড়ল, ঘর যাও, খালি ঘরে লাইফে মরগ্যে।

মোড়ল॥ কি বইললি? (ইতিমধ্যে অন্য সকলে মোড়লকে ঘিরে ফেলেছে)

দুলালী॥ মোরা মন্দিরের থানের জোল কেট্যে দেব।

মোড়ল॥ কি? ছোট জাতের নোক হই তুদের মন্দির ছুঁতে সাহস হয়? পাপ কর্য়ে তুরা মোদের সকলরে মাইরবি?

দুলালী॥ ছোট কিসে?

শিবু॥ মোরাও খাটি-খাই—ছোট কিসে?

বিশু॥ মোরাই সজ্জাত (সৎজাত), বজ্জাতি ধরম-করম মোরা মানব নাই।

শিবু॥ বেম্ভাণ্ড সংসার পাইল্টে গেছে মোড়ল। বামুনের চেয়ে সেরা জাত এইয়েছে পিথিমিতে। মজুরের জাত, খাটিয়ের জাত, ঐ চাষাদের জাত, যে খাইটবে সে জেতের নোক—আর সব বেজাত বজ্জাত।

মোড়ল॥ কি এতবড় পাপ কথা তুরা মুখ্যি আনতি পারলি?

সকলে॥ হ, পারলাম।

মোড়ল॥ ঠাকুর মশাইরে তুরা বেজাত বজ্জাত বইললি।

সকলে ॥ হ, বললাম।

মোড়ল ॥ নায়েব মশাইরে ?

সকলে ॥ বললাম।

মোড়ল ॥ জমিদার বাবুরে ?

সকলে ॥ বললাম।

শিবু ॥ তারা সব চোর-ছ্যাচর, যারা খেটে্য খায়—তাদের মুখ্যির অন্ন চুরি করে্য খায়। ঐ চোর বেজাতের দেব্তা-ধরম মোরা কেউ মানব নাই।

বিশু ॥ মোরাই সজ্জাত।

শিবু ॥ কাল্ মার কোদাল।

কালু ॥ চল, (সকলে চীৎকার করে চলে যায়। শিবু লাফ দিয়ে বেদীতে ওঠে কাজের তদারক করার জন্য। পাঁচু ভদ্রপাড়ার দিকে আমবাগানে নজর রাখতে জায়গামত লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাইরে থেকে ভেসে আসতে থাকে ওদের জোল কাটার শব্দ।)

মোড়ল ॥ সব্বোনাশ হবে, সব্বোনাশ হবে—ঠাকুরের থানে কোদাল ছোঁয়ালি সর্ব্বোনাশ হবে॥

শিবু ॥ (পেছন ফিরে শক্ত করে লাঠিখানা ধরে) বাবুদের ঠাকুরঘরে জল যাবার লেগ্যে নালা থাকে। মোরাও জল বার করে দেবার লেগ্যে একটা নালা কেটে্য দিচ্ছি। মন্দিরের থান তুমার ঠিক রবে মোড়ল। (পুনরায় বাইরে ওদের কাজের দিকে মন দেয়)

মোড়ল ॥ (অনেকটা নিরুপায় হয়ে বার বার মন্দিরে মাথা কুটতে থাকে) ঠাকুর, এ তুমি কি করলে গো। কি পাপ আমি করে্যছি যে এমন সব্বোনাশ হতে চলল। (হঠাৎ গর্জন করে উঠল) এই, পালা, সব পালা। কত্তাবাবুরে খপর দে এইছি। পুলিশ আসতেছে। মিলিটারী আসতেছে। পালা, সব পালা।

পাঁচু ॥ কি ? (হুঙ্কার দিয়ে বাঘের মতন লাঠি হাতে মোড়লের সামনে

দাঁড়ায়। মোড়লও লাঠি নিয়ে তৈরী, পাঁচু এক পা, এক পা, করে এগোয়, মোড়ল এক পা' এক পা' করে পেছোতে থাকে ) কত্তাবাবুরে খপর দেছ ? পুলিশ আসতেছে ? মিলিটারী আসতেছে ?

মোড়ল ॥ পাঁচু !

পাঁচু ॥ হ, পাঁচু তোর যম। ( পাঁচুর লাঠির ঘায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মোড়ল, তার আর্ত্ত চীৎকার ভেসে যায় দূর থেকে দূরে। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বাইরে শোনা যায় ওদের কলরোল—'কেট্যে দিছি, বাধ মোড়া কেট্যে দিছি,। মন্দিরের বেদীর উপর দিয়ে প্রবেশ করে কালু, দুলালী, বিশু ও বিলাস।)

কালু ॥ শিবু, ঐ দেখ, জোল মোরা কেট্যে দেছি, ঐ গ্বাখ, কল কল কইরে পচা জল গইড়ে যাচ্ছে।

শিবু ॥ পাঁচু, শুনিচিস্, ( ছুটে মঞ্চের একেবারে সম্মুখভাগে এসে দু'হাত তুলে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে ) ঐ জোল মোবা কেট্যে দেছি। ( ইতিমধ্যে মঞ্চের বামপ্রান্তে চলে যায় দুলালী ও বিলাস এবং ডান প্রান্তে চলে যায় কালু ও বিশু, শিবুর ঘোষণা শেষ হতেই আবার ছুটে চলে আসে মঞ্চের গভীরে, বাঁধের কাছে। এতক্ষণে পাঁচুও এসে সেখানে দাঁড়িয়েছে।)

শিবু ॥ কল্‌কল্ কইরে পচা জল সব গইড়ে যাচ্ছে, পাঁচু এই গ্বাখ, কল কল কইরে পচা জল গইড়ে যাচ্ছে। চল, সব্বাই মিলে জমিদাররে গ্যে বল্যে আসি—আবার যেতি ঐ বাঁধ গইড়ে দেয় থা'লে সারা গেডামে আগুন জ্বল্যে যাবে।

সকলে ॥ ( হাত তুলে জবাব দেয় ) আগুন জ্বল্যে যাবে।

[ বজ্রমুষ্টি উর্দ্ধে তুলে দাঁড়িয়ে আছে বাগ্‌দী পাড়ার ছ'টি যৌবন, লাল আলোয় মঞ্চ ভেসে গেছে, নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসছে 'ক্ষেতে কিষাণ, কলে মজুর, জোট বাঁধো, তৈরী হও, আস্তে পর্দ্দা নেমে আসে। ]

# আদাব

কাহিনী : সমরেশ বসু

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

সুতা মজুর / মাঝি

[ বড রাস্ত থেকে সামান্য তফাতে একটা গলি। সময় রাত্রি। গলির মাঝামাঝি জায়গায় ডাস্টবিন উল্টে পডে আছে। দূর থেকে ভেসে আসছে মিলিত কণ্ঠের আর্তনাদ। হিংস্র উল্লাস ধ্বনি। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের আর্ত চীৎকার। একটু পরেই মিলিটারী ট্রাক চলে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। ভেসে আসতে লাগল গুলীবর্ষণের আওয়াজ। মিলিত কণ্ঠের চীৎকার কান্না ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে এল। শোনা গেল রাজপথ দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাওয়া মানুষের পদশব্দ। পিছনে ধাওয়া করে যাওয়া সৈন্যদের ভারী বুটের শব্দ রাত্রির বুকে ত্রাসের সঞ্চার করতে লাগল। এক সময় গুলীবর্ষণের শব্দ থেমে যায়, নেমে আসে অটুট নিস্তব্ধতা। এতক্ষণ ডাষ্টবিনের পিছনে বসে একটি লোক ভয়ে কাঁপছিল। একবার সাহস করে উঁকি মারল। সহসা গলির মুখে কিসের শব্দ হয়। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পডে। অল্প পরে বুকের কাছে একটি পোটলা নিয়ে হামাগুডি দিয়ে প্রবেশ করল আর একটি মানুষ। সর্বাঙ্গে তার নদমার পাঁক আর ময়লা। খানিকক্ষণ নির্জীবের মত শুয়ে থাকে দ্বিতীয় ব্যক্তি। তারপর আস্তে আস্তে মাথা তুলে চারিদিক চেয়ে দেখে। সহসা প্রথম ব্যক্তি নডাচড়া করায় ডাস্টবিনটা নড়ে ওঠে। আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ করে পিছিয়ে যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি। দাঁতে দাঁত চেপে, হাত পা কঠিন করে ভয়ঙ্কর একটা কিছুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু পরে তার সাহস ফিরে আসে। ]

দ্বিতীয় ॥ বোধহয় কুত্তা। (একটা ঢিল ছুড়ল ডাস্টবিনের গায়ে। তারপর বিড় বিড় করল) কিসু না।

[ডাস্টবিনের কাছে আবার সরে এল। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিন। চমকে সরে এল দ্বিতীয় ব্যক্তি। মুখে যুগপৎ ভয় আর কৌতূহল। ওপাশ থেকে মাথা তোলে প্রথম জন। অন্ধকারে চোখাচোখি হয় দুজনের। নিষ্পলক চোখে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভয় আর সন্দেহ উভয়ের দৃষ্টিতে। উভয়েই আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে। অবশেষে দ্বিতীয়জন অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে—।]

দ্বিতীয় ॥ হিন্দু না মুসলমান?

প্রথম ॥ আগে তুমি কও।

দ্বিতীয় ॥ আল্লাইরে আস্তাকুড়ের আবডালে পলাইয়া আছে ক্যান?

প্রথম ॥ হেই কথাডাও বোঝ না? যে দিনকাইল পড়ছে, তাতে পরাণডার লাইগ্‌গা বড ভয় হয়। হ বড় ভয় হয়। কারুরে বিশ্বাস করতি পারিনা। হেইডার লাইগ্‌গাই ত পলাইয়া পলাইয়া বাডী ফিরতাছি। তা তুমি?

দ্বিতীয় ॥ আমিও ত বাড়ী ফিরুম। বাডী কোনখানে?

প্রথম ॥ চাষাড়া—নারায়ণগঞ্জেব কাছে। তুমার?

দ্বিতীয় ॥ বুড়ীগঙ্গার হেইপাড়ে—সুবইডায়।

প্রথম ॥ কি কাম কর?

দ্বিতীয় ॥ নাও আছে আমার, নায়ের মাঝি। তুমি?

প্রথম ॥ নারায়ণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

[দুজনেই চুপ করে যায়। প্রাথমিক ভয়টা এতক্ষণ দুজনেরই কেটে গেছে। তবুও পরস্পর পরস্পরের চেহারা খুটিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। সহসা কাছাকাছি একটা সোরগোল ওঠে। সুতামজুর

চমকে সরে আসে মাঝির কাছে। ভয়ে তার হাত চেপে ধরে। আক্রান্ত হয়েছে ভেবে মাঝি আর্তনাদ করে ওঠে ]

মাঝি ॥ কি !

সুতামজুর ॥ ভয় নাই। তোমারে মারণের লাইগা আহি নাই। আংখা পাইয়া গেলাম, তাই।

[ আবার দূর থেকে আর্তনাদ, কোলাহল, গুলী ছোঁড়ার শব্দ ভেসে আসে। সুতামজুর, মাঝি সন্ত্রস্তভাবে ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে থাকে। ]

সুতামজুর ॥ ধারে কাছেই য্যান লাগছে ?

মাঝি ॥ হ, চল এইখান থেইক্যা উইঠ্যা যাই।

[ কাছাকাছি ঘন ঘন গুলীর শব্দ হয়। সুতামজুর বসে পড়ল। মাঝিও বসে। ]

সুতামজুর ॥ বও, যেমন বইয়া আছ, তেমনি থাক।

মাঝি ॥ ( সন্দেহভরে )—ক্যান ?

সুতামজুর ॥ ক্যান ? ক্যান কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি ?

মাঝি ॥ যামুনা তো কি, এই আন্দাইরা গলির মধ্যে পইড়া থাকুম নাকি ?

সুতামজুর ॥ তোমার মতলবডা তো ভাল ঠেকতাছে না ! কোন জাতির লোক তুমি তা কইলানা, শ্যাষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগ্‌গা ?

মাঝি ॥ এইডা কেমন কথা কও তুমি ? তুমি ভাবলা কেমন কইরা যে আমি দলবল ডাইকা আনুম তোমারে মারণের লেইগ্‌গা।

সুতামজুর ॥ চুপ ! আইস্তে কও।

মাঝি ॥ তোমারে মারুম ক্যান ? কি করছ তুমি ? তুমি তো আমার শত্তুর না। তুমি ত আমার কোন ক্ষতি কর নাই। তখন তোমারে মারুম ক্যান ?

সুতামজুর ॥ ভাল কথা কইছ ভাই। বও। মানুষের মন বোঝা যায় না। এই কথাডা যদি হককলে বুঝত, তবে এই সব কাণ্ড হইত না। তুমি চইলা গেলে, আমি একলা থাকুম নাকি ?

[ দু'জনে অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকে। সুতামজুর পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বার করে। ]

সুতামজুর ॥ বিড়ি খাইবা ?

মাঝি ॥ হ, খামু।

[ সুতামজুর বিড়ি দেয়। তারপর দেশলাই জ্বালাবার চেষ্ট করে। ]

সুতামজুর ॥ হালার ম্যাচবাতিও গ্যাছে স্যঁতাইয়া।

মাঝি ॥ আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি আমার কাছে।

[ খস খস করে জ্বালিয়ে ফেলল। ]

সোহন আল্লা—নেও, নেও ধরাও তাড়াতাড়ি।

সুতামজুর ॥ তুমি !

[ মাঝির হাতের জ্বলন্ত কাঠি নিভে যায়। অবিশ্বাস আর উত্তেজনায় পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে—মাঝি উঠে দাঁড়াল। ]

মাঝি ॥ হ, আমি মুসলমান। তাতে কি হইছে ?

সুতামজুর ॥ না, কিসু না, কি····

মাঝি ॥ হ, বুঝছি, তুমি আমারে বিশ্বাস করতি পার নাই। কিন্তু আমিও ত মানুষ, আমিত একটা পশু না। হেই উপরে আসমানে যে আছে তার কাছে আমরা হগ্‌গলেই সমান। তিনি সব দেখতি পান। আমিও তারে ডাকি, তুমিও তারে ডাক। তুমি তারে ভগবান কও, আর আমি কই আল্লা। আমরা কি তার চখে আলাদা ?

মজুর ॥ হেই কথাডা তুমি ঠিকই কইছ। কিন্তু বিশ্বাস আর কারে করুম কও, চখের সামনে যা দেখলাম মনে সন্দেহ হয়, মানুষ বুঝি মানুষ না, সব জানোয়ার হইয়া গেছে। নাইলে তুমি কইতে পার—একই পাড়ায় পাশাপাশি

কত পুরুষ ধইরা থাকছি, বিপদে আপদে সবাই সবার পাশে দাঁড়াইছি, কোনদিন ভাবতেও পারি নাই আমরা আলাদা।

মাঝি ॥ হেইডা তো ঠিকই কইছ ভাই। আমরা সবাই একভাবে দিন কাটাইছি। এই মানুষগুলার মধ্যে কি কইরা যে পাপ ঢোকে কে জ্যানে? মানুষগুলারে তখন য্যান চিনাই যায় না।

সুতামজুর ॥ কি দ্যাখলাম জান? যারে এদ্দিন ভাই মনে করছি হেই কিনা চাকু বাইর কইরা বুকের মাঝখানে বয়ায়, তার হাত একটুও কাঁপে না।

মাঝি ॥ আল্লা তাগো ক্ষমা করব না ভাই, ক্ষমা করব না। এত খানি পাপ তিনি সহ্য করবেন না, এই আমি কইয়া রাখলাম।

সুতামজুর ॥ তোমার কাছে কিছু নাই তো?

মাঝি ॥ তোমার মনের সন্দেহ যাইতাছে না—বেশ এই দেহ—

সুতামজুর ॥ ঐ পোটলার মধ্যে কি আছে?

মাঝি ॥ ( ম্লান হেসে ) দেখাইতেছি।

[ মাঝি পুটলিতে হাত দিতেই দারুণ সন্দেহ হয় সুতামজুরের। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে, পুটলির একদিক সে চেপে ধরে। মাঝি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সুতামজুরের দিকে। দেখতে দেখতে মুখটা তার বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুঃখে ক্ষোভে জল আসে মাঝির চোখে। টান মেরে খুলে ফেলল পুটলি, বেরিয়ে আসে একটি নতুন শাড়ি, ছোট ছেলেমেয়ের দুটি জামা। সুতামজুর লজ্জা পায়, অবাক হয়, সরে আসে। ]

মাঝি ॥ তুমি ভাবছিলা আমি বুঝি পোটলাতে চাকু লুকাইয়া রাখছি। ( কাপড়জামা সযত্নে কোলের কাছে টেনে আনল ) জান, কাইলকে আমাগো ঈদের পরব। পোলা মাইয়ার লাইগ্গা দুইডা জামা, আর বিবির লাইগ্গা এক খান শাড়ী কিনছি।

সুতামজুর ॥ আর কিছু নাই তো?

মাঝি ॥ মিথ্যা কথা কইতাছি নাকি ? বিশ্বাস না হয় নিজের হাতে পরখ কইরা দেখ।

সুতামজুর ॥ আরে না না ভাই—দেখুম আর কি। তা দিনকালডা দেখছ তো বিশ্বাস করন যায়—তুমিই কও ?

মাঝি ॥ হেইডা ত ঠিকই কইছ, দেইহ ভাই, তুমি কিছু রাখ-টাক নাই তো ?

সুতামজুর ॥ ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি, লগে একটা সুইও নাই। পরাণডা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পাইরলে হয়।

[ দু'জনে নীরবে ফের বিড়ি ধরায়, ধূমপান করে। ]

মাঝি ॥ আচ্ছা, আমারে কইতে পারনি—এই মাইর-দইর কাটাকুটি বিয়ের লেইগ্‌গা ?

সুতামজুর ॥ দোষ তো তোমাগো ওই লীগওলাগোই, তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি ॥ এইডা কি কও তুমি ?

সুতামজুর ॥ ঠিকই কইছি। আমি খবরের কাগজ পড়ি, সব লেখালেখি হয়। ঐ পাতাগুলাই ত দ্যাশে বিষমন্তর ছড়ায়। ভাল মানুষের মাথায় ঢোকায় কুমতলব। ভুল বোঝায় তোমাগো আমাগো যত মানষেরে। তারাই কয় মুসলমানগো—হিন্দু তোমাগো শত্তুর। আর হিন্দুগো কয়—মুসলমান তোমাগো শত্তুর।

মাঝি ॥ তুমি কও কি ? এই সব কথা রটাইয়া যায় আর মানষে তা বিশ্বাস করে ?

সুতামজুর ॥ করে সেতো চখেই দ্যাখতাছ। তাগোর লোকজন মাইর-দইর কাটাকুটি করে আর মিথ্যা কইরা কয় এ অরে মারছে। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমরা ভয় পাইয়া যাই। সন্দেহ হয়, ভয় হয় মনে, এ আর আশ্চর্য কি ?

মাঝি ॥ যারা এই বিষমন্তর ছড়ায় তাগো দ্যাশ থেইকা তাড়ান যায় না ?

সুতামজুর ॥ আরে তারাই তো দ্যাশের বড বড় নেতা। তারা যখন তোমার কাছে আইয়া বোঝাইব তখন তুমিও বিশ্বাস করবা, মনে হইব তারা ঠিকই কইছে।

মাঝি ॥ আহা, তোমাগো আমাগো মতন কত লোকের ঘরে পোলা মাইয়া বিবি আছে কও ত? এই যারা মাইর-দইর কাটাকাটি করে তারাও ত মানুষ। তারা ক্যান ভাবেনা তাগো ঘরের পোলাপান আর বিবির কথা। এত পাপ আল্লা আর সইব না, এর দাম অগো একদিন দিতেই হইব, এই আমি কইয়া দিলাম।

সুতামজুর ॥ হেই কথা কও গিয়া ঐ ন্যাতাদের।

মাঝি ॥ হেইসব আমি বুঝিনা। আমি জিগাই মারামারি কাটাকাটি কইরা হইব কি? তোমাগো দুগা লোক মরব, আমাগো দুগা লোক মরব। তাতে দ্যাশের উপকারটা কি হইব?

সুতামজুর ॥ আরে আমিও ত হেই কথাই কই। হইব আর কি। হইব আমাব এই কলাড। (ক্ষোভে হাঁটুদুটো আঁকড়ে ধরে) তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলা-মাইয়াগুলা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল সনের রায়টে আমার বণ্ণীপতিরে চাইর টুকরা করল। ফলে বিধবা বইন আর পোলা মাইয়ারা আইয়া পডল আমার ঘাড়ের উপর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলায় পায়ের উপর পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল, আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

মাঝি ॥ মানুষ না, মানুষ না আমরা, য্যান সব কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি নাইলে এমন কামডাকামড়িটা লাগে ক্যামবায়? (ক্ষোভে জল এসে যায় তার চোখে) আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল, তখন দানা জুটাইব কোন সুমুন্দি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে— তার কি আর ঠিক আছে। জমিদার রূপবাবুর নায়েবমশাই শিতিযাক

মাসে একবার কইর‍্যা আমার নায়ে যাইতো নাইয়ার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত ছিল য্যান হজরতের হাত। বকশিস দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটাকা। ভাই, আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

সুতামজুর ॥ ঠিকই কইছ, একবার বিশ্বাস হারাইলে হেই বিশ্বাস কি আর ফিইরা আসে? আমাগো লগে কাজ করে ইয়াসিন। তার ভাইরে জানে শ্যাষ কইরা দিছে। কে মারছে, কারা মারছে, ইয়াসিন ত তা দেখব না। তার চোখে আমরা সবাই দোষী হইয়া গেছি। সেকি আমাগো আর আর বিশ্বাস করব?

মাঝি ॥ আমার কি ইচ্ছা করে জানো? ঐ হালাগো—যারা আমাগো মধ্যে এমন বিবাদ সৃষ্টি করতাছে, তাগো দইরা আস্তা মাডির তলায় পুঁইতাদি। তোমারে কি কমু, ঘরের কথা মনে হইলেই আমার মন আনচান কইরা ওঠে।

[ দু'জনে নীরব হয়ে যায়। ভাবে। ]

সুতামজুর ॥ জান, আমার বাড়ীর কপিলা গাইটা দু'দিন পরে বাচ্চা দিব। কপিলার দুধ দেইখলে তুমি অবাক হইয়া যাইবা, য্যান বটের আঠা। হাঙ্গামা কমলে একদিন যাইও আমার বাড়ী, কইলা রাখলাম।

মাঝি ॥ যামু যামু, নিশ্চয় যামু। তোমারেও লইয়া যামু আমার বাড়ী। আমার পোলামাইয়ারা তোমারে ছাখলে বারি খুশী হইব। জান, আমার পোলাডা ছাখতে ভারী সোন্দর হইছে। আমার বিবির রঙডাও চাঁপা ফুলের মতন কিনা। তোমারে কইয়া দিলাম, ঐ পোলা যখন বড় হইব, তখন সাত পাড়ায় চোকদারী কইরা বেড়াইব। এখনও বাজান কইতে শেখে নাই, কিন্তু তার ত্যাজ দেখলেই তুমি অবাক হইয়া যাবা। এই জামাডা কিনছি তার লাইগ্যা। ভাল হয় নাই? আর আমার মাইয়াডা

হইছে একেবারে উলডা। মুখ থেইক্যা রা-ও বাইর হয় না। মাইয়াডার লাইগ্যা এই জামাডা কিনছি, আর বিবির লাইগ্যা………

[ মাঝির কথা শেষ হয় না। বুটের ভারী শব্দ এগিয়ে আসে। দু জনে ভীত হয়ে পড়ে। পরস্পর চোখাচোখি করে ]

মাঝি ॥ কি করবা ?

সুতামজুর ॥ চল পালাই। কিন্তু যামু কোন দিকে ? শহরের রাস্তাঘাট তো ভাল চিনি না।

মাঝি ॥ চল যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর গুঁতা খামু নাকি ? ওই চ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

সুতামজুর ॥ হ ঠিক কথাই কইছ। কোনদিকে যাইবা কও, আইয়া ত পড়ল।

মাঝি ॥ এইদিকে কোন গতিকে যদি একবার বাদামতলির ঘাটে গিয়া উঠতে পারি, তাহলে আর ভয় নাই।

[ দু'জনে সন্তর্পণে অগ্রসর হতেই ভারী গলা শোনা যায়—'who comes there', দুজনে দৌড়ে এসে ডাস্টবিনের পাশে আত্মগোপন করে। সামান্য পরে টর্চের একটি জোরালো আলো এসে পড়ে ডাস্টবিনের ওপর। আলোটি ইতঃস্তত সঞ্চালিত হয়ে আবার নিভে যায়। দুজনে ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকে। পদশব্দ ফিরে যায়। অল্প পরে দুজনে সতর্কভাবে বেরিয়ে আসে। ]

সুতামজুর ॥ ( চাপাকণ্ঠে ) মিলিটারী ! গোরা !

মাঝি ॥ হ ! এই গলিতে থাইকলে চলব না। আমারে যাইতেই হইব। জায়গাটা ঠিক কোথায় দেইখতে হইব।

[ মাঝি সন্তর্পণে গলির মুখের কাছে যায়। উঁকি মারে। তারপর হাতের ইসারায় সুতামজুরকে ডাকে। সুতামজুর মাঝির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মুখে দেখা দিল ভয়ের চিহ্ন। ]

সুতামজুর ॥ পুলিস! দশবারোজন! আবার বন্দুকও রইছে।

মাঝি ॥ এটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। আর একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছে বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে, সেই পথে যাইলে পইড়ব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতামজুর ॥ হেইলে?

মাঝি ॥ তাই কইতাছি, তুমি থাকো। ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। এইডা হিন্দুগো আস্তানা; আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা তুমি বাড়িত যাইবাগা।

সুতামজুর ॥ আর তুমি?

মাঝি ॥ আমি যাই গা। (গলা উদ্বেগে আর শঙ্কায় ভরে ওঠে) আমি পারুমনা ভাই থাইকতে। আইজ আটদিন হইল ঘরের কোন খবর জানিনা। কি হইল না হইল আল্লাই জানে। কোন রকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নাও না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

[প্রস্থানোদ্যত। উৎকণ্ঠিত সুতামজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে]

সুতামজুর ॥ আরে না না মিঞা কর কি? তোমার কি মাথাডা খারাপ হইছে? ক্যামনে যাইবা তুমি?

মাঝি ॥ ভাই, তোমার ঘরেও ত পোলাপান আছে?

সুতামজুর ॥ হ ভাই! আমিও ত ঘরে ফিরতাছি। বুড়া মা আমার তরে বইয়া আছে। আমার পোলাপান, বৌয়ের লাইগ্‌গা মনটা আকুল হইয়া আছে। ভগবান কেন এমন করল ভাই? এ ত আমরা কোনদিন ভাবি নাই?

মাঝি ॥ সবই নসিব রে ভাই।

সুতামজুর ॥ কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। এই হাটে বাজারে দোকানে, এত হাসাহাসি, কত কথা কওয়াকয়ি। আর থ্যানেক বাদেই, মারামারি কাটাকাটি। মাইনষে এত নিঠুর হয় ক্যামনে?

[ দুজনে নীরব হয়ে যায়। হতাশায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। মাঝি আনচান করে। ]

মাঝি ॥ আমারে যাইতেই হইব বাই। ঘরে যাওনের লেইগ্‌গা পরাণডা বড উথাল-পাথাল করতাছে।

সুতামজুর ॥ মিঞা ভাই, আমার কথাডা শোন। মিলিটারীরে ফাঁকি দিয়া ক্যামনে যাইবা তুমি? তোমার কিছু হইলে, তোমার বিবি, আর পোলা-মাইয়ার কি হইব, একবার বাইব্যা দেখছ?

[ মাঝির হাত দুটো ধরে ]

মাঝি ॥ ( আবেগে উত্তেজনায় ) ধইরো না ভাই ধইরো না, ছাইড়া দাও। বোঝনা তুমি কাইল আমাগো ঈদ। পোলা মাইয়ারা সব আইজ চান্দ ছাথছে। ( চোখে স্বপ্ন ) কত আশা কইরা রইছে তারা। বাপজান তাগোর লাইগ্‌গ' নতুন জামা আনবো, তারা নতুন জামা কিনবো। বাপজান গঞ্জ থেইকা মিঠাই আনবো। বাপজানের কোলে চইডা তারা কাজীপাড়ায় ফুফার বাডী বেডাইতে যাইব। ( মুখ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে ) আর বিবি আমার চক্ষের পানিতে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই, পারুম না। মনটা কেমন কেমন করতাছে।

সুতামজুর ॥ যদি তোমারে ধইরা ফেলায়?

ঝিাম ॥ পারব না, পারব না ধরতে। ডরাইও না। আল্লার নাম কইরা পার হইয়া যামু। দেহ ভাই, তুমি উইঠ্যো না যেন। এই থানটায় সাবধানে থাইকো। যাই····ভুলুম না ভাই তোমারে, আর ভুলুম না এই রাত্তিরের কথা। নসিবে থাইকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। আদাব ভাইসায়েব আদাব।

সুতামজুর ॥ আদাব মিঞা ভাই, আদাব। আমিও ভুলুম না।

[ বুকের কাছে পুটলিটা চেপে ধরে মাঝি পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। সুতামজুর চেয়ে থাকে ]

সুতামজুর ॥ ভগবান, মাঝি য্যান বিপদে না পড়ে। আহা পোলামাইয়ার কত আশা, নতুন জামা পিনবো, বাবাজানের কোলে চড়ব। বেচারা বাপজানের পরাণ তো। ( দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। মনশ্চক্ষে মাঝির বাড়ী যাওয়া দেখতে পায়। ) মিঞা নিশ্চয়ই পৌছাইছে বাদামতলির ঘাটে। ( থামল। মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে ওঠে ) মিঞার বিবি যখন মিঞারে দ্যাখব তখন সোহাগে কান্নায় ভাইঙ্গা পড়ব মিঞাসাহেবের বুকে। কইব 'হ মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ।' আর মাঝি তখন কি করব? মাঝি তখন—

[ বাইরে শোনা যায় "Holt", সুতামজুর ভয়ে শিউরে ওঠে। বুটপায়ে ছোটাছুটির শব্দ ভেসে আসে। কণ্ঠস্বর—'ডাকু ভাগতা হ্যায়।' রাত্রির নিঃস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে পর পর গুলীর শব্দ ভেসে আসে। শোনা গেল মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের অন্তিম আর্তনাদ। উত্তেজনায় সুতামজুর আঙুল কামড়ে ধরে। চারিদিক নীরব হয়ে যায়। সুতামজুরের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে আকাশের দিকে তাকায়। ]

সুতামজুর ॥ ভগবান, এই তোমার বিচার। যারা পাপ করছে, যারা অন্যায় করছে, তাগো তুমি দণ্ড দিলা না। ( থামে ) মাঝি, তোমার বুকের রক্তে পোলামাইয়া, বিবির জামা শাড়ী সব রাঙ্গা হইয়া গেছে। তুমি পারলানা মাঝি, তুমি পারলা না। কাইল তোমাগো ঈদ, তোমার ছাওয়ালরা বুকে কত আশা লইয়া বইয়া আছে। আর তোমার বিবি চক্ষের পানিতে বুক ভাসাইতেছে। দুশমনরা তোমারে তাগো কাছে যাইতে দিল না।

[ কান্নায় ভেঙে পড়ে ]

---

যাঁরা এই একাংক অভিনয় করবেন, তাঁরা অভিনয়ের স্থান ও তারিখ নিম্নলিখিত ঠিকানায় নাট্যকারকে জানাবেন।

'কল্লোল'

পালগলি, ষণ্ডেশ্বরতলা, চুঁচুড়া।

# ভুবনপুরের পথে

ব্রেশ্‌ট অবলম্বনে

রূপান্তর ঃ অরুণ সরকার।

প্রথম দল :

শিউপ্রসাদ চোবে/কুলী বউ/পথপ্রদর্শক

দ্বিতীয় দল :

বৃদ্ধ/মধ্য বয়সী/যুবা

[ ভুবনপুরের পাহাড়তলীতে তেলের খনি বেরিয়েছে। সেই খনির কনট্রাকট নেবার জন্যে কয়েকটি দল এগিয়ে চলেছে। প্রথম দলটি অনেক এগিয়ে। দ্বিতীয় দল তাদের কিছুটা পেছনে। আরগুলো বহু পেছনে পড়ে আছে। প্রথম দলের প্রবেশ। ]

চোবে ॥ পা চালিয়ে আয় বাবা। পেছনের দলের থেকে পুরো একটা দিন এগিয়ে থাকতে হবে। হাই দ্যাখ। তোরা এগোচ্ছিস না পেছোচ্ছিস? পাটা চালা—পাটা চালা।

[ পথপ্রদর্শক ও কুলী বউ-এর প্রবেশ। ]

পথ ॥ অপরাধ যদি না নেন একটা কথা বলব চোবেজী?

চোবে ॥ আবার কথা কিসের? কথাবার্তা, হিসেব নিকেশ তো গোড়াতেই হয়ে গেছে।

পথ ॥ না ও কথা না, বলছিনু এখানটায় একটু জিরিয়ে নিলে হোত না?

চোবে ॥ আজ্ঞে না, তোমার পেটে বাত থাকলে তুমি জিরোতে পার। আমি ওকে নিয়ে এগোচ্ছি। কথা শোন একবার, বলে জিরোবে! চল চল, থামলে আমাদের চলবে না। সবসময় মনে রাখবে একটা দিন আগে ভুবনপুর আমাদের পৌঁছতেই হবে।

পথ ॥ আমার জন্যে বলছি না—বলছি এর জন্যে, বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে।

চোবে ॥ ঘোড়া দিয়ে কি আর ক্ষাব মাড়ানো যায় রে বাবা!

পথ ॥ হাজার হোক মেয়েছেলে তো, অতখানি ধকল সইবে কেন ?

চোবে ॥ কে ওকে আসতে বলেছিল ? আমি কি ওর পায়ে বেড়ি দিয়ে টেনে এনেছি ? ওসব সোহাগ রেখে এগিয়ে চল। আমার সময়ের দাম আছে।

বউ ॥ একটু জল—একটুখানি জল দাওনা গো।

পথ ॥ আহা গলাটা শুকিয়ে গেছে। আপনার ঝোলা থেকে জলের পাত্তরটা দিন না চোবেজী।

চোবে ॥ ও ! আমায় এখন জল দান করতে হবে। ঘাড়ে করে যখন এনেছি গিলতেও পারব না উগরোতেও পারব না। নাও ধর—

[ জলের পাত্রটা এগিয়ে দেয়। পথপ্রদর্শক সেটা রেখে কুলী বউ-এর পিঠ থেকে মাল নামাতে থাকে। নামিয়ে তাকে ধরে বসায়। জলের পাত্রের ছিপি খুলে তাকে খাওয়াতে থাকে। ]

চোবে ॥ মেয়েটা যেমন করে চিত্তির খেয়ে বসল, ফট করে উঠে চলতে পারবে বলে তো মনে হয় না। অবশ্য আমিও একটু ছড়িয়ে নিতে পারি। রাস্তাটিতো কম নয়! পেছনের দলটা আসছে না তো!

[ পথপ্রদর্শক জলের পাত্রটা চোবেকে ফিরিয়ে দেয়। ]

দেখ তো পেছনের দলটা কত দূরে ?

[ পথপ্রদর্শক হাত চোখের ওপর রাখে ]

চোবে ॥ দেখা যায় ?

পথ ॥ না, ওরা এখনও অনেক পেছনে।

চোবে ॥ তাহলে খানিকটা এলিয়ে নিতে পারি ?

পথ ॥ আধ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

চোবে ॥ অত আহ্লাদে কাজ নেই। শেষে একদিন আগের বদলে দুদিন পর গিয়ে পৌঁছব। আচ্ছা এর পর থেকে রাস্তাঘাট কি রকম বলতো ?

তোমাদের রাস্তার চ্যায়ারা দেখে তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। উরি তারা —মেয়েটা কেমন বিড়ি টেনে চলেছে।

পথ ॥ দেশে গাঁয়ে মেয়ে মদ্দ সবাই নেশা করে।

চোবে ॥ তার মানে তোমারও চলে।

পথ ॥ তা হ্যাঁ—

চোবে ॥ যাক, পথ ঘাটের কথা বল দিকি!

পথ ॥ রাস্তা খুব একটা ভাল পাবেন না। মাঝে মাঝে নালা, ডোবা, কাঁটা, বন—পরশুর বিষ্টিতে ডোবাগুলো সব ভর্তি হয়ে গেছে। কষ্ট একটু হবে।

চোবে ॥ কষ্ট একটু হবে!

পথ ॥ তা হবে। আমি তো রয়েছি—

চোবে ॥ হ্যাঁ, তুমি তো রয়েছই! (স্বগতঃ) তোমাকেই তো আমার সবচেয়ে ভয়!

পথ ॥ আজ্ঞে কিছু বললেন?

চোবে ॥ আজ্ঞে না। আচ্ছা পথে সাপ, বাঘ, ভাল্লুক—

পথ ॥ হ্যাঁ, তাও পাবেন, ডাকাতেরও উৎপাত আছে।

চোবে ॥ ডা—কাত! তাইতো! (স্বগতঃ) সঙ্গে এতগুলো টাকা! অন্ধকারও গড়িয়ে আসছে। তাঁবু খাটিয়ে রাতটা কাটাবো—উঁহু একেবারেই তা সম্ভব নয়। ওদের অন্তত একদিন আগে আমার পৌঁছতেই হবে। আচ্ছা তোমরা একটু জিরিয়ে নাও।

[চোবে চারপাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে যায়। পথপ্রদর্শক কুলী বউ-এর পাশে গিয়ে বসে।]

পথ ॥ এই দুর্গম রাস্তায় তুমি কেন আসতে গেলে কুলী বউ। কাজটা তুমি ভাল করনি।

বউ ॥ বুঝি তো সব, কিন্তু উপায় কি? মিনসে যখন বেরুতো তখন তো আমিই ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতুম। ওবে আমার কুটোটা নাড়তে দিতো না।

ও মরে গে আমি যে ভেসে গেছি। রোজগার না হলে ছেলেমেয়েগুলো শুকিয়ে মরবে। মা হয়ে কি করে ওদের শুকিয়ে মারি ?

পথ ॥ সবই বুঝি কুলীবউ। তোমরা তো আমার কাছে নতুন নও। তবু আমার মন বলছে তুমি না এলেই পারতে। এতখানি রাস্তা—তার ওপর এই লোকটাও সুবিধের নয়। মাঝে মাঝে ওর চোখদুটো কেমন জ্বলে ওঠে।

বউ ॥ না না চোবেজী লোক ভাল।

[ চোবের প্রবেশ ]

চোবে ॥ উঁ, এই তোমাদের জিরোনো। দুটোকে এক করলেই গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌! ( দর্শকের প্রতি ) হেঃ হেঃ হেঃ আমি শিউপ্রসাদ চোবে। ভুবনপুরে যে তেলের খনি বেরিয়েছে তারই একটা দাঁও যাতে আগেভাগে গিয়ে ধরতে পারি, তারই ব্যবস্থা করতে তাড়াতাড়ি সেখানে চলেছি। শুধু আমি কেন, আমার পেছনে আরও দু-তিনটে দলও সেখানে চলেছে। ( পেছনে একবার উঁকি মারে। ) এখন আমার উদ্দেশ্য হল ওদের অন্ততঃ একটা দিন আগে আমায় ভুবনপুর পৌছতে হবে। সেইজন্যেই আমার এত তাড়াহুড়ো! আর সঙ্গের এই লোকদুটো—এমন নিরবিরে যে শেষ পর্যন্ত পৌছতে পারবে কিনা সন্দেহ। লোক আমি বড় কড়া। ঝড়ের মত দুটোকে তাড়িয়ে এনেছি। দুটোতে কেমন মুখোমুখি বসে আছে। আচ্ছা ওদের অত গুজগুজনই বা কিসের ? আমার নামে কিছু বলাবলি করছে না তো! ওদের ভাবগতিক তেমন সুবিধের বোধ হচ্ছে না। এই—এই—কিসের অত কথা ? অ্যাঁ ? পিরিত একেবারে উছলে পড়ছে। যাও ওদিকটায় দেখে এসো ওরা কতদূর। যাও যাও—

[ পথপ্রদর্শক চলে যায়। চোবে শ্যেনদৃষ্টিতে কুলীবউকে দেখতে থাকে। )

চোবে ॥ এই—এদিকে উঠে আয়। বোস আমার কাছে। বোস্ বোস্—আঃ আমি বলছি বোস্। [ কুলী বউ পাশে বসে ] বিড়ি খাস? ( কুলী বউ ঘাড় নাড়ে ) সিগারেট খাবি? সাদা সাদা—খুব দামী, নে একটা—( প্যাকেট থেকে একটা বাড়িয়ে ধরে ) ধর—হাত বাড়িয়ে নে নারে ছুঁড়ি। ( কুলী বউ মাথা নাড়ে ) নে নে আর লজ্জা করতে হবে না। একটান মার, দেখবি দিল একেবারে তর হয়ে যাবে। ধর ধর—( কুলী বউ সিগারেট নিয়ে উঠতে যায় ) আবার উঠছিস কেন, এখানেই বসে খা। [ পথপ্রদর্শক ফিরে আসে ]

পথ ॥ ঠিক ঠাওর করতে পারছি না, মনে হয় পরের দলটা তাঁবু খাটিয়েছে।

চোবে ॥ কত দূরে ওরা? সর্বনাশ, ধরে ফেলবে নাকি আমাদের? বেটা-চ্ছেলেদের তখন থেকে তাড়া মারছি।

পথ ॥ আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বললুম না ওরা অনেক দূরে তাঁবু খাটিয়ে আছে।

চোবে ॥ ঠিক আছে তুমি ওদের ওপর নজর রাখোগে। তাঁবু গুটোলেই আমায় এসে জানাবে।

পথ ॥ আজ্ঞে তাঁবু এখন সহজে ওরা গুটোবে না। আকাশে মেঘ দেখা দিচ্ছে কিনা।

চোবে ॥ তোমার কানে কানে ওরা বলে গেছে তাঁবু এখন গুটোবে না। লোকটা বড্ড মুখের ওপর কথা বলে। যাও—যা বলছি কর।

[ পথপ্রদর্শক মুখ কাঁচু মাচু করে বেরিয়ে যায় ]

চোবে ॥ ওটা ধরা নারে। রোজই তো বিড়ি টানিস্। আজ না হয় সিগারেটই খেলি। খা—খা ( কুলী বউ চোবেকে আড়াল করে সিগারেট ধরাতে থাকে ) এই লোকটা কেমন রে?

বউ ॥ কোন নোক?

চোবে ॥ আরে আমাদের ওই সঙ্গের লোকটা।

বউ ॥ ভাল তো। খুব ভাল।

চোবে ॥ উঁ, তোমার তো ভাল লাগবেই। ওর কটা রং দেখে তুমি মজেছো! লোকটা আমার নামে কি বলছিল রে?

বউ ॥ কই কিছু বলেনি তো?

চোবে ॥ নিশ্চয়ই বলেছে। বল কি বলেছে?

বউ ॥ কিচ্ছুটি বলে নি। শুধু বলছিল—

চোবে ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলছিল?

বউ ॥ তুমি খুব ভাল লোক!

চোবে ॥ আমি খুব ভাল লোক!

[ পথপ্রদর্শক আসে ]

আঃ—তুমি কেন? তোমায় ডেকেছি?

পথ ॥ আজ্ঞে খামোকা ওখানে—

চোবে ॥ তক্ক করবে না। যাও ওখানে, না ডাকলে আসবে না।

[ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পথপ্রদর্শককে চলে যেতে হয় ]

বল্ তো এবার আমায় চুপিচুপি করে, ও আমার নামে তোর কাছে কি লাগাচ্ছিল?

বউ ॥ কিচ্ছু তো লাগায় নি।

চোবে ॥ এক থাবড়া মারব—বল সত্যি করে—

বউ ॥ ( কেঁদে ) বলছি তো কিচ্ছুটি লাগায় নি।

চোবে ॥ দে, আমার সিগেরেট দিয়ে দে। ( সিগারেট কেড়ে নেয় ) দামী সিগেরেটটাই বরবাদ হয়ে গেল। ( ছুঁড়ে ফেলে দেয় ) যা ওদিকে।

[ কুলী বউ উঠে আগের জায়গায় বসে ]

এই কোথায় গেলে! হোই-ই—

[ পথপ্রদর্শকের প্রবেশ ]

মাল ওঠাও—আমাদের রওনা হতে হবে।

পথ ॥ আজ্ঞে আর খানিক—

চোবে ॥ আরে তুমি তো লোক ভাল না। দেখ আমায় ঘাঁটিও না, আমি লোক খুব খারাপ।

পথ ॥ ( স্বগতঃ ) সে তোমায় দেখেই বুঝেছি।

চোবে ॥ ফস করে কি বলে উঠলে? শাপমন্যি দেওয়া হচ্ছে—( দূরে—'ও মশাই।' 'আমরাও আসছি।' একটু দাঁড়িয়ে যান।' ) হাই সব্বনাশ! ওরা ধরে ফেললো, তাড়াতাড়ি মাল ওঠাও—( পথপ্রদর্শক ছোট মাল-গুলো কুলীবউ-এর কাঁধে চাপিয়ে বডটা নিজের পিঠে নেয় )

বউ ॥ ওট আমায় দাওনা। আমি পারবো। আমার হয়ে তুমি কেন বইবে?

পথ। সে তোমায় দেখতে হবে না।

চোবে ॥ ওরে বাবা, আর দাঁড়িয়ে পড়ে আমার মাথায় কুড়ুল মারিসনা চ-চ-চ। [ পথপ্রদর্শক ও কুলী বউ-এর প্রস্থান ]

আমি আজ সারারাত অন্ধকারেই পথ হাঁটবো। যদিও পর পর দুটো রাত, তবু হাঁটতেই হবে। তিনদিনের ভেতর ভুবনপুর পৌছতেই হবে। পেছনের দলগুলোর অন্ততঃ একটা দিন আগে। [ হন হন করে বেড়িয়ে যায়। ঘুরে আবার চোবেকে ঢুকতে দেখা যায় ] এই হোল বুড়ো শিবতলা। এরা গেল কোথা?—আরে। দুজনে তাঁবু খাটাতে লেগে গেল!—এই—এই

[ পথপ্রদর্শক ঢোকে ] তাঁবু খাটাচ্ছো কেন?

পথ ॥ আজ্ঞে ওপরের আকাশ।

চোবে ॥ ( আকাশের দিকে তাকিয়ে ) আকাশ যে লাল হয়ে উঠল। শেষে তীরে এসে তরী ডুববে না তো!

পথ ॥ আজ্ঞে অত ভাবছেন কেন? বিষ্টিতে শুধু আপনি কেন ওরাও তো আটকা পড়বে।

চোবে ॥ তাও তো বটে! কথাটা খাঁটি। না, বেটাকে যতটা ইয়ে মনে

হয়েছিল ততটা ইয়ে নয়। ( সিগারেট প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে। ) একটা চলবে নাকি ?

পথ ॥ না।

চোবে ॥ চলুক না।

পথ ॥ না, আমি বিড়ি ছাড়া খাই না।

চোবে ॥ অ। চুপিসারে একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি। আচ্ছা ওই-ওই যে—ওই মেয়েটা—ওর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ ?

পথ ॥ কেন ?

চোবে ॥ যা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দাও না।

পথ ॥ তা হোল বৈকি। আলাপ তো ছিল ওর সোয়ামীর সঙ্গে। লোকটা বড় ভাল মানুষ ছিল। ও সরে যেতে বউটা বড় কষ্টে পড়েছে।

চোবে ॥ তোমার মত এমন কেষ্ট থাকতে ও কষ্টে পড়বে কেন ?—যাই বল বাপু বউটাকে আমার মোটেই সুবিধের বোধ হয় না। এই তো তোমার আড়ালেই তোমার নামে আমার কাছে নিন্দে করছিল।

পথ ॥ ( স্বগতঃ ) ওদিকে সুবিধে হয়নি, এবার আমার দিকে ঝুলেছে।

চোবে ॥ কি হোলো ?

পথ ॥ না কিছু না। দেখি তাঁবুটা ঠিক খাটানো হোলো কিনা।

চোবে ॥ আরে যাবে যাবে। আমায় অত পর ভাবো কেন ? মেয়েটা বললে তুমি নাকি আমায় গালমন্দ করছিলে। আমি কি বিশ্বাস করলুম ? মোটেই না। আরে, লোক নিয়েই আমার কারবার। আমি লোক চিনি না। এসো বসে দুটো গল্পসল্প করি। যখন যা দরকার পড়বে আমার কাছে চাইতে কিন্তু কোরো না। তারপর ভুবনপুর পৌঁছে তোমায় আমি লাল করে দোব।

পথ ॥ ( স্বগতঃ ) মাল চিনতে আমার বাকী নেই।

চোবে ॥ শোন না হে—তুমি অমন দূরে দূরে কেন বলতো ? ( ভেতরে উঁকি

মেরে হাতছানি দিয়ে ডাকে ) ওর পিঠের ওপর মোটগুলো যখন চাপাচ্ছিলে ও তোমার দিকে কেমন করে চাইছিল দেখেছিলে ? এই আমি বলে দিচ্ছি ও তোমায় খুব ভাল চোখে দেখে না। তুমিই তো বললে এর পর থেকে রাস্তাঘাট আরও খারাপ পড়বে। তা যতই রাস্তা খারাপ হোক পৌঁছতে আমাদের হবেই। ধর মেয়েটা যেতে যদি না চায় তোমায় তখন জোর করতে হবে। আর জোর জবরদস্তি করলেই ওর যত রাগ তোমার ওপর গিয়েই পড়বে, কেন না তোমাকে মোটও বইতে হয় না আর তোমার রোজগারও বেশী। ওসব ছ্যাচরার থেকে দূরে থাকাই ভাল, নাকি ?

পথ ॥ আপনি বলতে চান মাঝরাস্তায় ওকে ছেড়ে দেব ?

চোবে ॥ হাই স্তাখ, আমার কথার কি এই মানে হোলো ? ছেড়ে দেবে কেন ? তাহলে মোট বইবে কে ? তোমায় দিয়ে আর—হেঃ হেঃ—বলছিলুম ওর থেকে একটু তফাতে থাকতে।

[ আলো নিয়ে কুলীবউকে আসতে দেখা যায় ]

এখানে আলোটা কি জন্তে আনলি ? যা, ওটা তাঁবুর ভেতর রাখগে যা— দাঁড়া আমার হাতে দে। ( লণ্ঠনটা নেয়, পথ প্রদর্শককে ) চল না হে, তাঁবুর ভেতর বসে দুজনে সুখদুঃখের কথা কইগে।

পথ ॥ আপনি যান, আমরা এখানে খোলা হাওয়ায় আছি।

চোবে ॥ ও ! আমি তাঁবুতে যাব আর তোমরা এখানে হাওয়া খাবে ! বা-বা-বা-বেশ, ভাই খাও। [ চোবে ভেতরে চলে যায় ]

পথ ॥ হাড়বজ্জাত লোকের পাল্লায় আমরা পড়েছি। বললুম না, তোমার আসা ঠিক হয় নি। আদ্দেকের মত রাস্তা চলে এসেছি। মাঝরাস্তায় ফিরেও তো যাওয়া যায় না।

বউ ॥ তুমি অত ভাবছো কেন ? আর আদ্দেকটা রাস্তা দেখতে দেখতে পৌঁছে যাব।

পথ ॥ বাকী রাস্তা নিয়েই তো কথা। কয়েক কোরশ গেলেই পড়বে সে ?

রাক্ষুসী নদী। বর্ষার সময় ওই নদী পার হওয়াই তো সমস্যা। তুমি দাঁড়িয়ে কেন, এসো না-এখানটায় বসি।

[ দুজনে একটা-কোণে গিয়ে বসে ]

পথ ॥ চোবেজী তোমায় তখন কি জিজ্ঞেস করছিল ?

বউ ॥ জিজ্ঞেস করছিল তুমি লোক কেমন ? আমি বলনু খুব ভাল লোক। বিশ্বেসই করে না! খালি বলে তুমি মন্দ লোক। আরও বললে তুমি আমার কাছে ওর নামে-কি লাগাচ্ছিলে ?

পথ ॥ বটে! আর আমায় ডেকে তোমার বদনাম গাওনা হচ্ছিল। মহা ধড়িবাজ লোক। আমাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেবার তাল করছে।

বউ ॥ ছেড়ে দাওনা। বলছে বলুক। ( কুলী বউ কেমন যেন আনমনা হয়ে যায় )

পথ ॥ না না, এসব ভাল কথা নয়। তুমি লোক চেন না—ওসব লোক আমার ঢের দেখা আছে। তুমি—কি ভাবছো কুলিবউ ? ছেলেমেয়ের কথা, না ?

বউ ॥ ( ঘাড় নাড়ে ) দুটোকে তাঁতী বউ-এর হাতে দিয়ে এনু। কোলেরটা বোধহয় ক্ষিধেয় কাঁদতে লেগেছে।

পথ ॥ ত্যাখ তো—ওইটুকু বাচ্চা—মা ছাড়া কখনও থাকতে পারে ? কাজটা তুমি মোটেই ভাল করনি কুলীবউ। একটুখানি রাস্তা হলে তোমায় ফিরে যেতে বলতুম। কিন্তু আমরা যে অনেকখানি চলে এসেছি। এখান থেকে তো একলা তোমায় ছাড়া যায় না।

বউ ॥ দু-দুটো দিন আরও যেতে হবে। আরও দুদিন মেয়েটা কাঁদবে। ঘরে গে ওদের দেখতে পাব তো ?

পথ ॥ ওকি অলুক্ষণে কথা কুলীবউ! নিশ্চয়ই তাদের দেখতে পাবে। তাঁতীবউ তাদের বুকের আড়াল করবে না।

বউ ॥ তা ঠিক। তাঁতীবউ দুটোকে কোল ছাড়া করবে না। ও আছে বলেই

তো সোয়াস্তি পাই। আচ্ছা, চোবেজী বলছিল এখানে নাকি রেল পাতা হবে। রেল পাতা হলে আমার কি হবে? (তাকায়)

পথ॥ এত শিগ্‌গির রেল পাতা হবে না।

[ সিগারেট টানতে টানতে চোবের প্রবেশ ]

চোবে॥ উ! দুজনে পিরিত হচ্ছে!

বউ॥ আচ্ছা ওই রাক্কুসী নদী পেরুনো নাকি খুব শক্ত?

পথ॥ সব সময়ে না। বর্ষার সময়েই হয় মুস্কিল। তখন জলে নাবা মানে পরাণটা হাতে করে নিয়ে নাবা।

চোবে॥ বা-বা-বা—আবার জ্ঞান দান হচ্ছে! লোকটা অতি বিপজ্জনক জীব! ওতো মেয়েটার সঙ্গেই ঘোঁট পাকাবে। এ শালার ফাঁকা মাঠে আমি একা আর ওরা দুজন—কখন কি করে বসে। নাঃ, একটাকে হটাতে হবে। ওগো ভালমানুষের পো! এই কেলে লোকটার দিকে একটু তাকাও।

পথ॥ (উঠে) আজ্ঞে কিছু বলছেন?

চোবে॥ হুঁ বলছি। (চোখের ইসারায় তাকে ডাকে) কাজটা ভাল করলে না। আমি সন্তুষ্ট হতে পারলুম না।

পথ॥ কি বলছেন, আমি ঠিক—

চোবে॥ বুঝতে পারছো না। মানে আরও খোলসা করে বলতে হবে? বেশ তাই বলি। শোন, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি তোমরা দুজনে ঘোঁট পাকাতে সুরু করেছো এবং ওকে তুমি আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছ।

পথ॥ এ আপনি কি বলছেন? কি করে জানলেন আমি ওকে ক্ষেপিয়ে তুলছি?

চোবে॥ কি করে জানলেন? উ! তার মানে কৈফিয়ৎ চাও? খুব ভাল কথা। আমি তোমায় বরখাস্ত করলাম।

পথ ॥ তার মানে? মাঝরাস্তায় আমায় বরখাস্ত করবেন? এ আপনি পারেন না।

চোবে ॥ খুব পারি। তোমার মত বদলোককে নিয়ে পথ হাঁটা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। তুমি কাট দিকি।

পথ ॥ একে তো একা আপনার সঙ্গে যেতে দিতে পারি না।

চোবে ॥ যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! ও আমার মেয়ের মত।

পথ ॥ মেয়ে তো নয়!

চোবে ॥ তাঁদোর লোকের সঙ্গে কি করে তাঁদরামো করতে হয় তা আমার জানা আছে। (রিভলবার বের করে) এই নাও, আজ অবধি তোমার হিসেব। সোজা নিজের পথ দেখ।

পথ ॥ ও মেয়েছেলে—

চোবে ॥ আমি জানি।

পথ ॥ একা এ দুর্গম রাস্তা ও যেতে পারবে না।

চোবে ॥ সে আমি বুঝবো। তুমি কিন্তু এখানে আর দাঁড়াবে না। যত সহজে এটা বার করতে পারি তার চেয়েও সহজে এটার সদ্ব্যবহার করতে পারি।

[ পথপ্রদর্শক আর কথা না বাড়িয়ে কুলীবউ-এর কাছে যায় ]

পথ ॥ এই ঝোলাটা তোমার কাছে রেখে দাও। এতে জল আছে। এক সময় আসবে যখন এটার প্রয়োজন পড়বে। ভয় কোরো না। আমি পেছনের দলের সঙ্গে রইলুম।

চোবে ॥ ওকে রাস্তা বাতলে দাও। কি হোলো—বলেছো?

পথ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

চোবে ॥ এবার বিদেয় হও। আর শোন—ভুবনপুরে গিয়ে তোমার এ চাঁদমুখ যেন আমায় দেখতে না হয়।

[ পথপ্রদর্শক চলে যায়। চোবে কুলীবউ-এর কাছে আসে ]

তাঁবু গুটিয়ে ফেল্‌গে। এখুনি রওনা হতে হবে। [ কুলীবউ চলে যায় ]

একটা ফাঁড়া কাটল। এটা না বিগড়ালে বাঁচি। কখন যে কোন দিক দিয়ে বিপদ আসে কিছুই বলা যায় না। সব সময়ে সতর্ক থাকতে হবে। ( রিভলবারটিকে শক্ত করে চেপে ধরে। মোট নিয়ে কুলীবউ-এর প্রবেশ। চোবে চমকে উঠে তার দিকে তাকায় )

চোবে ॥ কে! ও—অমন চেয়ে আছিস কেন? অঁ্যা? দেখ, মুখে রা নেই! আরে কথা বলবি তো। এই দেখ, এগিয়ে আসে—এই—এই—

বউ ॥ তাঁবু গুটোনো হয়ে গেছে।

চোবে ॥ তাঁবু গুটোনো হয়ে গেছে বলে অমন এগোনোর কি আছে? ধড়াস করে উঠেছে বুকের ভেতরটা। হাঁ করে কেন, ওগুলো তোলনা—সব আমায় করতে হবে? তাহলে গাঁটের পয়সা খরচ করে তোদের রাখা কি জন্যে শুনি? ( মালগুলো কুলীবউ-এর কাঁধে চাপাতে চাপাতে ) এবার আমার মোট আমি বইলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। নাও গতরটা নাড়িয়ে চল—আ গেল, চলছে দেখ—জোরে—জোরে চল্ না—(কুলীবউকে ধাক্কা মারে। সে হুমড়ি খেয়ে মাটির ওপর পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে—)

বউ ॥ মা—আ—

চোবে ॥ কি হোলো? অ্যা? পড়ে গেলি কিরে! কত ছলা জানিস না! ওঠ ওঠ, বসবার অনেক সময় পাবি—দেরী করে আমায় ডোবাস্ না। যেতে হবে এখন অনেকটা পথ।

বউ ॥ হাত মচ্‌কে গেছে—

চোবে ॥ বলি পা তো মচ্‌কায়নি—চলবিতো পা দিয়ে। আমার আর কত খেলাবিরে!

বউ ॥ আমি আর চলতে পারব না।

চোবে ॥ এবার কাঁধে চড়বি নাকি? মতলব কি তোর? আদ্দেক জিনিস তো আমায় দিয়ে বওয়াচ্ছো—এবার যদি তোমায় বইতে হয় তাহলে তো আমি গেছি। দেখি কোন হাত মচকালো—দেখি—দেখি—

[ কুলীবউ হাতটা বাড়িয়ে দেয় ]

চোবে ॥ এ কি জ্বালায় পড়লুম রে বাবা হনুমানপ্রসাদ। হ্যাঁরে টনটনানি কমছে? হ্যাঁ না কিছু একটা বল। আবার হুঁ হুঁ করে কাঁদে দ্যাখ যেতে হবে আমাদের অনেকখানি পথ। তারপর সামনে আবার রাক্ষুসী নদী।

বউ ॥ কিন্তু আমি যে সাঁতার জানি না।

চোবে ॥ কিছুই জানিস্ না তাহলে মরতে এলি কেন? ছি-ছি-ছি—দাঁওটা বোধহয় হাতছাড়াই হয়ে যাবে।

বউ ॥ একটা ভেলা-টেলা হলে—

চোবে ॥ ভেলা নিয়ে এখন বেউলোর পালা গাইতে বসবে না কি? বাজে কথা বলবি না। ওঠ্—ওঠ্—ওঠ্ শিগগির (হাত ধরে টেনে ওঠাতে চায়)

বউ ॥ (চেঁচিয়ে ওঠে) মাগো! হ-হা-হা।

চোবে ॥ আবার কি হোলো?

বউ ॥ আবার লেগে গেল—

[ চোবে কপাল চাপড়ে মাটিতে বসে পড়ে ]

চোবে ॥ এই—এই মেয়ে—দ্যাখনারে—আমার দিকে চা—

[ কুলীবউ তাকায় ]

হ্যাঁ এই তো 'সোনা মেয়ে! তুই তো ভাল মেয়ে। তুই কি আর ঐ উকো মুখোটার মত, যে বললে বুঝবি না। ভুবনপুরে কেন যাচ্ছি আমরা। ওখানকার মাটির ভেতর থেকে তেল ওঠাতে পারলে দেশের দশের কত উপগার করা হবে। হাট বসবে, বাজার বসবে, এলিকট্রিক জ্বলবে, চারিদিক একেবারে গম্‌গম্ করবে। আর এসব করবে কারা? আমরা—তুই, আমি। সুতরাং সবকিছু আমাদের যাওয়ার ওপর নির্ভর করছে। উঁ আঁ কিছু একটা কর্ যাতে বুঝি আছিস। শালা এমন জ্যান্ত মরা বাপের জন্মে দেখি নি! —হাই! এ যে ঝড় আরম্ভ হোলো! বিপদের

ওপর বিপদ। যা তাঁবু খাটাগে যা। ওটা পারবে তো— না ওটাও আমায়—

বউ ॥ পারবো।

চোবে ॥ তবু ভালো কথা কয়েছো।

[ কুলীবউ তাঁবু নিয়ে চলে যায় ]

শেষে কি হেরে যাব ? শিউপ্রসাদ চোবে হেরে যাবে ! ( রিভলবার বের করে ) লড়তে শেষ পর্যন্ত হবেই। মেয়েটার যে হাত মচকালো এর জন্যে ও যদি আমার ওপর শোধ তুলতে চায় তাহলে ওর দিক থেকে ও তো কিছু অন্যায় করবে না। এখন তো ও শত্রু। সঙ্গে এতগুলো টাকা আর এই শত্রুরটাকে নিয়ে চলেছি আমি এই দুর্গম রাস্তায়। মেয়েটা আছে তো, না সরে পড়ল। ( রিভলবার রেখে টর্চ বার করে ) ওখানটায় চুপ করে বোস্। আমার সামনে থেকে যাবি না।

[ কুলীবউ প্রবেশ করে মাটিতে বসে ]

মাঝে মাঝে কেমন করে তাকাচ্ছে দেখ। ওর হাত মচকানোর জন্যে যে আমিই দায়ী এটাই ও প্রমাণ করতে চাইছে। এই কুলীগুলো এক একটা সাংঘাতিক জীব। ছোটলোকগুলোর অসাধ্য কিছুই নেই।

[ কুলীবউ-এর দিকে চাইতে চাইতে চোবের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। উঠে আসে কুলীবউ-এর কাছে। কুলীবউ চোবেকে পেছনে দেখে আঁতকে ওঠে )

চোবে ॥ দেখি হাতটা। কেমন আছে দেখি।

[ ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোবে হাতটা টেনে নেয় ]

আর কেউ নেই। শুধু তুই আর আমি।

[ শয়তানী হাসি ফুটে ওঠে ]

বউ ॥ না না ছেড়ে দাও—তুমি আমার বাবা—

চোবে ॥ বাবা—হাঃ হাঃ হাঃ—দূর শালী! বাপ কিরে? ভয় কি—সোয়ামী তো নেই যে গাল দেবে।

বউ ॥ ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর করি। আমার সব্বনাশ কোরো না। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি খুব ভাল।

চোবে ॥ আমি খুব ভাল—হাঃ হাঃ হাঃ—

বউ ॥ আমার সোনা বাবা!

চোবে ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—( কুলীবউকে দু'হাতে চেপে ধরে ) না আগে ভুবনপুরের কনট্রাক্ট, তারপর ( কুলীবউকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয় )। ওঠ—তাঁবু গুটো—আর কোন অজুহাত নয়—ওঠ্ ওঠ্—

[ কুলীবউ চলে যায় ]

ঝড় বাড়ছে—বাড়ুক—পৌছতে হবেই। আঃ এই মড়াটাকে নিয়ে—কষ্ট হোল তোর। একেই তো নড়বড়ে, আবার একটা হাত ঠুঁটো করে বসে রইল। [ মোট নিয়ে কুলীবউ আসে। তার পিঠের ওপর অন্য মোট চাপাতে চাপাতে ] আর বিশ্রাম নয়। একবারে ভুবনপুর পৌছে তবে বিশ্রাম। তুই আগে আগে চল্।

বউ ॥ কিন্তু পথ যে আমি চিনতে লারবো। ঝড়ো হাওয়ায় কিছুই ঠাওর করতে পারছি না।

চোবে ॥ ওসব জানি না, যে করেই হোক যেতে হবে।

বউ ॥ এর আগে এ পথ দিয়ে হাঁটিনি বাবু।

চোবে ॥ মানে? সত্যি বলছিস তুই রাস্তা চিনিস্ না?

বউ ॥ না।

চোবে ॥ উঁকো-মুখোটা তোকে রাস্তা বাতলে গেল যে!

বউ ॥ হুঁ!

চোবে ॥ কি হুঁ?

বউ ॥ না—

চোবে ॥ আবার না !

বউ ॥ না—ইয়ে—মানে—

চোবে ॥ আর বাবা কিছু একটা বলবি তো।

বউ ॥ ( কেঁদে ওঠে ) দোহাই ধর্ম—রাস্তা আমি চিনি না।

চোবে ॥ হারামজাদী তখন বলিস নি কেন রাস্তা তুই চিনিস্ না ? রাক্ষুসী নদী চিনিস্ ?

বউ ॥ হুঁ।

চোবে ॥ বেশ ওই রাস্তা ধরে চল্।

বউ ॥ নদীর নাম শুনেছি, যাইনি তো কখনও।

চোবে ॥ শালী তুমি ত্যাঁদরামী সুরু করেছো। দাঁড়াও তোমায় দাওয়াই দিচ্ছি।

[ কুলীবউ-এর কাঁধ থেকে মোটটা টেনে নিয়ে মুখের দড়িটা খুলে ফেলে ]

বউ ॥ না—আমায় মেরোনি—আমি রাস্তা চিনি না।

চোবে ॥ বল রাক্ষুসী নদী কোন দিকে ?

বউ ॥ জানি না—

[ দড়ি দিয়ে কুলীবউকে মারে। সে কঁকিয়ে মাটিতে বসে পড়ে ]

চোবে ॥ ওঠ্, ওঠ্—

[ কুলীবউ আবার ওঠে ]

বল্ রাস্তা কোন দিকে ?

বউ ॥ উই দিকে—

চোবে ॥ ( মারতে মারতে ) ওই দিকে—কোন দিকে—কোন দিকে ?

বউ ॥ উই দিকে—

[ চোবে সমানে মেরে চলে। শেষে হাঁপিয়ে ওঠে। জলের পাত্রটা নিয়ে জল খায়। হাঁপাতে হাঁপাতে একটা কোণে বসে পড়ে ]

চোবে ॥ এতটা মারা বোধ হয় ঠিক হয়নি—একেবারে জ্ঞান ছিল না। জলের পাত্তরও শূন্য। এখন জল পাই কোথা! আ-মা একটু জল—

[ চোবে ঝিমিয়ে পড়ে। কুলীবউ ওঠবার চেষ্টা করতেই পড়ে যায় ]

বউ ॥ জল। একটু জল দাওনা গো—গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে। জল খেয়ে আবার চলতে পারবো। তোমাকে আমি পৌঁছে দেবো। ( হামাগুঁড়ি দিয়ে চোবের পাত্রটা নিয়ে মুখে ঢালে। কিন্তু জল পড়ে না। ) নেই! এক ফোঁটাও নেই। আহা ও জলতেষ্টায় নেতিয়ে পড়েছে। ওর কি দোষ। আমি সঙ্গে এসেই তো ওর কাল হলুম। এই দেখ, জল তো আমার কাছেই আছে। কি ভুলো মন আমার। ( পথপ্রদর্শকের দেওয়া ঝোলা থেকে একটা অদ্ভুত আকারের জিনিস বার করে )

বউ ॥ ( জল খেতে গিয়ে থামে ) আগে চোবেজীকে দিই। অনেকটা রাস্তা ওকে হাঁটতে হবে। ওকে পৌঁছতেই হবে। পাকা রাস্ত হবে—হাট বসবে—বাজার বসবে—লোকজনার উপগার হবে—চারদিক জমা জমা হয়ে যাবে।

[ জলের পাত্তরটা নিয়ে আস্তে আস্তে ওঠে। সেটা বাড়িয়ে ধরে চোবের সামনে। নেপথ্যে—'ও মশাই। একটু দাঁড়িয়ে যান! আমরাও যাচ্ছি!' ]

চোবে ॥ ( ধড়মড়িয়ে ওঠে ) ওরা এসে পড়ল নাকি! এই তোর হাতে ওটা কি? অ্যাঁ? ফেল্ ওটা—এগোস নি বলছি।

[ রিভলবার বার করে ]

ওটা ফেল্—ফেল ওটা—

[ গুলীর শব্দ। কুলীবউ পড়ে যায় ]

বউ ॥ তাঁ—তাঁতী বউ—আমার ছেলে—

[ মাথাটা টলে পড়ে। চোবে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে ]

চোবে ॥ মর শালী! আর আমায় মারতে আসবি? এবার আমি একা—নিশ্চিন্ত—আ—(নেপথ্যে—'কুলীবউ! কুলীবউ') ও কার গলা।

[ ছুটে আসে পথপ্রদর্শক ]

পথ ॥ কুলীবউ। (মৃতার পাশে বসে পড়ে) কুলীবউ! একি হোল? জানোয়ারে তোমায় খেয়েছে। (লাফিয়ে ওঠে) জানোয়ার! একে কেন মারলেন? কি ক্ষতি করেছিল আপনার?

চোবে ॥ ও আমায় মারতে এসেছিল।

পথ ॥ মিথ্যে কথা। ওকে আমি চিনি। একটা নিরীহ মেয়ে আপনাকে মারতে গেসল। এই ঝুটো কথা'টা আমায় বিশ্বাস করতে বলেন। কিন্তু ও নিরীহ হলেও আমি নিরীহ নই। আমি মরদের বাচ্চা'—ও বাবুমশায়। বাবু মশায়রা। ছুটে আসুন ছুটে আসুন। এখানে জানোয়ারে মানুষ খেয়েছে। শিগ্‌গির করে আসুন।

[ নেপথ্যে—'যাচ্ছি যাচ্ছি'। চোবে রিভলবার চালাতে গিয়ে কি ভেবে চালায় না। ওটা পকেটে রেখে দেয়। দ্বিতীয় দলের প্রবেশ। একজন বৃদ্ধ, একজন মধ্যবয়সী, একজন যুবা ]

বৃদ্ধ ॥ গুলির শব্দটা এদিক থেকেই এলো, না?

পথ ॥ (চোবেকে দেখিয়ে) এই লোক ঐ মেয়েমানুষটাকে মেরেছে।

[ বৃদ্ধ চোবের কাছে গিয়ে তাকে দেখতে থাকে। মধ্যবয়সী দাঁড়িয়ে থাকে। যুবা গিয়ে কুলীবউ-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে ]

বৃদ্ধ ॥ আপনিই গুলি করেছেন?

চোবে ॥ হ্যাঁ।

বৃদ্ধ ॥ হেতু?

চোবে ॥ ও আমায় মারতে এসেছিল। নিজের প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে গুলি করি।

যুবা ॥ কথাটা কেমন হোলো ? আপনার এমন ষণ্ডাগণ্ডা চেহারা—একটা মেয়ে আপনাকে মারতে গেল ?

পথ ॥ আমিও তো তাই জানতে চাইছিলুম।

মধ্য ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও। এক এক করে কথা বল। দশজনে কথা বললে কিছুই বোঝা যাবে না। ( চোবেকে ) আপনি কে ?

চোবে ॥ আমি একজন ব্যবসাদার। নাম শিউপ্রসাদ চোবে। আপনারা যে উদ্দেশ্যে ভুবনপুর চলেছেন আমিও ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই চলেছি। এই মেয়েকুলীটি আর এই লোকটিকে সঙ্গে নিয়েই আমি রওনা হয়েছিলুম। কিন্তু মাঝরাস্তায় এই লোকটি বেগড়বাই করতে—

পথ ॥ মিথ্যে কথা।

মধ্য ॥ আঃ তুমি থাম।

বৃদ্ধ ॥ বড্ড কথা বলে!

যুবা ॥ বলে যান আপনি।

চোবে ॥ এর এই এক মহাদোষ—মুখের ওপর চোটপাট করা। যার জন্যে ওকে মাঝপথে বরখাস্ত করি।

যুবা ॥ তাহলে শুধু এই কারণেই ওকে বরখাস্ত করেছিলেন ?

চোবে ॥ আজ্ঞে তা কেন—তা বললে মিথ্যে বলা হবে। তাহলে খুলেই সব বলতে হয়।

বৃদ্ধ ॥ খুলুন—বেশী টানবেন না—রেখে টানবেন—আমাদের তাড়া আছে কিনা ?

মধ্য ॥ বলে যান আপনি—কেন ওকে বরখাস্ত করলেন ?

চোবে ॥ প্রথম থেকেই এই লোকটি মেয়েটার সঙ্গে ঘোঁট পাকাতে শুরু করে।

পথ ॥ একেবারে মিথ্যে।

যুবা ॥ চুপ কর।

বৃদ্ধ ॥ ওকে বার করে দাও।

মধ্য ॥ বলুন আপনি—

চোবে ॥ শেষে মেয়েটাকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে থাকে।

যুবা ॥ কি করে বুঝলেন ওকে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে ?

চোবে ॥ আমি ওদের আলোচনা শুনেছি।

পথ ॥ কি শুনেছেন ?

মধ্য ॥ তুমি থামবে কিনা ?

বৃদ্ধ ॥ কেন যে লোকটাকে সহ্য করছ তোমরা বুঝতে পারছি না।

যুবা ॥ কি আলোচনা শুনলেন আপনি ?

চোবে ॥ আমার নিন্দে—আমার সঙ্গে প্রচুর টাকা রয়েছে—সুতরাং কি করে আমায় বিপদে ফেলে টাকাগুলো হাতানো যায়—

পথ ॥ ভগবান সাক্ষী ! মিথ্যে বললে মুখে কুষ্ট হবে।

বৃদ্ধ ॥ ওকে বার করে না দিলে এবার আমি বেরিয়ে যাব।

মধ্য ॥ ( পথপ্রদর্শককে ) তুমি আর একটা কথাও বলবে না।

পথ ॥ এ সব মিথ্যে—সাজানো কথা।

মধ্য ॥ সেটা আমি বুঝব। বলুন আপনি।

চোবে ॥ ওদের আলোচনা শুনে আমি ভয় পেয়ে যাই। আপনারাও পেতেন। কারণ ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। বাধ্য হয়ে ওকে তাড়িয়ে দিই। অবশ্য নেমকহারামী করিনি। পাই পয়সা ওকে মিটিয়ে দিয়েছি। ও চলে যাবার পর থেকে মেয়েটা বজ্জাতিপনা সুরু করে। আমি যত যাবার তাড়া দিই ও তত গোঁতোমি করে বসে থাকে। আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন। কোথায় আমি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাই আর ও আমায় দেরী করিয়ে দিতে থাকে। তারপর কোনও রকমে ওকে তুলে মোট-টোট চাপালুম বটে কিন্তু ইচ্ছে করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললে হাত মুচকে গেছে। আর যেতে রাজী হোলো না। চিন্তা করুন—রাগ হোলো খুব—ইচ্ছে হল দিই পিটিয়ে—

কিন্তু হাজার হোক মেয়েছেলে—শেষে যখন বললে পথ-ঘাট চিনি না তখন আর সামলাতে পারলুম না, দিলুম কয়েক ঘা পিটিয়ে।

বৃদ্ধ ॥ রাগ হচ্ছে চণ্ডাল। ছেলে-মেয়ে বাছে না।

চোবে ॥ আমার অবস্থায় পড়লে আপনারাও মারতেন।

যুবা ॥ যাক্ আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন। আমাদের তাড়া আছে।

চোবে ॥ তাড়া কি মশায় আমার নেই! যা সব্বনাশ হবার তাতো হয়ে গেল।

বৃদ্ধ ॥ ওকে পরের লাইন ধরিয়ে দাঁও কাতড়াচ্ছেন।

মধ্য ॥ মেয়েটিকে আপনি মারতে লাগলেন?

চোবে ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—তারপর আমি ক্লান্ত হয়ে এখানটায় বসে পড়ি। বসে ঝিমুনি আসে। হঠাৎ আপনাদের গলা পেয়ে জেগে উঠি। উঠেই দেখি মেয়েটা ওই পাথরটা নিয়ে আমার দিকে এগোচ্ছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম। ওকে ওটা ফেলে দিতে বললুম তবু ওটা ফেলল না। শেষে পিস্তলটা বের করে—আপনারাও করতেন, তাই নয় কি?

[ পথপ্রদর্শক পাত্রটা তুলে নেয় ]

পথ ॥ এইটে দিয়ে ও আপনাকে মারতে গেসল?

চোবে ॥ হ্যাঁ।

পথ ॥ এটা কি?

চোবে ॥ ওটা একটা পাথর।

পথ ॥ না এটা পাথর নয়। দেখুন সকলে এটা কি। ( ছিপি খুলে উপুড় করতেই জল পড়তে থাকে )

বৃদ্ধ ॥<br>মধ্য ॥ } এতো জল দেখছি!<br>যুবা ॥

পথ ॥ তাহলে ভাবুন, চোবেজীকে সে মারতে যায়নি, জল দিতে গেসল।

চোবে॥ কিন্তু তখন আমি কি করে ধরে নোব ওটা একটা জলের পাত্র। আমাকে হঠাৎ জল খাওয়ানোর ওর কি কারণ থাকতে পারে? আমি কি ওর বন্ধু? বলুন না আপনারা?

বৃদ্ধ॥ আপনি তো ওর শত্রু।

চোবে॥ ঠিক। কারণ আমার জন্যে ওর হাত মুচকে গেছে। তার ওপর ওকে মারধোর করি। এরপরও যদি ধরে নিতে হয় মেয়েটা আমাকে মারবে না তাহলে তো ধরে নিতে হবে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেসল।

যুবা॥ তাহলে মেয়েটা যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম তা আপনি ভাবতে পারেন নি?

চোবে॥ আজ্ঞে সাধারণ যা নিয়ম সে অনুযায়ী মানুষ চলে। ব্যতিক্রম ধরে তো কাজ চলে না।

মধ্য॥ হুঁ। তাহলে আপনি যে ওকে গুলি করেছেন তা আপনি স্বীকার করছেন?

চোবে॥ অস্বীকার কেন করব? এতে লুকোছাপার কি আছে?

পথ॥ আপনারা এর কথায় বিশ্বাস করবেন না। সব ওর আগাগোড়া সাজানো।

যুবা॥ তাহলে তুমি বলতে চাও উনি খুন করেন নি?

পথ॥ খুন কেন করবেন না—নিশ্চয়ই খুন করেছেন। কিন্তু মেয়েটা যে ওকে পাথর দিয়ে মারতে যায়নি, জল দিতে গেসল, এটা তো পরিষ্কার।

মধ্য॥ আবার এমনও তো হতে পারে জলের পাত্রটা দিয়েই মেয়েটি ভদ্র-লোককে মারতে গিয়েছিলো।

পথ॥ না—না—

চোবে॥ ঠিক—ঠিক—সেইটিই স্বাভাবিক;

পথ॥ কিন্তু ভুল করছেন কেন, ও একটা নিরীহ মেয়ে—ঘরের বউ!

বৃদ্ধ॥ কেন বউ কি ঘর ভাঙে না—স্বামীকে বিষ গেলায় না।

মধ্য ॥ আলোচনাটা বড্ড বেড়ে যাচ্ছে। শুনুন spot-এ আমরাও ছিলাম না। এ লোকটি প্রথমে এর সঙ্গে থাকলেও পরে ছাঁটাই হয়ে যায়। সুতরাং এও spot-এ ছিল না। যা কিছু শুনলাম এনার মুখ থেকেই শুনলাম। তা উনি তো স্বীকার করছেনই যে উনি মেয়েটিকে গুলি করে মেরেছেন। আর এটাও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে মেয়েটি ওঁকে মারতে না গেলে উনি শুধুমুধু গুলি করতে পারেন না।

পথ ॥ আপনি উল্টো মানে করছেন।

মধ্য ॥ চোপ্‌। ( যুবা পথপ্রদর্শককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় )

যুবা ॥ মারবো এক চড়—যাও, চলে যাও।

মধ্য ॥ ছেড়ে দাও ওকে। ( চোবেকে ) দেখুন, ঘটনা সবই শুনলাম এবং এর সত্যতা সম্বন্ধেও আমি একমত যে মেয়েটি ওই জলের পাত্রটা দিয়ে আপনাকে মারতে গিয়েছিল এবং নিজের প্রাণ বাঁচাতে আপনি ওকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। Right ?

চোবে ॥ হেঃ হেঃ হেঃ আপনারা মহান্‌।

মধ্য ॥ চলুন তাহলে এগোনো যাক্‌।

চোবে ॥ দেখবেন তাহলে—

মধ্য ॥ কোনও ভয় নেই আপনার, আমরা আছি। আপনার মাল তুলে নিন।

পথ ॥ এই আপনারা বিচার করলেন ?

[ চোবে মোট কাঁধে তুলতে থাকে ]

যুবা ॥ না এখনও বাকী আছে।

[ পথপ্রদর্শকের গালে চড় বসিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে সকলে বেরিয়ে যায়। পথপ্রদর্শক কুলীবউ-এর পাশে বসে ]

পথ ॥ তোমার জন্তে কিছুই করতে পারলাম না কুলীবউ—কিছুই করতে পারলাম না। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে মার খেলাম। ঈশ্বর নেই—ধর্ম নেই—বিচার নেই—মানুষ থেকেও মানুষ নেই। সব জানোয়ার বনে গেছে।

[ দু'হাতে মুখ ঢাকে। যবনিকা নেমে আসে ]

O Henery-র গল্প অবলম্বনে

# সূচী পত্র

সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

## চরিত্রলিপি

সুরজিৎ—দিনমণি ভট্টাচার্য্য

সুমন্ত্র—জগমোহন মজুমদার

ভ্রমর—সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

নিখিল—গোপী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশু—কমল মুখোপাধ্যায়

---

[ অন্ধকারের মধ্যে নারী কণ্ঠের চিঠি পাঠ শ্রুত হয় ]

নেপথ্য কণ্ঠ ॥ "তোমার অনেক বিড়ম্বনার অবসান আশা করি এবার ঘটবে—তুমি কি চাও তা আমিও যেমন জানি না, আবার আমি কি চাই তা নিয়ে তুমিও তেমন মাথা ঘামাও না, কি আমাদের ভবিষ্যৎ আমি জানি না, তবে এটা বুঝি অনেক প্রত্যাশা সেখানে নেই—আছে শুধু ব্যর্থতা শুধু টেনে হিঁচড়ে এক একটা দিনকে পার করে দেওয়া—এর কোন মানেই হয় না। বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকার ঠাঁইটুকু আমার কোনদিনই নষ্ট হবে না—সেটুকু সম্বল করে আমি রইলাম, একটা কথা তোমায় জানিয়ে দিই—মনকে অবজ্ঞা করে খেয়াল চাপাতে গেলে পৃথিবীর কোনো মেয়েই গ্রাহ্য করবে না—এটা মনে রেখো। তুমি এমন কিছু শাহেনশাহ্ নও—আমিও রাস্তার ভিখিরি নই—পারত আমায় ভুলে যেও, আর আমি—থাক্ ও ব্যাপার না বোঝানই ভালো।"—

[ একটা ঘরের দৃশ্য—চিঠি পাঠের পর দেখা যায় সুরজিত বসে আছে—গম্ভীর হয়েছিল—এরপরে অল্প একটু হাসে, ব্যঙ্গের হাসি—এক সময় ক্লান্তভাবে চিঠিটা রাখে—এই সময় প্রতিবেশী নিখিল ঢোকে ]

নিখিল ॥ এঃ মনে হল ধ্যান ভাঙালাম—

সুরজিত ॥ ( চমকে )—আরে নিখিল—এসো, এসো—

নিখিল ॥ Permission না নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছি—

সুর ঃ ॥ তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক ত নয়, বলো।

নিখিল ॥ সুরজিৎ দা, কদিন ধরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি।

সুর ॥ বলো।

নিখিল ॥ আমি এ পাড়ায় নতুন—

সুর ঃ ॥ তাতে কি হয়েছে?

নিখিল ॥ না মানে—বলছিলাম—বলা উচিত হবে কিনা তাই ভাবছি ॥

সুর ঃ ॥ বল! অত দ্বিধা করলে ত কিছুই বলতে পারবে না। আর্টিষ্ট হলেই কি মানুষ অত মুখচোরা হয়—হাঃ—হাঃ—হাঃ

নিখিল ॥ (হাসে) হওয়া উচিৎ কারণ সুরজিৎদা আমাদের ভাষা ত মুখ দিয়ে নয়—তুলির টানে।

সুর ॥ তুলির টানে! এতখানি confidence! মনের সব কথা বলতে পারবে।

নিখিল ॥ মনের প্রতিমুহূর্তের ভাবনাকে না বলতে পারলেও কিন্তু মনের ছবিটাকে ফোটানো যায়।

সুর ॥ তাই নাকি?

নিখিল ॥ হ্যাঁ, অন্ততঃ শুনেছি একজন নাকি পারত—

সুর ॥ কে সে?

নিখিল ॥ সে কোথায় হারিয়ে গেছে—কেউ জানে না (তন্ময়তার সঙ্গে) সুরজিত দা—তার তুলি নাকি কথা বলত—আয়নার মতই মানুষ তার মনের ছবি দেখতে পেত। (স্বাভাবিক হয়ে) মানে আমাদের Professor বা Reference দিতেন।

সুর ॥ ও—তা তুমি কি বলবে বলছিলে—

নিখিল ॥ হ্যাঁ, আমি এ পাড়ায় এসে প্রথম থেকেই আপনাকে মার্ক করছি—আপনি কেমন যেন বিচ্ছিন্ন—সবার থেকে আলাদা—হঠাৎ শুনলুম আপনার একটা Hobby আছে—রোজ রাতে একজন করে—

সুর ॥ পঙ্গু, ভিখিরী বা কোন লোককে ধরে এনে খাওয়াই গল্প করি। কিন্তু

এটাকে hobby বলছ কেন? এমনও ত হতে পারে যে এটাই আমার জীবনের সব থেকে বড় serious ব্যাপার।

নিখিল ॥ serious ব্যাপার হয়ত—কিন্তু হবি বলতে বাধা কোথায়?

সুর ॥ না নিখিল—আমি ওটা করি প্রত্যয় থেকে কোনো বিলাসিতা নয়। করুণার কোন জাহাজীর সাজবার ইচ্ছাও আমার নেই—আমি যা ভালবাসি, বিশ্বাস করি, তাই করি।

নিখিল ॥ অবশ্য একদিকে ব্যাপারটা খুব মহৎ কিন্তু এরকম খাপছাড়া ভাবে কিছু করা—মানে গোটা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে মানুষের কোন কল্যাণ—

সুর ॥ নিখিল ভাই, তোমাকে তো বলেছি—অত কথা আমার মনে কোনদিনও আসে নি। কোন ultimate উদ্দেশ্যও আমার নেই—তবে এটা জড়িয়ে আছে আমার মনের সঙ্গে, কিন্তু সেদিকটা কেউ দেখল না সবাই শুধু—

নিখিল ॥ আচ্ছা, এ থেকে অনেক রকমের অশান্তিও তো হতে পারে।

সুর ॥ পারে নাহয়েছে এবং সাংসারিক অশান্তি।

নিখিল ॥ তা সত্ত্বেও আপনি এ সব ছাড়তে পারেন না?

সুর ॥ নিখিল, তুমি আঁকা ছাড়তে পার!

নিখিল ॥ (প্রচণ্ড ভাবে চমকে উঠে) আপনি মানে এব্যাপারটাকে এতখানি importance দেন?

সুর ॥ দিই—নিশ্চয়ই দি (উত্তেজিত)

নিখিল ॥ (একটু পরে) আমি ধারনাও করতে পারিনি আপনি এ ব্যাপারে এতটা serious !....যদি না জেনে কোন আঘাত দিয়ে থাকি তো আমায় আপনি.........

সুর ॥ (হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে) আরে না না এত কিন্তু বোধের কিছু নেই। অনেকেই আমায় উপদেশ দেয়, আমি কিছু মনে করি না। সবাই উপদেশ দেয় কিন্তু আমায় কেউ বোঝার চেষ্টা করে না—বুঝলে নিখিল!

নিখিল ॥ মন থেকে আপনার থিয়োরীকে মেনে নিলেও কার্য্যতঃ আমার পক্ষে এটা অসম্ভব।

সুর ॥ কেন ?

নিখিল ॥ এত খরচা যোগাবে কে ? আমি দিনে ২০ টা করে চারমিনার খাই —আজ পর্য্যন্ত ২১ টা করতে পারলাম না। (হেসে উঠে) যাক্। যদি আপনার রাতের অতিথির সাক্ষাতে কখনো আসি আপত্তি করবেন না তো সুরজিৎদা ?

সুর ॥ Most gladly তোমায় invite করলাম Any time তুমি এসো My door will remain open.

নিখিল ॥ আচ্ছা চলি সুরজিৎদা—

সুর ॥ দাঁড়াও আমিও যাব—

নিখিল ॥ কোথায় ?

সুর ॥ ধর না তোমায় এগিয়ে দিতে। চলো চলো। (ওরা এগিয়ে যায়)

[সমর প্রবেশ করে। কাকেও না দেখে]

সমর ॥ সুরজিৎ !....সুরজিৎ যাঃ বাবা কেউ নেই নাকি ? (জোরে) বিশুদা ....বিশু ...

[বিশুর প্রবেশ]

বিশু ॥ আরে সমরদাদাবাবু যে ! কতক্ষণ এয়েছেন ? দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি ?

সমর ॥ না, কোথায় গেছেন বিশু, তোমার বাবু ? শ্বশুরবাড়ী নাকি ?

বিশু ॥ তবে আর ভাবনা ছিল কি ! আপনারা আলেকালে আসেন আর আমায় চোপোরদিন এই ঘরে হাঁড়ি ঠেলে মরতে হয়।

সমর ॥ তা বিশুদা, তুমি তো তোমার বৌদিকে আনবার কথাও বলতে পার জোর করে।

বিশু ॥ ( নীচু স্বরে ) আমি যে চাকর সমরদাদাবাবু, অতটা অধিকার কি আমার আমার আছে—আমরা তো চাকর—চাকর— ( প্রস্থান )

[ সমর বিমর্ষ হয়ে যায়। একটু পরে টেবিলের উপর পত্রটা হাতে নিয়ে দেখে—কি ভেবে রেখে দেয়—সুরজিৎকে দ্বারে দেখা যায় ]

সুরজিৎ ॥ পড়ো না—

সমর ॥ এ তো তোমার চিঠি পড়াটা কি ঠিক ?

সুর ॥ আমি তো permission দিচ্ছি। পড়ো। ওটা তোমার পড়া দরকার ( সমর চিঠি পড়া শেষ করে ) পড়লে ?

সমর ॥ পড়লাম।

সুর ॥ এবার ?

সমর ॥ ( সবেগে দাঁড়িয়ে ) এবার নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব না—কারণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যক্তিগত—কিন্তু তোমাকে ছাড়া উচিত নয়।

সুর ॥ ( হাসতে হাসতে ) ছাড়ছ কেন ?

সমর ॥ সুরজিৎ তুমি কি পাগল হয়ে গেছো—

সুর ॥ মোটেই নয়—বেশ সুস্থই আছি।

সমর ॥ একটা নিরীহ মেয়ের উপর তুমি অযথা অত্যাচার করে যাচ্ছ—তার অপরাধ কি, না তুমি দিনের পর দিন একটার পর একটা কানা, খোঁড়া লোককে ডেকে এনে মহৎ সাজবে—তাদের কথা শুনবে—তাদের গেলাবে—

সুর ॥ আমি তাদের গেলাই না সমর আমি তাদের খাওয়াই। যারা আসে, তারা কেউ ফেলনা নয়—

সমর ॥ না তারা ফেলনা নয়—তারা খেলনা—তোমার বিচিত্র খেয়ালের খেলনা। But what's that to সুমিতা ? Why she will suffer ?

সুর ॥ তারা আমার guest আর she is my wife.

সমর ॥ কতকগুলো street beggers কে guest বলে তুমি মেনে নিতে পারো But she can't.

সুর ॥ Beggars ! Beggars !! Exactly. There lies the difference ( স্বর পরিবর্তন করিয়া ) সমর, তোমরা কেবল মাপা জীবন, কেবল ফ্যাসানকেই দেখছ—আর এরা যারা খাটি মানুষ—তাদের পরিচর্য্যাকে তোমরা বিকৃতি বলে মনে করছ।

সমর ॥ Not by that way as you think.

সুর ॥ Yes এক—একেবারে এক না হলে ( উদ্দীপ্ত স্বরে ) কৈ এর আগে ধোপদুরস্ত পয়সাওয়ালা অতিথি যখন আসত সুমিতার বিরক্তি তো দেখিনি কখনো ? সুমিতা কি কেবল ফ্যাসানকেই পছন্দ করবে ?

সমর ॥ কে করে না ? প্রত্যেকেই তাই চায়। কিন্তু সারারাত ধরে স্ত্রী স্ত্রীর সামনে বসিয়ে ভিখিরিকে খাওয়ালে কোন্ স্ত্রী সুখী হয় তুমি আমায় দেখাও তো সুরজিৎ !

সুর ॥ ( চুপচাপ সিগারেট ধরিয়ে কিছুটা পায়চারী করে ) সমর, আমার এই কাজের পেছনে একটা কাহিনী আছে—জানি না আমার বিচারের সঙ্গে তোমার সিদ্ধান্ত মিলবে কিনা, তবু সেটা তোমার শোনা দরকার।

সমর ॥ সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকের গল্প—যে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল—অথচ বহু উচ্চ সমাজের ব্যক্তি বিপদে তোমায় উপেক্ষা করেছিল এই তো !

সুর ॥ Exactly, সেই ভিখিরিটার মনে কোন পালিশ ছিল না—অথচ পালিশ করা জীবনে যারা অভ্যস্থ এই তোমার আমার সুমিতার মত এ্যারিষ্ট্রক্রাটরা তারা সেদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে আমায় মটর চাপা পড়ে মরতে দেখতো যদি না ঐ খোঁড়া ভিখিরীটা life risk করে লাফিয়ে পড়ে আমায় চাপা পড়ার হাত থেকে বাঁচাতো—সেইদিনই আমার চোখ খুলে গেল—এই তথা কথিত সভ্য সমাজের মুখোসটা খসে পড়লো আমার চোখের সামনে থেকে। তার পরের দিন থেকেই প্রতি রাতে একজন করে ঐ ধরণের হতভাগ্য ভিখিরিকে ডেকে খাওয়াতে শুরু করলাম—তাদের

সমস্যা নিয়ে কথা বলতে, ভাবতে শুরু করলাম। ইচ্ছে আছে প্রচণ্ড কিছু একটা করব এদের নিয়ে—নতুন—একেবারে নতুন—সম্পূর্ণ কোন একটা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালাবো এদের নিয়ে। কিন্তু আমি সবে মাত্র এটা শুরু করেছি—এসব। সবই সুমিতা জানে, হয়ত বা বোঝেও। কিন্তু দুঃখ কি জানো সুমিতা বিন্দুমাত্র adiust করলো না আমার সঙ্গে।

সমর॥ সবই বুঝলাম—একটা কথা—তুমি বলছ তোমার জন্য সুমিতাকে নেমে আসতে হবে—কিন্তু তুমি সুমিতার জন্যে উঠতে পার না।

সুর॥ কোনটাকে তুমি ওঠা বলছ সমর? (শ্লেষাত্মক হাসি)

সমর॥ তুমি ছাড়তে পার না—সুমিতাও তো দাবী করতে পারে? তোমাদের সম্পর্কের বিন্দুমাত্র ভালবাসার অস্তিত্ব থাকবে না—Please সুরজিৎ—Don't be ইমোসানাল। তোমার একতরফা ডিসিসানটা পালটে নাও please.

সুর॥ সবটাই আমার দোষ—আমি আমার একটা ইচ্ছাকে রূপ দিতে গিয়ে—প্রচণ্ড বাধা হবে আমার স্ত্রী। সে, সে একবারও আমার মনের দিকে দেখবে না?

সমর॥ সব মানছি কিন্তু এই ছোট্ট ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ হোক্ এটা মেনে নেওয়াই বা কি করে সম্ভব?

সুর॥ (ম্লান হেসে) বিড়ম্বনা, দাম্পত্য জীবনের বিড়ম্বনা সমর! প্রতিটি শয্যাই কি ফুলশয্যা? নিষ্কণ্টক ফুল আছে সমর কিন্তু নিষ্কণ্টক শয্যা সুখ নেই! (দীর্ঘশ্বাস) The love hath an end তাই আমি ওকে যেতে দিলাম।

সমর॥ (ক্ষোভে) যেতে দিলাম? তারপর ফুরিয়ে গেল সবকিছু—সুমিতার এই চিঠি পাবার পরও তোমার লজ্জা করে না—

সুর॥ (হেসে) ওই চিঠি! ও ত আমিও লিখতে পারতাম—

সমর॥ সুরজিত! তুমি চোখে আঙুল দিয়ে আছ—না হলে বুঝতে ওটা

চিঠি নয়—সুমিতার বুকের রক্তে লেখা ওর মনের ডাইরী। তুমিও তোমার সখটা বাইরেও মেটাতে পারতে—রোজ রোজ একজন ঘরে ডেকে আনার কি যুক্তি আছে? সুমিতা তাহলে তো বাধা দিতে পারত না—

সুর॥ কেন বাধা দেবে? ধর একজন ছবি আঁকে, তার স্ত্রী হঠাৎ যদি বায়না ধরে ছবি আঁকা চলবে না (হঠাৎ) আচ্ছা এই এই তুমি. তুমি ত নাটক লেখ, তোমার স্ত্রী যদি হঠাৎ বায়না ধরে নাটক লেখা বন্ধ কর—তোমারকি মনে হবে?

সমর॥ নাটক লেখা আর ছবি আঁকার সঙ্গে তোমার এই পাগলামী? এগুলো সব এক?

সুর॥ সমর আমি যা করি তা প্রত্যয়ের সঙ্গেই করি—কারোর নিন্দা বা প্রশংসর ধার ধারি না—এতে কারোর বাধা আমি সহ্য করব না! সুমিতার হয়ে ওকালতি করতে এসেছ নাট্যকার—জেনে রাখ Adjust ment করার জন্যে আমি তার সঙ্গে একা দেখা করেছিলাম—সে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছে—আমার Analysis এ ভুল কোথাও হয় না—খালি বড়র নেশা সুমিতাকে শেষ করে দিয়েছে। (চীৎকার করে) সমর! she became a fli at—

সমর॥ (চীৎকার করে) shut up! (কাঁপতে কাঁপতে) কাকে তুমি কি বলছ? নিজের স্ত্রীকে তুমি—

সুর॥ (চুপ করে দুজন স্তব্ধ, হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে ড্রয়ার খুলে একটা চিঠি দেয়) go through it, পড়ো এই চিঠিটা! পড়ে দ্যাখো।

সমর॥ (ওর মুখের দিকে তাকায়—পড়ে) কে চন্দ্রানী—

সুর॥ আমার কলেজ জীবনের বান্ধবী—সুমিতাদের ওখানেই বাড়ী।

সমর॥ চন্দ্রানী, দেবতোষের সঙ্গে সুমিতাকে ঘুরতে দেখেছে! কে দেবতোষ?

সুর॥ এক বড়লোকের ছেলে

সমর॥ বিবাহিত?

সুর। হ্যাঁ

সমর॥ তাহলে—

সুর॥ ওরা বোধহয় আড়ালে দেখাশোনা করে—

সমর॥ আড়াল থেকে চন্দ্রানী বিয়ে করেছে?

সুর॥ দেখা যায় বলে—

সমর॥ হুঁ। চন্দ্রানী বিয়ে করেছে?

সুর॥ না—

সমর॥ সেতো এখানে 3rd party. তার কি interest.

সুর॥ চন্দ্রাণী হয়ত: আমার ভাল চায়

সমর॥ তাই তোমার মনকে বিষিয়ে তুলছে—এরকম ভাল চাওয়াতো কাজের কথা নয়—তার হয়তঃ আরও কিছু চাওয়ার আছে।

সুর॥ কি চাইবে?

সমর॥ সে হয়ত তোমার আর সুমিতার সম্পর্কের ছেদ চায়—

সুর॥ মোটেই না; যথার্থ বন্ধুর কাজই সে করেছে—

সমর॥ যথার্থ বন্ধুর কাজ করছে চন্দ্রাণী, যথার্থ স্বামীর কাজ করছ তুমি—শুধু প্রতারক স্ত্রীর ভূমিকা করে যাচ্ছে সুমিতা—আমি এটা মানতে পারছি না—পারব না—যাগ্‌গে চলি।

সুর॥ চলে যাবে—

সমর॥ সুমিতার সম্পর্কে তোমার ভ্রান্তি কাটাতে এসেছিলুম কিন্তু দেখলাম তোমার সন্দেহ এসেছে—ওটা নিজে থেকে না কাটলে ভাল হবে না—(এগিয়ে যায়, হঠাৎ থমকে পেছন ফেরে) সুরজিৎ, যে আগ্রহ নিয়ে চন্দ্রানীর চিঠিটাকে তুলে নিয়েছ—সেই আগ্রহ নিয়ে সুমিতার চিঠিটা পড়লে পারতে (একটু তাকিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে) Dont forget she is your wife. চলি—(চলে যায়)

সুর॥ চন্দ্রানীর চিঠি আগ্রহ নিয়ে পড়ছি—অথচ সুমিতার চিঠি পড়ছি না!

সমরের একথাটার মানে কি ? What does he mean to say ? (দাঁড়ায়) আচ্ছা চন্দ্রাণী এখনও বিয়ে করছে না কেন ? ওকি সেই কলেজ জীবনের মেলামেশার দিনগুলো ভুলতে পারছে না—না ভুলতে চায় না। আঃ— Hang it. সব যাক্—সব মুছে যাক্—সব ধুয়ে মুছে যাক্—

[ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে, বিশু নীরবে এসে দাঁড়ায় ! সুরজিৎ ওকে লক্ষ্য না করে কান্ত হয়ে বসে চেয়ারে, একটু পরে—চোখ খুলে বিশুকে দেখে ]

সুর ॥ বিশু, কিরে কিছু জিজ্ঞাসা করবি ?

বিশু ॥ না বাবু। খাবার দেবো ?

সুর ॥ আচ্ছা সমর বাবু এল চা দিলি না ত ?

বিশু ॥ সমরবাবু ত চা খায় না বাবু।

সুর ॥ ওঃ, দেখেছিস্ একদম ভুলে গেছি। সব কেমন ভুলে যাচ্ছি নারে ? এঁ্যা ! ( হাসে ) বয়স হচ্ছে তো কি বল ? এই দেখ বিশু তুই তো খেতে বললি কিন্তু সময় তো কাটে না। বড় একা একা লাগছে রে। একজনকে ধরে নিয়ে আয় না। তার সঙ্গে গল্প টল্প করব।

বিশু ॥ ( শান্তভাবে ) যাচ্ছি বাবু—

[ বিশু ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। আলো ক্রমে কমে আসে। সুরজিৎ সিগারেট ধরায়। তারপর অনেক ইতস্ততঃ করে টেবিলের ওপর থেকে স্ত্রীর পত্রটি তুলে নেয়। আলো কমতে কমতে সুরজিতের মুখে কেন্দ্রস্থ হয় ! সুরজিৎ চেয়ারে বসে মাথায় হাত দেয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে—চিঠিটা আবার তোলে—চিঠিটা রেখে দেয়—ড্রয়ার থেকে একটা ফটো বার করে দেখে—তন্ময় হয়ে আস্তে আস্তে বলে ]

সুরজিৎ ॥ সুমিতা ! ধর আমিও হয়ত কোনদিন অমন পঙ্গু হয়ে গেলাম—তখন—তখন কি তুমি আমায় ঘেন্না করবে ? ( হঠাৎ চীৎকার করে ) সুমিতা....

[ চমকে দেখে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে—ছেঁড়া তালিমারা কোট পরণে একটা ময়লা ছেঁড়া টাই আছে—মাথায় দোমড়ানো টুপি—দাড়ি সারা মুখে—দাঁত বের করে হাসে—সুরজিৎ ফটোটা পকেটে রাখে ]

লোকটি ॥ Excuse me !

সুর ॥ কে ? কে তুমি ?

লোক ॥ বারে—বেড়ে মজাত চাকর বললে মালিক ডাকছে মালিক দেখে লাফিয়ে উঠছে। হেঃ হেঃ হেঃ আমি চলি তাহলে ( এগিয়ে যায় )

সুর ॥ তোমাকে বিশু ধরে এনেছে—

লোক ॥ বিশু মানে হ্যাঁ হ্যাঁ চাকরটাত ধরে আনল ( একমুখ হেসে ) জমির দালালির সাক্ষী দিতে হবে নাকি ! নাকি Murder case সময় সময় আবার বেঢপ মাতাল হয়ে proxy দিতে হয় বৌএর রাগ বাড়াবে বলে হেঃ হেঃ সবটাই পাটোয়ারী ব্যাপার ( আবার হাসতে যায়—সুরজিৎ কঠিন স্বরে বলে )

সুর ॥ দাঁড়াও—আমি আসছি ( চলে যায়, বিশু ঢোকে )

বিশু ॥ আরে এলোকটা দেখি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। উঃ আবার কোট পাণ্টলুন লাগিয়েছে। হেঃ হেঃ হেঃ। মাথায় তোবড়ানো টুপি গো—হেঃ হেঃ—গলায় আবার নেংটি। বসো বসো—

লোক ॥ What ?

বিশু দুর ! ( লোকটি চমকে পিছিয়ে যায় ) হাঁ করে কি রঙ্গ দেখছ ? বসতে বললুম তো !

লোক ॥ (চেয়ার দেখিয়ে ) I mean আমি এখানে—

বিশু ॥ তোর আমিনের গুষ্টির নিকুচি করেছে। রস্তোয় পেটে হাত দিয়ে পয়সা মাগছিলি ঘরে এনে বসতে বলছি তা না আমিন-কামিন করছে ! ঘোড়ায় ডিম ফুটবে তোমার বয়াতে !

লোক ॥ You are a servant তুমি চাকর হয়ে—

বিশু ॥ ওরে আমার সাতলাটের জমিদাররে! আমি চাকর?

লোক ॥ (হঠাৎ চীৎকার করে) Shut up. (বিশু দুপা পেছিয়ে যায়, তারপর কোমরে গামছা জড়াতে জড়াতে বলে)

বিশু ॥ কি তুই আমায় ইন্‌জিরি বলিস্? বেরো বেরো এখান থেকে (সুরজিৎ ঢোকে)

সুর ॥ বিশু! তোর কী ভীমরতি হয়েছে?

বিশু ॥ হ্যাঁ, আমার তো ভীমরতি হবেই। ঘরে জনপ্রাণী নেই অমন মালক্ষ্মীর মত মাঠানও এদের জন্যে ঘর ছেড়েছেন—আমার ভীমরতি হবে না—

] চোখ মুছতে মুছতে চলে যায় ]

সুর ॥ বোসো।

লোক ॥ I won't sit down. আমি কোন command কে মানি না। (টুপিটা তুলে নেয়) আমি চললাম।

সুর ॥ যেও না। (শান্তস্বরে) বস। তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার হয়েছে। আমি দুঃখিত।

লোক ॥ (বিস্ময়ের সহিত) But why! কেন? রাস্তা থেকে আমাকে ডেকে আনা হল কেন?

সুর ॥ তোমাকে আমি খাওয়াব। এটা আমার system. আমার রীতি।

লোক ॥ system! রীতি! (হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। হাসির শেষে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করতে থাকে) সেলাম-আলেকম সাহেনশা মকবুল হারুণ-অল-রসিদ। তোফা তোফা। (মাথা তুলে হাসে)

সুর ॥ হারুণ-অল-রসিদ!

লোক ॥ হ্যাঁ, ছোটবেলায় ঠাকুর্দার কাছে গল্প শুনেছিলুম বাগদাদের হারুণ-অল-রসিদ রোজরাতে একজনকে ডেকে আনত, তাকে খাওয়াত! তারপর তার মুখে শুনত নানা রকমের গল্প। সেটা ছিল আরব্য উপন্যাসের কাল।

এখন আবার আপনি হারুণ-অল-রসিদ সেজেছেন। ( চেয়ারে বসে ব্যঙ্গের সঙ্গে বলে ) বন্দেগী জনাব।

সুর ॥ তুমি অনেককিছু জান দেখছি ?

লোক ॥ How can I ? আমি তো ভিখিরী ! ভিখিরীরাতো কিছু জানেনা ওদের জন্যে শুধু লাথি ঝাঁটা। ( অন্য ভঙ্গিতে ) শালা ভিখিরী মানেই তো ফুটপাথের ময়লা—তাই না ?

[ বিশু ২ প্লেট খাবার আনে। টেবিলে নামিয়ে রাখে। লোকটি উন্মুখ হয়ে দেখে। বিশু জল আনে। রাগতভাবে লোকটিকে দেখে চলে যায়। লোকটি উন্মুখ হয়ে একটা প্লেট টেনে নিয়ে হঠাৎ থমকে যায় ]

লোক ॥ I am sorry.

সুর ॥ নাও খাও। আমিও তোমার সঙ্গে খাব।

লোক ॥ ( দাঁত বার করে ) খাব ? ( টেনে নেয়। সুরজিৎও বসে, খাবারটার দিকে তৃপ্তি ঝরে পড়ে )

হেঃ-হেঃ-হেঃ Long Live ! Long live my হারুণ-অল-রসিদ My Raja. এটা তো ডিম। বাঃ বাঃ বাঃ মাছ ভাজা ? জানেন আমার ইচ্ছে করে অনেক খাই। কিন্তু মজা কি জানেন না খাওয়াটা এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, শুকিয়ে থাকতে থাকতে না খাওয়ার কোন কষ্টই পাই না। কথায় বলে খেতে না পেলে মরে যায়। কিন্তু ভিখিরীরা না খেয়েও মরে না। ( আগ্রহের সঙ্গে খেতে থাকে, সুরজিৎও খায় )

সুর ॥ ভাল লাগছে ?

লোক ॥ হ্যাঁ—হেঃ—হেঃ—হেঃ— যা খাওয়ালেন না যেন অমৃত। মাইরি বলছি মাসখানেক আগে একটা বিয়ে বাড়ীতে পাত ফেলে দিচ্ছিল। সেখানে খুঁটে খুঁটে মাছ খেয়েছিলাম তারপরে—

সুর। আর একটু মাছ দেবে ?

লোক ॥ মাছ? তা দিক্। ( দাঁত বের করে হাসে )

সুর ॥ বিশু—একটু মাছ নিয়ে আয়।

[ বিশু একটা বাটিতে মাছ নিয়ে টেবিলে বসিয়ে রেখে চলে যায় ]

লোক ॥ ( বাটিটা টেনে নিয়ে ) মাছটা নিলাম। ( থমকে যায় ) আপনি মাছ নেবেন না?

সুর ॥ তুমি খাও ( হাসে )

[ সুরজিতের পাতে কিছু পড়েছিল ওটা তুলে নেয়। একটু পরে সুরজিৎ ঢোকে। ওকে দেখে হাসে। লোকটি জায়গা ছুটো তুলে নেয় ]

লোক ॥ কোথায় রাখবো?

সুর ॥ তুমি তুললে কেন? বিশু ছিল।

লোক ॥ ( লোকটি হাসে ) না—অতটা নামব না। ওকে দিয়ে আমার পাত তোলাব না! [ ভেতরে চলে যায়। বিশুর গলা শোনা যায়— যাও ওখানে হাত ধুয়ে এসো।" একটু পরে হাত মুছতে মুছতে লোকটি ঢোকে ]

লোক ॥ Beautiful স্যার! ( চেয়ারে বসে হাই তোলে ) Me Lord! একটা সিগারেট।

সুর ॥ Oh! Sure. ( সিগারেট দেয় )

লোক ॥ হে: হে: হে: ভাল খাওয়া দাওয়ার পর—যেন একটা সিগারেট না হোলে মৌজ হয় না। [ বিশু দুকাপ কফি নিয়ে আসে ] কফি! হ্যাঁ—হ্যাঁ Full Meal এর পর Drinks দরকার।

সুর ॥ তুমি সব ম্যানারস্ জান দেখছি!

লোক ॥ জানি—মানে জানতুম এককালে। আমিও তো ভদ্দর লোক ছিলুম। ঠিক আপনাদের মত। ভাল খাওয়া-দাওয়ার জীবন আমারও ছিল। মাঝে অবশ্য সব ভাঙচুর হয়ে গেল। [ কফিতে চুমুক দেয় ]

সুর ॥ কেন?

লোক ॥ সে অনেক কথা।

সুর ॥ বলই না অনেক কথা।

লোক ॥ আপনি শুনবেন? কিন্তু ভাল লাগবে না—

সুর ॥ কি করে জানলে?

লোক ॥ আমি বুঝতে পারি। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। সব শালা ভাবে—আমি গল্প ফেঁদেছি। পাগলা হয়ে ভুল বকছি। খোয়ার দেখছি।

সুর ॥ তবু বল। আমি শুনব।

লোক ॥ (যেন চমক ভাঙে) আঁ্যা। হ্যাঁ! গল্প (হঠাৎ বসে পড়ে হাসে) না কিছুই নেই। এর শুরুও নেই শেষেও নেই। নানা শুরু বোধহয় ছিল। কিন্তু শেষের দিকটাই বোধহয় অজানা, অন্ধকার। তবু আমি বলব' (হেসে) হ্যাঁ। আমার রাজা এই হারুণ অল রসিদের কাছে আজ আমি ভাল ভাল সব কথা বলব (একটু থেমে যেন আনমনা হয়ে যায়) ১৯৪০ সাল। সহজ, সরল ছিল আমার প্রতিদিনকার জীবন। সেদিন মার স্নেহ স্বর্গের পারিজাতের মত আমার ওপর ঝরে পড়ত। আর পাঁচটা ছেলের মতো আমার কৈশোর ছিল স্বপ্নময় আশার ভরা। তারপর—

সুর ॥ থামলে কেন?

লোক ॥ না, আমি ভাবছি আমার ডিসিসানে ভুল হয়েছিল কিনা?

সুর ॥ তোমার নাম কি?

লোক ॥ (হাসে) ভিখিরী সাহেব।

সুর ॥ তোমার আসল নাম?

লোক ॥ ঐটেই আসল হয়ে গেছে।

সুর ॥ হোক্। তবু বল। নাহয়, সেটাই নকলের মত শোনাক্।

লোক ॥ মত নয়। সেটাই নকল—সেদিনকার নাম ছিল সুমন্ত্র, সুমন্ত্র বোস

সুর ॥ নামটা যেন কেমন চেনা মত লাগছে।

লোক ॥ স্যাচারালি—কারণ নামটা ছিল বহু পরিচিত। আমি একজন Artist ছিলাম।

সুর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। সুমন্ত্র বোস। আমার মনে পড়েছে। Academy of Fine Arts এ তোমার ছবির একটা এক্জিবিশান হয়েছিল। আমার স্ত্রী মানে সুমিতা ( থমকে যায়। নীচুস্বরে ) সুমিতা খুব Fine Arts এর ভক্ত ছিল।

সুমন্ত্র ॥ ছিল বলছেন কেন ? উনি কি ?

সুর ॥ নাঃ ( সজোরে ) না—না ( হাসে ) সুমিতা বাপের বাড়ীতে। সে যাক্ ( ও পর্বটা যেন চাপা দেবার জন্যেই দ্রুত ) আমার বেশ মনে আছে সেদিনের কথা, সুমন্ত্র বসু তুমি খুব Living Potrait আঁকতে পারতে—

সুমন্ত্র ॥ And that was my own curse !

সুর ॥ ( আহত কণ্ঠে ) curse মানে ?

সুম ॥ ( চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে ) আমার শক্তি, আমার প্রতিভা ( ডান হাতটা তুলে ) This my bloody Right hand এই হাত আমায় Betray করল। ( হাতটা ঝাঁকায় ) আমার খেতে পরতে না দিয়ে মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে এই হাত আমায় ডাষ্টবিনের ধুলোর মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। My hand ! My bloody right hand ! ( হাতটা সজোরে চেয়ারের হাতলে আঘাত করে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ওটা তুলে ধরে ! ভেঙ্গে পড়ে বলে ) এর অপরাধ কি জানেন ? এই হাত সত্যি বলতে শিখেছিল। রঙের মাঝে কোন খাদ মেশাতে শেখেনি।

সুর ॥ তা কি করে সম্ভব ?

সুম ॥ Some time truth is stranger then fiction. আমি তো আগেই বলেছি আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

সুর ॥ একে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সত্যকে প্রকাশ করা শিল্পীর ব্রত। তুমি তাই করেছ। তোমার চেষ্টা সার্থক।

সুমন্ত্র ॥ (চীৎকার করে) সার্থক ! Yes সার্থক। হয়তো একদিন এই শক্তি নিয়েই আমি বিশ্বজয় করতে পারতাম।

সুর ॥ (তাড়াতাড়ি) কি তোমার শক্তি ?

সুম ॥ (একভাবে চেয়ে থাকে, অল্প পরে) আবরণের ভেতর থেকে সত্যকে উলঙ্গ করে দেখানো।

সুর ॥ আবরণের মধ্যে থেকে সত্যকে উলঙ্গ করে দেখান ! কেমন যেন হেঁয়ালি লাগছে। Please একটু স্পষ্ট করে বল।

সুম ॥ (ওর দিকে ঘোরে) ধরুন, আমি Potrait করছি। তন্ময় হতে হতে আমি আস্তে আস্তে ডুবে গেলাম—তুলির টানে রেখায় রেখায় ফুটে উঠছে ক্যানভাসে জলন্ত ছবি। আপনি সমাজের প্রতিষ্ঠিত লোক। অঢেল আপনার সম্মান। আপনার মুখের আদলে অপূর্ব সুন্দর এক দীপ্তি—তুলির টানে টানে আমার ছবি শেষ হয়ে গেল। অবাক বিস্ময়ের মধ্যে আপনি দেখলেন যে ক্যানভাসের চৌহদ্দির মধ্যে এক বীভৎস প্রতিমূর্তি। সে মূর্তি আপনারই। চেনার ভুল হচ্ছে না। কিন্তু পরিচিত আপনার সৌম্যদর্শন চেহারা কোথায় ? এ এক পৈশাচিক অভিব্যক্তি। আমি নিজেই চমকে যেতাম। ভাবতে ভাবতে কূল পেতাম না—কি সেই অদৃশ্যশক্তি যা আমাকে শুধু বীভৎস দেখায়। শুধু নোংরা ঘাঁটায় (Relax করে)। পরে জানলাম ওটাই মানুষের মনের potrait !

সুর ॥ মনের potrait !

সুমন্ত্র ॥ হ্যাঁ ! আপনার মন যেমন, অর্থাৎ আপনার ভেতরের মানুষটা যা তাই ফুটে উঠতো আমার তুলিতে।

সুর ॥ এযে অবিশ্বাস্য আশ্চর্য শক্তির ব্যাপার।

সুম ॥ এই শক্তিই আমায় একঘরে করে দিল। আমার অন্ন, বস্ত্র এক এক করে ছিনিয়ে নিল। যারা আমার শিল্পে মুগ্ধ ছিল তারা আমার ছায়া-

খে পালাতে শুরু করল। শুধু তাই নয় জানেন? আমি অনেকের

লোক॥ ঃ ভাঙলাম।

Artis' কেন?

সুম॥নত্র॥ (ওঠে দাঁড়ায়। পায়চারী করতে করতে) একদিন ওরা আমার ষ্টুডিও-এ এসে দাঁড়ালো। চমৎকার ওদের মানিয়েছে। দেখেই মনে হলো নতুন জীবনের পদক্ষেপ ওদের বেশী দিনের নয়। মেয়েটির মুখে এক সলজ্জ আভা। প্রতিটি কথার মধ্যে স্বামীর প্রতি সোহাগ ঝরে পড়ছে। আমাকে আঁকতে বললো মেয়েটির ছবি। কেমন যেন উন্মাদনায় আমি সুরু করলাম। সেই মুখ। কি আশ্চর্য বিহ্বলতা। আস্তে আস্তে আমি ডুবে গেলাম। সেই সলজ্জ মুখের আদলে প্রকাশিত হলো নিষ্ঠুর ক্লেদাক্ততা। আমার মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল এক বিভৎস ছবি। (চীৎকার করে) আমি দেখছি সেই মুখের আভাটা মুখোস মাত্র। কি নীচ আর নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি আমার সামনে বসে আছে। আপ্রাণ চেষ্টাতেও (ভেঙ্গে পড়ে) এর থেকে ভালো কিছু আমি আঁকতে পারলাম না। কারণ সেই সুন্দর মেয়েটির সেটা হচ্ছিল মনের ছবি।

সুর॥ তারপর?

সুমন্ত্র॥ তারপর, তার স্বামী তাকে ত্যাগ করল। একদিন মেয়েটি এসে আমায় জানিয়ে গেল যে ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। (বসে পড়ে) Oh! My hand! My bloody hand!

(উভয়ে ক্ষণকাল চুপচাপ থাকে)

সুর॥ এরপর?

সুমন্ত্র॥ পরের পর একই ঘটনা ঘটতে লাগল। আমাকে দেখে লোকে পালাতো। গায়ের এই কোটটা ময়লা হলো। টাইটা ছিড়লো, এই টুপিটা দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে আমার ভিখেরীর বেশটা পরিয়ে দিল। (হেসে) এই হাতটা—এই হাতটাই আবার লোকের কাছে পাতলুম। কৃষ্ণনগরের

বোস বংশের ছেলে আমি, আমি ভিক্ষের দানে পেট ভরাই। আমি বেশ আছি। (হঠাৎ চীৎকার করে) শুধু বাবার প্রেতাত্মাটা মাঝে মাঝে সামনে এসে দাঁড়ায়। (গলা তুলে) কিন্তু বলতে পারেন—আমি—আর কি করতে পারতুম—কেন আমি? কিসের জন্য? (ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে)

সুর ॥ কেঁদো না সুমন্ত্র, কেঁদো না! দাঁড়াও। ব্যথা তোমার একার নয়, আমারও। (মনে করার ভঙ্গিতে) আচ্ছা, তুমি যা বললে তা সত্যি?

সুমন্ত্র ॥ (দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে) সত্য এতো মর্মান্তিক কে জানতো?

সুর ॥ (খুব তাড়াতাড়ি) আচ্ছা তুমি পারবে আমার মুখ দেখে আমার মনের ছবি আঁকতে?

সুমন্ত্র ॥ কি জানি আগে তো পারতুম।

সুর ॥ যেটা আঁকবে সেটা একেবারে মনের ছবি তো?

সুমন্ত্র ॥ তাইতো হতো।

সুর ॥ আচ্ছা একটা ফটো দেখে তার মনের ছবি আঁকা যায়।

সুমন্ত্র ॥ হ্যাঁ যায়। আমি তাও এঁকেছি।

সুর ॥ (চীৎকার করে) তাও পেরেছো! দাঁড়াও। (ড্রয়ার খুলে) এই যে এই ছবিটা দেখে এর মনের ছবি এঁকে দাও তো।

সুমন্ত্র ॥ No, no I must not. বেশ আছি। I don't like to be cursed any longer. ছবি আঁকা আমি ছেড়ে দিয়েছি। I am happy now. I am happy with my bloody right hand.

সুর ॥ সুমন্ত্র, please.

সুমন্ত্র ॥ You are my host. বহুদিন পরে আমায় পেট ভরে খেতে দিয়েছেন, আমায় বেইমানী করতে বাধ্য করবেন না।

সুর ॥ আর কিছু না, শুধু তোমার অস্তিত্বকে চিরকালের জন্য ধরে রাখতে চাই। দ্বিধা করো না। আঁকে—আঁকো—এঁকে দাও এর মনের ছবি। Please সুমন্ত্র please. (সুমন্ত্র ওটা দেখে। তারপর হঠাৎ টেবিল থেকে

কাগজের প্যাড ও পেন্সিলটা টেনে নেয়। ও যেন ডুবে যায়। আঁকতে শুরু করে। চুলগুলো সামনে পড়ে। সুরজিৎ উত্তেজিতভাবে সিগারেট টানতে টানতে পায়চারী করে। একটু পরে দম ফেলে সুমন্ত্র হাসে।)

সুমন্ত্র ॥ হয়েছে ?

সুর ॥ (লাফিয়ে চিৎকার করে ওঠে) হয়েছে! দেখি! (তারপর নিজেকে গুটিয়ে নেয়) রাখ।

সুমন্ত্র ॥ (টুপিটা পরে নেয়) আমি চলি।

সুর ॥ যাবে? এখনই চলে যাবে?

সুমন্ত্র ॥ চলি। Good bye. জানি না কি করলাম। ভাল না মন্দ হলো তাও জানি না! আর জানতেও চাই না। সব মিথ্যে হোক আমার জানা। শুধু সত্য হয়ে থাক এটুকুই! (হেসে ওঠে) Adieu my হারুণ-অল-রশিদ, adieu. (বেরিয়ে যায়। সুরজিৎ হঠাৎ লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। ছবিটা ধরতে গিয়ে থমকে যায়)

সুর ॥ No, no I must not. কি দেখবো! (পায়চারী করতে করতে) কিন্তু দেখা উচিত (ধরতে গিয়ে আবার থমকে যায়) কিন্তু আমি যদি Wrong interpretation করি, যদি রেখাগুলো ভুল বুঝি (চীৎকার করে) What shall I do now?

[ নিখিল ঢোকে ]

নিখিল ॥ I think I am not late; আপনার আজকে অতিথি এখনও আসে নি নিশ্চয়ই?

সুর ॥ আরে নিখিল! I was badly need of you.

নিখিল ॥ কিন্তু আপনার guest কোথায়? আলাপ করতে এলাম;

সুর ॥ এইমাত্র চলে গেল।

নিখিল ॥ ইস্! Late a bit late. আচ্ছা প্যান্ট-কোট পরা ভিখেরীটাই একটু আগেই যে চলে গেল?

সুর ॥ হ্যাঁ! তোমার সঙ্গে আমার একটা ভীষণ দরকার আছে ভাই। তুমিও তো আঁকো-টাকো! আচ্ছা নিখিল একটা ছবি থেকে মানুষের সবকিছু character judge করা যায়?

নিখিল ॥ হ্যাঁ, যেতে পারে। কারণ Face is the index of mind. মুখটাকে তাই আমরা 'index' বলি, মনের সূচীপত্র।

সুর ॥ তাহলে বল তো, এই ছবিটার Character? (ছবিটা ওর হাতেই দেয়)

নিখিল ॥ একি? (বলে আবার চুপ্ করে যায়)।

সুর ॥ নিখিল! (চিৎকার করে) কিছু বলো।

নিখিল ॥ (হাত তুলে ওকে থামিয়ে দেয়। ওর মুখের দিকে সোজা তাকায়) কে করেছে এই ছবি?

সুর ॥ But say please, ছবিটা কেমন?

নিখিল ॥ কিন্তু কে এঁকেছেন এই ছবি? I must see him. আমি তাকে দেখবো, কোথায় তিনি?

সুর ॥ (গলা কাঁপে) নিখিল মানে তোমাকে যা বললাম ছবি থেকে মনের কোন ইঙ্গিত—

নিখিল ॥ Stop please সুরজিৎদা, আপনি বলুন এ ছবির artist কোথায়? কে তিনি?

সুর ॥ আমার আজকের অতিথি।

নিখিল ॥ এইমাত্র যিনি বেরিয়ে গেলেন?

সুর ॥ হ্যাঁ, artist সুমন্ত্র বসু।

নিখিল ॥ (লাফিয়ে ওঠে) সুমন্ত্র বসু! I must see him. (দৌড় লাগাতে উদ্যত হয়)

সুর ॥ (ওকে ধরে ফেলে) নিখিল দাঁড়াও। বল তোমাকে যা বলতে বললুম।

মানে (গলা কাঁপে) আমি জানি নিখিল ও বীভৎস—তবু তুমি বল কি আছে ঐ ছবিতে? কি দেখছো তুমি?

নিখিল ॥ বলার আর কি আছে সুরজিৎ দা। একজন অন্ধ লোকও বলতে পারে she is an angle, ইনি দেবদূতের মতো পবিত্র।

সুর ॥ নিখিল। (চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। দুমুঠিতে চুল ধরে বসে পড়ে) নিখিল, নিখিল what a fool I am।

নিখিল ॥ সুরজিৎ দা, আপনি ওরকম করছেন কেন? কে উনি?

সুর ॥ এই argel-এর হতভাগ্য স্বামী হলাম আমিই। নিখিল, আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম এ বাড়ি থেকে।

নিখিল ॥ বউদি। যান্ ফিরিয়ে নিয়ে আসুন এখুনিই। আমিও দেখি সুমন্ত্রদাকে ফেরাতে পারি কিনা। [ দ্রুত প্রস্থান ]

[ বিশু ঢোকে ]

সুর ॥ বিশু, বিশু!

বিশু ॥ কি বলছেন বাবু?

সুর ॥ গাড়ি বের করতে বল্—আমি বেরুবে।

বিশু ॥ এত রাতে! (ভয় পেয়ে)।

সুর ॥ হ্যাঁ, এতো রাতেই।

বিশু ॥ (ভয়ে ভয়ে) কোথায় বাবু?

সুর ॥ (হেসে) তোর মা লক্ষ্মীকে আনতে।

[ সেতারের মিষ্টি মধুর সঙ্গীত শোনা যায় )

# একটি সমীক্ষা

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

**চরিত্র**

| | |
|---|---|
| রাম | গীতা |
| সজল | নিতাই |
| শিব | মদন |

[ নিম্নবিত্ত সংসার। সামান্য আয়োজন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকের দিকে মুখ করলে ডা'ন দিকটাকেই প্রবেশ প্রস্থানের পথ হিসেবে রাখতে হবে। ওই ডান দিকেরই পেছনের কোণে একটা কাঠের আলনায় ঘরে কাচা ইস্ত্রী-বিহীন জামা কাপড় ঝোলান থাকবে। বা কোণ ঘেঁষে একটা তক্তাপোষ থাকবে। তক্তাপোষে বিছানা পাতাই থাকবে। পরিবারের অক্ষম কর্তা রামরতন বাবুর বাতের রোগ আছে। মাঝে মাঝে তিনি বিছানায় গড়িয়ে নেন। বাঁ দিকে মঞ্চের সামনে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য একটি টেবিলকে কেন্দ্র করে অন্তত দুটো জরাজীর্ণ চেয়ার থাকবে। টেবিলের ওপর বাচ্চাদের লেখা-পড়ার টুকিটাকি আয়োজন রাখতে হবে। সুবিধামতো দৃষ্টিগোচর কোন জায়গায় জলের কুঁজো রাখা দরকার। ওই ঘরেই আর যে বিছানা রাত্রে পাতা হয় সেটা আলনা এবং তক্তপোষের মাঝামাঝি গুটানো থাকবে। বাঁদিকের পথটাই ভেতরের পথ। সম্ভাব্যক্ষেত্রে অন্যান্য সাংসারিক সামগ্রী সাজিয়ে নেওয়া চলতে পারে। পর্দা উঠলে দেখা যাবে বৃদ্ধ রামরতন বাবু বিছানায় শুয়ে আছেন। বাইরের অতি অস্পষ্ট কিছু শহুরে কোলাহল কিংবা দূরাগত কোন রেডিওর শব্দকে আবহ-সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য কোন রকম নেপথ্য-সঙ্গীত নাটকে কোথাও ব্যবহৃত হবে না। বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হবে।

নেপথ্য ॥ কে আছেন! দরজাটা খুলুন।.........শুনেছেন............দয়া করে দরজাটা খুলুন। রামরতনবাবু চমকে ওঠে বসেন। দ্রুত উঠতে যান। তারপর কোমরে হাত দিয়ে বিকৃত স্বরে বলে শঠেন—]

রাম ॥ নাঃ! বাতের ব্যথাই আমাকে খাবে। ....বৌমা....বৌমা....

[ বাঁ দিক দিয়ে শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে মুছতে গীতার প্রবেশ। ]

দেখতো বৌমা কে ডাকছেন!

গীতা ॥ কে আবার ডাকবে এখন! আর তিন কুলে আমাদের আছে কে যে ডাকবে?

নেপথ্য ॥ দয়া করে দরজাটা খুলুননা....শুনছেন....

[ গীতা দ্রুত দরজা খুলতে এগিয়ে যায়। ]

রাম ॥ হুঁঃ! তিনকুলে কেউ নেই—সুতরাং ডাকবারও কেউ নেই! আরে বাবা—কারণে অকারণে কড়া নেড়ে ডাকবার লোকগুলো সব পালিয়ে গেছে নাকি! আজ না হয় কেউ কাউকে ডেকে শুধোয় না। কিন্তু আমরা তো ডাকতাম।....উঁ-হু-হু-হু! নাঃ—এই বাতের ব্যথা....তাও কি কেউ ডেকে জিগ্যেস করে!

[ রামরতনবাবু শোবার আয়োজন করছেন এমন সময় গীতার সঙ্গে সজলের প্রবেশ। রামরতনবাবুর শোয়া হয় না। মুখ বিকৃত করে উঠে বসেন। ]

গীতা ॥ আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলুন।

সজল ॥ না-না। কথাগুলো আপনার সঙ্গেই বলা দরকার।

রাম। দরকারটা কিসের?

সজল ॥ না—মানে। আমি—মানে—বিভিন্ন সংসারের খাদ্য সমীক্ষার জন্য এসেছি।

রাম ॥ খাদ্য সমীক্ষা!

সজল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে—কারা কিরকম খাওয়া দাওয়া করেন। কতজনের সংসার কত আয় কিভাবে চলে। এই সব আর কি!

রাম ॥ তা বৌমাকেই দরকার কেন?

সজল ॥ উনিই তো রান্নাবান্না করেন। ওঁর কাছ থেকেই সঠিক খবরটা পাওয়া যাবে।

রাম ॥ ও! আপনাদের ধারনা—মেয়েরা তাদের হাঁড়ির খবর বলে বেড়ায়।

সজল ॥ আজ্ঞে—সংসারের মেয়েরাই তো ওই খবরটা রাখেন।

রাম ॥ তা রাখেন ঠিকই। কিন্তু বলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—বসুন। বৌমা চেয়ারটা এগিয়ে দাও।

সজল ॥ না-না-আমিই নিচ্ছি। [ চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ]

গীতা ॥ আমি কি এখন যাবো? রান্নাঘরে আবার····

রাম ॥ মাংস চাপিয়েছ?

গীতা ॥ এ্যাঁ!!

রাম ॥ এঁকে অন্তত বুঝতে দাও যে আমরা মাংসও খাই। বলো—এবার রান্নাঘরে যাই; না হলে মাংসটা আবার ধরে যাবে।

গীতা ॥ বারে! মিথ্যে কথা আমি বলবো কেন?

রাম ॥ প্রেষ্টিজ! প্রেষ্টিজ রাখার জন্য। আমরা ভদ্রলোক—কচু-আলু-মুলো খেয়ে যে দিন কাটাই সেটা পরকে জানতে দেব কেন?

সজল ॥ দেখুন—ব্যাপারটাকে আপনি বড় লাইট করে ফেলছেন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা।

রাম ॥ কচু-ঘেঁচু।

সজল ॥ এ্যাঁ!

রাম ॥ আপনাদের ওই সমীক্ষার ফলাফল····উঁ-হু-হু-হু! না—এই বাতের ব্যথাটা····মানে কচু আর ঘেঁচু।

সজল ॥ আজ্ঞে।

রাম ॥ বৌমা—তুমি ভেতরে গিয়ে দেখো তোমার পোলাওটা ঠিক সেদ্ধ হলো কিনা।

সজল ॥ আঁজ্ঞে ওঁকে আমার দরকার।

রাম ॥ বাজে কথা বলবেন না। ওকে আপনার কোন দরকার নেই। আপনার দরকার আমরা কি খাই সেটা জানা। তা—আমিও বলতে পারবো। ওরা যা খায় আমিও তাই খাই। বেশীর মধ্যে আমি বাতের ওষুধ খাই—সেটা ওদের খাওয়ার দরকার হয় না। তবে বেশীদিন বেঁচে থাকলে ওদেরও ওটা খেতে হবে। সুতরাং ন্যাশনাল ফুড হিসেবে ওটাও তালিকায় যোগ করে নিতে পারেন।

সজল। আঁজ্ঞে আমাদের খাদ্যসমীক্ষায় কোন ওষুধের হিসেব নেবার কথা নেই।

রাম ॥ তা হোক। ওটাও নেবেন। মানুষ কি খায় সেটা অত সহজে বার করতে পারবে না। বরং তারা সারা বছর কোন কোন ওষুধ খায় তার একটা হিসেব নিন। দেখবেন অনায়াসে ধরা যাবে লোক কি কি খায় না।

সজল ॥ দেখুন—আমাকে আরো কয়েক বাড়ী ঘুরতে হবে। আপনার বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি। এমন কি আপনার পদ্ধতিটাকে মোর সায়েন্টিফিক বলে মানতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার চাকরী হোল কে কি খায় সেই তথ্য সংগ্রহ করা।

গীতা ॥ ঠিক আছে—আমি বলে যাচ্ছি, আপনি লিখে নিন।

রাম ॥ না। তুমি বরং রান্না ঘরে গিয়ে দেখো ফ্রায়েড রাইসটা কতদূর এগোলো।

গীতা ॥ (ক্রুদ্ধ) বাবা!

রাম ॥ তোমায় হাজার দিন বলেছি বৌমা—মুখের ওপরে তর্কো করবে না।

গীতা ॥ (অবরুদ্ধ স্বরে) তাই বলে আপনি যা খুশী তাই বলে যাবেন! মাংস পোলাও খাওয়াতে পারিনা—সে দুঃখ কি আমাদেরই নেই।

রাম ॥ তা—তুমিও কি ভাবো, নাতি দুটোর মুখে দুবাটি ভেজাল দুধও যে তুলে দিতে পারিনা—সে কথাটা আমি ভুলে গেছি।

গীতা ॥ ( চোখ মুছতে মুছতে ) আমাদের যা ক্ষমতা আমরা ততটুকুই তো করবো।

রাম ॥ দয়া করে তাই করো। ক্ষমতার মধ্যে তো ফঁ্যাচ ফঁ্যাচ করে কাঁদা : তা দয়া করে রান্না ঘরে গিয়ে মনের সাধে কাঁদতে বসো। [ গীতা প্রস্থানোদ্যত ] আর শোন—পারো তো দুকাপ দার্জিলিং টী পাঠিয়ে দিও। তবে চা আনতে কাউকে আবার দার্জিলিংয়ে পাঠিয়ে দিওনা। কি—অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

গীতা ॥ ( দীর্ঘশ্বাস ) নাঃ। আজো বুঝতে পারলাম না—আপনি রাগ করেন, না ঠাট্টা করেন [ প্রস্থান ]

রাম ॥ ( গীতার গমনপথের দিকে তাকিয়ে ) হুঁ—রাগ করেন, না ঠাট্টা করেন! করি আমার মাথা আর মুণ্ড! এতখানি বয়স হলো—আজো বুঝে উঠতে পারলাম না কি করা উচিত—রাগ, না রসিকতা। ....আপনি বলতে পারেন কি করা উচিত ?

সজল ॥ আজ্ঞে....মানে....আমি ঠিক....

রাম ॥ ( উত্তেজিত ) বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারবেনও না। উঁ-হু-হু-হু! আমার ওই বাতের ব্যথাটা....মানে আপনি কোনদিনই বুঝতে পারবেন না।

সজল ॥ দেখুন আমার মা-ও বাতে শয্যাশায়ী দুবছর ধরে। সুতরাং যদিও আমার নিজের বাত নেই, তবু বাতের যন্ত্রণা আমি বুঝি।...

রাম ॥ বুড়োদের বাতের ব্যথা হবেই। শেয়াল কাঁটার তেল খাবো আর বাত হবে না এতো হয়না। ওটা আমাদের ন্যাশনাল ডিজিজ। কিন্তু সে কথা আমি আপনাকে জিগ্যেস করিনি। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। সংসারের যন্ত্রণা পেতে হয়েছে—দেখতেও হচ্ছে। আমার

প্রশ্ন হলো—এই যন্ত্রণার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আপনাদের মত ইয়ং-ম্যানদের মনে কোন ভাবের উদয় হয়—রাগ, না রসিকতা ?

সজল ॥ সত্যি কথা বলতে কি ওসব নিয়ে কখনো ভাবিনি। রাগ হলে রাগ করেছি। দরকার হলে রসিকতা করেছি। কিন্তু একটার বদলে আর একটা কখনো করিনি।

রাম ॥ তার মানে এখনো সোজা আছেন। যেদিন এঁকেবেঁকে যাবেন—সেদিন দেখবেন একটার ঘাড়ে আর একটা চেপে বসে আছে। আসলে রসিকতাটাও রাগেরই প্রকাশ। আর রাগটাও আজকাল নিছক রসিকতা।

সজল ॥ ব্যাপারটা আমি হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছি। আমারই এখন রাগ কিংবা রসিকতা করতে ইচ্ছে করছে।

রাম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.. উহু-হু-হু-হু-হু···নাঃ এই বাতের ব্যথাটা····

সজল ॥ বুটা জলিডিন খেয়ে দেখেছেন ?

রাম ॥ সব—সব খেয়েছি। আমার প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় সব রকম বাতের ওষুধই আছে।

[ বাইরে থেকে নিতাইয়ের প্রবেশ। ]

রাম ॥ এই যে ছোট লাট সাহেব ! মিষ্টার মুখার্জীর ওখানে গেছলেন ?

নিতাই ॥ ( গম্ভীর ) গেছলাম। উনি বললেন—এখন কোন চাকরী খালি নেই। খালি হলে পরে জানাবেন।

রাম ॥ নিমতলায় কোন চিতা খালি আছে কিনা সেটা দেখে এলেন না কেন ?

নিতাই ॥ বাবা !

রাম ॥ আহা তোমার জন্য বলছি না—ওটা আমার জন্যই দরকার। ইচ্ছে ছিল বাতের মালিশ খেয়ে নিজের সঙ্গে রোগটাকেও শ বাড় করে দেব। তা—তোমাদের মুখে খালি নেই নেই শুনে আমার মনে হচ্ছে নিমতলাতে কোন চিতাও খালি নেই।

সজল ॥ ( নিতাইকে ) আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

নিতাই ॥ ( কিছুক্ষণ তাকিয়ে ) ওয়েষ্টার্ন কোম্পনীর ইণ্টারভিউয়ের সময়।

সজল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মনে মনে পড়েছে। তা আপনার ইণ্টারভিউ তো ভালই হয়েছিল শুনেছি।

নিতাই ॥ ঠিকই শুনেছেন। তবে ঘোষ সাহেব আসলে কোন কর্মচারী খুঁজছিলেন না। তিনি খুঁজছিলেন—তাঁর বোবা কালা ধুমসি কালো মেয়েটির জন্য একটি সুন্দর অথচ দরিদ্র পাত্র।

রাম ॥ অর্থাৎ তুমি পাত্র হিসেবে যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলে? ব্যাপারটা আমাকে জানাওনি তো।

নিতাই ॥ না—জানাইনি। কারণ ধনীকন্যার বরের চাকরী আমি করবো না।

সজল ॥ ( সাগ্রহে ) আচ্ছা—চাকরীটা কি এখনো খালি আছে?

নিতাই ॥ নিশ্চয়ই আছে।.........

সজল ॥ ( দ্রুত উঠে ) ওঃ! তাহলে [ চা নিয়ে গীতার প্রবেশ ] আমি চলি :

গীতা ॥ চা-টা খেয়ে যান।

সজল ॥ না না—এখন সময় নেই। আমার যা অবস্থা তাতে ঐ বরের চাকরীটাই আমার চাই।

গীতা ॥ ( সবিস্ময়ে ) বরের চাকরী!

সজল ॥ এঁ্যা! হ্যাঁ মানে.........মানে ওঁর কাছ থেকে সব শুনে নেবেন। আমি চলি।.........

রাম ॥ শোন হে চোকরা—ওই যাঃ হঠাৎ তুমি বলে ফেললাম।

সজল ॥ না-না তাতে কী হয়েছে। আপনি অনায়াসে তুমি বলতে পারেন।

রাম ॥ উঁহু-হু-হু।

সজল ॥ না-না—আপনি অনায়াসে বলতে পারেন।

রাম ॥ ( সামলে ) উঁহু-হু-হু-টা তোমাকে বলিনি হে ছোকরা। ওটা আমার বাতের স্লোগান।

নিতাই—আমার কোমরে আস্তে দুটো ঘুষি মারতো।

নিতাই ॥ পারবো না।

রাম ॥ তা পারবে কেন? বাবার উপকার হয় এমন কোন কাজ করাটা তো প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার।

নিতাই ॥ ঘুঁসি মেরে বাবার উপকার করাটা ঐতিহাসিক যুগেও কোথাও নেই। বৌদি আর চা আছে?

রাম ॥ (গীতার বিব্রত ভাব লক্ষ্য করে) আমার চাটাই খেয়ে নাও।

নিতাই ॥ আপনারটা আমি খাব কেন?

রাম ॥ চিরকাল তাই খেয়ে এসেছ। শুধু হাওয়া খেয়ে এতটা বড় হওনি।

সজল ॥ কি আশ্চর্য। আমার চা-টা তো রইলোই।

রাম ॥ তুমি থামো তো হে ছোকরা। ও চা-টা তোমার—সুতরাং তুমিই খাবে। এই সংসারে হার হাইনেস একেবারে দার্জিলিং থেকে যে চা বানিয়ে এনেছেন সেটা খেলে হয়তো তোমার বমি আসতে পারে। তবু আমরা কি খাই সেটা জানার জন্য চাটা তোমাকেই খেতে হবে।

সজল ॥ কিন্তু আমি যে একবার ঘোষ সাহেবের ওখানে যাবো ভাবছিলাম।

রাম ॥ যাবে। চা-টা খেয়ে একটু পরে যাবে। নিতাই—ওই চা-টা নে। (সজলকে) তা তোমার এই চাকরীতেই বা অরুচি ধরলো কেন?

সজল ॥ (উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে) চাকরীটা মাত্র তিন মাসের।

রাম ॥ তা—তিন মাসের মধ্যে চেষ্টা করে অন্য কোন চাকরী জোগাড় করে নাও।……… আহা এত তাড়াতাড়ি চা খেও না।

নিতাই ॥ আপনি তো কীলবার্নেও ইণ্টারভিউ দিয়েছিলেন?

সজল ॥ দিয়েছিলাম। সিলেকটও হয়েছিলাম। হঠাৎ ইউনিয়ন ষ্ট্রাইক ডেকে দিল। ব্যস। আজও ষ্ট্রাইক চলছে।

রাম ॥ (গীতাকে) তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও—মাছের কালিয়াটা রেঁধে ফেল।

নিতাই ॥ মাছের কালিয়া!

গীতা ॥ বাবা ঠাট্টা করছেন। তোমাদের দুই ভাইয়ের ক্ষমতাকে বিদ্রূপ করছেন।

রাম ॥ (হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে) না। আমার ছেলেদের আমিই মানুষ করেছি। ওদের বিদ্রূপ করার কোন অধিকার আমার নেই। আমি বিদ্রূপ করছি নিজেকে। এমন সমাজই আমরা গড়েছি যেখানে ওদের যোগ্যতার কোন দাম নেই।·········তুমি বুঝবে না বৌমা—তোমাদের দুঃখতাপের সংসারে বাড়তি বোঝা হিসেবে আমার যন্ত্রণাটা তুমি বুঝবে না।

গীতা ॥ (শান্ত দৃঢ় স্বরে) আমি বুঝি বাবা। আমি সব বুঝি।

রাম ॥ বোঝ।····· ···তাহলে····তাহলে ওই হতভাগা নিতাইটা কিছু বোঝে না।

নিতাই ॥ আমিও বুঝি বাবা। আপনার দুঃখ আমরা সত্যিই বুঝি।

রাম ॥ বুঝিস। কি আশ্চর্য সবাই যদি বুঝিস—তাহলে আমি অভিমান করবো কার ওপরে, রাগ করবো কার ওপরে?

[ হাসতে হাসতে গীতার প্রস্থান। সজল প্রস্থানোদ্যত। ]

তুমি আবার কোথায় চললে?

সজল ॥ না-মানে ···একবার ঘোষ সাহেবের ওখানে·········

রাম ॥ পরে গেলেও চলবে। তোমার খাদ্য সমীক্ষাই তো এখনো শেষ হয়নি।

সজল ॥ ভাবছি—ওটা কাল এসে সেরে নেব।

নিতাই ॥ খাদ্য সমীক্ষা মানে?

সজল ॥ এই কোন পরিবার কি খায় তারই একটা সার্ভে মত।

নিতাই ॥ সে হিসেব নিয়ে কি হবে?

সজল ॥ তা আমিও জানি না।

নিতাই ॥ জানবার চেষ্টা করেননি?

সজল ॥ না।····জানি আসলে কিছুই হবে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো রিপোর্টের পাহাড় জমবে। সেই রিপোর্ট হয়তো কেউ খুলেও দেখবে না। অথবা

হয়তো জ্ঞানগর্ভ রিপোর্ট বেরোবে শহরে দুধের কত অভাব আর গ্রামে প্রোটিনের কি পরিমান ঘাটতি।

রাম ॥ সেই সঙ্গে সর্বব্যাপী ফসফরাস আর ভিটামিনের অভাবের কোন কারণই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। টিউবারকিউলোসিস কেন বাড়ছে, ডিসেন্টি র বাড়াবাড়ির মূলে অজস্র শাকপাতা কিনা....কতটা ক্ষুধা সহ্য করে ঘরে ঘরে গ্যাসট্রাইটিস দেখা দিচ্ছে—সে হিসেব হয়তো চাপা পড়েই থাকবে। [ বাইরে থেকে শিবদাসের প্রবেশ ] এই যে মহারাজা অফ ভুখানগর। এসো বোস। চা চাইবে না। যতদূর মনে হচ্ছে বৌমার ভাণ্ডারে দার্জিলিংয়ের চা আর নেই। ( সজলকে ) ওর সংসারের খাদ্য সমীক্ষা হয়ে গেছে ?

সজল ॥ ওঁদের বাড়ী থেকেই আপনাদের এখানে এসেছি।

রাম ॥ ( নিতাইকে ) বৌদি কি করছে দেখ। পারলে আমাদের দুজনের জন্য দু কাপ চা বানাতে বল। আর কাপ দুটো নিয়ে যাও। [ নিতাই-এর প্রস্থান ] হ্যাঁ, তারপর শিবদাসের খাদ্য তালিকাটা বার করো।

সজল ॥ দেখুন....মানে অপরের হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করাটাই যদিও আমাদের কাজ, কিন্তু সেটা ফাঁস করে দেওয়াটা আমাদের কাজ নয়।

রাম ॥ ( উত্তেজিত ভাবে নড়তে গিয়ে ) উহু-হু-হু হু ওই বাত....উঃ জীবনের বাকী কটা দিন হয়তো কোমরে দুরমুস চালাতে হবে।

শিব ॥ আমার তো ধারনা ওটা তোমার মাথায় চালাতে হবে।

রাম ॥ আমার মাথা তোমার মত নীরেট নয় যে দুরমুস পিটে ঠিক করতে হবে। এইযে ছোকরা—বার করো শিবদাসের খাদ্যতালিকা। দেখি মহারাজা অফভূখানগর কি রিপোর্ট পেশ করেছেন।

সজল ॥ সেটা কি উচিত হবে ?

রাম ॥ আলবৎ উচিত হবে। ও আমার ছোটবেলার বন্ধু। একসঙ্গে চুরিকরে

আম-কাঁঠাল খেয়েছি। উহু-হু-হু-হু! ছোটবেলায় অত গাছে উঠেছি বলেই হয়তো বুড়ো বয়সে বাত ধরেছে।

শিব ॥ বাজে কথা বলো না। ছোটবেলায় আমিও তো গাছে উঠেছি।

রাম ॥ তা উঠেছ। কিন্তু আসলে তুমি একটা আস্ত বাঁদর—তাই তোমাকে বাতে ধরেনি।

সজল ॥ (শিবদাসের দিকে) আমি কি পড়বো?

শিব ॥ পড়ো। না শুনেতো ও ছাড়বে না। যদিও সবই জানে—তবু শুনতে যখন চাইছে তখন শোনাও।

সজল ॥ (রিপোর্ট খুলে) ৪৫ নম্বর বাড়ীর····

রাম ॥ ওর সমস্ত গুষ্টির নাম আমি জানি। সে সব পড়তে হবে না। এমন কি দুই ছেলে বাইরে কাজ করা সত্ত্বেও তাদের রেশন কার্ডে সমানে রেশন তুলছে—সে খবরও আমি জানি।

শিব ॥ দেখ রাম—তুমি জানো ছেলে দুটো ছুটি-ছাটায় এখানে আসে।

রাম ॥ জানি। জানি। জানি বলেই তো তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছি না।—নাও হে ছোকরা, পড়।

সজল ॥ সাধারণ খাদ্য ভাত, ডাল তরকারী। রাত্রে আমেরিকান গমের রুটি—মাথা পিছু চারটি। তরকারীর মধ্যে আলুই প্রধান।

রাম ॥ তোমার ডায়াবেটিস সারবে কি করে? আলুই যদি প্রধান খাদ্য হয়।····

শিব ॥ বাজে বোকো না। বাঙলা দেশের চাষীরা চিরকাল গাছের আলু আর লতার আলু····খেয়ে বেঁচে আছে। আমরা তো তবু ভাত রুটি খাই। মাছ-মাংসও খাই।

রাম ॥ ছাই খাও। ঘোড়ার ডিম খাও।—তারপর, পড়।

সজল ॥ আলুর পরেই কচু····

রাম ॥ এ্যাঁ!

সজল ॥ আজ্ঞে—আলুর পরেই কচু।

রাম ॥ ভাল জিনিষ। খুব ভাল জিনিষ। রক্ত পরিষ্কার করে। অবশ্য যাদের রক্ত নেই তাদের বোধ হয় একেবারেই পরিষ্কার করে। তা তুমি তো আলু ছেড়ে শুধু কচু খেয়েই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পার।

শিব ॥ না—তা পারি না। কচু খেয়ে সারাটা জীবন কাটানো যায় না।

রাম ॥ একটু আগেই চাষীদের জন্য দরদ দেখাচ্ছিলে না! বাঙলা দেশের অনেক চাষী কচু খেয়েই সারাটা জীবন কাটায়। ওদের জন্য দরদ দেখাবার সময় কথাটা মনে রেখ।

শিব ॥ বাতেই তোমাকে খাবে দেখছি।

রাম ॥ তার মানে?

শিব ॥ এখানে বাত মানে কথা। তোমার ওই মুখটা না থাকলে শেয়াল কুকুরে তোমাকে নিয়ে যেত।

রাম ॥ আর সেই জন্যেই তুমি আমাকে কখনো নিয়ে যেতে পারবে না—আমিই তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবো।

সজল ॥ থোড়া।

রাম ॥ হ্যাঁ!

সজল ॥ কচুর পরে আছে থোড়।

রাম ॥ প্রচুর আয়রণ আছে। গরীবদের ভাল খাবার। সঙ্গে ডুমুর নেই?

সজল ॥ আছে। তাছাড়া ঝিঙে আর পেঁপেও আছে।

রাম ॥ পেঁপেও খুব ভালো জিনিষ। লিভার ভাল রাখে। অবশ্য শেয়াল কাঁটার সঙ্গে পেরে উঠবে কিনা সন্দেহ। তবু পেঁপে খাওয়া ভাল। লাউ নেই?

সজল ॥ আছে। কুমড়োও আছে।

রাম। রাবিশ। তুমি কুমড়ো খাও?

শিব ॥ না। ডাক্তারের বারণ।

সজল ॥ এর পরে আছে অজস্র শাকপাতার নাম।

রাম ॥ অজস্র নাম মানে ?

সজল ॥ সে অনেক। প্রায় একটা পুরো পাতা জুড়ে নাম রয়েছে।

রাম ॥ বলিহারী বুদ্ধি তোমার। তুমি কি ছাগল নাকি—গোটা বনবাদাড় পেটের মধ্যে পুরে বসে আছো। বলি নাতি-নাতনীগুলোর দিকে তো তাকাবে ? এবার থেকে ঘাসের চাপাটি খেও—তাতে উপকার হবে। স্বয়ং রানাপ্রতাপ ওই খেয়েই লড়েছিলেন।

শিব ॥ একটু আগেই চাষীদের কথা মনে রাখতে বলছিলে না। কথাটা তোমাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—ওরা জলজ আর বনজ শাকপাতা খেয়েই বেঁচে থাকে। শালুক শাপলায় গড়া এদের জীবন।

রাম ॥ কাব্য করবে না। চাষীদের জীবনটা তোমার কবিতার লাইন নয়।

শিব ॥ নয় তা জানি। কিন্তু তুমি আমি সকলেই ভুলে যাই—ওদের জীবনটা শ্লোগানের খরতাই মাত্র নয়।

রাম ॥ তার মানে—বলতে চাও ওদের জন্য আমার দরদটা শ্লোগান মাত্র !

শিব ॥ হাজার বার তাই। কি করেছি—কি করেছ ওদের জন্য ? তুমি আমি তো এককালে গান্ধী মহাশয়দের শিষ্য ছিলাম। আজ না হয় ছেলেদের প্রভাবে আমরা বিভিন্ন রাজনীতির কথা বলি। কিন্তু মূল নীতিটা গেল কোথায় ?

সজল ॥ তেলাপিয়া।

শিব ॥ কি ?

সজল ॥ মাছের মধ্যে তেলাপিয়া, কুঁচো চিংড়ি, ল্যাটা, মাসে এক আধ দিন রুই কিংবা ইলিশ। সপ্তাহে দুইদিন ডিম।····

রাম ॥ একটা ডিমকে চার ভাগ করা হয়—সেটা লেখা আছে ?

সজল ॥ আছে। সপ্তাহে একদিন মাংস।·········

রাম ॥ কচ্ছপের মাংস।

সজল ॥ এঁ্যা !

রাম ॥ কচ্ছপের মাংস। ....এই রে গেছি, গেছি! কচ্ছপের নাম শুনলেই আমার বাতের ব্যথা – শিবদাশ, আমাকে একটু সিঁধে করে দাও।

শিব ॥ (ধরে) তোমাকে সিধে করবে এমন লোক জন্মায়নি। [ চা নিয়ে গীতার প্রবেশ ]

গীতা ॥ (সজলকে) আপনার নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নি?

সজল ॥ আজ্ঞে না। মানে সকাল থেকে ওই সার্ভে করছি।

গীতা ॥ তাহলে এখানেই যাহোক কিছু খেয়ে যাবেন।

সজল ॥ (ব্যস্তভাবে) না-না আপনারা মানে....

রাম ॥ তুমি থামো হে ছোকরা। খাদ্যসমীক্ষা তোমার কাজ। হাজার কথা শোনার চেয়ে এক বেলা খেয়ে অনায়াসে বুঝতে পারবে—আমরা কি খাই। হার হাইনেসের অর্ডার মানতেই হবে। পোলাউ কালিয়া কোপ্তা কাবাব সাজিয়ে বসে আছেন উনি।....

গীতা ॥ বাবা।

রাম ॥ বাধা দিওনা বৌমা, বাধা দিওনা। আবার আমি ঠাট্টা করছি। সুখীসমৃদ্ধ স্বাধীন ভারতের স্বপ্নটাকে ঠাট্টা করছি। (শিবকে দেখিয়ে) ওই বুড়ো বাঁদরটা আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল। আর ওরই খাদ্য তালিকায় কোথাও সেই স্বপ্নের ছিটে ফোঁটা নেই। দেখো তো হে—ওর লিষ্টিতে কোথাও দুধের কথা লেখা আছে কিনা?

সজল ॥ না—নেই!

রাম ॥ জানতাম—থাকে না। বাচ্চাগুলো সব দেখছি দুধের অভাবেই শেষ হয়ে যাবে। ভেবে পাইনা অশ্বত্থামা শুধু পিটলীগোলা খেয়ে বেঁচে ছিল কি করে? বেদব্যাস সাহেব সবই লিখেছেন শুধু ওই ফর্মুলাটাই লিখে যাননি।

শিব ॥ লিখে গেছেন। বাংলার চাষীদের দেখলে বুঝতে........

রাম ॥ খবরদার। চাষীদের নিয়ে একটা কথাও বলবে না। ওদের প্রাণ-শক্তির উৎস কোথায় তা কেউ জানে না।

সজল ॥ তাড়িতে।

রাম ॥ কী!

শিব ॥ কী!

সজল ॥ সার্ভে রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ওরা প্রচুর পরিমাণে তাড়ি অথবা পচাই খায়। আর ওতে নাকি প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি আছে! তাছাড়া গেঁড়ি শামুক এবং ব্যাঙের ছাতায় অজস্র প্রোটিন আছে।

রাম ॥ চমৎকার! চমৎকার সার্ভে! এবার গবেষণাকেন্দ্র থেকে ফলাফল বেরোবে—ওদের আর কিছু দরকার নেই। ওরা যা খায় তা-ই যথেষ্ট আর বিদেশেও হয়তো ভারতীয় অগ্রগতির প্রতীক ভিটামিন হিসাবে বি কম্‌প্লেক্স এবং প্রোটিন ভ্যালু সমৃদ্ধ চাষীর খাদ্যের তালিকা বেরুবে। ····তা—শ্রমিকদের সমীক্ষা হয়নি?

সজল ॥ হয়েছে। তবে ওই খানেই একটু মুশকিল হয়ে গেছে। টেকনিকাল এবং নন্‌টেকনিকাল শ্রমিকে বিস্তর ফারাক। তার ওপর যারা কাজ করছে এবং যারা ষ্ট্রাইক করছে তাদের মধ্যেও ফারাক যথেষ্ট।

গীতা ॥ আপনি এখানেই খাবেন তো? অবশ্য আয়োজন আমাদের সামান্যই। তবু এই সময়ে আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারছি না। হয়তো খেতে আপনার কষ্টই হবে।

সজল ॥ না-না—কষ্ট হবে না। (গভীর স্বরে) আসলে কি জানেন—ওপরের এই জামাটাই যা চকচকে রেখেছি। তাও চাকরীর খাতিরে। না হলে একমাস আগেও তো আমি বেকারই ছিলাম। আর তিন মাস পরেও বেকারই হবো।

রাম ॥ কেন—বেকার হবে? তোমার জন্যে ঘোষ তনয়ার স্বামীত্বের চাকুরী তো খোলাই রয়েছে।

সজল ॥ এখন কেমন যেন বাঁধোবাঁধো ঠেকছে। নিজেকে ঠিক এই বয়সেই পুরোপুরি বেচে দিতে বাঁধছে।

গীতা ॥ আমি একটা কথা বলবো?

সজল ॥ বলুন। আমার দিদি থাকলেও তো বলতেনই।

গীতা ॥ বিয়েটা ভাল জিনিষ। কিন্তু বিয়ের চাকরীটা ভাল নয়। দুঃখের সংসারেও স্বামী স্ত্রীর সমান অধিকারটা অনেক দামী। [ নিতাইয়ের প্রবেশ। ]

নিতাই ॥ তুমি রান্না ঘরেই যাও বৌদি। ওসব সজনে ডাঁটার তরকারী আমি ভাল বুঝি না। ও আমি সামলাতে পারব না।

গীতা ॥ সে আমি ভাল করেই জানি। ইনকিলাপ জিন্দাবাদ করা ছাড়া আর কোন কাজই তোমার দ্বারা হবে না।

নিতাই ॥ ফাঁস করে দেব বৌদি।....

গীতা ॥ কি? ফাঁস করে দেবেটা কি?

নিতাই ॥ দাদার অফিসের বড় পোষ্টার তুমি লিখে দিয়েছ।

গীতা ॥ সে তোমার দাদা বলেছে বলেই লিখে দিয়েছি।

নিতাই ॥ কেন—দাদা যখন স্ট্রাইকের সময় ভয় পেয়েছিল, তখন তুমিই উস্কে ছিলে।

রাম ॥ এ্যাই! তোরা দুটোতে রান্নাঘরে গিয়ে ঝগড়া কর। যা—ভাগ এখান থেকে। [ নিতাইয়ের প্রস্থান ]

গীতা ॥ পালিয়ে যাবেন না কিন্তু। দুটি যাহোক খেয়েই যাবেন। [ প্রস্থান ]

রাম ॥ বাঁদরটার লিষ্টিতে কোন ফলের উল্লেখ আছে?

সজল ॥ আজ্ঞে!

রাম ॥ বলছি—আমাদের প্রিন্স অফ ভুখানগরের খাদ্য তালিকায় কোন ফলের উল্লেখ আছে?

সজল ॥ আম-কাঁঠাল আর পেয়ারার উল্লেখ আছে।

রাম ॥ থাকবেই। ছেলেবেলার চুরির অভ্যেসটা বুড়ো বয়সেও কাটেনি।

শিব ॥ তার মানে তুমি আমাকে চোর বলছো ?

রাম ॥ বুদ্ধির ঢেঁকি ! চোর বলবো কেন ? বলতে চেয়েছি—ছোট বেলায় খেয়েছ, বুড়ো বয়সেও সেই ফল খাওয়া ছাড়তে পারোনি।

শিব ॥ সস্তায় আর কোন ভাল ফল পাওয়া যায় না। গ্রামের চাষীরাও....

রাম ॥ খবরদার শিবদাস। চাষীদের কথা মুখেও আনবে না! আর যদি তেমন দরদ থাকে তা হলে তাদের মাঝে গিয়েই থাক।

শিব ॥ তাইতো আছি। তোমার মত চাষাড়ের সঙ্গেই চিরকাল রয়েছি!

রাম ॥ উহু-হু-হু! ওহে ছোকরা—আমার পিঠে আস্ত দুটো ঘুঁষি মারো তো।

সজল ॥ নিতাইবাবু যেটা পারলেন না—সেটা আমি কি করে করি বলুন তো ?

রাম ॥ কিন্তু একজনকে তো পারতেই হবে বাপু। যেখানে ব্যথা সেখানেই প্রতিবাদের বজ্রমুষ্ঠি তুলে ধরতে হবে। দরকার হলে ঘুঁষি দিয়েই এই সমাজের রোগটা সারাতে হবে।

সজল ॥ দেখুন—সমাজ কিংবা রাজনীতি নিয়ে ভাববার অবসর আমি পাইনি।

রাম ॥ পেতে হবে। রাজনীতি তোমার ভাতের হাঁড়িতে ঢুকে বসে আছে। ওটাকে তুমি এড়াবে কি করে। মনে রেখ ইয়ংম্যান—ঘোষ সাহেবের মেয়েটিও রাজনীতির একটা দিক। [ মদনের প্রবেশ ]
কি ব্যাপার! তোমার অফিস নেই ? [ মদন নীরবে মাথা নীচু করে থাকে ] কি—এখানে কি মূকাভিনয় হচ্ছে নাকি ?

মদন ॥ ( ধীরে ধীরে ) আমাদের অফিসে আজ থেকে ষ্ট্রাইক শুরু হয়েছে।

শিব ॥ তোমাদের সকল অফিসেই ?

মদন ॥ হ্যাঁ। সর্বভারতীয় ষ্ট্রাইক।

শিব ॥ এবার তুমি খুসী হতে পারো রাম। তার মানে আমার মেজটাকে

এবার ফিরে আসতে হবে। অন্ততঃ একটা রেশন কার্ডের রেশন এবার কাজে লাগবে।

রাম ॥ আমি—আমি এমন কিছু ভেবে ওকথা বলিনি শিবদাস।

শিব ॥ জানি। জানি। তোমার গালাগালি আমার সহ্য হয়। কিন্তু তোমার সমবেদনা আমার অসহ্য।

মদন ॥ আপনি ভাববেন না কাকাবাবু—ষ্ট্রাইক হয়ত তাড়াতাড়ি মিটে যাবে।

শিব ॥ যাবে না। আমি জানি তা যাবে না। কিলবার্ণের ষ্ট্রাইক আজ তিন মাস ধরে চলছে।

মদন ॥ আবার অনেক ষ্ট্রাইক তো জিতেছেও।

শিব ॥ সামান্য—নগণ্য।.........

রাম ॥ না—একটা জিত আর একটা জিতের সিঁড়ি মাত্র। দরকার হলে সব জায়গায় ষ্ট্রাইক হবে। শিবদাস—আমরা হয়তো এইবারই সত্যি-কারের স্বাধীন ভারতে পা দিয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা হোলো—শ্রমিকরাও তাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে কাজে লাগাচ্ছে।

শিব ॥ (ক্লান্তস্বরে) আমার ঘরে তোমার খাদ্যতালিকা পাল্টাতে হবে ভাই। —লিখে নাও—প্রধান খাদ্য.........প্রধান খাদ্য কি লেখাবো রাম?

রাম ॥ রাঘব বোয়ালদের মাথা।.........

শিব ॥ লেখো—প্রধান খাদ্য চোখের জল।

রাম ॥ না—বুকের আগুন। লিখে নাও আমরা দুঃখের আগুন বুকে তুলে নিয়েছি। আর বুকের আগুনও হজম করে বসে আছি।

শিব ॥ আঃ রাম! বাধা দিও না। আমার খাদ্য তালিকার পাতাটা কেটে দাও ভাই। কাল থেকে ওই তালিকাটাও পাল্টে যাবে।

রাম ॥ (গম্ভীরস্বরে) শিবদাস—তোমার এক ছেলে তবু এখনো চাকরী

করছে। কিন্তু আমার দুই ছেলেই আজ বেকার। [ বাইরে থেকে উত্তেজিত ভাবে নিতাইয়ের প্রবেশ ]

নিতাই ॥ শুনছেন—ও-মশাই শুনছেন। কিলবার্ণের ষ্ট্রাইক মিটে গেছে।

সজল ॥ এ্যাঁ!

নিতাই ॥ এ্যাঁ নয়—হ্যাঁ। বাঘের বাচ্চার মত লড়ছে ওরা। চলুন এখনই যাওয়া যাক।

সজল ॥ আপনি কোথায় যাবেন?

নিতাই ॥ বারে! আমিও তো ফোরম্যান হিসাবে সিলেক্টেড। চলুন....চলুন ....দাদা। তুমি কখন এলে?

মদন ॥ ( পরাজিত স্বরে ) আমাদের কোম্পানীতে আজ থেকে ষ্ট্রাইক।

নিতাই ॥ এতদিন হয়নি—এটাই আশ্চর্য। ....যাক তোমার জীবনটা আমার উপর ছেড়ে দাও। শুধু ওদিকের লড়াই তুমি চালাও—আর এদিকে লড়াইটা আমরা চালাবো। [ গীতার প্রবেশ ]

গীতা ॥ কি ব্যাপার তোমরা কেউ খাবে না নাকি?

নিতাই ॥ আজ থাক বৌদি। এক্ষুণি কিলবার্ণ অফিসে যেতে হবে....কৈ মশায় উঠুন।

গীতা ॥ উনিও যাবেন নাকি?

নিতাই ॥ হ্যাঁ। এবার থেকে আমরা একসঙ্গে কাজ করবো!

মদন ॥ ( গম্ভীরস্বরে ) নিতাই....কিলবার্ণ কোম্পানী ষ্ট্রাইকটা মিটিয়ে নিল শুধু আমাদের কোম্পানীর ষ্ট্রাইকের জন্য। এবার ওরাই বাজার দখল করবে।

নিতাই ॥ তোমার ভয় নেই দাদা। সর্বভারতীয় চাহিদা অনেক বেশী। একা কিলবার্ণ সবটা মেটাতে পারবে না। ....কি মশাই আপনার হোলো কি? উঠুন।

[ সজল উঠে দাঁড়ায়। দুজনে একটু এগিয়ে যায় ]

রাম ॥ দাঁড়াও হে ছোকরা। তোমার খাদ্য সমীক্ষাটা শেষ করে যাও। অন্ততঃ আমাদের ঘরে লিখে নাও—সকল খাদ্যই শিবদাসের সংসারের অনুরূপ। সত্যিই এর বাহিরে আমরা কিছু খাইনা। ওর বেশী কিছু খাবার উপায় আমাদের নেই।

সজল ॥ ক্ষমা করবেন। আজ যখন নতুন কাজ পেয়ে গেছি, তখন এই কাজ আর করবো না। খাদ্য সমীক্ষা একটি ভাঁওতা। লোক ঠকান কাজ। হয়তো ভালো কিছু এর থেকেই পাওয়া যেত। কিন্তু বিচিত্র সমাজতন্ত্র সব বানচাল করে দেবে। তারচেয়ে গায়গতরে খেটে দেখি—সত্যকারের কিছু করতে পারি কিনা। [ প্রস্থানোদ্যত ]

রাম ॥ ( একটা শিশি নিয়ে ) এটা নিয়ে যাও।

সজল ॥ কি এটা?

রাম ॥ বাতের মালিশ। তোমার মাকে দিও। উপকার হবে।

[ রাম ওষুধের শিশিটা বাড়িয়ে দেয়। সজল হাত বাড়ায়-মাঝে একটা সামান্য দূরত্বের মধ্যে সমস্ত কম্পোজিশন স্থির ( ফ্রীজ ) হয়ে যায়! বাইরে তখন অনেক—অনেক দূরে শ্লোগান শোনা যায়: দুনিয়াক' মজদুর—এক হো: ইনকিলাব—জিন্দাবাদ। পর্দা ]

# মুক্তির রাইফেল

[ বের্টোল্ট ব্রেথ্‌ট্‌-এর 'সেনোরা কারারের রাইফেল' অবলম্বনে ]

স্বপনকুমার মিত্র

**চরিত্র**

| | |
|---|---|
| রোশনারা বিবি | হাসান |
| হবিবর | ওসমান |
| অজয় | মেজর খালেক |

"সুন্দর সুন্দর কথার মালা গাঁথতে পারলেই শিল্প হবে এমন কোন মানে নেই। শিল্প মানুষকে নাড়া দেবে কি করে যদি মানুষের ভাগ্য শিল্পকে নাড়া না দেয়?"

বের্টোল্ট ব্রেথ্‌ট্‌

---

[ সময় সন্ধ্যারাত্রি, ঘরের মধ্যে একটি লম্ফ এবং একটি অপরিষ্কার লণ্ঠন জ্বলছে, ঘরের একপাশে একটা দড়ির খাটিয়ায় দুর্গন্ধ কাঁথা বালিশ বিছানো। খাটিয়ার দু'প্রান্তে হাসান ও হবিবর চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে মা-র প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আছে, লম্ফর আলোতে রোশনারা মেঝেতে বসে একমনে খেজুর পাতা দিয়ে চেটা বুনে চলেছে। ]

রোশনারা॥ [ দুই ছেলের প্রতি ] কি-রে! তোরা কি সব বোবা হয়ে গেলি নাকি? মুখে যে কেউ রা করছিস না। তোদের হয়েছেটা কি?

হাসান॥ কি আর হবে। বসে বসে তোর চেটা বোনা দেখছি।

হবিবর॥ [ ক্ষুব্ধ ভাব ] সারাদিন তো আমাদের ঐ একটাই কাজ তোর আঁচলের তলায় চুপটি করে বসে থাকা।

রোশনারা॥ কেন, সেটা বুঝি ভাল লাগছে না? সুখে থাকতে সব ভূতে কিলোয় তো।

হাসান॥ আচ্ছা মা বলতো, আমাদের মত জোয়ান মোরদরা কখনও

দিনরাত ঘরে বসে কাটাতে পারে? এক ফোঁটা তুই কাছ ছাড়া হতে দিবি না।

হবিবর ॥ একটু পাড়ার মধ্যেই যে ঘুরে বেড়াব—তারও যো নেই।

রোশনারা ॥ বাইরে বেরুলেই তো কেবল মুক্তি যুদ্ধের খবর জোগাড় করে বেড়াবি কটা শত্রু খতম হল কটা শত্রুর রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হল।—

[ এই সময় হঠাৎ দূর থেকে গোলাগুলির আওয়াজ এবং কিছু অস্পষ্ট চিৎকার ভেসে আসে। সবাই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ]

রোশনারা ॥ কিসের গোলমাল রে? খুব কাছাকাছিই বলে মনে হচ্ছে তো।

হবিবর ॥ নিশ্চই শত্রুরা পাশের গ্রামে ঢুকে লুঠতরাজ—অত্যাচার শুরু করেছে।

হাসান ॥ আমার মনে হচ্ছে কি জানিস হবি—আমাদের বীর মুক্তি যোদ্ধারা হয়ত শত্রুদের ক্যাম্প অতর্কিতে আক্রমণ করেছে।

হবিবর ॥ মা, একটু বাইরে বেরিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব?

রোশনারা ॥ [ দৃঢ়স্বরে ] না, কোন দরকার নেই। ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়িয়ে কি হবে শুনি?

হবিবর ॥ [ ক্ষুব্ধস্বরে ] ছিঃ ছিঃ—মুক্তিযুদ্ধকে এইভাবে বিদ্রূপ করতে তোর লজ্জা হচ্ছে না? এই মুক্তিযুদ্ধ সফল হলে আমাদের মত খেটে খাওয়া আধপেটা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে—সেটা জানিস?

রোশনারা ॥ থাম থাম, খুব মোড়ল হয়েছিস। তোতা পাখীর মত শেখা বুলি আর আওড়াতে হবে না। দেখছি ঐ অজয় ছোড়াটাই তোদের মাথাটা খেয়েছে।

হাসান ॥ তুই মিছিমিছি—রাগ করছিস কেন মা। হবি তো ঠিক কথাই—

রোশনারা ॥ তুই থাম। তোকে আর সালিশি মানতে হবে না। তোরা হচ্ছিস দুটোই এক গোয়ালের গরু। তোদের কিন্তু আমি শেষ বারের মত সাবধান করে দিচ্ছি ফের যদি ঐ 'মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ' করবি তবে তোদের একদিন কি আমার একদিন।

[ সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ—পরে হাসান নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ]

হাসান ॥ মা, আজ তুই রান্না বান্না করবি না না-কি? উনুন জ্বালিয়ে দিয়েছিস তো অনেকক্ষণ।

রোশনারা ॥ তাই তো। খেয়ালই হয় নি। আনাজগুলো বোধহয় সব পুড়েই গেল (প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ—তোরা কিন্তু ঘর ছেড়ে একপাও নড়বি না। এক ডাকেই যেন সাড়া পাই [ হাসান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়—রোশনারা চলে যাবার পর হাসান উঠে এসে চেটা বোনার কাজে হাত দেয় ]

হবিবর ॥ অসম্ভব। এ ভাবে চলতে পারে না।

হাসান ॥ কি করবি?

হবিবর ॥ মা-র অমতেই আমি মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেব।

হাসান ॥ না-রে হবি। সেটা করা ঠিক হবে না।

হবিবর ॥ তবে কি সারা জীবন এই ভাবে ঘরকুনো ব্যাঙ হয়ে বসে থাকব? সে আমার দ্বারা সম্ভব নয়। (দুজনেই ক্ষণেক মৌন) আচ্ছা ভাই জান—

হাসান ॥ কি?

হবিবর ॥ তুই-ই বলতো এই সময় আমাদের মত যুবকদেরই তো সবার আগে মুক্তি যুদ্ধের সামিল হওয়া দরকার।

হাসান ॥ ত তো ঠিকই, কিন্তু মা যে—

হবিবর ॥ ওসব মার কথায় গুলি মা-র। আমার মায়ের মত সব মায়েরাই যদি তাদের ছেলেদের আঁচলে ঢেকে রাখে তবে যুদ্ধটা করবে কে শুনি?

হাসান ॥ সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু মা-র অমতে এখন কিছু করা ঠিক হবে না-রে হবি। তা করলে হয়ত হতভাগীটা গলায় দড়ি দেবে নয়ত বিষ খেয়ে প্রাণটা দেবে। তাই বলছি যে করেই হোক মা-কে রাজী করাতেই হবে।

হবিবর ॥ জীবন থাকতে মা রাজী হবে না—এ আমি বলে দিচ্ছি। দেখলি না

সেবার অজয়দা মা-কে কত বোঝাল, কত ভাল ভাল যুক্তি দেখাল। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়।

হাসান ॥ সত্যি, এ কথাটা মা কেন যে বুঝতে পারছে না "বিপ্লব চলাকালীন কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারে না।"

হবিবর ॥ নিশ্চই, যে কোন একটা শিবিরে তাকে যেতেই হবে, হয় সে বিপ্লবী হবে নয়ত প্রতি বিপ্লবী।

হাসান ॥ মা-র ধারণা কি জানিস? এই চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে আনলেই শত্রুর হাত থেকে বাঁচা যাবে।

হবিবর ॥ কিন্তু এটা তো ভুল ধারণা।

হাসান ॥ সেটাই বোঝায় কে।

হবিবর ॥ কেন যে সত্যটাকে মা মেনে নিতে পারছে না এটাই বুঝছি না।

[ রান্নাঘর থেকে রোশনারার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে 'কইরে হাসান-হবি তোরা আছিস তো'? ]

হবিবর ॥ ( মার উদ্দেশ্যে ) আছি। আমরা ঘরেই আছি। কোথাও যাই নি।

হাসান ॥ জানিস হবি, সত্যি বলতে কি কোনদিনই মা এরকম ছিল না। তুইও তো দেখেছিস পঞ্চাশ বছরের বুড়ো হয়েও বাপজান যেদিন মুক্তি-যুদ্ধের সামিল হল সেদিন মা-তো কোন প্রতিবাদ করেনি। বরং ফ্রণ্টে যাবার দিন হাসিমুখেই বাপজানকে বিদায় জানিয়েছিল। তারপর হঠাৎ যেদিন খবর এল ফ্রণ্টে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে বাপজান শহীদ হয়েছে, সেদিন থেকেই মা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল।

হবিবর ॥ এতে তো শত্রুর উপর আরও বেশী রাগ ঘৃণা হওয়া উচিত। কই বাপজানের রক্তের বদলা নেওয়ার কথা তো মা একবারও ভাবে না?

হাসান ॥ ভাবে-রে ভাবে। মনে মনে ঠিকই ভাবে। কিন্তু সাহস পায় না।

হবিবর ॥ কেন!

হাসান ॥ পাছে বাপজানের মত আমাদেরও হারিয়ে ফেলে! মা-র এখন

দৃঢ় বিশ্বাস মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমাদের দুজনকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে তবেই আমরা বাঁচব।

হবিবর ॥ মা-র এ ভুল একদিন ভাঙবেই ভাঙবে।

হাসান ॥ আল্লা করুন তাই যেন হয়।

[ এই সময় ওসমান প্রবেশ করে—কাঁধে তার রাইফেল ঝোলান ]

ওসমান ॥ আল্লার কাছে তোরা কি এত প্রার্থনা করছিস ?

একত্রে ॥ মামা তুমি !

[ হাসান, হবিবর দুজনেই অবাক ও উৎফুল্ল হয়ে ওসমানকে পর্যবেক্ষণ করে ]

ওসমান ॥ তোরা এত অবাক হয়ে কি দেখছিস ?

হাসান ॥ মামা, তুমি বুঝি ফ্রণ্ট থেকে আসছ ?

ওসমান ॥ হ্যাঁ, এই কিছুক্ষণের জন্য তোদের সাথে একবার দেখা করতে এলাম।

হবিবর ॥ শত্রুদের সাথে তুমি খুব লড়াই করছ তাই না মামা ?

ওসমান ॥ হানাদারদের মোকাবিলা করব বলেই তো মুক্তি-যুদ্ধের সামিল হয়েছি রে।

হাসান ॥ ( উৎসাহ ভরে ) মামা, তোমরা কতগুলো খানসেনা মারলে ?

হবিবর ॥ কতগুলো রাইফেল ছিনিয়েছ ?

ওসমান ॥ ( স্মিতহাস্যে ) অত কি আর হিসাব রাখা যায় রে। তবে অনেক, এই তো কালকেই আমাদের স্কোয়ার্ড অতর্কিতে শত্রুর ক্যাম্প আক্রমণ করে পনের জনকে খতম করল, সাথে সাথে ওদের রাইফেলগুলোও আমাদের হাতে এল।

হবিবর ॥ মামা, রাইফেলগুলো কোথায় রেখেছ ?

ওসমান ॥ বোকা ছেলে, ওগুলো কি রেখে দেওয়ার জিনিস ! শত্রুর রাইফেল

এখন আমাদের বীর গেরিলাদের হাতে। ওদের অস্ত্র দিয়ে ওদেরই আমরা খতম করছি।

হবিবর ॥ আমাদেরও একটা করে রাইফেল দাও না মামা।

ওসমান ॥ তোরা নিয়ে কি করবি ?

হাসান ॥ ধর—হঠাৎ যদি শত্রুরা রাতের অন্ধকারে গ্রামে হানা দেয় তখন তার মোকাবিলা করতে পারব।

হবিবর ॥ ঠিক বলেছিস ভাইজান।

ওসমান ॥ রাইফেল হাতে নিলেই তো হবে না ! আগে চালান শিখতে হবে।

হবিবর ॥ সে তোমায় বলতে হবে না মামা। মা-কে লুকিয়ে অনেক আগেই আমরা রাইফেল ট্রেনিং নিয়ে নিয়েছি।

ওসমান ॥ সাবাস ! এই তো চাই। এই না হলে বিপ্লবীর ছেলে ! আমার কি মনে হচ্ছে জানিস—তোদের আমি সাথে করে নিয়ে যাই।

হবিবর ॥ তাই চল না মামা !

ওসমান ॥ কিন্তু দিদি যে····

হাসান ॥ তুমি একটু মাকে বুঝিয়ে বল না।

ওসমান ॥ আগে কি আর না বলেছি রে। কত বুঝিয়েছি ওদের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া দরকার।

হবিবর ॥ তুমি বরং আর একবার····

ওসমান ॥ আর বলে কোন ফল হবে না। এখন তো আমাকে দেখলেই দিদি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। তোরা বরং অজয় ভাইকে দিয়ে একবার চেষ্টা করাস। তাতে হয়ত কাজ হতে পারে।

হবিবর ॥ কিন্তু অজয় দারও তো কয়েক দিন হল কোন পাত্তা নেই।

ওসমান ॥ আজ তার এখানে আসার কথা আছে। হয়ত একটু পরেই এসে যাবে।

হবিবর ॥ তাহলে অজয়দাকে দিয়েই একবার শেষ চেষ্টা করান যাক—নাকি বলিস ভাইজান ? মা-তো অজয়দাকে খুব ভালবাসে।

ওসমান ॥ [ এ-দিক ও-দিক লক্ষ্য করে ] হ্যাঁরে, দিদিকে তো দেখছি না। কোথাও গেছে নাকি।

হাসান ॥ ঐ তো মা রান্না ঘরে রুটি সেঁকছে। ডাকব মা-কে?

[ রোশনারার স্বর শোনা যায় 'কার সাথে তোরা কথা বলছিস-রে'। ]

হবিবর ॥ [ রোশনারার উদ্দেশ্যে ] তাড়াতাড়ি দেখবি আয়-কে এসেছে!

ওসমান ॥ থাক, ডাকার দরকার নেই। এই ফাঁকে বরং তোদের সাথে একটা কথা সেরে নেই।

একত্রে ॥ কি কথা মামা!

ওসমান ॥ তোদের ঘরে কোন অস্ত্র আছে কি না বলতে পারিস?

একত্রে ॥ অস্ত্র!

ওসমান ॥ হ্যাঁ, দুটো রাইফেল আর কিছু বুলেট।

হাসান ॥ কই না-তো!

হবিবর ॥ আমাদের ঘরে তো কোন অস্ত্রই দেখিনি!

ওসমান ॥ তা-হ-লে ( চিন্তান্বিত দেখায় )

[ রোশনারা ঘরে প্রবেশ করতেই ভাইকে দেখতে পায়—সাথে সাথে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ]

রোশনারা ॥ ওসমান!

ওসমান ॥ কিছু বলবি দিদি?

রোশনারা ॥ তুই এখানে কেন এসেছিস? তোকে এ বাড়ীতে ঢুকতে বারণ করে পাঠিয়েছি না!

ওসমান ॥ আমার অপরাধ?

রোশনারা ॥ তুই তো মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিস?

ওসমান ॥ এই আমার অপরাধ!

রোশনারা ॥ আচ্ছা—তোরা কেন আমার পিছনে লেগেছিস বলতো, তোদের আমি কি ক্ষতি করেছি?

ওসমান ॥ ( স্মিত হাস্যে ) তোর পিছনে আবার কখন লাগলাম !

রোশনারা ॥ জেনেশুনে আবার নেকা সাজা হচ্ছে ; ছেলে দুটোকে আমার কাছে থেকে কেড়ে নিতে না পারলে বুঝি ঘুম হচ্ছে না ?

হবিবর ॥ আচ্ছা মা, তুই তো বেশ ! এতদিন পরে মামা কিছুক্ষণের জন্য এল, তাও আবার তুই ঝগড়া শুরু করে দিলি !

রোশনারা ॥ চুপ কর । তোরা হচ্ছিস সবাই এক-একটা শয়তান ।

ওসমান ॥ যাক্, চেঁচামেচি করে লাভ নেই । শোন দিদি, একটা বিশেষ দরকারেই তোর কাছে আসতে হয়েছে ।

রোশনারা ॥ দরকার ? কিসের দরকার ?

হবিবর ॥ মা, তুই তো একথা আগে কোনদিন আমাদের বলিস নি যে তোর কাছে অস্ত্র আছে ।

রোশনারা ॥ অ-স্ত্র ।

হবিবর ॥ দুটো রাইফেল আর কিছু বুলেট ।

রোশনারা ॥ মিথ্যে কথা । কে এসব বলেছে ?

ওসমান ॥ না দিদি, কথাটা যে সত্য তা আমরা জেনেছি । জামাইদা ওগুলো এনেছিল হাসান আর হবিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ওদের হাতে তুলে দেবে বলে ।

রোশনারা । তোরা কি করে জানলি ?

ওসমান ॥ মৃত্যুর আগে জামাইদা একথা বলে গেছে ।

রোশনারা ॥ সেগুলো আমার স্বামীর জিনিস । যদি না দিই ?

হবিবর ॥ বারে ! রাইফেল কি যত্ন করে তুলে রাখার জিনিস নাকি ? দেশকে শত্রুমুক্ত করতে এখন রাইফেল-এর কত প্রয়োজন জানিস ?

হাসান ॥ থাকে তো দিয়ে দেনা মা । কেন মিছিমিছি·······

রোশনারা ॥ তোরা সবাই দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে । তোরা সবাই আমার শত্রু ।

ওসমান ॥ তাহলে রাইফেল দিবি না ?

রোশনারা ॥ না কিছুতেই না।

ওসমান ॥ দিদি, তুই আজ কি করছিস নিজেই জানিস না। তবে একদিন তোকে এর জন্য অনুশোচনা করতেই হবে।

রোশনারা ॥ যা-যা, তোদের কোন কথা আমি শুনতে চাই না। [ বিদ্রূপস্বর ] মুক্তিযুদ্ধ ! ওসব করে কি তোরা রাজা জমিদার বনে যাবি না-কি ?

[ এই মুহূর্তে অজয় কাঁধে একটি ঝোলান ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করে ]

অজয় ॥ নারে চাচী, রাজা জমিদার আমরা কেউ হব না সত্য, তবে রাজা-জমিদার, ধনী-দরিদ্র বলেও কেউ থাকবে না। তুই আমি প্রতিটি মানুষ বাঁচব সমান অধিকার নিয়ে। প্রত্যেকে হব আমরা শোষণমুক্ত। তার জন্যেই তো আমাদের এই লড়াই রে চাচী।

[ হাসান-হবি এই ফাঁকে নিজেদের মধ্যে উৎফুল্ল মনে চুপি চুপি কি যেন আলোচনা করে নেয় ]

ওসমান ॥ তুমি একটু ভাল করে বোঝাও দেখি অজয় ভাই।

রোশনারা ॥ আমাকে আর তোদের বোঝাতে হবে না। দেখছি তোরা সবাই সমান।

অজয় ॥ [ স্মিতহাস্যে ] চাচী, তোর কি হল অত চটে যাচ্ছিস কেন ?

রোশনারা ॥ চটব না ! তোরা সবাই মিলে ছেলে দুটোর মাথা খেয়েছিস। আমার কাছ থেকে ওদের কেড়ে নিতে সবাই মিলে ফন্দি আঁটছিস।

অজয়। এসব কি জোর করে নেওয়ার জিনিসরে চাচী। যাক্ আপাততঃ একগ্লাস জল খাওয়া দেখি, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।

রোশনারা ॥ তেষ্টার আর দোষ কি ? সারাদিন কেবল মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ করে পাগলের মত ছোটাছুটি করবি। [ ছেলেদের প্রতি ] তোরা যেন একপাও নড়বি না। আমি যাব আর আসব।

[ প্রস্থান ]

হাসান ॥ দেখলে তো অজয়দা মা-র কাণ্ডকারখানা, একফোঁটা চোখের আড়াল হবার জো নেই।

হবিবর ॥ কাজ-টাজ করাও সব বন্ধ। কিছু বলতে গেলেই বলবে, 'আমি কি তোদের না খাইয়ে রেখেছি?'

অজয় ॥ [ কাঁধের ঝোলা নামিয়ে খাটিয়াতে বসে ] দেখি কি করা যায়। চাচা, রাইফেলগুলোর কিছু হদিশ পেলে?

ওসমান ॥ দিদির যা হাবভাব অত সহজে ওগুলো দেবে বলে তো মনে হয় না। আমার কি মনে হয় জান দিদির নিশ্চিত কিছু মাথার গোলমাল হয়েছে।

হবিবর ॥ আমারও তাই মনে হয়।

অজয় ॥ না, ওসব কিছুই হয়নি। আসলে একটা বড় আঘাত লেগেছে, তার থেকেই এসেছে ভয়।

হাসান ॥ মা-র ঐ ভয়টাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে কে জান?

অজয় ॥ কে?

হবিবর ॥ ঐ জমিদার খাদেম মিঞা।

অজয় ॥ ( ক্রুদ্ধস্বর ) দালালটা।

ওসমান ॥ শুধু দালাল নয়—ওটা একটা লম্পট, ওর নামে আমরা অনেক গুরুতর অভিযোগ পেয়েছি।

অজয় ॥ চাচীকে শয়তানটা কি বলেছে রে হাসান।

হাসান ॥ মা-র কানে মন্ত্র দিয়েছে এটা নাকি বিপ্লব নয়। কেবল হিন্দুরা এ লড়াইটা করছে মুসলমানদের মেরে নিজেদের রাজ কায়েম করার জন্য।

অজয় ॥ তা তো বলবেই, শুয়ারের বাচ্চারা এই সময় এমনি অনেক কিছু বলবে বোঝাবে। সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক কুসংস্কার এসবকে ওরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। [ ওসমানের প্রতি ] চাচা।

ওসমান ॥ বল কি করতে হবে?

অজয় ॥ তোমার স্কোয়াড্ রেডি?

ওসমান ॥ আমরা সবাই প্রস্তুত।

অজয় ॥ শোন, যেমন করেই হোক, যেখানেই হোক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দালালটাকে খতম করা চাই।

হাসান ॥ কিন্তু তাকে পাবে কোথায়? সে তো শত্রু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে।

ওসমান ॥ পাতালে লুকিয়ে থাকলেও সে রেহাই পাবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। [ বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে চলে যায় ]

অজয় [ উত্তেজিত স্বর ] জানিস, এই দালাল শ্রেণী বিপ্লবের সব থেকে বেশী ক্ষতি করে। বিপ্লবকে এরা অনেক পিছিয়ে দেয়, একশ পুলিশ-মিলিটারীর থেকে দশটা দালাল অনেক বেশী ভয়ঙ্কর।

[ রোশনারা জলের গ্লাস হাতে প্রবেশ করে, অজয় জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখে। ]

রোশনারা ॥ কার কথা বলছিস রে অজয়?

হাসান ॥ তোকে যে গুরুমন্ত্র দেয় সেই দালাল খাদেম মিঞার কথা বলছে।

হবিবর ॥ আর তোকে সে গুরুমন্ত্র দেবে না। তার ভবলীলা কালই শেষ।

[ হাসান-হবি-অজয় হেসে ওঠে ]

অজয় ॥ হ্যাঁ, শোন চাচী, আজ সারাদিন প্রায় পেটে কিছু পড়ে নি। ভাবছি এখান থেকেই দুটি খেয়ে যাব, নইলে হয়ত আর সময় পাব না।

রোশনারা ॥ সে কিরে! তুই আমাদের হাঁড়ির ভাত খাবি? তুই তো বামুনের-ছেলে বাবা।

অজয় ॥ সত্যিই তো আমার জাত চলে যাবে, খেয়ালই হয় নি।

[ অজয়ের পরিহাসে হাসান-হবি হেসে ওঠে ]

হবিবর ॥ ছোটলোকদের (?) বাড়ী খেয়ে খেয়ে অজয়দার পেটে পলি পড়ে গেল সেটা জানিস?

অজয় ॥ তাহলে দুটি খেতে দিবি তো চাচী?

রোশনারা ॥ এখন না আর বলি কি করে ? কিন্তু দেখিস বাবা, আমার যেন কোন অভিশাপ না লাগে।

[ রোশনারার হাবভাবে সবাই হাসতে থাকে ]

রোশনারা ॥ [ হাসান-হবির প্রতি ] তোরা তবে ক্ষেত থেকে দুটো সব্জী তুলে আন। নইলে ছেলেটা খাবে কি দিয়ে, কিন্তু এত রাত্রে.........

হাসান ॥ ওসব তুই কিছু ভাবিস না। আমি যাব আর আসবো তুই রান্নার যোগাড় করগে, [ লণ্ঠনটা নিয়ে দ্রুত চলে যায় ]

অজয় ॥ [ হবিবের প্রতি ] তুই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়া, ওখান থেকে আশপাশটা ভাল করে লক্ষ্য করবি। কিছু সন্দেহ হলেই ডাকবি। [হবিবের তথাকরণ ]

অজয় ॥ চাচী।

রোশনারা ॥ কি-রে অজয় ?

অজয় ॥ তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সঠিক উত্তর দিবি তো ?

রোশনারা ॥ তোর কাছে তো কোনদিন কিছু লুকোই নি বাবা। তোকে যে আমরা ছেলের থেকেও বেশী মনে করি।

অজয় ॥ বেশ— তাহলে বল দেখি, ঐ শয়তানগুলোকে তুই ঘৃণা করিস না ?

রোশনারা ॥ করি না আবার।

অজয় ॥ বদলা নেওয়ার কথা একবারও তোর মনে হয় না ?

রোশনারা ॥ ব-দ-লা !

অজয় ॥ হ্যাঁ, রক্তের বদলা, যারা তোর স্বামীকে বন্দী অবস্থায় দিনের পর দিন পশুর মত তিল তিল করে হত্যা করেছে।.........

রোশনারা ॥ ওরে তুই চুপ কর অজয়। আর আমাকে ওসব কথা মনে করিয়ে দিস না। বুকের আগুনটাকে অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে রেখেছি। কেন আবার তাকে জ্বালিয়ে তুলছিস ?

অজয় ॥ বুকের ঐ ঘৃণা-ক্রোধের আগুনকে তো নিভিয়ে দিলে চলবে না চাচী।

তাকে আরও দ্বিগুণ তেজে জ্বালিয়ে তুলতে হবে। তবেই তো আমরা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব।

রোশনারা॥ জানিস, মাঝে মাঝে মনে হয় শয়তানগুলোকে—কিন্তু না আমি পারি না। একটা ভয় আমাকে গ্রাস করে ফেলে।

অজয়॥ ভয় পেলে তো চলবে না। আমরা যে চিরনির্ভীক।

রোশনারা॥ অনেক চেষ্টা করেছি, তবু হেরে যাই। যখনই স্বামীর মুখটা মনে পড়ে যায় গায়ের লোমগুলো শিউরে ওঠে। ছেলেদুটো'কে তখন আরও কাছে টেনে নিই যাতে ওরাও না হারিয়ে যায়।

অজয়॥ আমার কথাটা একবার ভাব তো। শত্রুরা আমাকে পেল না বলে বাড়ী থেকে বুড়ো বাবা, আর একমাত্র মা হারা আদরের বোনটাকে ধরে নিয়ে গেল। আমার সঠিক সন্ধান দিতে পারল না বলে শয়তানরা বাবাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল। আর বোনটার উপর চালাল দিনের পর দিন পাশবিক অত্যাচার। শেষে একদিন তার জীর্ণ-শীর্ণ উলঙ্গ মৃতদেহটাকে ফেলে দিয়ে গেল রাস্তার ধারে। [ চোখের জল সম্বরণ করার চেষ্টা করে ] কই-তাতেও তো আমি ভয় পাই নি-চাচী। ভ্রষ্ট হই নি আমার লক্ষ্য থেকে।

রোশনারা॥ আল্লা তোকে অন্যধাতু দিয়ে গড়েছে। তুই তো আমাদের মত সাধারণ মানুষ নোস-বাবা।

অজয়॥ না-রে চাচী। আমি তোদের মতই রক্তে -মাংসে গড়া একটা সাধারণ মানুষ। আমার সুখ আছে দুঃখ আছে, রাগ অভিমান আছে, সব কিছুই তোদের মত।

[ এই সময় কাছাকাছি জায়গা থেকে গোলাগুলির শব্দ এবং মানুষের চীৎকার ভেসে আসে। রোশনারা অজয় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ]

রোশনারা॥ কিসের গোলমাল ?

অজয়॥ খুব কাছেই তো। তবে কি—

[ হবিবর হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে ]

হবিবর ॥ অজয়দা, সামনে ভীষণ বিপদ—

রোশনারা-অজয় ॥ ( একত্রে ) কি হয়েছে?

হবিবর ॥ শত্রুরা অতর্কিতে গ্রামে হানা দিয়ে অত্যাচার আর লুটতরাজ শুরু করেছে।

রোশনারা ॥ সে-কি !

( অজয়কে ভীষণ চঞ্চল এবং চিন্তান্বিত মনে হয় )

হবিবর ॥ শুধু তাই নয়, আমাদের বাড়ীর দিকেও টর্চ জেলে কে যেন আসছে মনে হল।

অজয় ॥ দরজায় খিল দিয়েছিস ?

হবিবর ॥ হ্যা।

অজয় ॥ তুই উঠানের ঐ গাছটায় গিয়ে লুকিয়ে পড়, পরে আমি যাচ্ছি। (হবিবর দ্রুত চলে যায় ) হাতে কোন অস্ত্রও নেই যে দু-একটাকে খতম করব।

রোশনারা ॥ এখন কি হবে অজয় ? হে আল্লা তুমি আমাদের রক্ষে কর।

অজয় ॥ অত ভয় পেলে তো চলবে না-চাচী। আজ যে তোর কঠিন পরীক্ষার দিন—

রোশনারা ॥ পরীক্ষা।

অজয় ॥ হ্যা- আজ তোকে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, তবে অস্ত্র নিয়ে নয় -বুদ্ধি দিয়ে।

রোশনারা ॥ এসব কি বলছিস তুই ?

অজয় ॥ আজ তোকে ভাল অভিনয় করতে হবে, যে করেই হোক ওদের ভোলাতে হবে।

রোশনারা ॥ ওরে, আমার ভীষণ ভয় করছে, আমি কিছু পারব না।

অজয় ॥ পারতেই হবে। চাচী, তোর উপরই আমার, হবির মরা-বাঁচা নির্ভর করছে। আমাদের ধরতে পারলে ওরা পশুর মত গুলি করে মারবে।

রোশনারা ॥ তোকে, হবিকে ওরা মেরে ফেলবে? না-কিছুতেই না।

অজয় ॥ ওদের প্রধান লক্ষ্য যুব শক্তিকে ধ্বংস করা।

[ দরজায় ঘা দেবার শব্দ এবং চীৎকার শোনা যায় 'কোন্ হ্যায়-দরওয়াজা খুল্ নেহি-তো তোড়্ দেঙ্গে' ]

অজয় ॥ শয়তানরা এসে গেছে, ( ঝোলা থেকে মদের বোতল এবং একটি ছোট্ট শিশি বের করে ) এইগুলো রেখে দে।

রোশনারা ॥ কি ওগুলো?

অজয় ॥ মিলিটারীদের সব চেয়ে প্রিয় জিনিস মদ আর মেয়ে মানুষ। দ্বিতীয়টা নেই, এই একটা দিয়েই তোকে কাজ চালাতে হবে, ( ছোট্ট শিশিটি দেখিয়ে ) এটাতে আছে বিষ।

রোশনারা ॥ বিষ!

অজয় ॥ সুযোগ বুঝে কাজে লাগাবি। মনে রাখিস, এরাই তোর স্বামীকে পশুর মত মেরেছে। এইতো বদলা নেবার সুযোগ।

[ অজয় দ্রুত চলে যায় ]

রোশনারা ॥ ব-দ-লা।

[ দরজা ভাঙ্গার শব্দ আসে—রোশনারা জিনিসগুলি আড়ালে রেখে দেয়। অভিনয়ের প্রস্তুতি হিসাবে খাটিয়াতে শুয়ে পড়ে ঘুমানর ভাণ করে। কিছু পরেই মেজর খালেক প্রবেশ করে ]

মেজর ॥ আরে, কোন্ শালা তু? উঠ। ( রুলের গুঁতো মারে )

[ রোশনারা খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ পরিষ্কার করে সামনে মেজরকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে ]

রোশনারা ॥ আরে খাঁ সাহেব তোমরা! ( মুখে হাসির রেখা )

মেজর ॥ এতনা চিল্লাতা হ্যায় লেকিন দরওয়াজা কিঁউ নেহি খোলা।

রোশনারা ॥ তুমি ডাকছিলে সে কি খাঁ সাহেব ! কই কিছু শুনতে পাইনি তো ।

মেজর ॥ আরে তু কালা আদমী আছিস নাকি ?

রোশনারা ॥ তুমি ঠিক ধরেছ খাঁ সাহেব । দূর থেকে কেউ ডাকলে একেবারেই শুনতে পাই না । তার উপর একটু তন্দ্রামত এসেছিল । শুনতে পেলে কি তোমাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি ? তোমরা হলে আমার প্রায় আপনজন ।

মেজর ॥ ওসব ফালতু বাত ছোড়্ । তেরা লেড়কা লোক সব কাঁহা গিয়া ?

রোশনারা ॥ হায়-হায় রে ! শেষে তুমিও আমাকে ছেলের জন্য খোঁটা দিলে সাহেব ! হে আল্লা ! এ জন্যই কি তুমি আমাকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছ ? ( কান্নার ভান করে )

মেজর ॥ আরে ! তু রুদ্‌তা কিঁউ ?

রোশনারা ॥ কাঁদব না সাহেব ! শেষে কিনা তুমিও…. । বলি, এই পাঁচ গাঁয়ে কে না জানে যে আমি জন্ম বাঁজা । ছেলেপিলে থাকলে কি আমার আজ এই দুর্গতি হয় সাহেব ? বুড়ো স্বামীটা ছিল সেও কিছুদিন আগে কলেরা হয়ে মারা গেল ।

মেজর ॥ তাজ্জব কি বাত । ( একটু চিন্তা করে ) ঠিক হ্যায়, হাম থোরা সার্চ করেগা ।

রোশনারা ॥ আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হল না খাঁ-সাহেব ?

মেজর ॥ নেহি । হাম তু লোক্‌কো বিসওয়াস নেহি করবে ।

রোশনারা ॥ বেশ তবে তোমার যা ইচ্ছে কর । ঘর বলতে তো এইটে আর ঐ ছোট্ট রান্না ঘরটা ।

মেজর ॥ হাম ঐহি সার্চ করেগা ।

[ রান্নাঘরের দিকে চলে যায় ]

রোশনারা ॥ হে আল্লা ওদের তুমি রক্ষে কর। আর আমাকে তুমি সাহস দাও মেহেরবান।

[ মেজর হতাশ মনে প্রবেশ করে ]

মেজর ॥ কিসিকো তো পাত্তা নেহি মিলা। লেকিন আমি বাহার হতে শুন্‌লম, তু কাহার সাথে বাত্‌চিজ্‌ করছিস্‌।

রোশনারা ॥ বাতচিজ করছি ! ও। তুমি তাহলে ঠিক শুনেছ।

মেজর ॥ কেয়া ! ঠিক শুনা হ্যায় ?

রোশনারা ॥ হ্যাঁগো সাহেব। আমি যে রোজ আপন মনে গাল দিই। রাত্রে শোবার আগে একবার আর সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাসিমুখে একবার।

মেজর ॥ কেয়া তু বোল্‌তা সম্‌ঝাতা নেহি ! কোন্‌ আদমীকো গাল দেতা ?

রোশনারা ॥ ঐ যে গো শয়তান, হারামজাদা মুক্তিফৌজদের।

মেজর ॥ ( উৎসাহ ভরে ) কিঁউ ?

রোশনারা ॥ সেটাও বুঝি তুমি জান না ? তবে শোন বলি—ঐ যে জমিদার খাদেম মিঞা আছে না ?

মেজর ॥ হাঁ-হাঁ। ও লোক তো হামাদের বহুত পেয়ারের লোক আছে।

রোশনারা ॥ শোনই না। তোমাদের পেয়ারের ঐ খাদেম মিঞাকে আমি রোজ ঐ শয়তান মুক্তিফৌজদের খোঁজখবর দিয়ে আসি।

মেজর ॥ বহুত আচ্ছা।

রোশনারা ॥ তুমি তো বহুত আচ্ছা বলেই খালাস। এদিকে যে বেটাচ্ছেলেরা আমাকে মারবে বলে শাসিয়ে গেছে।

মেজর ॥ আরে তু কই ডর করবি না। হামলোক তোকে বাঁচাবে। ঠিক হ্যায়, হাম অভি চল্‌তা।

রোশনারা ॥ সে কি সাহেব। এখুনি যাবে ?

মেজর ॥ আউর কেয়া করেগা।

রোশনারা ॥ মা-নে বলছিলাম কি একটু নেশা-টেশা হবে না ?

মেজর ॥ জরুর করেগা। লেকিন অভি মিলেগা কাঁহা ?

রোশনারা ॥ সে ব্যবস্থা তোমাদের জন্য আমি করেই রাখি। আমার নাম রোশনারা বিবি বুঝেছ খাঁ সাহেব ?

[ মদের বোতলটা মেজরের সামনে এনে ধরে—মেজর দেখে খুব খুশী হয় ]

মেজর ॥ তু বহুত আচ্ছা আদমী আছিস্। এ নে তেরা বক্শিস।

[ দশ টাকার একটি নোট ছুঁড়ে দেয়—রোশনারা মাটি থেকে টাকাটা কুড়িয়ে নেয় ]

রোশনারা ॥ তোমাদের দয়াতেই তো বেঁচে আছি সাহেব। তোমরা ছাড়া যে আমার কেউ নেই।

[বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢেলে সেই গ্লাস মেজরের হাতে দিতে থাকে —মেজর খাটিয়াতে বসে মেজাজে পান করে যায় ]

মেজর ॥ এ মাল বহুত আচ্ছা। কাঁহা মিলারে ?

রোশনারা ॥ তোমাদের জন্যই তো নিজের হাতে বানিয়েছি। এই তো সেদিন তোমাদের আর একজন সাহেব আমার কাছে এসে এই জিনিস খেয়ে গেল—কি প্রশংসাটাই না করলে।

মেজর ॥ সাচ ?

রোশনারা ॥ আমি কি তবে মিছে কথা বলছি ? আবার যাবার সময় কুড়ি টাকা বক্শিসও দিয়ে গেছিল।

মেজর ॥ ঠিক হ্যায়, হাম ভি দেগা।

রোশনারা ॥ যদি অভয় দাও সাহেব, তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি ?

মেজর ॥ আরে বোল না বোল। থামলি কিন।

রোশনারা ॥ না-মানে বলছিলাম—আজ কোন ভাল শিকার জুটল ?

[ নেশায় মেজরের কথা জড়িয়ে আসে ]

মেজর ॥ নেহি। শলা জোয়ানী লেড়কী সব ভাগ গিয়া। কই বাত নেহি, তাঁবু'পর তো দোঠো হ্যায়।

রোশনারা ॥ জান সাহেব, আমার মনে হয় মেয়েগুলো একবারেই বোকা।

মেজর ॥ কিঁউ ?

রোশনারা ॥ আরে বাবা, তোমাদের তাঁবুতে থাকলে কত সুখে থাকবে বল তো। টাকাপয়সা, সোনাদানা যখন যা চাইবে পাবে।

মেজর ॥ জরুর।

রোশনারা ॥ আমার যদি যৌবন বয়সটা থাকত তবে আমি নিজেই তোমাদের শিবিরে চলে যেতাম। নেহাত-বুড়ি হয়ে গেছি।

[ রোশনারার কথায় মেজর হাসিতে ফেটে পড়ে ]

মেজর ॥ বহুত আপশোষ কি বাত তেরা যৌবন চলা গিয়া। নেহি তো আজ····

রোশনারা ॥ আর একটু দেব সাহেব ?

মেজর ॥ জরুর দেগা।

[ মেজরকে বেশী নেশাচ্ছন্ন দেখে বুঝে নেয় বদলা নেওয়ার সুযোগ এসে গেছে। অজয়ের কথাগুলো মনে পড়ে। স্বামী-হন্তার প্রতি ঘৃণা-ক্রোধে-জ্বলে ওঠে ]

মেজর ॥ আরে কেয়া ভাবতা হ্যায় তু ? মাল কাঁহা ?

[ মেজরের ডাকে সম্বিত ফিরে আসে ]

রোশনারা ॥ এই যে দিচ্ছি সাহেব।

[ গ্লাসে শেষ মদটুকু ঢেলে তাতে মিশিয়ে দেয় তীব্র বিষ। তারপর সেই গ্লাস মেজরের হাতে তুলে দিয়ে একটু দূরে সরে এসে দাঁড়ায় ]

রোশনারা ॥ ঐটুকুই শেষ সাহেব। এক চুমুকে খেয়ে নাও।

মেজর ॥ কই বাত নেহি। [ মদ গলায় ঢালতেই শুরু হয় বিষক্রিয়া। মেজর ছটফট করতে থাকে ]

মেজর ॥ এ তু কোন দিয়া হারামজাদী। বুক ফাট যাতা হ্যায়। কাঁহা গিয়া তু শালী। হাম তেরা জীবন—

[ কোমর থেকে রিভলবার বের করবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে—মেজরের অবস্থা দেখে প্রতিহিংসার হাসিতে রোশনারা মেতে ওঠে ]

রোশনারা ॥ আমি পেরেছি—ওরে তোরা দেখবি আয়, বদলা আমি নিয়েছি।

[ অজয় এবং হবিবর দ্রুত প্রবেশ করে রোশনারাকে ধরে ]

অজয় ॥ চাচী ! একটু শান্ত হ—অমন করিস না।

হবিবর ॥ মা, তুই কি পাগল হয়ে গেলি। একটু স্থির হ।

[ রোশনারা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে ]

রোশনারা ॥ হ্যাঁরে, শয়তানটা শেষ হয়েছে ?

অজয় ॥ ( মেজরের দেহটাকে পরীক্ষা করে ) হ্যাঁ, খতম।

রোশনারা ॥ যা ওটাকে ফেলে দিয়ে আয়—শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাক।

অজয় ॥ চাচী, আজ আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে রে। মনে হচ্ছে দেশের গোটা শোষিত নিপীড়িত নারী জাতটাকে ডেকে এনে বলি, 'ওগো আমার দুঃখিনী মা-বোনেরা তোমরা দেখ আমার চাচীর শত্রু নিধনের কাহিনী—তোমরা এমনি করে ছলে-বলে-কৌশলে যে কোন উপায়ে শত্রুকে খতম কর'।

রোশনারা ॥ ওরে অজয়।

অজয় ॥ কি চাচী ?

রোশনারা ॥ হ্যাঁরে হাসান তো এখনও ফিরল না ? অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল।

হবিবর ॥ তুই কিছু ভাবিস না। আর এল বলে।

অজয় ॥ গোলমাল দেখে কোথাও হয়ত লুকিয়ে পড়েছে।

[ অজয়-হবিবর মৃতদেহটাকে নিয়ে চলে যায়। রোশনারা আল্লার উদ্দেশে প্রার্থনা জানায় ]

রোশনারা ॥ তোর অসীম দয়া। একটা সাধ পূর্ণ করেছিস—শেষ

ইচ্ছেটাও যেন পূর্ণ করিস মেহেরবান। ছেলে দুটোকে রেখে যেন আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি। আর আমি কিছু চাই না।

[ এই সময় দুজন মুক্তিযোদ্ধা কাপড়ে আবৃত একটি মৃতদেহ বহন করে এনে ধীরে ধীরে মাটিতে শুইয়ে দেয় ]

রোশনারা ॥ ( দুজনের প্রতি ) এ-তোরা আবার কাকে নিয়ে ঢুকলি। নিশ্চই কোন মুক্তিযোদ্ধা ভীষণ আহত হয়েছে। ( ক্ষুব্ধ ভাব ) তোদের কতবার বারণ করেছি এখানে কাউকে আনবি না—ওসব কাটা-ছেঁড়া আমি দেখতে পারি না। যা অন্য কোথাও ওকে নিয়ে যা। আমি সেবা-শুশ্রূষা করতে পারব না।

[ ইতিমধ্যে হবিবর এবং অজয় মলিনমুখে মাথা নীচু করে একপাশে এসে দাঁড়ায় ]

প্রথম জন ॥ বোধ হয় ক্ষেতে গেছিল সব্জী তুলতে।

দ্বিতীয় জন ॥ শয়তানেরা তাড়া খেয়ে পালাবার পথে লণ্ঠনের আলো লক্ষ্য করে দূর থেকে গুলি করেছে।

[ দুজনের প্রস্থান ]

রোশনারা ॥ কি বললি তোরা, সব্জী তুলতে গেছিল—লণ্ঠনের আলো লক্ষ্য করে গুলি করেছে? কাকে? ( হবি-অজয়ের প্রতি ) হ্যাঁরে কাকে গুলি করেছে? তোরা কথা বলছিস না কেন?

হবিবর ॥ ( চোখের জল মুছে নেয় ) তোর জন্যেই তো ভাইজানকে এভাবে মরতে হল।

রোশনারা ॥ তোর ভাইজান—মানে আমার হাসানকে...না না, তা হবে কি করে! আমার হাসান তো আর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় নি!

অজয় ॥ সর্বহারা শ্রেণীর কাউকে ওরা বিশ্বাস করে না চাচী। সবাইকেই ওরা ভাবে মুক্তিযোদ্ধা।

[ অজয়ের মুখেও একই ইঙ্গিত পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে—পাগলিনীর

মত ছুটে যায় মৃতদেহের কাছে। মৃত হাসানের সাড়া পাবার বহু চেষ্টা করে—শেষে বুঝতে পারে তার হাসান সত্যিই মৃত। তখন কান্নায় মৃত হাসানের বুকে আছড়ে পড়ে ]

হবিবর ॥ তুই যতই ডাক—যতই কাঁদ না কেন, ভাইজান আর ফিরবে না। কোনদিন সাড়াও দেবে না।

অজয় ॥ ওঠ চাচী। কাঁদিস্ না। কেঁদে তো কোন লাভ হবে না।

হবিবর ॥ বাপজানের রক্তের বদলা তুই নিয়েছিস। এবার নিতে হবে ভাই-জানের রক্তের বদলা।

[ মৃত হাসানের বুক থেকে মাথা তুলে ধীরে ধীরে রোশনারা উঠে দাঁড়ায়—সারা শরীরে দৃঢ়তার ছাপ—চোখে মুখে প্রতিহিংসার আগুন ]

রোশনারা ॥ তোরা ঠিক বলেছিস। বদলা নিতে হবে। কেঁদে কোন লাভ নেই।

অজয় ॥ চাচী!

রোশনারা ॥ আমারই ভুল হয়ে গেছিল। কিন্তু আর আমি ভুল করব না। ( হবিবরের প্রতি ) তুই যা রাইফেল দুটো নিয়ে আয়। উনুনের পাশে পোঁতা আছে। অনেক যত্ন করে এতদিন রেখে দিয়েছিলাম।

[ হবিবর দ্রুত রাইফেল আনতে চলে যায় ]

অজয় ॥ চাচী, আগে চল মৃতদেহ সৎকার করে আসি—

রোশনারা ॥ না। আমার হাসান এখানে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাক। আগে শত্রুর রক্তে হাত লাল করে আসি। দেখছিস না আমার হাসান কেমন করে আমার পানে চেয়ে আছে। ও কি বলছে জানিস্? মা, আমাকে শত্রুর বুকের তাজা রক্ত এনে দে'।

অজয় ॥ চাচী!

[ হবিবর রাইফেল দুটো নিয়ে প্রবেশ করে। রোশনারা রাইফেল দুটো হবিবরের কাছ থেকে নিয়ে কি যেন বিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করে তারপর সেগুলি তুলে দেয় অজয় এবং হবিবরের হাতে ]

রোশনারা ॥ চল্, আর দেরী নয়।

[ মৃত পুত্রের কাছে যায় তার কপালে এঁকে দেয় শেষ স্নেহচুম্বন। অজয়-হবিবর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিপ্লবী অভিনন্দন জানায়। ]

রোশনারা ॥ ( হাসানের উদ্দেশে ) হাসান, আমরা যাচ্ছি তোর স্বপ্নকে সার্থক করতে। আমরা সবাই যাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধে।

[ চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে সবাই বাইরের দিকে পা বাড়ায়, দূর থেকে বিপ্লবী গানের সুর ভেসে আসে ]

গান

মোরা শোষিত সর্বহারা,
শোষণ-শৃঙ্খল চুরমার করে,
অত্যাচারীকে পায়ে পিষে দিলে
জাগাবই মোরা পথে প্রান্তরে
নূতন প্রাণের সাড়া।
মোরা শোষিত সর্বহারা !
তার লাগি যদি হয় প্রয়োজন
হাসিমুখে দেব মোদের জীবন।
ডরিব না কভু শত্রু ভয়েতে
চির নির্ভীক— চির দুর্জয় মোরা—
ওড়াবই শেষে বিজয় নিশান
মৃত্যুরে করি হেলা।
চির-লাঞ্ছিত, চির-বঞ্চিত আমরা সর্বহারা।

[ নাটকের যবনিকা )

# অন্য নাটক

**নবকুমার ভট্টাচার্য**

**চরিত্র**

| | |
|---|---|
| অনিমেষ | বাদামওয়ালা |
| ছায়ামূর্তি | কবি |
| রজত | অম্লান |
| গোবিন্দ | শিউপূজন |
| নীলকৃষ্ণ | যুবক |
| বর্ণালী | |

[ অনিমেষের শোবার ঘর। ছোট একটি চৌকি একধারে পাতা। অন্যদিকে একটি টেবিল, একটি চেয়ার। ঘরের এককোণে রয়েছে একটি জলের কুঁজো এবং একটি গ্লাস। দেয়ালে একটি অর্ধ-নগ্ন রমণীর ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। পর্দা উঠতেই চিন্তিত মুখে প্রবেশ করে অনিমেষ। চৌকিতে বসে ভাবতে থাকে দুটো হাত মাথায় দিয়ে। একটু পরে অদূরে ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ শোনা যায়। উঠে দাঁড়ায় অনিমেষ। ]

অনিমেষ ॥ তিনটে বেজে গেল ? আর দেরী নয়—কাজ শেষ করে ফেলি।

[ পকেট থেকে কাগজে মোড়া কিছু একটা বের করে অনিমেষ। জলের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে মোড়কটা খুলে ভেতরের গুঁড়ো বস্তুটা জলে মেশায়। জলের গ্লাসটি মুখের কাছে ধরে। এমন সময় নেপথ্যে কণ্ঠস্বর ]

ছায়ামূর্তি ॥ অনিমেষ, তুমি দারুণ ভুল করছ !

অনিমেষ ॥ না, ভুল আমি করিনি ! আমি অনেক ভেবে দেখেছি মৃত্যু ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ আমার সামনে খোলা নেই।

ছায়ামূর্তি ॥ আমি তোমাকে আবার ভেবে দেখতে বলছি।

অনিমেষ ॥ বললাম তো, ভাবার আর কিছু নেই ! আরো বেশী ভাবলে আমি

পাগল হয়ে যাব—সেটা হবে মৃত্যুর চাইতে আরো ভয়ঙ্কর। আমাকে আর তুমি বিরক্ত কোর না, একটু শান্তিতে মরতে দাও।

ছায়ামূর্তি ॥ পৃথিবীর বুকে এমন সুন্দর এই জীবনটা, এ জীবন একবারই পাওয়া যায় অনিমেষ !

অনিমেষ ॥ জানি, আমি জানি। জীবনকে ভালবেসেছিলাম বলেই তো তার অনাদর আমি সহ্য করতে পারছি না।....সুশান্ত ইউনিভারসিটির ভিন হয়ে গেল। রমেন চলে গেল ক্যালিফোর্ণিয়ার ডক্টরেটের মুকুট মাথায় পরিয়ে আনতে। এমন কি শৈবাল, সেও চলে গেল বম্বেতে অতবড় একটা বিলিতী ফার্মের নাম্বার ওয়ান হয়ে। আর আমি? বেকার হয়ে, বাবার হোটেলে খেয়ে, পরের দাক্ষিণ্য কুড়িয়ে বেড়াব? এই জীবন আমাকে রাখতে বল তুমি?

ছায়ামূর্তি ॥ কিন্তু অনিমেষ !

অনিমেষ ॥ Please, তুমি যাও। আমি তোমার কোন কথা শুনব না! আমি যা ঠিক করেছি করবই, তুমি যাও।

[ ছায়ামূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। অনিমেষ মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে। জলের গ্লাসটি মুখের কাছে তুলে নেয়। ]

অনিমেষ ॥ আর দেরী নয়! আবার হয়ত এসে বিরক্ত করতে শুরু করবে। ( আবৃত্তি )—"হে উদাসীন পৃথিবী, আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে,
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে, আজ রেখে যাই আমার প্রণতি!"

[ জলের গ্লাসটিতে মুখ লাগাতে যাবে এমন সময় দর্শকদের মধ্য থেকে দু'জন ব্যক্তি "দাঁড়ান—দাঁড়ান, ওভাবে মরবেন না" বলতে বলতে মঞ্চে এসে উঠে পড়বে। ওদের একজনের নাম রজত, অপরজনের নাম গোবিন্দ ]

অনিমেষ ॥ কি আশ্চর্য, আপনারা হৈ-হৈ করতে করতে একেবারে ষ্টেজে এসে উঠে পড়লেন, ব্যাপারটা কি?

রজত ॥ আপনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার সংকল্প বন্ধ করুন, আমরা স্টেজ থেকে নেমে যাচ্ছি।

গোবিন্দ ॥ হ্যাঁ, ঝুট-ঝামেলা আমরাও পছন্দ করি না।

অনিমেষ ॥ আপনারা কি বুঝতে পারেন নি—এটা অভিনয় হচ্ছে?

রজত ॥ আমাদের আপত্তি তো এটা অভিনয় বলেই। অভিনয়ের ছলে যে দৃষ্টান্ত আপনি তুলে ধরছেন সেটা মোটেই সুস্থ নয়।

গোবিন্দ ॥ চাকরি পাননি বলে বিষ খেয়ে মরবেন? সব বেকারেরা যদি আপনার পথ অনুসরণ করে তাহলে তো বেকার সমস্যার সমাধান একদিনেই হয়ে যাবে।

অনিমেষ ॥ ভাল ঝামেলা হল তো! আপনারা কি পাগল—না কি?

রজত ॥ মনোবৈজ্ঞানিকরা বলেন আত্মহত্যা করার পূর্বে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আপনিও মনে হচ্ছে সেই পর্যায়ে আছেন।

অনিমেষ ॥ ভাল জায়গায় এসেছি নাটক করতে! অর্গানাইজাররাই বা কোথা গেল, কারোর কোন পাত্তা নেই—

গোবিন্দ ॥ অর্গানাইজারদের পাত্তা এখন পাবেন কি করে? তাঁরা আপনাদের সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করতেই ব্যস্ত। তা'ছাড়া, অর্গানাইজাররা নাটকের টিম সিলেক্ট করে আনে, নাটক দেখে না—নাটক দেখি আমরা!

অনিমেষ ॥ বেশতো, এই নাটকের কোন বক্তব্য যদি আপনাদের ভাল না লাগে অভিনয়ের শেষে এসে তো বলতে পারতেন!

রজত ॥ পারতাম, কিন্তু তাহলে আপনাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যেত না!

অনিমেষ ॥ অপমৃত্যু যদি সত্যিই বন্ধ করতে চান তাহলে এখানে নয়, মানুষের মাঝখানে যান, দেখুন গিয়ে ঘরে ঘরে এ রকম শোচনীয় মৃত্যু অহরহ হচ্ছে!

গোবিন্দ ॥ ঘরে ঘরে মানুষকে যেভাবে মরতে দেখি ঠিক সেই ভাবেই যদি

এখানে এসেও দেখতে হয়, তাহলে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে থিয়েটার দেখতে আসার ফয়দাটা কি বলুন !

রজত ॥ আপনি ঘরে ঘরে এইভাবে মানুষকে মরতে দেখেছেন ?

অনিমেষ ॥ নিশ্চয় দেখেছি। কেউ এক টুকরো চিঠি লিখে, কেউ আবার কিছুই না লিখে, রেললাইনে মাথা পেতে, বা গলায় ফাঁস লাগিয়ে শেষ করছে তার অমূল্য জীবন !

রজত ॥ শুধু এইটুকুই দেখেছেন, আর কিছু নয় ?

অনিমেষ ॥ হ্যাঁ, আরও দেখেছি ! আত্মীয়-স্বজনদের দু'একদিন কাঁদতে, তারপর সেই মৃত ব্যক্তিটিকে ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যেতে।

রজত ॥ কিন্তু আমি দেখেছি অন্য আরো কিছু। কিছু মানুষ ওভাবে মরছে না তা নয়, কিন্তু সমাজের বেশীর ভাগ মানুষই বাঁচবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করছে ! দাঁতে দাঁত চেপে, কাঁধ সোজা করে, দুর্জয় মনোবল নিয়ে লড়াই করছে তারা। তারাই রচনা করছে ইতিহাস, আপনার মত বিষ খেয়ে যারা পলায়নের পথ খোঁজে—তারা নয়।

( গজর গজর করতে করতে নীলকৃষ্ণ বাবুর প্রবেশ। মধ্য বয়স্ক, পক্ক কেশ, পক্ক গোঁফ, বগলে ছাতা )

নীলকৃষ্ণ ॥ হাড় মাস একেবারে জ্বালিয়ে খেলো। যেখানেই অশান্তি, গণ্ডগোল হতভাগা সেখানেই যাবে মোড়লি করতে। ( গোবিন্দকে লক্ষ্য করে ) এই, চলে আয়, চলে আয় বলছি। এখুনি চল্ এখান থেকে।

গোবিন্দ ॥ আমি আপনার সঙ্গে পরে দেখা করব। আপনি এখন যান।

নীলকৃষ্ণ ॥ শুনেছেন, কথা শুনেছেন ? উনি আমার সঙ্গে পরে দেখা করবেন। আমি যেন বাড়ীওয়ালা কিম্বা দোকানের মুদি।

রজত ॥ আপনি কে ঠিক জানি না, তবে—

নীলকৃষ্ণ॥ ওই যে, ওঁকেই জিগ্যেস করুন না। (গোবিন্দকে) কি আমার পরিচয় দিতে লজ্জা করছে।

গোবিন্দ॥ উনি আমার জ্যাঠামশাই!

নীলকৃষ্ণ॥ কিন্তু হলে কি হবে? জ্যাঠাগিরিটা ফলান উনিই আমার উপরে শুনলেন না কথার ঢং? আর একটা কথা বলবি না, চল্ আমার সঙ্গে চল্—

রজত॥ আহা আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরা একটা সিরিয়াস আলোচনা করছি।

নীলকৃষ্ণ॥ সিরিয়াস আলোচনা? ভদ্রলোকেরা নাটক করতে এসেছেন কলকাতা থেকে, লোকে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে সেই নাটক দেখতে এসেছে, মাঝপথে সেটা বন্ধ করে দিয়ে সিরিয়াস আলোচনা?

অনিমেষ॥ বলুনতো মশাই আপনি। এটা নিতান্তই জবরদস্তি নয় কি? ওঁদের মনোমত হচ্ছেনা বলে নাটকের অভিনয়ই হতে দেবেন না।

নীলকৃষ্ণ॥ আমাকে আর বলবেন না মশাই। ওর সমস্ত কিম্ভূতকিমাকার কাণ্ড দেখে দিনরাত আমি ভয়ে মরি। কখন পুলিসে ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে না মেরে ফেলে। কোন বাড়ীওয়ালা কোন্ ভাড়াটেকে বে-আইনী ভাবে উচ্ছেদের নোটিস দিয়েছে, কে কা'র পনেরো দিনের মাইনে ঠকিয়েছে, ভূ-ভারতে যত হাঙ্গামা আছে ও গিয়ে জড়াবে সবার আগে।

অনিমেষ॥ সে সবের পেছনে তবু একটা সৎ উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু একটা নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেবার কোন অর্থ হয়?

গোবিন্দ॥ এ নাটকের অভিনয় হতে দিলেই অন্যায় হত। বন্ধ করে দিয়ে ন্যায় কাজই করেছি।

নীলকৃষ্ণ॥ ওরে আমার ন্যায় বিশারদ রে! এটা কি মগের মুল্লুক যে তুই যা খুশী তাই করবি? নাটকের তুই জানিস কিরে, মূর্খের চূড়ামণি?

গোবিন্দ॥ আমি মুখ্যু হতে পারি, কিন্তু রজত'দা তো মুখ্যু নন?

নীলকৃষ্ণ ॥ রজত'দা, কে রজত'দা ?

গোবিন্দ ॥ রজত'দা কে চেনেন না, রামকৃষ্ণ ইস্কুলের টিচার—

নীলকৃষ্ণ ॥ ও, তাই নাকি ? তা দেখুন আপনি তো শিক্ষক, শিক্ষিত মানুষ, আপনি এই মুখ্যুটার সাথে জোট পাকালেন কি করে ?

রজত ॥ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্বার্থ যদি এক হয় জোট বাঁধতে ক্ষতি কি ? তাছাড়া গোবিন্দকে আপনি মুখ্যু বলছেন, ও কিন্তু অনেক বিষয়ে শিক্ষিত লোকের চাইতে বেশী বোঝে।

নীলকৃষ্ণ ॥ বোঝা তো উচিত ' ওর বাবা ছিল কত বড় পণ্ডিত লোক। কিন্তু বুঝলে কি হবে। একটা মিনিট ও স্বস্তিতে থাকতে পারে ? এত করে চেষ্টা করছি যদি একটা চাকরি বাকরী জুটিয়ে দিতে পারতাম।

গোবিন্দ ॥ চাকরি যেন রবারের বেলুন, ফিরিওয়ালা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নীলকৃষ্ণ ॥ শুনেছেন, কথার ছিরি শুনেছেন ?

রজত ॥ আচ্ছা জ্যাঠামশায়, গোবিন্দ যদি চাকরি না পাবার দুঃখে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে আপনার কেমন লাগবে ?

নীলকৃষ্ণ ॥ বালাই ষাট, আত্মহত্যা নরকের দ্বার, আত্মহত্যা মহাপাপ, আত্মহত্যা করবে কেন ?

রজত ॥ এই নাটকে উনি তাই করছিলেন। বেকারত্বের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে উনি বিষ খেয়ে মরতে যাচ্ছিলেন, তাই আমরা বাধা দিয়েছি, বলুন কোন অন্যায় করেছি ?

নীলকৃষ্ণ ॥ অন্যায় করবে কেন ? এতো খুব ভাল কাজ করেছো। চাকরি না পেলে কি আত্মঘাতী হতে হবে ? আরে রাম রাম !

অনিমেষ ॥ আত্মহত্যা করা ভাল কি মন্দ সেটা নীতিশাস্ত্রের আলোচ্যবিষয়, কিন্তু বাস্তব জগতে আত্মহত্যা হামেশাই হচ্ছে এটা তো মিথ্যে নয়।

নীলকৃষ্ণ ॥ না তা মিথ্যে নয়। এই তো আমাদের পাড়ার পরমেশ্বরের ছেলেটাই তো ক'দিন আগে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

অনিমেষ ॥ তাহলে আপনিই বলুন?

নীলকৃষ্ণ ॥ তা বলাবলির আর কি আছে। এরা যখন বলছে আত্মহত্যা নাই বা দেখালেন। সবাই তুষ্ট হলেই না শিব তুষ্ট।

অনিমেষ ॥ এটা কি একটা কথার মত কথা হল। একটা মহড়া দিয়ে তৈরী করা লিখিত নাটক, অভিনয় চলার সময় একজন এসে আপত্তি করলেন, আর অমনি বদলে দেব?

নীলকৃষ্ণ ॥ তাতে আর অসুবিধা কি? সব সময় অভিনয় কি লিখিত নাটক অনুযায়ী হয়? শুনুন তাহলে বলি। আমাদের পাড়ায় একবার "কীচক বধ" পালা হচ্ছিল। কীচকের হত্যাকারীর ভূমিকায় নেমেছিলাম আমি। যথা-সময়ে কীচককে হত্যা করতে গিয়েছি, কিন্তু কার সাধ্য তাকে হত্যা করে। সে বাঁই বাঁই করে প্রচণ্ডভাবে তরোয়াল ঘোরাতে আরম্ভ করল; যত তাকে ইশারায় বলি—এবারে ক্ষ্যান্ত হ, ও ভ্রূক্ষেপই করলনা। শেষে কি করল জানেন, আমাকেই চিৎ করে ফেলে বধ করে ফেলল। "কীচক বধ" বইতে সে রাত্রে কীচক অক্ষতই রয়ে গেল।

অনিমেষ ॥ সে যুগে অনেক কিছুই হত। কিন্তু সেসব দিন চলে গেছে। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বাংলা নাটকের সামনে খুলে গেছে আজ এক উজ্জ্বল দিগন্তের পথ।

নীলকৃষ্ণ ॥ আরে মশাই আজকালকার নাটকে আছে কি? শুধু কতকগুলো কথা, তাও অর্ধেক কথার মানেই বুঝতে পারা যায় না। সে ছিল গিরীশ-বাবু, দানীবাবুর যুগ বুঝলেন? যেমন নাটক, তেমনি অভিনয়, তেমনি নিষ্ঠা, আজও যেন চোখ বুঝলে শুনতে পাই—

ওরে ওরে দুরাশয় মূঢ় ভাগ্যহীন
দ্বারে এসেছে আজ চরম দুর্দিন!

অন্যায় স্থায়ে আজি হবে যেই রণ
সেই রণে অন্যায়ের নিশ্চিত মরণ !
দিবারূপী সত্যের উজ্জ্বল আলোকে
মিথ্যার ছলনা জাল চক্ষুর পলকে
ছিন্ন ভিন্ন হবে।

অনিমেষ ॥ আপনি যৌবনে নিয়মিত অভিনয় করতেন বোধ হয় ?

নীলকৃষ্ণ ॥ যৌবনে মানে ? ষাট বছর বয়সেও যাত্রায় বিবেকের গান করেছি, সেই গান শুনে লোকে আমাকে পয়সা ছুঁড়ে মেরেছে। শুনবেন একখানা—

( গান ) ওরে বেশী বাড়া ভাল নয়—
শোনরে বারতা
জাছিয়ে জনতা
ঘোষিছে কালের জয়।

অনিমেষ ॥ ( স্বগতঃ ) ভাল ঝামেলায় পড়া গেল। ভাইপো এলেন নাটক বন্ধ করতে, জ্যাঠা এসে নাটক শুরু করে দিলেন।

নীলকৃষ্ণ ॥ কিছু বলছিলেন ?

অনিমেষ ॥ সে রকম কিছু নয়। বলছিলাম এবয়সেও আপনার গলাটি বেশ আছে ?

নীলকৃষ্ণ ॥ তাহলে স্বীকার করছেন ? করতেই হবে। আমরা কাষ্ঠখড় পুড়িয়ে অভিনয় শিখেছিলাম বুঝলেন, যেমন শরীরের সেবা, তেমনি গলার তোয়াজ, এই যাঃ আফিমের কৌটাটা ফেলে এসেছি, আমার আবার মৌতাতের সময় হয়ে গেছে, ওরে গোবিন্দ, চল্ চল্—

গোবিন্দ ॥ আপনি যান জ্যাঠামশাই, আমি পরে যাচ্ছি।

নীলকৃষ্ণ ॥ আবার দেরী কেন ? চল্না বাবা। তোকে এখানে রেখে গিয়ে আমি কি স্বস্তিতে থাকতে পারব ?

রজত ॥ আপনি কিছু ভাববেন না, গোবিন্দ আমার সঙ্গে যাবে এখন।

নীলকৃষ্ণ ॥ আপনি বলছেন যখন, আপনার ভরসায় রেখে যাচ্ছি, তবে দেখবেন, মারামারি করে আবার হাত পা না ভাঙে।

রজত ॥ না না, সেসব কিছু হবে না।

নীলকৃষ্ণ ॥ তাহলে চলি। তাড়াতাড়ি ফিরিস রে গোবিন্দ। ( প্রস্থান )

অনিমেষ ॥ আপনারা কি রকম নাটক চান, একটু খুলে বলবেন ?

রজত ॥ আমরা চাই যুগের উপযোগী নাটক, এমন নাটক যাতে সাধারণমানুষের সুখ দুঃখ ভাষা পাবে।

অনিমেষ ॥ আপনারা কতটুকু দেখেছেন এ নাটকের যে বুঝে ফেললেন সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ ভাষা পায়নি ?

গোবিন্দ ॥ আপনার একবন্ধু "ডীন" হয়েছে, অন্য বন্ধু ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছে, আপনি তার কোনটাই হতে পারেননি বলে মনের দুঃখে বিষ খেয়ে মরতে যাচ্ছিলেন, এটা কি সাধারণ মানুষের জীবনের কথা নাকি ?

অনিমেষ ॥ না হয় মেনেই নিলাম ওটা হল অসাধারণ মানুষের জীবনের কথা, কিন্তু ঐটুকুই কি নাটকের সব ? একটু ধৈর্য ধরে অন্তত: একটা সিন দেখুন না, যদি সাধারণ মানুষের কথা না পান তখন বলবেন।

রজত ॥ বেশ আপনি করুন একটা সিন, দেখাই যাক্।

অনিমেষ ॥ আপনারা তাহলে ভেতরে যান। মনে করুন এটা একটা পার্ক, পার্কের একটা বেঞ্চে নায়িকা অর্থাৎ বর্ণালী বসে আছে, পার্কের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে একটা রাস্তা—

[ মুহূর্তের জন্য মঞ্চ অন্ধকার হয়। দৃশ্যান্তর। পার্কের একটি বেঞ্চিতে বসে আছে অতি আধুনিক সজ্জায় সজ্জিতা বর্ণালী। একটু পরেই অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ করে অনিমেষ, সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে সে। ]

বর্ণালী ॥ অনিমেষ দা, ও অনিমেষ দা !

অনিমেষ ॥ বর্ণালী ! তুমি এখানে বসে ?

বর্ণালী ॥ পৃথিবীটা এতো বড়ো যে আমার মতো ছোটো মানুষকে তোমার চোখেই পড়ছে না ?

অনিমেষ ॥ (বেঞ্চে বসে) পৃথিবীটাকে তুমি বড়ো কোথায় দেখছ বর্ণালী, আমিতো দেখছি ভীষণ সংকীর্ণ, ভীষণ ছোটো ! এতো ছোটো যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে ! কালকে মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, ঘরের বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, শুনলাম কে যেন ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে ; একটু পরে বুঝতে পারলাম কাঁদছে আর কেউ নয়, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা হাজার হাজার বছরের এই বুড়ো পৃথিবীটা, এই যন্ত্রণাময় জীবন ভার থেকে সে যেন মুক্তি চাইছে !

বর্ণালী ॥ তুমি দেখছি পুরোপুরি হতাশা রোগে আক্রান্ত হয়েছো অনিমেষদা !

অনিমেষ ॥ 'আশার তরণী' কথাটা কাব্যেই শোভা পায় বর্ণালী, আমিতো মনে করি বাস্তব পৃথিবীতে আশা করাটাই ভুল।

বর্ণালী ॥ নতুন কথা শুনছি তোমার মুখে। এই কি সেই অনিমেষ চৌধুরী তিন বছর আগে ইউনিভারসিটির লনে গরম গরম বক্তৃতায় যে হাততালির ঝড় তুলত ?

অনিমেষ ॥ হ্যাঁ এই সেই অনিমেষ, তবে পরিবর্তনটা হয়েছে নিমেষে বলতে পার। মাত্র তিন বছরে—

বর্ণালী ॥ তি—ন—ব—ছ—র ! আমার কিন্তু মনে হয় তিন দিন আগের কথা। সেদিন যেন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে তুমি, বার বার আবৃত্তি করতে—

আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা—

অনিমেষদা, বলোনা একবার কবিতাটা, বহুদিন শুনিনি তোমার মুখে !

অনিমেষ ॥ ( আবৃত্তি করে ) জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে

আশার পিছনে ভয়,

ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে,

চিরদিন ধরে দিবসের পিছে,

সমস্ত ধরাময়।

বর্ণালী ॥ এ কি কবিতা বলছ তুমি অনিমেষদা, আমি কি এই কবিতা শুনতে চেয়েছি ?

অনিমেষ ॥ আজ যে এই কবিতাই শুধু বলতে ভাল লাগছে বর্ণালী। যেদিকেই তাকাই শুধু ধু ধু মরুভূমি, শুধু অন্ধকার, আচ্ছা বর্ণালী, বলতে পার জন্মের আগে আমরা কোথায় ছিলাম ?

বর্ণালী ॥ না, জানিনা তো—

অনিমেষ ॥ যে প্রশ্নের উত্তরকে একটা বড় 'না' এসে গ্রাস করে, সেও তো অন্ধকারেরই নামান্তর। মৃত্যুর পরে আমরা যেখানে যাবো সেও আর এক অন্ধকার। যে জীবনের শুরুতে অন্ধকার, শেষেও অন্ধকার, সেই জীবনে "আশার আলো" কথাটা হাস্যকর নয় কি ? বল্‌গা হরিণের মতো মানুষগুলো ছুটছে "আশা" নামে এক মরীচিকার পিছনে, জীবনের পুঁজি শেষ করে যখন ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ে, তখন দেখে পায়ের নীচে জমে আছে শুধু বালি আর বালি............

( কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। নেপথ্যে বাদামওয়ালার গলা শোনা যায়—"বাদাম চাই বাবু—বাদাম !" পরক্ষণেই বাদামওয়ালা প্রবেশ করে।)

বাদামওয়ালা ॥ বাদাম নেবেন দিদিমণি ?

বর্ণালী ॥ বাদাম খাবে অনিমেষ দা ?

অনিমেষ ॥ না, বাদাম খেতে ইচ্ছে করছে না।

বর্ণালী ॥ না, বাদাম চাই না।

বাদামওয়ালা ॥ আপনি একটা প্যাকেট নিন না দিদিমণি—খুব টাট্‌কা বাদাম—ভাল করে ভাজা—

বর্ণালী ॥ বললাম তো নেব না—

বাদামওয়ালা ॥ একটা প্যাকেট নিন, মাত্র দশ পয়সা দাম—

অনিমেষ ॥ আচ্ছা ফ্যাসাদ তো, কেউ না কিনলে তুমি জোর করে কেনাবে নাকি ?

বাদামওয়ালা ॥ আপনারা দয়া না করলে গরীবেরা কি করে বাঁচবে বাবু !

অনিমেষ ॥ শোন, শোন, এদিকে শোনো—

বাদামওয়ালা ॥ (কাছে গিয়ে ) বলুন বাবু ?

অনিমেষ ॥ কি বললে তুমি ? আর একবার বলো তো !

বাদামওয়ালা ॥ বলছিলাম আপনারা দয়া না করলে যে মরে যাব বাবু !

অনিমেষ ॥ মরে যাবে, এখনো তাহলে তুমি বেঁচে আছো ?

বাদামওয়ালা ॥ আজ্ঞে—

অনিমেষ ॥ তুমি ঠিক জানো, তুমি এখনো বেঁচে আছো ?

বাদামওয়ালা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার সামনে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছি—

বর্ণালী ॥ কি হচ্ছে অনিমেষদা, যেতে দাও ওকে—

অনিমেষ ॥ দাও, এক প্যাকেট বাদাম দিয়েই যাও। মাত্র দশ পয়সায় যদি তোমার অমূল্য জীবন রক্ষা পায়, এই নাও পয়সা—

[ বাদামওয়ালাকে অনিমেষ পয়সা দেয়। বাদামওয়ালা এক প্যাকেট বাদাম অনিমেষের হাতে দেয় ]

অনিমেষ ॥ বাড়ীতে খাবার লোক ক'জন ?

বাদামওয়ালা ॥ আজ্ঞে, মা-মরা দুটি ছোট ছেলে, আর আমি—এই তিনজন।

অনিমেষ ॥ মা-মরা ? মানে তোমার স্ত্রী নেই ? কেন, আবার বিয়ে করলে না কেন ?

বাদামওয়ালা ॥ ঠাট্টা করছেন বাবু ! বাচ্চা দুটোকেই পেট ভরে খাওয়াতে

পারিনা—বিয়ে করে আর একজনকে মারতে নিয়ে আসব ? তাছাড়া বিয়ে করতে পারিনি একরকম ভালই হয়েছে বাবু, ছেলে দুটোর মা মরে গিয়ে যেখানেই থাক, এই ভেবে মনে শান্তি পাবে যে ওর ছেলেরা বাপের মনের সব ভালবাসাটুকুই পাচ্ছে—চলি বাবু, ওধারটায় একবার যাব— [ প্রস্থান ]

বর্ণালী ॥ বাদামওয়ালা লোকটি বেশ, তাই না অনিমেষদা ?

অনিমেষ ॥ যে মরে গেছে তার আবার ভালমন্দ আছে নাকি ?

বর্ণালী ॥ বলছ কি অনিমেষদা, ও মরে গেছে ?

অনিমেষ ॥ নিশ্চয়ই। একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ও ঘুরপাক খাচ্ছে। এই গণ্ডীর বাইরে যা কিছু তা ওর কাছে মূল্যহীন, অর্থহীন ! ও বেঁচে আছে শুধু মৃত্যুর জন্যই ! দেহটা হয়তো এখনো জীবন্ত, কিন্তু অন্তর্মনে ও মারা গেছে অনেক আগেই।

বর্ণালী ॥ জানি না তুমি কি বলতে চাও। আমার তো মনে হয় ও খুব বেশী জীবন্ত। স্ত্রীকে এতো বেশী ভালবাসত যে একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না তার স্মৃতিকে। সেই একটা কিছু অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে ও বাঁচার জন্য দুরন্ত ভাবে ছুটছে।

অনিমেষ ॥ ঠিক উল্টো, ও হয়ত জানেই না ও বেঁচে আছে। তুমি লক্ষ্য করে দেখো অশিক্ষিত নীচুতলার লোক যারা তাদের অনুভূতি বোধটাই ভোঁতা। জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য বোধ তাদের থাকে না। অবশ্য একদিক দিয়ে বিচার করলে মন্দ নয়। জন্তু-জানোয়ারদের মত দু'বেলা দুটি পেটে গুঁজতে পারলেই পরম শান্তি।

বর্ণালী ॥ জন্তু বল আর যাই বল, ওকে কিন্তু আমার খুব ভাল লাগল। মনে হয় অমনি একটি পরিবারে যদি জন্ম হত বেশ হত। অর্থের দৈন্য যেটুকু থাকত সেটুকু ভরে উঠত মনের ভালবাসায়। যদি অকালে ওপারের ডাক আসত, যাবার আগে বলে যেতাম, এই পৃথিবী কত ভাল, কত সুন্দর………। অনিমেষদা, আজকাল আমাকে তোমার ভাল লাগে ?

অনিমেষ ॥ আজকাল ? তাহলে এককালে লাগত এই স্বীকৃতিটুকু দিলে ?

বর্ণালী ॥ না দিলে তুমি বুঝি নিষ্কৃতি পেতে ?

অনিমেষ ॥ দেশলাইয়ের কাঠি একবার জ্বললে সব বারুদটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার মুক্তি কোথায় !

বর্ণালী ॥ যুক্তির জাল বুনে তুমি কিন্তু আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছো !

অনিমেষ ॥ আমিও তো প্রশ্ন করতে পারি হঠাৎ তোমার এরূপ প্রশ্নের কারণ কি ?

বর্ণালী ॥ আমি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, তুমি যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছো। কথার সঙ্গে কাজের কোন খেই থাকছে না। তোমার সেই উচ্ছ্বাস, সেই আবেগ, কোথায় গেলো ? চলো কিছুদিন চেঞ্জে যাই !

অনিমেষ ॥ কোথায় চেঞ্জে যাবে, যেখানেই যাবে—এক পৃথিবী, এক অনুভূতি, একটাই গণ্ডীবদ্ধ পরিসর। চেঞ্জ পাবে কোথায় ?

বর্ণালী ॥ না—না, এরকম বললে চলবে না, দিন দিন কি হচ্ছ তুমি। বিকেল বেলায় কোথায় যাও আজকাল দেখতেই পাই না।

অনিমেষ ॥ বিকেল বেলায় শ্মশানে গিয়ে বসে থাকি। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয় তবু উঠে আসতে ইচ্ছে করে না, বেশ লাগে ?

বর্ণালী ॥ শ্মশানে গিয়ে বসে থাক ? কেন ?

অনিমেষ ॥ পৃথিবীর পাট চুকিয়ে ওখানে যারা আসে তাদের দেখতে ভাল লাগে। জীবন্ত মানুষ দেখলে আজকাল ভয় হয়। স্বার্থ আর নোংরামীর গন্ধ পাই যেন সবাইকার গায়ে। কিন্তু মড়াগুলোর সে গলদ নেই, মনে হয় সারাদিন ওদের মধ্যেই থাকি ?

[ দ্রুতবেগে রজত ও গোবিন্দের প্রবেশ ]

রজত ॥ অবজেক্‌শনেব্‌ল, মোষ্ট অবজেক্‌শনেব্‌ল্। একজন সুস্থ-সবল ইয়ং ম্যান্, আপনার জ্যান্ত মানুষ ভাল লাগে না—ভাল লাগে মড়া ?

গোবিন্দ ॥ এখনি কি ! এর পরে দেখবে উনি মড়ার গায়ে চেপে ঐ তান্ত্রিক সাধনা, না পিশাচ সাধনা কি বলে, তাই করবেন ।

অনিমেষ ॥ আপনারা কথা দিয়েছিলেন একটা সিনের অভিনয় আপনারা দেখবেন, কিন্তু সিনটা শেষ হবার আগেই—

গোবিন্দ ॥ আমরা ঢুকে পড়লাম । কোন চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট মানুষের পক্ষে এই অভিনয় বসে বসে দর্শন করা সম্ভব নয়, তাই আসতে বাধ্য হলাম ।

অনিমেষ ॥ তাতো এলেন দেখতেই পাচ্ছি । কিন্তু আপনাদের এরকম অধৈর্য হয়ে পড়ার কারণটা কি হল বুঝতে পারছি না । কোন চরিত্র কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ কথাটা বলছে সেটা বিচার করতে হয় । অনিমেষের অবস্থায় পড়লে আপনারও জীবন্ত মানুষের পরিবর্তে মড়াই ভাল লাগত—

গোবিন্দ ॥ কখ্খনো না । ছোট বেলা থেকেই মড়া দেখলে আমার দারুণ ভয় লাগে, আমার লাগবে মড়া ভাল ?

অনিমেষ ॥ কিন্তু মৃত্যুকে এড়াতে চাইলেই কি এড়ানো যায় ? যা সত্য, তা অমোঘ নিয়মের মতো আসবেই ।

রজত ॥ থামুন, বস্তুবিহীন, নেতিমূলক একপেশে ব্যাখ্যাতে কোন কিছুই সত্য হয়ে যায় না । জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার হতাশায় অনিমেষকে আত্মহত্যা করাতে নিয়ে গেলেন আপনি, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে আপনার কর্তব্য ছিলনা কি অনিমেষকে একবার চিন্তা করতে বলা, অফুরন্ত সম্পদে ভরা এইদেশে দুবেলা দুটি পেটে গোঁজার মত একটা চাকরি মানুষের জোটে না কেন ? একজন শিক্ষিত যুবক হিসাবে তার একবার ভাবা উচিত ছিল না কি কোথায় সেই বাধার পাহাড়, মানুষের জীবনকে যা দুর্বিসহ করে তুলেছে ?

বর্ণালী ॥ বুঝতে পেরেছো এঁরা কোন্ নাটক চান ? সেই জনকয়েক শ্রমিক, একজন মালিক, একটু লড়াই, শেষে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল ।

গোবিন্দ ॥ আর আপনারা নাটকে কি দেখান, শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার মিছিল।

কথার জাল বুনে বুনে ভাল তারা বাসবেই, দেশ মহামারী বন্যায় রসাতলে যাক, ভালবাসার খামতি নেই কেননা এই তথাকথিত ভালবাসা অক্ষয়-অমর।

অনিমেষ ॥ ভালবাসা ছিল, ভালবাসা আছে, ভালবাসা থাকবে। ভালবাসাই মানুষকে করেছে অন্য জীবের থেকে পৃথক্।

রজত ॥ ভালবাসা জীবের ধর্ম, কিন্তু যেহেতু মানুষ বস্তু নির্ভর এবং সজ্ঞানী, মানুষের ভালবাসাও বাস্তব নির্ভর। ভালোবাসার স্বর্গীয় অমর অক্ষয় রূপটি কোনো বটিকা সেবন দ্বারা বাঁচিয়ে রাখা যায় কি? পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় রমণী হয়েছে ভোগের বস্তু, প্রেম পরিণত হয়েছে পণ্যে, একথা তো কোথাও বললেন না নাটকে? আপনাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সূক্ষ্ম কথার জাল বুনে, মিথ্যে মোহ সৃষ্টি করে মানুষকে সংগ্রাম বিরোধী করে তোলা।

অনিমেষ ॥ নাটকটা কি রণক্ষেত্র নাকি যে ঝাণ্ডা নিয়ে শ্রমিকবাহিনীকে প্যারেড করাতে হবে?

রজত ॥ দরকার হয়ে থাকলে তাই হবে। যদি বোঝা যায় আজকের এই পচা গলা সমাজের একমাত্র ওষুধ ঝাণ্ডা, তাহলে লাল ঝাণ্ডা নিয়েই প্যারেড করাতে হবে। আগে মানুষ বাঁচবে তারপর তো আপনার নাটক!

অনিমেষ ॥ মানুষ নিজে যদি না বাঁচে কোন নাটক তাকে বাঁচাতে পারবে না। আপনাদের রুচি অনুযায়ী নাটক করলে তা আর যাই হোক্ নাটক হবে না, হবে কিছু সস্তা প্রচার!

গোবিন্দ ॥ আপনাদের নাটক যেন একেবারে জল না মেশানো খাঁটি গো-দুগ্ধ! প্রচারের ভেজাল বলে কিছু থাকে না।

অনিমেষ ॥ নিশ্চয়ই থাকে না, প্রচারের প্রয়োজন হলে সভা ডাকব, সংবাদপত্রে বিবৃতি দেব, নাটককে ভারাক্রান্ত করবো কেন? প্রচারধর্মী নাটক হল জলের বুদ্বুদ্ উত্থানেই যার পতন। কিন্তু আমার নাটকে আমি

ধরে রাখতে চাই মধ্য নদীর শান্ত গভীর জলস্রোতকে, চিরকালের জীবন জিজ্ঞাসাকে।

গোবিন্দ ॥ ঐসব জীবন জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা বলে আসলে তো করছেন জীবনের শ্রাদ্ধ।

অনিমেষ ॥ বর্ণালী, তুমি এখন ভেতরে যাও। (বর্ণালী চলে যায়) দেখুন গোবিন্দবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না। জগতের অন্য কোন ব্যাপারে আপনি হয়ত খুবই এসেন্সিয়েল হতে পারেন, কিন্তু নাট্য বিচারের ক্ষেত্রে আপনার অংশগ্রহণটা সুবিবেচনার কাজ হবে না।

রঞ্জিত ॥ কিন্তু অশিক্ষিত নীচুতলার লোকগুলো সব জন্তু জানোয়ারের মতো, দুবেলা দুটো পেটে গুঁজতে পারলেই হল, নাটকের ভেতরে এই মন্তব্য করাটা আপনার পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হয়েছে কি ?

অনিমেষ ॥ মিথ্যা কিছু বলেছি কি ? একথা কি সত্য নয় কলকারখানায় কাজ করে যারা, কেমন শান্তিপূর্ণ নির্বিরোধ এদের জীবন। ছেঁড়া কাপড় পরে, সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে, সন্ধ্যেবেলায় একটু ঢোল বাজিয়ে মহা আনন্দে দিন কাটায়। অভিযোগ করেনা কাউকে, জগতে কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে সেজন্য কোন প্রতিক্রিয়াই নেই এদের মনে।

গোবিন্দ ॥ এসব গাঁজা আমদানি কোত্থেকে করলেন ? সামনেই কুলি ব্যারাক আছে, চলুন যাবেন আমার সঙ্গে। মুনিয়া বলে একটি হিন্দুস্থানী শ্রমিককে গতকাল সাসপেণ্ড করেছে বলে সারাটা ব্যারাক কি রকম বিক্ষোভে গম্ গম্ করছে নিজের চোখে দেখে আসবেন চলুন।

রঞ্জিত ॥ জগতে কোথায় কি ঘটছে তার জন্য এদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয়না বলছেন ! একটা ঘটনা আপনাকে বললেই যথেষ্ট হবে, এই কদিন আগে এখানকার শ্রমিকরা সারিবদ্ধ হয়ে লাইন দিয়ে রক্তদান করেছে, সেই রক্ত পাঠানো হয়েছে ভিয়েৎনামের মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্য হিসাবে।

গোবিন্দ ॥ এখানকার কুলি মজুররা কতটা এডভান্স বুঝতে পারলেন ?

রঞ্জত ॥ শুধু এখানকার কেন, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই শোষিত মানুষের দল আজ নতুন জীবন বোধে উদ্বুদ্ধ! কয়েকদিন আগে দেখলেন না পাকিস্তানে কি ঘটে গেল? ইয়াহিয়া শাহীর বিরুদ্ধে কি প্রচণ্ড আর গৌরবজ্জ্বল রক্ত রাঙ্গা ইতিহাস রচনা করল সেখানকার সাধারণ মানুষ! এরকম বিদ্রোহের দু একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেও কি মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে না?·········সেবার খরার বছর। চারদিকে পড়ে গেল হাহাকার, চারটাকা পাঁচটাকা উঠল চালের দর। দুবেলা দুটো ভাতের জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে উঠল যজ্ঞেশ্বরের বিধবা বৌ লক্ষ্মীর কাছে।·········একদিন সকালবেলা, ছেলেটা তার দুটো ভাতের জন্য ক্রমাগত কেঁদে চলেছিল। দশটি টাকা যোগাড় করে ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে সে গিয়েছিলো চাল কিনতে। কিন্তু চাল কিনে ফেরার পথে চাল পাচারের অভিযোগে পুলিস তাকে টেনে নিয়ে গেল থানায়। ও. সি. এসে টিট্‌কারী মেরে বললেন, তোর স্বামী লাল ঝাণ্ডার ইউনিয়ন করত, আর তুই কিনা চাল পাচার করছিস? এ যে ঘোর অধর্ম! সারাদিন তাকে আটকে রেখে, চালগুলো কেড়ে নিয়ে সন্ধ্যা বেলায় ছেড়ে দিলেন। লক্ষ্মীর কাছে তখনও অবশিষ্ট ছিল দুটি টাকা। তাই দিয়ে আধ কিলো চাল কিনে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটল বাড়ীতে। কিন্তু গিয়ে দেখলো চাল কেনার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তার! তিন দিনের উপবাসী ছেলেটা কোন সময়ে জীবনের মতো কান্না থামিয়ে মরে কাঠ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। তারপর অর্ধোন্মাদ লক্ষ্মীর বুকফাটা কান্নায় সারা পাড়ার লোক চমকে উঠল, দলে দলে ছুটল তারা থানার দিকে, কৈফিয়ৎ চাইতে, লক্ষ্মীর এমন সর্বনাশ করার অধিকার তাদের কে দিয়েছে। ও সি. সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, সেই বিশাল মানুষের মিছিল দেখে, হুকুম দিলেন গুলি চালাবার, মুহূর্তের মধ্যে ঝরে পড়ল আরো বারোটি তাজা প্রাণ মৃত্যুর কোলে; অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এসে জীবন দিতে কুন্ঠিত হয়না যারা, তাদের আপনি বলেন সন্ধ্যা বেলায় একটু ঢোল বাজিয়ে

মহা আনন্দে দিন কাটায় ?

অনিমেষ ॥ আপনি যে ঘটনা বললেন তা খুবই মর্মান্তিক এবং দুঃখের সন্দেহ নেই। কিন্তু নিয়তির বেদীমূলে যুগে যুগেই হয়েছে অকাল প্রাণের বলিদান! কিন্তু এসব ঘটনা ইতিহাসের উপাদান হতে পারে, নাটকের নয়।

রজত ॥ নাটকের উপাদান বুঝি থাকে আপনাদের নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে যারা শুধু পিয়ানো বাজায়, আবৃত্তি করে, আর আত্মহত্যা করতে হলে আমদানী করে রেশমী সুতোর? এই নাটকে আপনি বিষ খেয়ে মরতে যাচ্ছিলেন, মরতে আর একদল যুবকও গিয়েছিল এই সেদিন কৃষ্ণনগর শহরে। পুলিস গুলি করতে এগিয়ে এলে জামার বোতাম খুলে বলেছিল তারা—কর কত গুলি করবে। সেই দৃপ্ত সাহসের সামনে বন্দুক নামিয়ে পিছু হটতে হয়েছিল পুলিসকে। এ নাটক বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত চমকিত করে মানুষকে, যুবকদের মনে আনে উদ্দীপনার বন্যা—কিন্তু আপনাদের নাটক বঞ্চিত, শোষিত মানুষকে বলে, এ জীবন শুধু অন্ধকারেই ভরা, অতএব যে যেখানে আছো খাঁচার পাখীর মত গুমরে মরো।

অনিমেষ ॥ আপনারা কি মনে করেন সব মানুষ যদি বড়লোক হত, তাহলেই তার দৈন্য ঘুচত? ব্যাংক ব্যালান্স কখনো মানুষের মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে কি?

গোবিন্দ ॥ অর্থ সম্বন্ধে আপনি কি খুব উদাসীন নাকি? আমি জানি শিউপূজনবাবু আপনাকে আটশো টাকায় এখানে নাটক করার ব্যাপারে রফা করতে বলেছিলেন, কিন্তু আপনি হাজার টাকার একটি পয়সা কম পেলে নাটক করবেন না বলে জবাব দিয়েছিলেন—

অনিমেষ ॥ পরিশ্রমের মূল্য আর অর্থের লালসা এ দুটো কি এক জিনিস?

গোবিন্দ ॥ না না, তা কি করে হবে? কনেষ্টবলের বেলায় যেটা ঘুষ, বড়ে-বাবুর বেলায় সেইটাই প্রণামী!

কবি ॥ আমি বলছিলাম কি, make up কি খুলে ফেলব? আজকে অভিনয় হবে এরূপ সম্ভাবনা ক্রমশই তো ক্ষীণ হয়ে আসছে।

অনিমেষ ॥ এ প্রশ্ন তুমি আমাকে না করে এঁদের করো, হয়তো সদুত্তর পেতে পার। তুমি কথা বল, আমি একটু ভেতর থেকে আসছি।

[ প্রস্থান ]

কবি ॥ বলুন না আপনারা, make up রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা আর আছে কি?

গোবিন্দ ॥ কি এমন make up নিয়েছেন মশাই যে খুলে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন?

কবি ॥ আপনারা বুঝি ভাবেন make up শুধু পোশাক পাল্টালে বা দাড়ি গোঁফ লাগালেই হয়? অভিনয় করতে হলে মনকেও নিতে হয় make up সেই কখন থেকে আমি মনে make up নিয়ে বসে আছি।

গোবিন্দ ॥ ঢং।

কবি ॥ অভিনয়ের মঞ্চে নিজের ঢং বলেতো কিছু নেই। নাট্যকার, পরিচালক আমাকে যে ঢং-এ গড়েছেন, আমি যে তাই। কেউ ফর্সা, কেউ কালো, কেউ খাটো, কেউ লম্বা, এর জন্য অভিযোগ জানিয়ে কি লাভ স্রষ্টার কাছে? যদি লাগে ব্যথা, সে ব্যথা গুমরাবে শুধু নিজের অন্তরে।

রজত ॥ আপনিও বেদনার রুগী? আপনারও বোধ হয় খুব যন্ত্রণা?

কবি ॥ আমি কবি, যন্ত্রণার নীলমদ কণ্ঠ ভরে করিয়াছি পান, অতৃপ্ত পিপাসা তবু জ্বলে বুকে নিশিদিনমান—

গোবিন্দ ॥ থাক্ থাক্ হয়েছে—

কবি ॥ আপনাদের যন্ত্রণা ভাল লাগেনা? আমার কিন্তু লাগে। যন্ত্রণা শিল্পীকে দেয় শিল্পের প্রেরণা, সন্তানের জন্মলগ্নে যেমন যন্ত্রণা হয় জননী-জঠরে।

গোবিন্দ ॥ শুধু জননী কেন? সে রকম বিশেষ বিশেষ লোকের জন্মলগ্নে দুনিয়ার সব মানুষের জঠরেই যন্ত্রণা দেখা দেয়—

কবি ॥ আপনি কি বললেন আমি তো ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না।

রজত ॥ ওর কথা হৃদয়ঙ্গম করা একটু শক্ত। আচ্ছা, আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? এই নাটক যে করছেন, কোনদিন কি ভেবেছেন এ নাটক করার কোন সার্থকতা আছে কি না?

কবি ॥ নাটকের ভালমন্দ বিচারের যোগ্যতা আমার কি আছে? ছিলাম পথের ধারে পড়ে নামহারা যেন এক ফুল, সুযোগ্য পরিচালকের হাতের পরশে ঠাঁই পেয়েছি সভা মাঝে ফুলের তোড়া।

রজত ॥ তা বলে কি নিজের বিচার বোধ বলে কোন জিনিস থাকবে না? আচ্ছা এই নাটকে আপনি যে কবির ভূমিকায় নেমেছেন—তিনি কাদের কবি?

কবি ॥ কাদের কবি বলতে আপনি কি বলতে চান?

রজত ॥ অর্থাৎ ভক্ত কবি, না প্রেমের কবি, না মুটে-মজুরের কবি?

কবি ॥ আমি শুধু কবি। শ্রেণী বা কালের গণ্ডীতে বাঁধিনি আমি নিজেকে দেখুন না, আমার খানিকটা অভিনয়, তাহলেই বুঝতে পারবেন আমি কেমন কবি, দেখবেন? তাহলে ডাকি বর্ণালীকে?

গোবিন্দ ॥ ডাকুন; একটু দেখাই যাক্।

কবি ॥ বর্ণালী! এটা হল বর্ণালীর ড্রইংরুম বুঝলেন, বর্ণালী চেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে, এমন সময় প্রবেশ করব আমি— ( বর্ণালী প্রবেশ করে ) এই যে বর্ণালী এসে গেছে, বর্ণালী, তোমার আমার সেকেণ্ড সিনটা আমরা করে দেখাব, তুমি রেডি হয়ে নাও—চলুন আমরা যাই—

[ রজত, গোবিন্দসহ কবির প্রস্থান ]

[ বর্ণালী চেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে থাকে। কবি পুনরায় প্রবেশ করে ]

কবি ॥ কি ব্যাপার, তোমার সুরসভাতল ফাঁকা. তুমি শুধু একা, একি সৌভাগ্য আজ ?

বর্ণালী ॥ এসো তুমি, অসভ্য কোথাকার ? তোমাকে আজ মজা দেখাচ্ছি—

কবি ॥ কি হ'ল. ঢুকতে ঢুকতেই খড়্গ হস্ত ?

বর্ণালী ॥ খড়্গহস্ত নয়, ম্যাগাজিন হস্ত—এই ম্যাগাজিন দিয়ে তোমাকে পেটাব আমি—

কবি ॥ ম্যাগাজিনটা বাদ দিয়ে শুধু হস্ত দিয়ে হোক না, তাহলে মারটা একটু রসালো হবে !

বর্ণালী ॥ রসালো হওয়াচ্ছি, দাঁড়াও –( বর্ণালী উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিনট হাতে প্রহারের ভংগীতে দাঁড়ায় )

কবি ॥ দাঁড়াও—দাঁড়াও, ঠিক ঐ ভাবে দাঁড়াও, এক মিনিট—আহা,

নাগদল নম্রশির লাজে—
হেরি পৃষ্ঠ দেশে বেণী, মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে !

বর্ণালী ॥ হয়েছে, আর কাব্য করতে হবে না। কাল তুমি যা করলে না, আর কোনদিন তোমার সঙ্গে কোথাও বেরুব না।

কবি ॥ কোথায় আবার কি করলাম !

বর্ণালী ॥ আহা, আবার ন্যাকামি হচ্ছে। অত লোকের মাঝে কোমরটা ধরে ঐরকম আকাশে তুলে চরকির মত ঘোরাতে লাগলে, সবাই কি ভাবল বলো তো ?

কবি ॥ ও ! কালকে "মুক্ত মেলার" কথা বলছ ? কেউ কিছু ভাবেনি। ওখানে যারা আসে তারা প্রত্যেকেই সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে আসে। আচ্ছা,

এটা স্বীকার করো তো, জন্মাবার সময় আমরা কেউ লজ্জা আর পোশাক-পরিচ্ছদ সঙ্গে নিয়ে আসিনি।

বর্ণালী॥ তুমি বক্তৃতায় খুব পটু আমি জানি। এখন চুপটি করে বোসো তো!

কবি॥ ( চেয়ারে বসে পা দুটো আর একটা চেয়ারে তুলে দেয় ) আর ভাল লাগে না।

বর্ণালী॥ কি ভাল লাগে না!

কবি॥ এই—এক-দুই-তিন-চার আর চার-তিন-দুই-একের মধ্যে ঘেরা জীবন। চলো বর্ণালী বেরিয়ে পড়ি—

বর্ণালী॥ কোথায়?

কবি॥ আগে হতে জানব না কোথায়। যেদিকে খুশী যেতে থাকবো, দিনের বেলায় জানব না রাত্রির শয্যা হবে মরু বালি কিংবা সবুজ ঘাসের আস্তরণ। পথে যদি পড়ে সমুদ্রতীর, নিশ্চয়ই আমাদের গতি হবে মন্থর, দু-চারটা দিন হয়তো সেখানে থেকেও যেতে পারি।

বর্ণালী॥ না বাপু, সমুদ্রতীরে কিছুতেই থাকবো না, সমুদ্রের বড় বড় রাক্ষসের মতো ঢেউকে আমার ভীষণ ভয় করে।

কবি॥ ভয় কি! বেশ হবে, যদি একটা বিরাট ঢেউ এসে তোমাকে আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় কিংবা ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার আদিগন্ত উদ্বেল জঠরে—

বর্ণালী। ( ভয়ার্ত হয়ে কবির হাত ধরে ) উঃ কি ভয়ংকর তোমার কল্পনা—তোমার একটু ভয়ও করে না। ঐ ঢেউ-এর মাঝে পড়লে তুমি আর আমি এক জায়গায় থাকতে পারবো? কে কোথায় ছিটকে যাব।

কবি॥ ছিটকে গেলে কি হয়েছে? ভয় কি?

বর্ণালী॥ একা একা ভয় করবে না?

কবি॥ যদি তাই হয় তাহলে বুঝতে পারবে সেই একাকীত্ব কত মধুর।

তোমার সত্যিকারের রূপ তুমি খুঁজে পাবে তখন। আসলে এ পৃথিবীতে আমরা সবাই একা, খুব একা।

বর্ণালী॥ তোমার ঐ তত্ত্ব বাবা কিছুতেই মানতে রাজী হচ্ছেন না—আমাদের দুজনকে একসূত্রে গাঁথবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, দুবেলাই বলছেন, তোরা এবার বিয়েটা কর, চোখ বোঝবার আগে অন্ততঃ দেখে যাই।

কবি॥ চাপ তো আমার মা'ও দিচ্ছেন। এই দুই বুড়ো বুড়ীকে কি করে বোঝাই বল দেখি, তোমরা আমাদের জন্ম দিয়েছো বেশ করেছো, কিন্তু মৃত্যুটা ঘটাতে চাও কেন? ভাবতে পারো কি সাংঘাতিক সে জীবন—রান্নাঘর থেকে কাপড়ে হলুদ টলুদ মেখে ট্যাঁ ট্যাঁ করা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘামতে ঘামতে এসে বললে, ওগো, একটু ধরতো, আমিও হয়ত তখন সবে বাজারের থলিটা মেঝেতে নামিয়ে তাল পাখাটার খোঁজ করছি—

বর্ণালী॥ তুমি ভীষণ বাড়িয়ে বলো, সবারই বুঝি অমন হয়?

কবি॥ কি ব্যাপার, তোমার কি বাসনার রূপান্তর ঘটেছে নাকি?

বর্ণালী॥ জানিনা—উস (নিজের ডান হাতটা দিয়ে পিঠের একটা জায়গা চুলকাতে চেষ্টা করে।)

কবি॥ কি হল?

বর্ণালী॥ ভীষণ চুলকাচ্ছে এই জায়গাটা, হাতে পাচ্ছিনা, দাওনা একটু চুলকিয়ে—

কবি॥ (পিঠের দিকে ব্লাউজটা একটু তুলে চুলকে দিতে দিতে) হয়েছে?

[ দ্রুত প্রবেশ করে রজত ও গোবিন্দ ]

গোবিন্দ॥ হয়েছে হয়েছে, খুব হয়েছে।

রজত॥ চুলকানি শুধু ওঁর পিঠে তো হয়নি, আমাদের প্রত্যেকের মনের গভীরে হয়েছে নোংরা চুলকানি, যার বিষাক্ত রস গড়িয়ে পড়ছে এই নাটকের প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি কথায়—

কবি ॥ আপনারা কি দেখে এমন প্রচণ্ড হৈ চৈ করে ছুটে এলেন তাতো বুঝতে পারছিনা—

গোবিন্দ ॥ পারবেন না, সে বোধ থাকলে কি আর এই নাটক করতেন ? ব্লাউজ তুলে একজন মেয়েছেলের পিঠ চুলকে দেবার জায়গা আর পেলেন না, এ দৃশ্য নিয়ে আসতে হল নাটকের মধ্যে ?

কবি ॥ এই সামান্য একটা ঘটনায় আপনারা এতো-উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ?

গোবিন্দ ॥ এই সামান্যে আপনার মন ভরে উঠছেনা বোধ হয় ?

রজত ॥ কোনো নাট্যকার তাঁর নাটকে অযথা কোনো কিছুই সৃষ্টি করেন না, এটা স্বীকার করেন তো ?

কবি ॥ সে তো নিশ্চয়ই—

রজত ॥ আমাকে আপনি বুঝিয়ে বলুন তো এই ঘটনা নাটকে দেখিয়ে নাটকের কোন সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়েছে ? কি বক্তব্যই বা এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন ?

বর্ণালী ॥ যদি অনুমতি করেন আমি জবাবটা দেবো ?

রজত ॥ নিশ্চয়ই। আপনিই বলুন।

বর্ণালী ॥ এই দৃশ্যটা দেখাবার পিছনে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য কিছু নেই শুধু মাত্র নাটকের চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তোলা ছাড়া !

রজত ॥ নাটকের চরিত্রগুলো মানুষ তো ? একটা মানুষের চরিত্র কি জীবন্ত হয় সে হাঁচে কিনা ; সে কাশে কিনা, প্রকৃতির আহ্বানজনিত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ করে কিনা, তার উপর ? শরৎচন্দ্রের দেবদাস ও পার্বতী খুবই জীবন্ত চরিত্র, কই তিনি তো কোথাও অশালীন কোন কিছুর অবতারণা করেননি।

গোবিন্দ ॥ দেবদাসকে একবারও বলেননি পার্বতীর পিঠ চুলকে দিতে

কবি ॥ এই সামান্য ব্যাপারে অশালীনতা বলতে যা বোঝায়—সে রকম কিছু রয়েছে কি ?

গোবিন্দ ॥ ব্যাপারটা সামান্য হলেও এ জিনিস দেখাবার ঝোঁকটা সামান্য নয়।

রজত ॥ ঠিক বলেছিস। সমাজের সর্বস্তরে চলেছে আজকে একটা অশ্লীল সংস্কৃতিকে আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা। বই-এর স্টলগুলোয় গেলে দেখবেন সেখানে ছেয়ে গেছে তোমার জীবন, আমার জীবন, সুন্দর জীবন অর্থাৎ যৌন জীবনের ছড়াছড়ি। এই প্রচেষ্টার উৎস কোথায় জানেন?

কবি ॥ আপনিই বলুন শুনি—

রজত ॥ হ্যাঁ, জেনে নিন। আপনি এতক্ষণ ধরে যে বোঝাবার চেষ্টা করলেন মানুষ একা, খুব একা, আসলে মানুষ তো তা নয়। মানুষ হল সমাজ-বদ্ধ জীব। ঐক্যবদ্ধ ভাবেই তারা বাস করে। সে যখন অত্যাচারিত হয়, তখন বেশী করে ঐক্যবদ্ধ হয়, বেশী করে জোট বাঁধে।

গোবিন্দ ॥ আমাদের দেশের শ্রমিক-কৃষক, মধ্যবিত্ত যেমন আজ দিকে দিকে জোট বাঁধছে এই ধনবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার জন্য—

রজত ॥ এই সময় শোষকশ্রেণী শুধু বন্দুক নিয়েই এগিয়ে আসছেনা—বই নিয়েও আসছে—যে-বই মানুষকে বলছে, মানুষ, তোমার জোট বদ্ধ রূপটা সত্য নয়, তুমি নিঃসঙ্গ তুমি একা। মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে জয় হবেতো তারই, কারণ বিচ্ছিন্ন মানুষ তো সংগ্রাম করতে পারেনা।

কবি ॥ এতো ঘোর প্যাঁচের খবর মশাই আমি জানিনা,—নাটক করি, নাটক করতে ভাল লাগে, তাছাড়া এটাই জীবিকা।

রজত ॥ অবিশ্বাস করছিনা আপনার কথা। কিন্তু ষড়যন্ত্র না করলেও ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে একদিকে প্রচার করা হচ্ছে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ, হতাশাবাদ, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই নাটকের মধ্যে আমদানী করা হচ্ছে নিছক সস্তা কিছু যৌন-আবেদন। দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশীকে পাঠিয়েছিলেন তার যৌবনের মাদকতা দিয়ে-বিশ্বামিত্রের ধ্যান

ভাঙাবার জন্য, আপনাদের এই নাটকের রচনাকার এবং প্রযোজকের লক্ষ্যও হল তেমনি অপসংস্কৃতির জোয়ার সৃষ্টি করে সংগ্রামী মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে' যাবার জন্য।

বর্ণালী ॥ তাপসদা আমাদের বলেন, নাটকের কোন উদ্দেশ্য নেই। একটা কুকুর বা বিড়াল আয়নায় নিজের মুখ দেখেন', কিন্তু মানুষ দেখে। মানুষ নাটক করে তার নিজের রূপকে দেখার জন্য।

গোবিন্দ ॥ কোনো কোনো আয়নায় আবার নিজের মুখটাই কিম্ভূতকিমাকার দেখায় জানেন তো? এতো বড়ো মাথাটা, ইয়া লম্বা নাক, ছুঁচালো থুতনিটা, সে এক কুৎসিৎ ব্যাপার।

বর্ণালী ॥ হি—হি—হি—

কবি ॥ আপনি লোক কিন্তু খুব রসিক।

রজত। শুনতে হাসি পেলেও কথাটা বলেছে কিন্তু খুব খাঁটি। স্বাভাবিক মুখ দেখতে গেলে প্রয়োজন হয় ভালো আয়নার। তাছাড়া মানুষের আয়নায় মুখ দেখার পেছনে উদ্দেশ্যও আছে, অসুন্দর, আগোছালো মূর্তি দেখলে তাকে সে মার্জিত এবং সুন্দর করে তোলে, যেমন ধরুন আমি যদি দেখি গালে খানিকটা কালি লেগে আছে, চুলগুলো উস্‌কো খুস্‌কো, তাহলে তক্ষুণি আমি কালিটা মুছে ফেলি, চুলটা আঁচড়ে নি। নাটকও তেমনি উদ্দেশ্যবিহীন নয়। দীনবন্ধু মিত্র "নীলদর্পন" নাটক রচনা করেছিলেন, সে নাটক ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঘৃণাকে উদ্দীপিত করেছিল। মুকুন্দ দাসের যাত্রাগান ঘরে ঘরে স্বদেশীর বন্যা এনেছিল।

[ অম্লানের প্রবেশ ]

অম্লান ॥ ( রাজতকে ) মাফ করবেন। আমি এদের ডাকতে এসেছি। [ বর্ণালী ও কবিকে ] তোমরা চলো, তাপসদা ডাকছেন।

গোবিন্দ ॥ আপনিও নিশ্চয়ই একজন অভিনেতা?

অম্লান ॥ ছিলাম, তবে আজকের এই ঘটনার পর অভিনেতা থাকবো কিনা চিন্তা করে দেখতে হবে।

রজত ॥ আপনি বেশ রেগে গেছেন দেখছি। আমাদের কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের কারো প্রতি রাগ নেই। আমাদের আপত্তি এই নাটক সম্বন্ধে।

কবি ॥ নাটকের আপনারা দেখলেন কতটুকু? অম্লানের অভিনয় তো মোটে দেখলেনই না, এ নাটকের একটা বিরাট অংশ তো ওই জুড়ে আছে।

গোবিন্দ ॥ তাই নাকি? উনি কোন্ ভূমিকায় নেমেছেন, কবির পরে দার্শনিক, নাকি?

কবি ॥ না, উনি হলেন আমেরিকাগামী ইংরেজীর অধ্যাপক।

রজত ॥ আমেরিকাগামী? তাহলে তো আপনার অভিনয় একটু দেখতেই হবে—করুন না একটা সিন।

অম্লান ॥ মাফ করবেন। আপনারা যখন খুশি ষ্টেজে ঢুকে অভিনয় বন্ধ করে দেবেন, ওরকম শর্তে অভিনয় করতে আমি রাজী নই।

গোবিন্দ ॥ বেশ আমরা কথা দিচ্ছি, একটা সিন পুরোপুরি না হওয়া পর্যন্ত আমরা ষ্টেজে ঢুকবো না। বলুন, এখন রাজীতো?

অম্লান ॥ এরকম প্রতিশ্রুতি যখন দিচ্ছেন, একটা সিন করতে পারি—

রজত ॥ তাহলে করুন, আমরা ভেতরে যাচ্ছি—

[ রজত ও গোবিন্দের প্রস্থান ]

[ মঞ্চ ক্ষণিকের জন্য অন্ধকার হয়। দৃশ্যান্তর। নদীর ধারে বর্ণালী ও অম্লান বসে আছে ]

বর্ণালী ॥ আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে।

অম্লান ॥ তোমার রাগ হওয়া খুবই সঙ্গত—But I am quite helpless। কে একজন পুলিসের গুলিতে মারা গেছে—তার dead body নিয়ে বেরিয়েছে বিরাট মিছিল, বাস্ ট্রাম বাস সব বন্ধ। আরে বাবা একজন

তে মরে বাচল, তাকে নিয়ে মিছিল করে আমাদের মৃত্যু যন্ত্রণা দেওয়া কেন ?

বর্ণালী ॥ একটা লোক গুলি খেয়ে মরল, আর তুমি এ রকম করে বলছ ?

অম্লান ॥ শুধু গুলি খাওয়া কেন ? কলকাতায় মিছিল নেই কবে বলতে পার ? কেউ ভিরমি খেলেও তাকে নিয়ে মিছিল হয় এখানে। Most disgusting। দরকার কল একটা যুদ্ধের বুঝলে ' The third great war, এবং তার কেন্দ্রভূমি হওয়া উচিত এই কলকাতা।

বর্ণালী ॥ তাতে তোমার লাভ ?

অম্লান ॥ লাভ হবে মানুষ কমবে। বেশ কিছু লোক কমা দরকার। রাস্তায় পা ফেলার উপায় নেই—গিজ গিজ করছে লোকে। তাছাড়া যুদ্ধের আরো কতকগুলো thrill আছে, ধর প্রচণ্ড বোম্বিং হচ্ছে, তুমি আর আমি হয়ত লুকিয়েছি সংকীর্ণ পরিসর কোন ট্রেঞ্চের মধ্যে, একদিকে অনুভব করছি তোমার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আর অন্যদিকে চলছে মৃত্যুর তর্জন গর্জন, জীবন মৃত্যুর সন্ধি মুহূর্তের সেই অপূর্ব থ্রিল আমি শিরা উপশিরা দিয়ে enjoy করতে চাই।

বর্ণালী ॥ তুমি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলো না ; বোমা পড়ছে, চারদিকে মানুষ মরছে, তুমি শুধু বেঁচে থেকে থ্রিল ভোগ করতে চাও ?

অম্লান ॥ এ থ্রিলিং তোমারও ভাল লাগবে বর্ণালী। আমাদের আদিম মন সর্বদাই খুঁজছে adventure। সভ্যতার শিকল দিয়ে যতই তাকে বাঁধতে যাও, বিদ্রোহ সে করবেই। তাই দেখবে টাইফয়েডে কেউ মরলে তাকে দেখতে লোকে ছোটেনা, কিন্তু মার্ডার হলে ছোটে। রেপ কেসের শুনানীর সময় কোর্টে তিল ধারণের স্থান থাকে না।.........আমার এক ছাত্র কাল বলছিল—

বর্ণালী ॥ ছাত্র না ছাত্রী ?

অম্লান ॥ যদি বলি ছাত্রী তাহলে তোমার পরের প্রশ্ন হবে বোধ হয় শুধু ছাত্রী না প্রেমিকাও ?

বর্ণালী ॥ ধরো যদি তাই হয় ?

অম্লান। তাহলে খুব ভুল হবে—কারণ সে ছাত্রই, ছাত্রীও নয়, প্রেমিকাও নয়।

বর্ণালী ॥ বেশ তাই হল। হাতে ওটা কি ?

অম্লান ॥ "লাইফের" কারেন্ট সংখ্যাটা। [ পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে ] এই দেখো, জেমস্ অলডার্সের ছবি দিয়েছে—এই গাড়ীটা চালিয়ে এবারে মোটর এণ্ডি ও রেন্সে world champion হয়েছে জেমস্ অলডার্স। বলতো, নীচের এই নদীটা কোন্ নদী ?

বর্ণালী ॥ সব নদীই দেখতে এক রকম, নাম না দেখে কি করে বলবো কোন্ নদী ?

অম্লান ॥ সব মানুষই দেখতে এক রকম তাই বলেকি শেক্সপীয়ার বা গ্যেটেকে অন্য মানুষ থেকে পৃথক করে চেনা যায় না ? এটা হল টেমস্—টেমস্‌কে তুমি নদী না বলে একটা যুগ বলতে পার। একটা বিরাট আভিজাত্যের ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে এর তলায়। সন্ধ্যা বেলায় এর তীরে বসে যদি হাত দাও এর শীতল জলে, তাহলে স্পর্শ পাবে তুমি শেলী, কীটস্, বায়রণের।—জানো বর্ণালী, কাল একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল। আমি তো বাংলা নাটক বিশেষ একটা দেখিনা। কাল এক বন্ধু জোর করে নিয়ে গেল দেখতে। নাটকখানা দেখে বুঝলাম বাংলা দেশে কিছু গুণী লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা বুঝতে পেরেছে, নাটকের উপযোগী story এদেশে নেই। After all মিছিল, ধর্মঘট, এসব নিয়ে তো নাটক হয়না। আমাদের খাওয়া পরার বাইরেও একটা জীবন আছে, যে জীবন আরো কিছু চায়, আছে তার eternal কিছু Problems সেই জীবনের স্পন্দন পেতে হলে তোমাকে বিদেশী নাটকের কাছে যেতেই হবে। এই রকম একটি নাটক

দেখলাম কাল। বরণার্টের একটা নাটক, বুঝলে। Splendid তার Dialogue! একটা জায়গায় চাঁদটাকে বলছে, জলে ডুবে মরা অন্তঃস্বত্ত মেয়ের সাদা নরম পেটের মতো দেখতে—wonderful, তাই না?

বর্ণালী ॥ [ ফট্ করে একটা চড় মারে অম্লানের গালে ]

অম্লান ॥ কি হল?

বর্ণালী ॥ একটা মশা বসেছিল!

অম্লান ॥ তাই বল, অবিশ্যি আমার মন্দ লাগে না, তোমার মত সুন্দরী মেয়ের হাতে একটি চড় extremely pleasing—

বর্ণালী ॥ কালকে Metro'র টিকিট কেটেছো?

অম্লান ॥ না, আজ আর কাটার সময় পেলাম কোথা? কাল কলেজে যাবার পথে কেটে নেবো।

বর্ণালী ॥ তুমি মিছে কথা বলছ, নিশ্চয়ই কেটেছো—কই দেখি—[ বুক পকেটে হাত দিয়ে একটা চিঠি বের করে আনে ]

অম্লান ॥ ওটা পড়োনা, ওটা একজনের চিঠি—

বর্ণালী ॥ গোপনীয় কিছু আছে নাকি?

অম্লান ॥ না, সে রকম কিছু নয়, তাহলেও পরের চিঠি—

বর্ণালী ॥ তা হোক, আমি তো তোমার পর নই। পড়ি?

অম্লান ॥ অগত্যা—

বর্ণালী ॥ [ চিঠিটা পড়ে ] কে এই পাপিয়া—

অম্লান ॥ আমার এক ছাত্রী, মালদা কলেজে পড়ত, চিঠিটা তুমি পড়লে তো, বর্ণালী, আচ্ছা বলতো এটা কি রকম আবদার, মাত্র ছটা মাস ওর সঙ্গে মিশেছি, না হয় একটু closely-ই মিশেছি, ব্যস্, অমনি ধুয়া তুলল বিয়ে করতে হবে।

বর্ণালী ॥ চিঠিটা পড়েতো মনে হলনা শুধু একটু closely-ই মিশেছো; এতো দেখছি রীতিমত প্রেম করেছো—

অম্লান ॥ বেশ না হয় তাই করেছি! কিন্তু প্রেম করলেই কি বিয়ে করতে হবে? বিয়ের পাত্রী একজন রমণী হলেই চলে, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই কি? ইস্ আটটা বেজে গেল, আমাকে এখন উঠতে হবে বর্ণালী—

বর্ণালী ॥ কেন এতো তাড়া কিসের?

অম্লান ॥ একটা জায়গায় যেতে হবে। জানো বর্ণালী, আমার জীবনের বহু দিনের স্বপ্ন আজ বোধ হয় সার্থক হতে চলেছে। ভারত মার্কিন সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য ৫০ জন ভারতীয় অধ্যাপককে মার্কিন গভর্ণমেণ্ট এদেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে তিন বছরের জন্য— স্কলারশিপ দেবে মাসিক এক হাজার ডলার—শুনলাম সেই সৌভাগ্যবান পঞ্চাশজনের মধ্যে আমার নামটাও রয়েছে—

বর্ণালী ॥ তুমি আমেরিকা চলে যাবে? একবার সেখানে গেলে তুমি কি আর ফিরবে?

অম্লান ॥ নিশ্চয়ই ফিরবো। তিন বছর সেখানে থেকে নিজেকে develop করে এদেশে ফিরব, এই জন্যই না গভর্ণমেণ্ট আমাদের পাঠাচ্ছেন।

বর্ণালী ॥ আমেরিকা না গিয়ে অন্য কোথাও গেলে বোধ হয় ভাল হত।

অম্লান ॥ কেন? এ কথা বলছ কি জন্য?

বর্ণালী ॥ লোকে বলে এই ভাবে, ওরা ওদেশে নিয়ে গিয়ে নাকি C. I. A-এর চর করে পাঠিয়ে দেয়।

অম্লান ॥ ও সব কথা বলে হিংসুটের দল বুঝলে! যারা জীবনে দিল্লী, বম্বে যেতে পারলনা, তারা আমাদের আমেরিকা যাওয়াটা মেনে নেবে কি করে? আমেরিকায় লাইফ আছে বুঝলে। দেখছ না হিপির দল কেমন বেরিয়ে পড়েছে অজানা দুনিয়ার পথে, নিত্য নূতন অভিজ্ঞতায় জীবনকে করছে রোমাঞ্চিত—চোখে মুখে সংকল্প তাদের I will drink life to the lees—বর্ণালী!

বর্ণালী ॥ বলো—

অম্লান ॥ কাছে এসো—

বর্ণালী ॥ কাছেই তো আছি।

অম্লান ॥ আরো কাছে এসো—কাছেই শ্মশান, এখানে ভয়ে কেউ বেড়াতে আসে না—এসো— ( বর্ণালীকে হাতে ধরে কাছে টানবার চেষ্টা করে )

[ রজত ও গোবিন্দ প্রবেশ করে ]

গোবিন্দ ॥ থাক্ থাক্ ঐ পর্যন্তই, আর আমরা দেখতে চাইনা—

[ বিপরীত দিক দিয়ে অনিমেষ প্রবেশ করে ]

অনিমেষ ॥ আমরা আর কিছু দেখাতেও চাই না। এটা কি সেন্সার বোর্ড যে নাটকের যতটুকু খুশী আপনারা রাখবেন, বাকিটা কাট ছাঁট করে বাদ দিয়ে দেবেন? ( বর্ণালী ও অম্লানকে ) আর কোনো দৃশ্যের অভিনয় করবে না তোমরা। যাও, যাবার জন্ম তৈরী হয়ে নাও। (অম্লান ও বর্ণালীর প্রস্থান )

গোবিন্দ ॥ অতো মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন?

অনিমেষ ॥ মেজাজ আর আমরা দেখাচ্ছি কোথায়? আপনারাই তো তখন থেকে নবাবের মেজাজে ঘোরাফেরা করছেন। এটা কি বাইজীর নাচ নাকি যে বাদশার খুশী হলে নাচতে বলবেন, আবার খুশী হলেই বন্ধ করতে বলবেন?

রজত ॥ বাইজীর নাচ হলেও হয়তো হজম করতে পারতাম—কিন্তু ডলারজীর নাচ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবনা।

অনিমেষ ॥ আপনার কথার অর্থ?

রজত ॥ অর্থ পরিষ্কার! মুক্তমেলা, মুক্ত প্রেম আর মুক্ত দুনিয়ার এমন নির্ভেজাল প্রচার কি আর ডলারের কৃপা ছাড়া সম্ভব?

অনিমেষ ॥ আমি এখন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি নিয়েই আপনারা নাটক বন্ধ করতে এসেছেন।

রজত ॥ রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি? আর আপনাদের অভিসন্ধিটা একটু খুলে

বলবেন কি? নাট্য একাডেমির পুরস্কারটি জুটছে, আমেরিকা ভ্রমণ করছেন, যেখানে যত কমিটি আছে—সে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীই হোক আর গান্ধী শতবার্ষিকিই হোক, তার সভ্য পদ আপনার জন্য বাঁধা রয়েছে।

গোবিন্দ॥ আর নাটকের মধ্যে আমদানী করছেন যতো ইয়াংকি ভাবধারাকে যে দেশে কাল্‌চার বলতে বোঝায় নিগ্রো ধরে হত্যা করা, যৌন-ব্যভিচার, পাইপ প্যাণ্ট, গুণ্ডামী, বোতলবাজী আর হিপি—

[ শিউপূজনের প্রবেশ ]

শিউপূজন॥ আরে রাম রাম রাম রাম; সত্যনাশ হইলো, সত্যনাশ হইলো, (অনিমেষকে) নাটক শুরু করিয়ে দিন, টিকিট কাটিয়ে সব আদমী আসিয়েছে—এখুনি গণ্ডগোল হবে, জল্‌দি শুরু করিয়ে দেন—

অনিমেষ॥ দেখুন শিউপূজন বাবু, আপনি আর মস্করা করবেন না—নাটক শুরু করেছিলাম আমরা কোন্ সময়, এঁরা তখন থেকে এসে বাগড়া দিচ্ছেন, আপনাদের কারো তো এতক্ষণ টিকিটিও দেখতে পেলাম না—

শিউপূজন॥ হাঁ, ঐ শুনিয়েই তো হামি ছুটিয়া এলো, এ রজত বাবু, এ গোবিন্দ ভাই, আরে কসুর কুছ্ হইয়াছে তো হামার হইয়াছে—লেকিন নাটক তো হোনা চাহিয়ে—চলিয়ে আপ্‌লোক অন্দরমে চলিয়ে—

রজত॥ দাঁড়ান, আমাদের আলোচনা এখনো শেষ হয়নি—

শিউপূজন॥ আরে আলোচনা করবেন—উতো বহুত আচ্ছা বাত আছে, লেকিন উস্‌কা লিয়ে অলগ্ জায়গাকি জরুরত আছে, আলোচনা করবেন, চলেন হামার দোকানমে চলেন, আদা জায়গার জরুরত হোবে তো আমার গুদাম ঘর খুলিয়া দেবে, চা আসবে, সরবত আসবে, তবে তো আলোচনা হবে—

গোবিন্দ॥ এদিকে নাটকটি পুরোপুরি অভিনীত হয়ে যাবে, ব্যবসা বুদ্ধি একেবারে টনটনে—

শিউপূজন॥ আরে গোবিন্দ ভাই, ব্যবসা বুদ্ধির বাত :যা বোল্লেন উতো ঠিক

আছে, আপন মেহনতসে হাম ব্যবসা করে, লেকিন এখন তো নাটককা বাত হোতে সে—

রজত ॥ নাটক নিয়ে আপনি আজকাল মেতে উঠেছেন দেখেই তো শংকা বোধ করছি। আপনি চালকল, তেলকল চালান তাইতো এতদিন জানতাম —ইদানীং একটি কয়লা খনি কিনেছেন তাও শুনেছি, কিন্তু হঠাৎ এতো নাটক প্রীতি উথলে উঠল কেন বলতে পারেন?

গোবিন্দ ॥ কেনর কি আছে, বুঝতে পেরেছেন এটাও ব্যবসার মন্দ রাস্তা নয়—

শিউপুজন ॥ রাম রাম রাম রাম, আপনারা কি বাত বোলতেসেন— শিউপুজন ব্যবসা করে এহি শুধু দেখলেন, বিশ হাজার রুপিয়া খরচা করে হামি শিউ মন্দির করিয়া দিলো, সে কি হামার লিয়ে করল? খরাকা টাইমমে আপলোক দেখলেন হামি লঙ্গরখানা খুলিয়ে দিলো, সে কি হামার ব্যব্সাকা লিয়ে করল।

গোবিন্দ ॥ লঙ্গরখানা খোলার দরকার হোতনা যদি আপনাদের মত ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার মণ চাল এখান থেকে চড়া দামে শহরে না পাচার করতেন। ছিলেন চালকলের মালিক, এখন হয়েছেন কয়লা খনির মালিক।

শিউপুজন ॥ ই বাত ঠিক আছে—হাম কোয়লা খনিকা মালিক হইয়াছে, হামকো ভগ্বান কোয়লা খানকা মালিক করিয়াছেন, লেকিন, ভগ্বানকা কাম ভগ্বান করিয়াছেন, হামার কাম হামি করিয়াছে, আপলোক জানেন, এখানে যে রেলটিশন হল, উর লিয়ে হামি কেতনা করল, দিল্লী চলিয়া গেল, মন্ত্রীকো পাকড়ালো, তবে না ওহি টিশন হল।

রজত ॥ দিল্লীর বড়ো বড়ো মন্ত্রীর সঙ্গে আপনার ভাব ভালবাসা আছে, খানা-পিনা আছে, এবং ষ্টেশনটাও আপনার দৌলতে হয়েছে একথা ঠিকই—কিন্তু স্টেশনটা আপনি করেছেন কি জনসেবার জন্য? ওটা আপনি করিয়েছেন আপনারই ব্যবসার সুবিধার জন্য।

অনিমেষ ॥ শিউপুজন বাবু, আপনারা এসব আলোচনা করুন, কিন্তু তার আগে আমাদের ফিরে যাবার ব্যবস্থাটা করে দিলে ভাল হয়না ?

শিউপুজন ॥ নাটক না করিয়া চলিয়া যাবেন ? সে কি হোয় ? এতনা আদমী আসিয়াছে, নাটক নেই হোনেসে গায়ের চামড়া খুলিয়ে লিবে—রজতবাবু, মানবকি সেবা সবসে বড়ো আছে হামার কাছে। এই নাটক হাম কেন করালো ? লাহিড়ীবাবু, চন্দবাবু হামারে ধরলো—এখানে ইস্কুল বিল্ডিং হোবে, আপনাকে পাঁচ হাজার রুপায়া donatiou দিতে হোবে। আমি বললাম দিবো, পাবলিককা লিয়ে কাম, হাম জরুর দিবো, লাগাইয়ে দিলম নাটক, ইস্কুল বিল্ডিংকা লিয়ে রুপিয়া ভি জুটলো, পাবলিককা বহুত আনন্দ হ'লো—

গোবিন্দ ॥ আপনারও কিছু পকেটে ঢুকল। donationটাও নিজের পকেট থেকে দিতে হল না, extra কিছু incomeও হয়ে গেল।

শিউপুজন ॥ আপনারা শুধু income income করতেসেন—income জগত মে সবাই কোরে, income সব কুছমেই আসে, এ নাটক দেখনেসে পাবলিককা কম income হোবে ?

রজত ॥ নাটক দেখে পাবলিকের income হবে ?

শিউপুজন ॥ হোবে না ? ইনকামকি শুধু রুপিয়া দিয়ে হোয় ? এ বহুত বড়িয়া দলকি নাটক আছে, ই দেখনেসে আত্মাকি আনন্দ হোবে—পরমাত্মাকি সাথ আত্মাকো মিল্ হোবে—ইস্‌সে কমতি ফয়দা হোবে ?

রজত ॥ এ নাটক দেখে তো আত্মার ফয়দা হবে না—

গোবিন্দ ॥ হবে আত্মার নরক প্রাপ্তি—এ নাটক এখানে হবেনা—

শিউপুজন ॥ আপনি বলেন আপনার কোন নাটক দরকার আসে, সে নাটক হাম পুজাকা টাইমমে করাইয়া দিবে, লেকিন এ নাটক হোতে দিন—আপলোক তো জানেন সব কই চীজকো হাবি-সমান আদর করতে জানে,

হামার কাপড়কা দোকানমে দেখবেন, মিলকা শাড়ী ঔর তাঁতকা শাড়ী, দোনোই হাম বেচে—

গোবিন্দ ॥ মিল তাঁত বেচুন আর বিলিতি-দেনোই বেচুন এ নাটক এখানে হতে আমরা দেবনা—

অনিমেষ ॥ শিউপুজনবাবু, আপনি আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন কিনা বলুন, না পারলে তাও বলুন, আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিচ্ছি।

শিউপুজন ॥ নেহি, নেহি—আপনি উ বাত বলবেন না। হাম জান্‌মে মরিয়া যাবে। এতনা আদমী দেকতেসেন, নাটক নেই হোনেসে হামকো চাঁটি মারতে মারতে মারিয়া ফেলবে—

রজত ॥ জান্ যাবার কি হয়েছে। এখানকার মানুষদের আমরা চিনি—আর চিনি বলেই সাহস করে অভিনয়ে বাধা দিয়েছি—একানকার একজন দর্শকও চা'ননা, এই নাটকের অভিনয় হোক, আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন, যদি একজন দর্শকও বলেন, অভিনয় হোক—আমরা কোন বাধা দেব না, করুন আপনি জিজ্ঞাসা করুন।

শিউপুজন ॥ (দর্শকদের লক্ষ্য করে) আপনারা সব কুছ শুনলেন, এখন বলুন আপনাদের কি opinion আছে। আপলোক চাইবেন তো এ নাটক হোবে—

[ দর্শকদের মধ্য থেকে একজন যুবক উঠে দাঁড়ালেন ]

যুবক ॥ আমি কিছু বলতে চাই—

শিউপুজন ॥ আসেন আসেন, আপনি চলিয়া আসেন—(রজতকে) উনি বলতেসেন কিছু বলবেন, আসেন, আসেন—

যুবক ॥ (মঞ্চে উঠে এসে) রজতবাবুর ও গোবিন্দবাবুর একটি কথার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না।

শিউপুজন ॥ বলেন, বলেন—ভালো করিয়ে বলেন—জোর্‌সে বলেন।

যুবক ॥ ওঁরা দুজনেই বলেছেন আজকের নাটকের অভিনয় ওঁরা হতে দেবেন

না। আমি বলতে চাই শুধু আজকের অভিনয় নয়, এই নাটকের অভিনয় কোথাও কোনদিন যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা আমাদের করা প্রয়োজন।

[ শিউপূজন, অনিমেষ পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। ধীরে ধীরে ভেতরে চলে যায়। ]

যুবক ॥ নাটকের কোন উদ্দেশ্য নেই বলে যে নাট্যগুষ্টি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে হতাশা সৃষ্টিকারী, অবাস্তব, এবং যৌনসর্বস্ব নাটকের ক্রমাগত অভিনয় করে যাচ্ছেন, তাঁদের সম্পর্কে আজ সচেতন হবার সময় এসেছে। আজ যখন আমরা একখানা শাড়ী কিনে দিয়ে নিজের স্ত্রীর বা বোনের লজ্জা নিবারণ করতে পারছিনা, এক মুঠো চাল সংগ্রহ করতে গেলে এক হাত জিভ্ বেরিয়ে পড়ে, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে মার খেতে খেতে যখন আমাদের বুকের পাঁজরা বেরিয়ে পড়ছে, তখন কি আমরা নাটকে শুনতে চাই এই কথা, পৃথিবীটা খুব ছোট, মানুষ খুব একা বা সমুদ্রের ঢেউ-এর আঘাতে গুঁড়ো হয়ে যেতে ভালো লাগে! না, কখনই না।....আজ এগিয়ে আসতে হবে সেই শিল্পীদের যাঁদের রচনায় ভাষা পাবে আমাদের সুখ দুঃখ, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা! তাঁদের রচনায় বোধন হবে নতুন যুগের, যে যুগ, কবি নজরুলের ভাষায়—

আজি নিখিলের বেদনা আর্ত্ত পীড়িতের মাখি খুন,
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ!

[ রজত ও গোবিন্দ হাততালি দিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে পর্দা নামে ]

# মেয়েটির নাম

জগমোহন মজুমদার

**চরিত্র**

সোনাবাবু : দীপেন : পুলক :
বোকেনবাবু : কান্ছী : এবং
কয়েকজনের কণ্ঠ

## ॥ মেয়েটির নাম ॥

প্রথম অভিনয় অক্টোবর ৬৫, এন, এন, এইচ, পি হল, দার্জিলিং

সোনাবাবু : গোপী বন্দ্যোপাধ্যায়
দীপেন : প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়
পুলক : কমল মুখোপাধ্যায়
বোকেনবাবু : অরুণ মুখোপাধ্যায়
কান্ছী : বিজলী মুখোপাধ্যায়
আলো : বাবুলাল ঘোষ
সঙ্গীত : কনিষ্ঠ সম্প্রদায়
দৃশ্য : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্দেশনা : জগমোহন মজুমদার

—প্রযোজনা—

॥ নট নাট্যম্ ॥

নাটকের নাম, 'মেয়েটির নাম'। স্থান দার্জিলিংয়ে কোন একটি হোটেলের কামরা। কাচের সার্সি দিয়ে দূরের দৃশ্য দেখা যায়। একটা টেবিল ( আয়না লাগানো )। জামা কাপড় রা'খার জায়গা। দুটো চৌকী। কটা চেয়ার।

পর্দা ওঠার আগেই, একটা নেপালী লোক-সঙ্গীতের সুর বাজছিলো। ল্যাগেজসহ তিনজনের প্রবেশ। এর মধ্যে একজন হলেন এই"

হোটেলের ম্যানেজারের ছেলে সোনাবাবু। অপর দুজন বেড়াতে এসেছে। তার মধ্যে দীপেন ( বয়স ৩০ ) লেখে টেখে আর পুলক (২২) একালের বয়ে যাওয়া যুবকের প্রতিনিধি। ]

সোনাবাবু ॥ This is your room. দেখুন, এই জানলাটার মধ্যে দিয়েই সারা শহর নজরে আসবে। আজ foggy weather নইলে দেখতেন কাঞ্চনজঙ্ঘার full viewটা এই জানলাতেই ধরা পড়েছে!

পুলক ॥ ( সিগারেট ঠোঁটে প্যান্টের পকেটে দু হাত পুরে ঘুরতে ঘুরতে ) লাভলি!

সোনা ॥ কি খাবেন চা না কফি?

দীপেন ॥ চা ( হেসে ) দার্জিলিংয়ের চা—

পুলক ॥ Hallow Mr. চা কফি ছাড়া no other drinks?

সোনা ॥ You mean?

[ নেপথ্যে নারীকণ্ঠে পূর্বোক্ত সুর শোনা যায় ]

পুলক ॥ Top গলা তো? কে গাইছে?

সোনা ॥ কান্‌ছি।

পুলক ॥ No no নো কাঁচি—ছুরি। কলজেটা চিরে দিচ্ছে যেন! ( গুন্‌ গুনিয়ে ওঠে ) one and two, I love you ···

সোনা ॥ Excuse me, আমি আসছি। ( প্রস্থান )

দীপেন ॥ পুলক, তোমার আমার বয়েসের তফাৎটা কিন্তু আমাদের না ভোলাই ভালো।

পুলক ॥ কেন বলতো?

দীপেন ॥ ওঁর কাছে যা তুমি খেতে চাইলে ওটা না বলাই ভাল ছিল।

পুলক ॥ ( রাগ করে ) But I drink, এটা তোমারই বোঝা উচিত দীপেনদা।

দীপেন ॥ সেটা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেবার আগে আমি আলাদা থাকার কথা ভাববো পুলক।

পুলক ॥ Don't be so serious, pleaee, ( সিগারেট দেয় )।

দীপেন ॥ ( সিগারেট নিয়ে ) তোমাকে ছোট ভাইয়ের মত ভাবি বলেই বললাম। মেয়েটির গান শুনে তোমার আচরণটাও ভদ্রলোকের নজর এড়ায়নি।

পুলক ॥ Is it? মেয়েটি কে? কোন বোর্ডার নাকি?

[ সহসা সহাস্যে বোকেনবাবুর প্রবেশ। কম্বল মোড়া বৃদ্ধ।]

বোকেন ॥ আজ্ঞে না, এই হোটেলের মক্ষীরাণী। হোস্‌টেস্। আর ( স্বর নামিয়ে ) মিঃ গোল্ডবাবুর সঙ্গে কিঞ্চিত বনফুলের ভাষায় লদকা লদকি.... হেঃ হেঃ হেঃ। ]

পুলক ॥ মিঃ গোল্ড?

বোকেন ॥ Yes গোল্ড মানে সোনা—মানে ম্যানেজারের পুত্র অর্থাৎ যিনি আপনাদের নিয়ে এলেন, উনিই।

দীপেন ॥ আর আপনি?

বোকেন ॥ বোর্ডার। পাশের রুমটাই আমার। একা আছি। ( হঠাৎ গেয়ে ওঠে ) এসেছি একলা, যেতে হবে একলা—

পুলক ॥ ( হঠাৎ গেয়ে ওঠে ) হরি,....পার করো আমারে....

বোকেন ॥ ( তোয়াজ করে ) আরে গলাটি আপনার খাসা তো? চর্চা-টর্চা আছে নাকি?

পুলক ॥ আপনার?

বোকেন ॥ চল্লিশ সালে একটা হারমোনিয়াম কিনেছিলাম শখে পড়ে। কিন্তু তাতে সুর লাগার বদলে ঘুণই ধরে গেল হু হু করে।

দীপেন ॥ ( হেসে ) বলেন কি দাদু?

বোকেন ॥ ( চটে ) হোয়াট?....হু ইজ দাদু?

দীপেন ॥ চল্লিশে হারমোনিয়াম কিনলেন অথচ—

পুলক ॥ চল্লিশে যে আমার বাবা টোপরই পরেননি দাদু।

বোকেন ॥ কিন্তু তিনি আমায় কোনদিন বাবা বলেছেন কি?

পুলক ॥ আজ্ঞে না।

বোকেন ॥ Then ? I How I become your দাদু ? আমায় বোকেন দা, বলে ডাকবেন, বড় জোর কাকাবাবু—

দীপেন ॥ বোকেন কাকাবাবু?

পুলক ॥ In short···· বকু কাকু! —তা বকু কাকু কাঞ্চনজঙ্ঘা কেমন দেখলেন বলুন?

বোকেন ॥ কাঞ্চন তো দূরের কথা এসে অবধি কারো জঙ্ঘা টুকুও চোখে পড়লো না! যা weather, আজ রাতে আবার ঝম ঝম পায়েল না বাজে। থাক্‌, এই তো এলেন rest নিন—পরে কথা হবে। হ্যাঁ যা বলছিলাম, ওই মক্ষীরানীটিকে বেশী ঘাঁটাবেন না যেন—

পুলক ॥ কেন?

বোকেন ॥ ও কেন—ফেন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—ও হোল টুনী—হাজার পাওয়ারের টুনী—একটু এদিক সেদিক হলেই মানে লুজ কনট্রাক্ট হলেই হয় ফিউজ না হলেই সক্‌। এখানে আবার সব এ. সি. কারেন্ট ধরলে অঙ্গার করে ছেড়ে দেবে। বুঝলেন?

পুলক ॥ বুঝলাম—তা কাকু বাথরুমটা কোন দিকে?

বোকেন ॥ এ্যার পয়লা, ওটার পথই চিনে নিন। আমার আবার মশাই, কিচেনর থেকে ওটাই বেশী কাজে লাগে! আসুন····

ওরা বেরিয়ে যায়। তোয়ালে কাঁধে দীপেনও এগিয়ে যায়। প্রায় নাচের ভঙ্গীতে গাইতে গাইতে উচ্ছল কানছী—আসে। হাতে তার নতুন বেড কভার বেড সিট। কাজ করতে করতে গান গায় সে। দীপেন প্রবেশ করে। গান থামে—

দীপেন ॥ বাঃ—বেশ গান তো! থামলে কেন গাও না—

কানছী ॥ (লজ্জায় হেসে) ম গানা জানদি ন। হামি গানা-জানে না।

দীপেন ॥ বাঃ—তুমি তো বেশ হিন্দীও জান দেখছি। তোমারই নাম বুঝি কানছী?

কানছী ॥ জী।

দীপেন ॥ তুমি বাংলাও বোঝ?

কানছী ॥ (হেসে) থোড়া—থোড়া!

দীপেন ॥ তবে তুমি নেপালী—বাঙালী হিন্দুস্থানী সব—কেমন?

(দীপেন হেসে উঠতেই কানছীও তাতে যোগ দেয়।)

কানছী ॥ সোনাবাবু বোলে— ম সব একই হিন্দুস্থানী!

দীপেন। (জানালায় গিয়ে) কুয়াশা তো কাটছে না। অবস্থা যা তাতে যাবার আগে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা পাবো তো?

কানছী ॥ ভগমান ঠকাঁউ দেই না বাবু, উঁহ একচটি ভেট দিমুই হুনছ। দেখা হোগা—জরুর হোগা....

[ কানছীর প্রস্থান। ইংরেজীগানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পুলকের প্রবেশ। ড্রেস বদল করতে সুরু করে সে— ]

দীপেন ॥ বেরুচ্ছ নাকি?

পুলক ॥ Just একটু দেখে আসছি—

দীপেন ॥ চা—টা খেয়ে যাও—

পুলক ॥ Enough to drink here—বাইরেই খেয়ে নেবো।
Don't mind তুমি চা খাও, আমি আসছি।

(সিস দিতে দিতে প্রস্থান।)

দীপেন ॥ নাঃ দেখছি, দারজিলিং, আসাটাই মিথ্যা হয়ে গেল!

[ চা—জল খাবার নিয়ে ট্রে হাতে কানছীর প্রবেশ—]

কানছী ॥ ঐখানে কোই ভড়্ করলো, বাবু?

দীপেন ॥ (বিরক্তিতে) সব সব। সবাই নিরাশ করলো !

কানছী ॥ (সভয়ে) জিউ হই ন—হই ন—ম হই ন !

দীপেন ॥ শুধু তোমারই মত আর একজন শান্তি দিলো আমায়—

কানছী ॥ (খাবার দিতে দিতে) কো হো ?

দীপেন ॥ রাস্তা। চারিধারে পাহাড়ী ফুলের মালা। থরে থরে উঠে গেছে আকাশের দিকে—হাজার হাজার ফুট সবুজের ঢেউ—মাঝে তার ঝিক মিক রেল। যেন স্বপ্নের মত স্বর্গের রাস্তা ! (উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠ;

কানছী ॥ (বিমর্ষ কণ্ঠে) বাবুজী, তেই রাস্তা মের দুলহ লাই খাভো ! ওয়ে রাস্তা হজার আদমীকে খেলো !

দীপক ॥ কি রকম ?

কানছী ॥ দিনরাতভর ধুমতক কুয়াশা বাদল সূরয নেই। আমার আদমী ছিল ডেরাইভার। টারাক চালাতো—আর হরদম রক্সী (মদ) পিনথিও। দিশী সরাব নম্বরী দারু—বেপরোয়া মর্দ্দান— হর্দম হা হা হাসি—ব্যস্ বেহুস মতোয়ালা।....বোতল হাতমা লিয়ে পাছি উহু শের—বোতল ছাড়লে ভগমান—বাবুজী আরকো আদমী বনী যাউনথিও। ঘর ছোড়াথিও না—মাল খালাস হুনথিও না—টারাক বাহার —মানছে ভিতর—হা হা হাসি—মেরে ছাতি তড়পথিও। ম খুশী উঁহাকে জবর সোহাগ—হামায় ছুঁড়ে দিতো হাওয়ায়। হল্লালে মহল্লা ভরী যাউনথিও। কান্ছী কান্ছী মের কান্ছী—ডর লাগাথিও। একদিন বহুৎ বহুৎ সরাব পিয়ে এক বোতল দো বোতল—পানছ ছ বোতল—মাল লিয়ের হু হু গরদেই টারাক চালায়ো। আন্ধেরো রাতি বানাই দিও কুয়াশা—কুছু দেখাই যাউনথিও ন—সামনে দোসরা গাড়ী ছুটিয়ো আয়া। তাকে কাটাতে দাঁয়া তরফ্ গেলো আমার মর্দানা....হায়। পানছ হাজার ফুট নীচে নেমে গেল মেরো আদমী। (ক্ষণকালের জন্য কানছী থামে) বাবুজী কতি আদমী বলে রাস্তাকে শোভা সুন্দরতা তর মেরো মন মা কিন

মা ভিয়ো রাস্তা দুশমন হো। হামার আদমী গেলো, নসীব খেলো।

দীপেন ॥ তারপর?

কান্ছী ॥ ঘর তোয়ো খানা বন্ধ। মর্দানাকো ইয়াদ মৃ ভুলাই দিয়ে। হামার আদমীকে আমি ভুলে গেল বাবু। (হঠাৎ ডুগরে কেঁদে উঠে) শ্রিফ্ জিনেকা খাতির। বাঁচনা নাই—বাঁচনা নাই—

দীপেন ॥ (একটু পরে) এখানে কাজ হলো কি করে?

কান্ছী ॥ বুড়াবাবুকো থুলো লেড়কা কাম দিল ইথানে—

দীপেন ॥ সোনাবাবু?

কান্ছী ॥ হাঁ। ইস ডুনিয়ামে মেরো কোই থিও না—ন কই শাসন ন কই পেয়ার গরনে বালা ছ—সোনাবাবু লে মলাই আশ্রয় দিমু ভয়ো। ইথানে হামার জাগাহা দিল। বাবুজী, ভগবান উপর হই ন—পাথলকে হই ন সোনাবাবুকা দিলমা—মনমা।

বোকেন ॥ (নেপথ্যে চীৎকার) গরম পানি দেনে বোলো, কান্ছী—

কান্ছী ॥ উফ্! বুড়াকে শির মাথি হাম গরম পানি ডালেগা জরুর ডালেগা!....

[ট্রে টা তুলে নিয়ে কান্ছী পূর্বোক্ত গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে প্রস্থান করে। সেই সুরের রেশ টেনেই আসেন বোকেনবাবু। সেটা শুনে সহাস্তে ]

দীপেন ॥ কাকাবাবু, কত হোল?

বোকেন ॥ (ঘড়ি দেখে) পাঁচটা পাঁচ?

দীপেন ॥ না না ঘড়ির নয়—বলছি আপনার সময় মানে বয়স কত হোল?

বোকেন ॥ (গানের ফাঁকে উত্তর দেয়) তিনকুড়ি তিন—

দীপেন ॥ ওটা কি গান জানেন?

বোকেন ॥ নেপালী লভ সং। এই বছরের হিট্।

দীপেন ॥ এ বয়সে এত খোঁজ রাখেন? (হাসে)

বোকেন ॥ (হেসে) ছুটো—ছুটো! আজও হপ্তায় ছুটো করে হিন্দী বই না দেখলে আমার অম্বল বেড়ে যায়।

দীপেন ॥ (হেসে) বাস্তবিক অনেক বৃদ্ধকে দেখেছি কিন্তু.......

বোকেন ॥ (চটে) ফের বৃদ্ধ! কোন শা (থেমেই শান্তকণ্ঠে) মাপ করবেন দীপেনবাবু, ঠাণ্ডায় জিবটা হড়কে গিয়েছিল। বড্ড জোর সামলে নিয়েছি। দেখুন, চাকরী থেকে রিটায়ার করেছি বলেই মন থেকে রস কসটা তো আর বনবাসে পালায়নি মশাই এঁ্যা?

দীপেন ॥ বটেই তো!

বোকেন ॥ আরে মশাই, পেটের ট্রাবেলে দু এক গাছা চুলে রঙ ধরেছে বলেই কি লভ সং ছেড়ে কেত্তন শুনে মাথা দুলিয়ে দাড়ি ভেজাতে হবে? ফোর্স? এখানেও জুলুম?

দীপেন ॥ না-না—এটা অন্যায়।

বোকেন ॥ আমার যদি 'সঙ্গমের' গান গাইতেই ইচ্ছে করে তাতে কোন শা—(হঠাৎ থেমে) মাপ করবেন দীপেনবাবু, জিবটা আবার হড়কালো। (হঠাৎ বিনয়ে বেঁকে গিয়ে) কিছু মনে করবেন না।.........

দীপেন ॥ না না ঠিক আছে!

বোকেন ॥ বলেছিলুম কি আমাদেরও রিভোল্ট করতে হবে। এ যুগের ইয়ং ম্যানেরা যদি কথায় কথায় সমাজের কান ধরে 'উঠ বোস' করায়——আমরাই বা পিছিয়ে থাকবো কেন? সব সাবেকী সিস্টেম ভেঙ্গে তছনছ করে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করবো।.........হিন্দী ছবিতে লাইন মারবো—পথে ঘাটে টুইষ্ট করবো—বাস পোড়াবো ট্রাম পোড়াবো—মেয়ে দেখলে শিষ দেবো মানে বুড়োরা পুরো বখাটে মেরে যাবো। কেমন প্ল্যান?

দীপেন ॥ চমৎকার! আচ্ছা আপনার ক'টি ছেলে মেয়ে?

বোকেন ॥ (হেসে) ফল কোথা ধরে মশাই?

দীপেন ॥ গাছে।

বোকেন ॥ আর গাছ না থাকলে ফল ফলে কি ?

দীপেন ॥ তাও কি হয় !

বোকেন ॥ তবে বিয়ে না করে আবার কোন শা-ওইরে হড়কেছে—

দীপেন ॥ ( দ্রুত ) ঠিক আছে—

বোকেন ॥ (দ্রুত) সিগ্যাল ফাদার হয় বলুন ?

দীপেন ॥ ও, আপনি তাহলে....

বোকেন ॥ আই বুডো। মানে আই এ্যম্ নট বুড়ো বাট চিরকুমার। টপ্ যৌবনে দীক্ষা নিয়েছিলুম যতদিন না দেশ স্বাধীন হচ্ছে কোন আমোদ আহ্লাদ নয়—সব বন্ধ।

দীপেন ॥ আহ্লাদ !

বোকেন ॥ বে'টা হবার মুখে আহ্লাদ ছাড়া কি। দেখুন ঘুরছে ফিরছে এক একটা ইয়ংম্যান বে করেই তেল নুনের ফেরে পড়ে যাচ্ছে। ম্যাক্সিমাম একটা বছর ব্যস্। খেল খতম। আমচুরের মত রোমান্স শুকিয়ে আঁটি, অথচ চৌরঙ্গীতে যান, দেখবেন সন্ধ্যের পর সাহেবরা হাসিমুখে মেমেদের মোমের মত হাতখানি বগলে চেপে কি খুসমেজাজেই না ঘুরছে—আর আমাদের ছোকরাদের দেখুন বে'র ঢোলা পাঞ্জাবাটা গলিয়ে বেবীফুডের বোতল বগলে ছুটন্ত বাসে ঝুলন্ত হয়ে হসন্তের মত দুলছে। তখন ঐ আহ্লাদের বিয়ের পাত্র পুরো জহ্লাদের রোল করছে। তা আপনি বে-থা করেছেন নাকি ?

দীপেন ॥ না এখনো ঠিক....

বোকেন ॥ কক্ষণো করবেন না মশাই। একার লাইফ—ঘুরুন ফিরুন বেড়ান। বিদেশে এসেছেন সবকিছু একটু চেখে চুখে দেখুন। চুটিয়ে enjoy করুন lifeটাকে। এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গীটি বেশ। নাচ-গান, হৈ-হল্লা— আর কি গলা, যেন মধুবালা ! ( হঠাৎ পেট চেপে ধরে ) এ—ই—রে।

দীপেন ॥ কি হলো ?

বোকেন ॥ নাঃ—এ নির্ঘাৎ তিলামাশা !....আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না—ছুটি....

[ দ্রুত দৌড় দিতে দিতেই চীৎকার ]

গরম পানি, ৮নং বাবু—বাথরুমে।

[ দীপেনও সহাস্যে ওর সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে পুলক ও সোনাবাবু

পুলক ॥ ( হাসছে ) Really অবাক কাণ্ড। জেলের ছেলে যদি সাঁতার না জানে—অবাক হবো না। আপনি একটি আধুনিক হোটেলের ম্যানেজার আপনি ড্যান্স করেন না। তাজ্জব! All right, সব ঠিক করে দিচ্ছি। Let me have the pleasure to help you. Western danceটা হলো শুধু Rythem, sake and hermony. অবশ্য কিছু exotic poseও দরকার কারণ এসব নাচে sexটাই বড় কথা। নিন শুরু করুন one two....

সোনা ॥ পুলকবাবু partner হিসেবে আমি খুবই শুকনো হবো। যদি সত্যই নাচতে চান mallএ চলে যান। ওখানকার একটা হোটেলে দেশী, বিদেশী দুরকমের ললনাই মিলবে—যান। এ সব রসে আমি বঞ্চিত।

পুলক ॥ Be a bit progressive সোনাবাবু। এটা প্রগতির যুগ।

সোনা ॥ প্রগতি মানে টুইষ্ট? মেয়েদের সঙ্গে প্রকাশ্য নাচ?

পুলক ॥ রান্নাঘরের ধোঁয়ার মধ্যে কেশে কেশে আলু বেগুনের ঝোল রাঁধার চেয়ে এর মধ্যে অনেক 'লাইফ' আছে! তা জানেন?

সোনা ॥ পুলকবাবু, সম্প্রতি অনেক ডান্স করে দারজিলিং শ্রান্ত—আমরাও ক্লান্ত! তাই আর কিছু জানতে ইচ্ছে করে না।

পুলক ॥ কি রকম?

সোনা ॥ ওই সব বিদেশিনীদের থেকেও ঢের বেশী নাচিয়ে এক মেয়ে নিয়ে আমাদের চলতে হয় পুলকবাবু।

পুলক ॥ ( সাগ্রহে ) কে? কে? কান্‌ছী নাকি?

সোনা ॥ না সে থাকে ওই দূর পাহাড়ে। তিব্বতের লামডিং পাহাড়ে তার

জন্ম—বড় দুরন্ত মেয়ে তিস্তা। তার তাণ্ডব নৃত্যে ক'মাস আগেই এখানকার ক-ত গ্রাম, ঘরবাড়ী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—তাই আমরা ক্লান্ত। বড় ক্লান্ত। পুলকবাবু, আমরা ঠিক সমতলের জীবন বলেই ওই অ্যাংলো নৃত্যের চেয়ে পাহাড়ী নদীর কান্নাকেই একটু বেশী চিনি।

পুলক ॥ আপনিও তাহলে দীপেনদার মত কবি?

সোনা ॥ দীপেনদা কবি?

পুলক ॥ (হেসে) ভয় নেই হোটেলের বিলের দায়িত্ব আমার।

সোনা ॥ মানে? (আহত কণ্ঠে)

পুলক ॥ কবি হিসেবে দীপেনদা ফ্লপ! (হাসে) ওর কোন বই-ই হিট করেনি তাই বললাম cashএর ভার আমার।

সোনা ॥ ক্ষমা করবেন পুলকবাবু, আপনার এই ধারণাকে শ্রদ্ধা করতে পারলাম না, excuse me,

[ সোনাবাবু দ্রুত বেরিয়ে যায়। ]

পুলক ॥ যাঃ বাব্বাঃ! খচে গেল! ধেৎ....

[ টেনে টাইটা খুলে ফেলে। বুট খুলে চটি গলায় পায়ে। ট্রে হাতে চা আনে কান্ছী ]

কান্ছী ॥ আপনার চায়—

পুলক ॥ (ঘুরেই কান্ছীকে দেখে) জী চাহতা হ্যায় সবীর খিঁচলু আপকি?.... কে তুমি? টুনী? মক্ষীরাণী?

কান্ছী ॥ মিঠা ভোয়? (পুলক চায়ে চুমুক দেয়)

পুলক ॥ কে বানালো চা?

কান্ছী ॥ হামি, খারাপ হোল?

পুলক ॥ আরো মিঠা লাগলো।....আরে চল্লে যে। তখন কে গান গাই-ছিলো—তুমি? (সিগারেট ধরায়)

কান্ছী ॥ (হেসে) কিন খারাপ হোল?

পুলক ॥ মিঠা লাগলো। মনে হচ্ছে, আবার আবার শুনি....অমন সুর, অমন গলা, অমন রূপ !

কান্‌ছী ॥ আপ্‌নে কেমন সব কথা বোলেন বাবু—

পুলক ॥ আমার আকণ্ঠ তৃষ্ণা কান্‌ছী ॥ "তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে"—

কান্‌ছী ॥ ফির এক কাপ চায় লায়েগা বাবুজী ?

পুলক ॥ চা ? ও কতটুকু মেটাতে পারে বল ? তেষ্টার সেই জল আমায় এনে দিতে পারবে কান্‌ছী। পারবে আনতে দিশী নম্বরী দারু ?

[ হঠাৎ সোনাবাবুকে আসতে দেখে ]

এই যে সোনাবাবু, কান্‌ছীকে এখানকার পথঘাটের কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম—

সোনা ॥ ওকে-ই কি গাইড্ পাকড়ালেন নাকি ? কোথায় যেতে চান আমায় বলুন না।

পুলক ॥ যাব কোথায় আর ? যা কুয়াশা শুনছি। আপনারা কি রোদ দেখেন না মশাই ?

সোনা ॥ এখানকার জীবনটাই এই রকম ভিজে ভিজে। কান্নার মত অনেকটা....

পুলক ॥ আপনারা কি তবে হাসেন না কখনো ?....সূর্য কি ওঠে না এখানে ?

সোনা ॥ ওঠে ! তার জন্যে তপস্যা চাই। এখানে আমরা সবাই এক কণা আলোর ভিখারী—

পুলক ॥ বড্ড ভারী ভারী কথাই বলেন মশাই আপনি ?

সোনা ॥ কাল জলা পাহাড়ে চলে যান। আপনারও হালকামিটা কেটে যাবে।

পুলক ॥ আমি একা যাবো ?

সোনা ॥ সৌন্দর্যকে তো একা দেখাই ভালো। ভাগ দেবার ভয় থাকে না ....খুব একা লাগলে আপনার মাউথ অর্গানটাই নাহয় বাজাবেন। আপনার তো গানবাজনা ভালই আসে। বাজান না একটু শুনি....

[ মন্ত্রমুগ্ধের মত পুলক মাউথ অর্গানে নেপালী লোক সঙ্গীতের একটা সুর বাজাতে থাকে। কানছী সোনাবাবু মুগ্ধ হয়ে শোনে—]

কান্ছী ॥ মিঠো বাজা!

সোনা ॥ হেল্লে কামরো চিনে কে সুর বাজাই রহে ছ। ( ও যেন আমাদের চেনা সুর বাজাচ্ছে )

কান্ছী ॥ হে বাবুজী।

সোনা ॥ তিয়ো গানা তিন জানছউ? ( গানটা তুমি জানো? )

কান্ছী ॥ হো বাবুজী।

সোনা ॥ ত গাউ ন ( তা গাও না )

কান্ছী ॥ বাবুজী?

সোনা ॥ ( মৃদু হেসে ) লাজ কে ছ? গাউ ন ( লজ্জা কেন, গাওনা )

[ মাউথ অর্গানের সুরে ধীরে ধীরে কণ্ঠ মেলায় কানছী—ঈর্ষাকাতর পুলকের সুর দ্রুত হয়ে যায়। এক সময় একটা বিশ্রী বেসুরো ঝঙ্কার তুলে মাউথ অর্গানটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুলক হাঁপাতে থাকে। গান থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওরা। ধীরে ধীরে আলো নিভে যায়। ]

[ আলো জ্বলতে দেখা গেল। জানলার পাশে টেবিলে খাতা মেলে দীপেন একমনে লিখে চলেছে। ধীরে ধীরে বোকেনবাবু প্রবেশ করে। টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে একটা ধরায় ]

বোকেন ॥ দিনরাত খাতাপত্তর নিয়ে কি করছেন মশাই?

দীপেন ॥ ( হেসে বন্ধ করতে করতে ) এই একটু লেখা-টেখা আরকি।

বোকেন ॥ নীতি কথা-টথা লেখেন নাকি? খবরদার, ও জ্ঞান অনেক চাচাই দিয়েছে কিন্তু কথার সাথে কাজের মিল কোন চাঁদেরই নেই! শুধু কথার ফুলঝুরি, নিষ্কাম উপদেশ, "ফ্লাওয়ার ইজ টু স্মেল, নট টু প্লাক। বিউটি ইজ

টু সী, নট টু টাচ্।" নট টু টাচ। কোন শালা পারে। (হঠাৎ থেমে) এই রে আঁধার তড়কালো!

দীপেন॥ থাকগে—

বোকেন॥ আরে মশাই স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই, আমার তো বিউটি দেখলেই মানে টলটলে ফুল টুল দেখলেই দুহাতে কচলাতে ইচ্ছে করে....

দীপেন॥ আশ্চর্য। জীবনটা কি একটা নোংরামী?

বোকেন॥ না নোংরামীটাই জীবন।

দীপেন॥ কি বলছেন আপনি?

বোকেন॥ ঠিকই বলছি মশাই। যে আদর্শ সততাকে আজকের জীবনে কেউ কানাকড়ি মূল্য দিচ্ছে না—বিদ্যাসাগর থেকে বিবেকানন্দ মায় রবি-ঠাকুর অবধি যে দেশের মাটিতে গলা কাটা হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে সেখানে শুকনো নীতিবোধকে বুকে আঁকড়ে থেকে লাভ কি? লাথি মেরে ফেলে দিন, বা পায়ের লাথি মেরে দূর করে দিন—সনাতন মূল্যবোধ আর ঐতিহ্যকে।

দীপেন॥ তারপর?

বোকেন॥ তারপর আর কি? নয় কালচারের মুভমেণ্ট করুন। যেমন ম্যাণ্ডেভে গিয়ে দেখুন একদিনের ধার করা বিদেশী কালচারের ফাঁদে পড়ে একদল মানুষ কি রকম ন্যাংটামির রেসে নেমেছে। ওরা হলেন আবার সব চেয়ে বেশী কালচার্ড—এ্যারেসটোক্রাটস্। অতএব উলঙ্গিনী সাজে ঘুরলেও দোষ নেই। যত দোষ এই নন্দ ঘোষের। শালা (রেগে চীৎকার করে) ত-ড-কা-গ আর পারিনা। (দ্রুত) আরে মশাই ঠাণ্ডায় যখন সবাই কুলপী মেরে যাচ্ছি তখনও মেয়েদের সাধের বস্ত্র সংকটের বহরটা দেখেছেন? ছেলেছোকরা তো দূরের কথা আমাদেরই গা গতর গরম হয়ে ওঠে? ঝাড়ু মারুন আদর্শের মুখে। ছিঃ-

দীপেন॥ দেখুন বোকেনবাবু, এটাই তো আর সব নয়—

বোকেন ॥ ( চটে ) সব সব। সততা, ত্যাগ, ধর্ম, মনুষ্যত্ব সব ফেনা ফেনা। কর্পূরের মত উবে গেছে। জীবনে ওরা আজ ট্রেসপাসার্স! ভালটা একেবারে নষ্ট। আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—কাল বলা হবে "ভাল বলিয়া কোন কিছু ছিল না।" গতিটা লক্ষ্য করুন।

দীপেন ॥ কেন এমন হলো বলুন তো?

বোকেন ॥ এ যুগে আমরা সবাই কোন না কোন রাজনৈতিক দানবের কবলায় পড়ে গেছি বলে। নইলে, অভাব যেদেশে ফাষ্ট এনিমি, ফুড যেখানে বিগ ক্রাইসিস, পপুলেশন যেদেশে গ্রেটেষ্ট প্রব্লেম—সেখানে এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে না—হচ্ছে সর্বস্তরে শ্রদ্ধাহীনতার বিষ ছড়ানো। আর তাতেই আমরা ছেলে-বুড়ো সবাই বিভ্রান্ত। নেতারা আমাদের 'হিস্যু' বানিয়ে কাজ গুছচ্ছেন আর আমরা তাদেরই জিন্দাবাদ দিয়ে একটু একটু করে কবরে ঢুকাছ!....তাই বলছি, আর জ্ঞান দেবেন না—এ যুগে যা পারেন লুটে নিন। জীবন ক্ষণস্থায়ী, যৌবন আরো অল্পস্থায়ী—তাই ইট্ ড্রিঙ্ক এ্যাণ্ড বি মেরী ( ধীরে ধীরে ) বি মেরী....( আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ) বি মেরী....

[ বলতে বলতে ধীরে ধীরে প্রস্থান। দীপেন চিন্তিতভাবে আবার খাতাপত্র টেনে বসে। একটু সময় কাটে। কান্ছী আসে। দীপেনকে ব্যস্ত দেখে। পা টিপে টিপে এসে দীপেনের লেখা লক্ষ্য করে। ]

কান্ছী ॥ সামঝে!

দীপেন ॥ ( চমকে ) কেয়া সামঝে।

কান্ছী ॥ ( রহস্যভরে হেসে ) তপাই সিনামা'বালা হে—

দীপেন ॥ ( হেসে ) জী নেহী।

কান্ছী ॥ তব ফেরী? কে লিখতে কিতাব? ( দীপেন ঘাড় নাড়ে ) কোনসা কাহিনী?

দীপেন ॥ এই তোমাদের কথা লিখছি আর কি !

কান্‌ছী ॥ ( খুব খুশীতে ) মেরো কাহানী ! আই বাপ। তো শুনাউন্থ না অলিকতা।

দীপেন ॥ শোনাবে। আগে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখি তবে তো—

কানছী ॥ যানে কা পহলে ভেট্ দিন্‌ছ।

দীপেন ॥ দেখতে হলে পালাতে হয়। এটাই কি নিয়ম নাকি ?

কান্‌ছী ॥ জী নেহী। রোজ্‌না দেখলে তো পুরাণা হয়ে যাবে। দেখদা দেখদা একদম মথি বানছ। লেকিন একদিন আচ্ছাসে দেখলে তো জিন্দেগীভর শোচতে হবে—হ্যাঁ।

দীপেন। দেখছি এবার এখানে এলে চারটে চোখ আনতে হবে। দুটো চোখে দুটো মনে।

কান্‌ছী ॥ হ্যাঁ বাবুজী ডারলিংকে দূর সে দেখকর কোই নাচা গান হল্লা কোরে— ফির কোই দেখে ইঁহাকে শোভা সুন্দরতা—নজদিক আসবে, হররোজ দেখবে তো মালুম হোবে কি সিফ্ পাথর—সিফ্ গাছ। কসই কো ন পত্তা ন ছাল ন—( থামে ) ডারলিং বাবু লেড়কী যসতো—বিলকুল লেড়কীর মতুন। হাসে নাচে গানা করে হরবকত—চুপ হলে মালুম হোয় লেডকীর ভোকার ভ'ল।

[ কান্‌ছী সহসা নিঃসীম বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। দারজিলিংয়ের ভিতর বাহির রূপ যেন প্রতিভাত হয় কান্‌ছীর প্রকৃতিতে। হঠাৎ নেপথ্য থেকে চীৎকার ভেসে আসে সোনাবাবুর বাবার। ভদ্রলোক পঙ্গু—

নেপথ্য কণ্ঠ ॥ আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমি পঙ্গু হয়ে তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে আছি বটে—তবু আমার হুকুম তোমাকেই মানতে হবে।

সোনা ॥ বাবা আস্তে কথা বলুন—বাবা—

বাবা ॥ কেন লজ্জা করছে ? কিন্তু যে কাজ করতে চলেছ—কাল তো সবাই তা জানবে—তখন লজ্জা রাখবে কোথায় ? তোমার চোদ্দপুরুষ তার

পরিচয় কোথায় লুকাবে সেদিন ? আমাকে যদি চুপই করাতে চাও তবে বিষ এনে দাও—তারপর যাকে খুসী ঘরে এনো। আমি বাধা দিতে আসবো না—

কান্‌ছী ॥ ( ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে ) আই বাপ ! চুড়াবাবা ফির রেগে গেল ?

দীপেন ॥ কেন ?

কান্‌ছী ॥ সোনাবাবুকো সাথ রোজ্‌না লড়াই ! কো জানে—সোনাবাবুকো কসুর কেয়া····মলই ডর লাগছে বাবুজী ম গয়ে।

[ ভীতা হরিণীর মত কান্‌ছীর ত্রস্তে প্রস্থান। অবাক হয়ে ক্ষণকাল দীপেন বসে থাকে। অন্যমনস্কভাবে সোনাবাবু প্রবেশ করে। ]

দীপেন ॥ আসুন—আসুন সোনাবাবু !

সোনা ॥ ( ম্লান হেসে ) আপনি আমায় ডাক নামে ডাকেন—চমকে যাই শুনে। মনে হয় যেন আপনার সঙ্গে আমার ক—ত–দি—নে–র চেনা ! আচ্ছা আপনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন মিঃ রায় ?

দীপেন ॥ আপনি করেন ?

# এরা কারা

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

## চরিত্র

| | | |
|---|---|---|
| মহিমবাবু | রুমা | মন্টু |
| শচীনবাবু | শুক্ল. | ভুনে |
| মণীন্দ্র | অরুণ | বাচ্চু |

দু'একজন পথচারী, জানলায় বসে থাকা একটি ছেলে।

[ প্রয়োজনবোধে বাদ দেওয়া যায় ]

[পর্দা পড়ে আছে। প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে গেল। পর্দার সামনে এসে দাঁড়াল একটি ছেলে। আপনার আমার ঘরের একটি ছেলে।]

ছেলেটি

নমস্কার—আমরা আজ এখানে একটা নাটক অভিনয় করব। নাটকটা আমাদেরই নিয়ে। নামটা বোধহয় আপনারা বাইরের পোষ্টারে দেখেছেন 'এরা কারা' আসলে নাটকটার নাম ঐটা নয়। নামটা একটু বড়। পোষ্টারে আঁটে না বলে ঐ নামটা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য নাট্যকার "এরা কারা" নামটাই রেখেছিলেন। আমরা সেটা বদলে দিয়ে আমরা নাটকটার নাম দিয়েছি—

সাপে কামড়েছে মাথায়
তাগা বাঁধবে কোথায়।

এইবার নাটক আরম্ভ হচ্ছে।

[ ছেলেটি পর্দার ভেতরে চলে যায় ]

[পর্দা উঠে যেতেই দেখা যায়। রাস্তার ধারের একটা চায়ের দোকান। কলকাতার রাস্তায় একটু চোখ খুলে চললেই এরকম দোকান দু-একটা চোখে পড়বে। দোকানে একটা আঁকাবাঁকা হাতে লেখা সাইনবোর্ড :—

আশা কেবিন

প্রো:—মণীন্দ্রচন্দ্র দাস

মেনু :

| | | |
|---|---|---|
| চা | .... | ১২ প: |
| ঘুগনি | .... | ১৫ প: |
| টোস্ট | .... | ২০ প: |
| বিস্কুট | .... | ১০ প: |
| ডীমের কারী | | ৪০ প: |

দোকানে জায়গা কম; তাই দোকানের দুপাশে রাস্তার ওপরেই টেবিল আর বেঞ্চ পাতা। ডানদিকে একটা দেড়তলার ঘরের জানলা দেখা যায়। সেখানে সব সময়ে একটা ছেলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে আর মাঝে মাঝে নিজের হাতের গুলি পরখ করে দেখে (ছেলেটি কিছুদিন হল ব্যায়াম আরম্ভ করেছে) দোকানদার মণীন্দ্র উনুনে একটা ভাঙা পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। ডানদিকে টেবলে বসে আছেন মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি নাম মহিমবাবু। জানা বাঁদিকে একা ঘরে খবরের কাগজ পড়ছে আর সিগারেট ফুঁকছে দুনে, বেকার যুবক একটা গুণ্ডা লোফার ক্লাসের চেহারা! মণীন্দ্রর দোকানের ট্রানসিসটরে একটা প্রচণ্ডরকম বাজে হিন্দী গান বাজছে। প্রবেশ করেন মহিমবাবুর বয়সী এক ব্যক্তি নাম শচীনবাবু। মণীন্দ্রকে ধমক দেন রেডিও বন্ধ করার জন্য। মণীন্দ্র রেডিও বন্ধ করে দেয়। শচীন-বাবু মহিমবাবুর টেবিলে এসে বসেন।]

মহিম ॥ কই গো মণীন্দ্র চা কি হলো গো? তা বুঝলেন শচীনবাবু দেশের যা বর্তমান অবস্থা তাতে মশাই দিন দিন মহা চিন্তায় পড়ে যাচ্ছি! আজ কাগজে দেখেছেন ওপন রাস্তায় একটা ছেলেকে ছুরি মেরে ফেলেছে।

শচীন ॥ কাগজ আর কখন দেখবো বলুন মহিমবাবু। বাড়ীতে ত আর রোজ

কাগজ রাখতে পারি না, এইখানে এসে যা একটু চোখ বুলাই। তাও কি পাবার যো আছে। ও বাবা দুনে তোমার কাগজ পড়া হল?

দুনে ॥ এইযে হয়ে এসেছে দিচ্ছি।

শচীন ॥ তা বাবা পড়বে ত ঐ সিনেমার পাতাটুকু। তা সেই সকালবেলা এসে ধরেছ আর যে ছাড়তে চাইছ না।

দুনে ॥ ভুল দেখেছেন, শুধু সিনেমার পাতা দেখি না। সে আপনার সুন্দরী তরল আলতা থেকে আরম্ভ করে ১৩নং সুতারকিন ষ্ট্রীট হইতে অমুক কর্তৃক প্রকাশিত সব পড়ি। তা আপনারা ত পড়বেন আইন আদালত অত ব্যস্ত হবার কি আছে। এই নিন পড়ুন ' [ দুনে এসে কাগজটা দিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে ]।

শচীন ॥ ( মহিমকে ) দেখলেন, কথা বলার ধরনটা একবার দেখলেন ?

মহিম ॥ আরে ছেড়ে দিন মশাই ছেড়ে দিন। এই দেখুন পাঁচের পাতায় দেখুন। প্রকাশ্য দিবালোকে যুবক ছুরিকাহত। [ দুজনে কাগজে মন দেন। মণীন্দ্র চা দেয়। হঠাৎ দেড়তলার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছেলেটা বলে। ]

ছেলেটা ॥ ও মণীন্দ্র, দুধ হইব নাকি এক পোয়া ?

মণীন্দ্র ॥ না দুধ হবে না।

ছেলেটা ॥ ক্যান হইব না ক্যান ?

দুনে ॥ ক্যান হইব না কি। দুধ নেই ব স্ হইব না। অত কৈফিয়তে তোর দরকার কিরে ?

[ ছেলেটা আর কথা বাড়ায় না ]

দুনে ॥ মণীন্দ্র, মন্টু আসে নি না ?

মণীন্দ্র ॥ না-তো।

দুনে ॥ কোথায় যে যায় শালা।

[ ঠিক এই সময়ে মন্টু ঢোকে। বেকার বাঙালী তরুণ ]

মন্টু ॥ কিরে ভুনে কতক্ষণ ?

ভুনে ॥ মাইরী মন্টে, আশ্চর্য কাণ্ডজ্ঞান তোর ' কাল সকালে ফাইন্যাল কথা দিয়ে গেলি। আমি শালা ঐ ভীড়ে গিয়ে লাইন মারলুম। ব্যস্ শালা নো পাত্তা।

মন্টু ॥ কি করবো বল, কাল সারাদিন ধরে মাকে গ্যাস্ দিয়েও মাইরী একটা পয়সা বার করতে পারলুম না।

ভুনে ॥ তোর মা মাইরী দিনকে দিন চিপ্পুস মেরে যাচ্ছে।

মন্টু ॥ নারে, পাবে কোথায় বল। টোটাল আর্নিং অফ্ দি ফ্যামিলি ত সাকুল্যে মাসে সাড়ে তিনশো টাকা। যাকৃগে কি খবর ?

ভুনে ॥ খবর ? খবর আর কি, গামছা এনেছিস ?

মন্টু ॥ গামছা ! গামছা কি হবে ?

ভুনে ॥ পরেশের দাদুর টাইম হয়ে গেছে। টেঁসে গেল বলে। তাই ত বলছিলুম যে একেবারে গামছা-টামছা নিয়ে রেডি হয়ে বসে থাকতুম। কান্নার রোল শুনলেই একেবারে খাট কিনে নিয়ে গিয়ে হাজির হতুম।

মন্টু ॥ পরেশের দাদু ! ডোবালি মাইরী ! হ্যারে ভুনে পরেশের কোন আত্মীয় টাত্মীয় নেই, রাসবিহারীর মোড়ের কাছাকাছি।

ভুনে ॥ কেন ?

মন্টু ॥ না তাহলে পরেশকে বলতুম যে ওর দাদুকে গিয়ে ওইখানে রাখতে। বুঝলি না ? ওখান থেকে কেওড়াতলার কাছে হত মাইরী, নইলে ঐ লাস এখান থেকে নিয়ে যাওয়া মাইরী।

ভুনে ॥ ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? টেম্পো আছে না ? দেখিসনি টেম্পোর গায়ে লেখা থাকে 'অলবেঙ্গল সার্ভিস' আর ক্যাওড়াতলা কি আর বাংলাদেশের বাইরে ?

রহিম ॥ শ্মশান। সব শ্মশান হয়ে যাবে। এইভাবে চলতে থাকলে বাংলা-দেশ বলে আর কিছু থাকবে ?

আরে মশাই এইসব ইউথ আমাদের দেশে। কাজ নেই কম্ম নেই, দিন-রাত্তির খালি আড্ডা আর বদমাইশী। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত চাব্‌কে সিধে করে দিতাম।

শচীন ॥ সত্যি চাবুক ছাড়া গতি নেই। তবে একটা কথা কি জানেন, শুধু ওদের চাব্‌কালে হবে না। ওদের বাপ-মা গুলোকেও ধরে ধরে চাব্‌কান উচিত। বাপ মা শাসনে রাখলে ছেলে কখনো এমন হয়? এইত সেদিন রতনবাবুর ছেলেটা মশাই

[ ওদিক থেকে একটা ছেলে এসে ঢোকে। ওর নাম অরুণ ]

অরুণ ॥ মণীন্দ আমার একটা চা।

মণ্টু ॥ এই অরুণ আমার জন্যে একটা চা বলনা।

অরুণ ॥ পয়সা নেই।

ভুনে ॥ ভাগ্‌ শালা তোর কাছে পয়সা নেই কি রে?

অরুণ ॥ মাইরী বলছি পয়সা নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সেজদা বাজারে চলে গেছে। বড়দার পকেট হাতড়ে মোট পঞ্চাশ পয়সা জোগাড় হয়েছে, এই নিয়ে সারাদিন চালাতে হবে। তুই চা বলে দেনা, পয়সা পরে দিবি।

মণ্টু ॥ নারে আর ধার দেবে না। অনেক পয়সা পায় আমার কাছে।

ভুনে ॥ এই মণীন্দ্র তিনটে চা আমার নামে।

মণ্টু ॥ মাইরী ভুনে তুই শালা বড় হলে দয়ার মহাসাগর টাইটেল পাবি।

ভুনে ॥ বাজে কথা রাখ। কালকের কি হবে বল। তোর কাছে শুনে লাষ্ট উইকে মেরা বুলবুলের পেছনে অতগুলো টাকা নষ্ট করলুম।

মণ্টু ॥ তা আমি কি করবো বল। তারা ভট্‌চাজ যা খবর দিলে আমি তোকে বিলে করে দিলুম।

অরুণ ॥ আরে ধুত্তোর, তোরা ঐ গাঁজাড়িটার কথা শুনিস কেন?

মহিম ॥ শুনুন, শুনুন, আপনি মশাই কথাটা বিচার না করেই বাপ মায়ের

ওপর দোষারোপ করে যাচ্ছেন। অত বড় বড় ছেলে সব নিজেরা যদি না বোঝে তা মশাই বাপ মা বোধ শক্তি চায়ের সংগে গুলে খাইয়ে দেবে ?

শচীন ॥ না না আমি তা বলিনি। ওদের দোষত আছেই কিন্তু বাপ মা হিসেবে বেসিক দায়িত্বটুকু যে আমরা পালন করতে পারি না সব সময়ে এটা ত জানবেন।

অরুণ ॥ ভাল্লাগে না মাইরী।

ভুনে ॥ কি ভাল্লাগে না ?

অরুণ ॥ কিছুই ভাল্লাগে না। একটি চাকরি বাকরি না জোটাতে পারলে আর চলছে না।

ভুনে ॥ চাকরি একটা খালি আছে করবি ?

অরুণ ॥ কোথায় ?

ভুনে ॥ আমার বাবার কারখানায়।

মণ্টু ॥ তা তুই করছিস না কেন ?

ভুনে ॥ শালা লেবার অফিসারকে ঘুষ দিতে হবে দু-হাজার টাকা আর আমার বাবা মাইনে পায় দু'শ পঁচাত্তর, তার মধ্যে কাব্লিওয়ালার শেয়ার পঞ্চাশ। দু-হাজার টাকা পাব কোথায় ?

অরুণ ॥ আমার বাবার কি তেলকল আছে ? শালা বাচ্চুটা এখনও আসে নি না ?

মণ্টু ॥ আসার কথা ছিল নাকি ?

অরুণ ॥ হ্যাঁ, কাল বেটা কি রকম ইন্টারভিউ দিল শুনতে হবে না ? শালা বললে দশটায় আসবে।

মণ্টু ॥ দশটায় আসবে বলেছিল ?

অরুণ ॥ হ্যাঁ।

মণ্টু ॥ তাহলে বারটায় আসবে দুঘণ্টা লেট্।

ভুনে ॥ কেন ?

মন্টু ॥ ওটা ওর জন্মগত অধিকার। সেদিন কি হয়েছিল জানিস? সেদিন বাচ্চুর বাড়িতে বাচ্চুকে ডাকতে গেছি। বাচ্চুর বাবা বেরিয়ে এসে বললেন —কাকে চাও? আমি বললুম, বাচ্চুকে. উনি বললেন—কয়টায় আইতে কইছিল নাকি তোমারে? আমি বললুম এগারোটায়। উনি আঙুলের কড গুণে বললেন একটার সময়ে আইস পাইবা। বুঝতে পারলুম না দেখে উনি বললেন—ব্যাপারটা কি হইছিল জান? বাচ্চু হওনের সময়ে বাচ্চুর মায়েরে হাসপাতালে দিছিলাম ত? ডাক্তার কইছিলো পোলা হইবো আটটায়, বাচ্চু হইল গিয়া দশটায়। ওইখানেই ত দুই ঘণ্টা লেট্। তারপর থিকা ও যা কাম করে অলয়েজ দুই ঘণ্টা লেট। ( ওরা সবাই হেসে ওঠে ) কইগো মণীন্দ্রদা. তিনপাহাড়ি গেলে নাকি চা আনতে?

মণীন্দ্র ॥ ( চা দেয় তিনজনকে ) এই যে হয়ে গেছে।

মন্টু ॥ ( চায়ে চুমুক দিয়ে ) এ্যাঃ শালা চা ত নয় যেন সুইটেণ্ড এইচ ইউ।

ভুনে ॥ সুইটেণ্ড এইচ ইউ মানে?

মন্ট ॥ বুঝলি না? চিনি মেশান হর্স ইউরিন।

[ বাচ্চু এসে ঢোকে ]

ভুনে ॥ আরে বাচ্চুবাবু এস। বাপকা সুপুত্তর এল।

তরুণ ॥ বল্ শালা কাল কি রকম ইণ্টারভিউ দিলি?

বাচ্চু ॥ ধুর শালা ওসব কি আমাদের পোষায়? ফট্ করে কি জিজ্ঞেস করলে জানিস্? ইউ-কে তে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নাম বল। শাল্‌লা ফট্ করে কেউ ইংরেজীতে নিজের নাম জিজ্ঞেস করলে আধঘণ্টা মাথা চুলকোতে হয়। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। তাও সহ্য করেছিলুম। তারপর কি বললে জানিস্? বি-এ পাস করার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা করেছ ইংরেজীতে বল। নাও, ঠ্যালা সামলাও।

মন্টু ॥ বোলতে পারলি না তুই, কিরে?

বাচ্চু ॥ মাইরী আর কি? তুই বলতে পারবি?

মন্টু॥ এ তো সোজা এ্যানসার। মর্নি সেভেন টু সেভেন থার্টি রাইজ টেক টি। ফিউ ডেজ মার্কেটিং ফিউ ডেজ নট। কাম টু মণীন্দ্রস্ টি শপ। গসিপিং গসিপিং টুয়েলভ্ থার্টি। গো ব্যাক হোম। পোর টু মগস্ ওয়াটার অন হেড। টেক রাইস উইথ মাদারস এ্যাবিউজ। স্মোক টু চারমিনার্স। স্লিপ। ফাইভ টু ফাইভ থার্টি রাইজ। কাম টু মণীন্দ্রস টি শপ, গসিপিং গসিপিং টেন থার্টি। গো ব্যাক হোম। টেক ব্রেড উইথ মাদারস এ্যাবিউজ। স্লিপ। দিজ ওয়াজ মাই রেগুলার প্রোগ্রাম সিন্স আই পাসড বি-এ।

বাচ্চু॥ হ্যাঁরে শালা তোর বাবা যখন অফিস খুলে বসবে তখন ওরকম ইন্টারভিউ দিবি।

মহিম॥ কি বলবো মশাই আজকালকার ছেলেদের বেসিক ইংরেজী জ্ঞানটুকু নেই। পাঁচ লাইন ইংরেজী লিখতে দিন সব ঘেমে নেয়ে ওঠবে

শচীন॥ সে আর আপনি কি বলবেন, দেখিত সব অফিসের সং বি-এ পাস বাবুদের। তবে ব্যাপার কি জানেন আমাদের সময়ে বই ছিল কম পড়া হত বেশী। আর আজকাল মশাই ক্লাস এইটের একটা ছেলেকে যা বইয়ের পাহাড় দিয়ে দেয় যে সে বেচারা বইয়ের ভারে মাথাই তুলতে পারে না।

সব বই পড়ে যদি ওকে পাস করতে হয় তবে ত ওর সারাজীবন লেগে যাবে। আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই গলদ। বিলেতে টিলেতে শুনেছি ছেলেরা পরীক্ষাটাকে খেলাধূলোর মত করে নেয় আর আমাদের পরীক্ষা মানে একটা বিভীষিকা। ছেলেরা রাত জেগে পড়া মুখস্ত করবে। মাষ্টারেরা ঘুম চোখে নম্বর দিতে গিয়ে এর নম্বর ওর খাতায় দেবে বুঝলেন না সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ফার্স।

ভুবে॥ বাচ্চু, তুই শালা বি-এ পাস করলি কি করে বলত?

বাচ্চু। এ কি করে আবার, পাস করার যেটা সবচেয়ে সহজ উপায় টুকলিফাই।

অরুণ ॥ এ্যাই ফালতু কথা বন্ধ কর। কাজের কথা বল। পাড়ার মধ্যে এসব বেলেল্লাপনা কতদিন চলবে?

হুনে ॥ কোন কেসটার কথা বলছিস অরুণ?

অরুণ ॥ বুঝতে পারছ না ন্যাকা, ঐ যে শ্যামল রোজ রোজ পা গাড়ি নিয়ে এসে রতনবাবুর বড মেয়েটাকে লট্‌কে নিয়ে যায়। পাড়ার মধ্যে এমন চলতে দেওয়া হবে?

মণ্টু ॥ হোয়াট ইজ টু দি ক্রো ইফ দি বেল পাক্‌স। বেল পাকলে কাকের কি?

বাচ্চু ॥ হ্যাঁ এতে তোর আমার মাথা ঘামানর কি আছে?

অরুণ ॥ আলবৎ আছে। আমরা থাকতে পাড়ায় এসব চলবে না, ব্যস্‌।

হুনে ॥ আইবাস্‌ অরুণ, তুই যে একেবারে বামাক্ষ্যাপা হয়ে গেলি মাইরী। তা তুই এক কাজ করনা, শ্যামলের মতন বি-ও-এ-সিতে একটা চাকরি জোগাড কর। একটা গাডি কেন। তারপর রতনবাবুর ছোট মেয়েটাকে লট্‌কে নিয়ে যা কেউ কিছু বলবে না।

অরুণ ॥ হ্যাঁ'রে হ্যাঁ শ্যামলের মত খুঁটির জোর থাকলে বি-ও-এ-সি কেন অনেক জায়গায় চাকরি জোগাড করতে পারতুম।

মণ্টু ॥ খুঁটির জোর নয় রে। চাপের জোর।

অরুণ ॥ ছাপের জোর? আমার ত তবু ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির একট ছাপান চোতা আছে। শ্যামলের আছে?

মণ্টু ॥ সেই ছাপ নয়রে শালা—এ হল জন্ম ছাপ।

হুনে ॥ তার মানে?

মণ্টু ॥ জানিস ত ভগবান হল ম্যানুফ্যাচারার অফ ম্যানকাইণ্ড। সে শালাত মাল তৈরি করে কপালে বাবার ষ্ট্যাম্প এর ছাপ মেরে ডেসপ্যাচ ডিপার্ট-মেণ্টে পাঠিয়ে দিলে। ডেসপ্যাচ ক্লার্ক তখন ছাপ দেখে দেখে পৃথিবীতে পাঠাবে। এ যাবে বিড়লার ঘরে ও যাবে দিলীপ বাঁড়ুয্যের ঘরে এই রকম

আর কি। এখন ব্যাপার হয়েছে জানিস ? আমাদের কপালে যখন ঐ শালার ভগবান ছাপ মারতে এল না ; তখন শালার ইঙ্কপ্যাডে কালি বেশী ছিল। ব্যাস্ ছাপ গেল ধেবড়ে। আর ঐ ডেসপ্যাচ ক্লার্ক ঐ ধ্যাবড়ান ছাপ দেখলেই এক জায়গায় পাঠিয়ে দেয়—টোটাল আর্নিং অফ দি ফ্যামিলি তিনশ টু সাড়ে তিনশ পার মান্থ।

বাচ্চু॥ সত্যি মাইরী আমরা এতগুলো বন্ধু কেউ বুক বাজিয়ে বলতে পারি না যে আমার বাবা অমুক কোম্পানির ম্যানেজার বা অমুক কোম্পানির ডিরেক্টার।

হুনে॥ আমাদেরই বাবা ত আর কত হবে।

বাচ্চু॥ অথচ মজাটা কি জানিস ? আমাদের প্রত্যেকের বাবাই কিন্তু মনে মনে ধরে বসে থাকে বড় হলে আমরা প্রত্যেকেই I. A. S. হব। যাকগে এই হুনে ওদিকের খবর কিছু পেলি ?

হুনে॥ খবর ? আমি কি ঘোড়ার সহিস যে খবর পাব। খবর যা আছে ডিক্রেনারিতে। এই যে ভাখ। [ রেসের বইটা বাচ্চুকে দেয়। )

শচীন॥ ওই দেখুন. দেখেছেন, ওই টুকু টুকু ছেলে সব হাতে রেসের বই।

মহিম। রেসের বই দেখে আপনি আঁতকে উঠলেন ? বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, সেদিন বিশেষ একটা কাজে একটু গ্রেস্ট্রীটের ওইদিকে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় ওই পাড়াটার মোড়ে দেখি আমাদেরই পাড়ার এক বস্থ বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসর জমিয়েছেন বলুন দিকি বাপের পয়সায় এইসব।

শচীন॥ তা মারলেন না কেন এক চড় ধরে।

মহিম॥ পাগল হয়েছেন মশাই ? যা সব ছেলে আজকাল। তারপর রাস্তার মধ্যেই যদি লোক সমক্ষে আমার থুতনিটা নেড়ে বলে বসে দাদু আপনি এ পাড়ায় কেন ? তখন ইজ্জৎটা যাবে কোথায় ? আর তাছাড়া আমার এক বন্ধু জোর করে খানিক বিয়ার খাইয়ে দিয়েছিল বললুম খাব না।

হুনে ॥ সন্ন্যাসী।

বাচ্চু ॥ কিরে ?

হুনে ॥ সন্ন্যাসী হয়ে যাব মাইরী।

মণ্টু ॥ নাগা নয়ত ?

হুনে ॥ না মাইরী বাড়িতে আর ভাল লাগে না। শালা রাত দিন খিচির খিচির।

অরুণ ॥ যা বলেছিস মাইরী। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বেলা আটটা পর্যন্ত ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি।

মণ্টু ॥ কেন ?

অরুণ ॥ পাছে অন্য কেউ বাজারে চলে যায়। ওইটাইত একমাত্র সোর্স অফ ইন্‌কাম, বল।

হুনে ॥ আরে তোদের বলাই হয়নি সেদিন কি হয়েছিল জানিস ?

বাচ্চু ॥ কিরে ?

হুনে ॥ সন্ধ্যে বেলায় সেদিন একটু ভোলাদের পাড়ায় গিয়েছিলাম ভোলা বুঝতে পেরেছিস ? অরে বোতল ভোলাবে। আর ওদের পাড়া মানে জানিস ত ? মার্কামারা। তা যাই হোক মোড়ে দাঁড়িয়ে সবে চারমিনারটা ধরিয়ে মোক্ষে টান মেরেছি শালা তাকিয়ে দেখি আমাদের পাড়ার এক কত্তা। শালা গলির মধ্যে থেকে টলতে টলতে বেরোচ্ছে। ডাকলুম শুনতেই পেলে না। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে কাত্তিক খেতে খেতে চলে গেল।

অরুণ ॥ কে রে মাইরী ?

হুনে ॥ না বাবা নাম বলব না। তবে গানটা মনে আছে। মন যে আমার কেমন কেমন করে।

মহিম ॥ এখনকার ছেলেদের দিয়ে বাড়ির কোন কাজ করতে পারবেন ?

অথচ আমাদের সময়ে দেশের কাজে কত ছেলে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে।

শচীন ॥ দেশের কাজে এখনও প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে ছেলেরা। হয় নিজেদের ছুরিতে নয় বোমায়।

হুনে ॥ এক এক সময় আমার কি মনে হয় জানিস্ ?

অরুণ ॥ কি ?

হুনে ॥ আমরা যদি এক একটা চল্লিশ মেগাটনের বোমা হতুম ?

বাচ্চু ॥ তাহলে কি হত ?

হুনে ॥ তাহলে আমরা ঠিক ঐ ডালহৌসি স্কোয়ারের চারকোণে চারজন দাঁড়িয়ে ফেটে পড়তুম। শালা চারপাশের ঐ বড় বড় বাড়িগুলো সব ভেঙে চুরমার হয়ে যেত।

মণ্টু ॥ ধ্যুস্ শালা, তোর কল্পনা শক্তির দৌড় ওই ডালহৌসি পর্যন্ত। আমি হলে একেবারে U.N O. বিল্ডিংয়ের ছাদে গিয়ে ফাটতুম। শালা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—জনগণ মন।

মণীন্দ্র ॥ মণ্টুবাবু আপনারা এবার টেবিলটা একটু খালি করুন।

মণ্টু ॥ কেন ?

মণীন্দ্র ॥ আপনারা সব সময়ে টেবিলজুড়ে বসে থাকলে আমার অন্য খদ্দের আসবে কোথা থেকে ?

হুনে ॥ তা যাও না ওই বুড়োদুটোকে বল না গিয়ে, ওরা ত আমাদের আগে থেকে বসে আছে।

মণীন্দ্র ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ওঁদেরও বলব। কিন্তু আপনারা টেবিলটা খালি করুন।

মণ্টু ॥ আই বাপ, এ শালা মণীন্দ্র স্পিকিং ভেরী ফ্লুয়েন্টাল।

হুনে ॥ যাও যাও নিজের কাজে যাও। বেশী বাতেলা করনা—

মণীন্দ্র ॥ বাঃ আপনারা রোজ রোজ জুলুম করবেন আর আমি—

হুনে ॥ (তড়াক করে উঠে) তবে রে শালা।

[ ওর বন্ধুরা সবাই ওকে শান্ত করে ]

মহিম ॥ ঐ দেখুন, দেখেছেন ? জুলুমবাজিটা একবার দেখুন। সকালবেলা এসে এক কাপ চা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর দোকান জুড়ে বসে থাকবে ও কিছু বলতে পারবে না।

শচীন ॥ কি বলবো বলুন। বলতে গেলেই বিপদ। অবিশ্যি ওরাই বা যায় কোথায় ? সকলে মিলে দরমা টরমা ঘিরে একটা ক্লাবঘর বানালে তা পুলিস এসে তুলে দিলে কি না অসামাজিক সংগঠন ! সেখান থেকে এসে আড্ডা গাড়লে আঢ্যিবাবুদের রকে ওমনি আঢ্যিবাবুদের খেয়াল হল রোদ লেগে রক ফেটে যাচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল ঢেলে রক ভেজাতে শুরু করলে। কোথায় যাবে ওরা। সময় ত কাটাতে হবে চাকরি-বাকরি নেই।

মহিম ॥ না না আপনার এ যুক্তি আমি মানতে পারলুম না। চাকরি বাকরি নেই বলে আড্ডা মেরে বেড়াতে হবে ?

শচীন ॥ তা কি করবে বলুন। এই বয়সের ছেলেরা ত আর ঘরে বসে গীতা পাঠ করতে পারে না।

হুনে ॥ এ্যাই বাচ্চু তোর হৃদয়েশ্বরী আসছে।

বাচ্চু ॥ দেখেছি সঙ্গে করে শুক্লা না।

অরুণ ॥ শুক্লা কেরে বাচ্চু ?

বাচ্চু ॥ ঐ যে নন্দীদের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে। আগে পার্কসার্কাসে থাকত।

হুনে ॥ এই বাচ্চু আমাকে একটু লাটাই ধরতে দিবি ?

অরুণ ॥ মানে ?

হুনে ॥ মানে বাচ্চুত যেন সুতো মানে রুমাকে ধরে আছে। আমি মানে পাশে লাটাইটা ধরে দাঁড়াব।

বাচ্চু ॥ পারবি না রে হুড়কে যাবে। মাঞ্জার বেভায় ধার। আগে যে পাড়ায় থাকত সে পাড়ায় বহু ছেলের হাত কেটে গেছে।

হুনে ॥ তুই একটা চান্স দিয়েই গ্যাখনা। জাষ্ট একটা ইনট্রো, আমি ঠিক খেলিয়ে তুলে নেব।

[ ইতিমধ্যে মেয়ে দুটি এসে যায়। বাচ্চু উঠে এগিয়ে যায় ওদের দিকে। দোতলার জানলার ছেলেটা মুখ বার করে মেয়ে দুটোকে দেখতে থাকে ]

বাচ্চু ॥ এই রুমা কোথায় যাচ্ছ? কলেজ? কি হলো কথা বলছ না যে?

শুক্লা ॥ দেখছেন বইখাতা হাতে। কোথায় যেতে পারে?

বাচ্চু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তা অবিশ্যি। মাইরী কাল তোমার জন্যে কতক্ষণ ওয়েট করলুম, তুমি এলেই না।

শুক্লা ॥ ও আপনার সংগে কথা বলবে না। ওর রাগ হয়েছে।

বাচ্চু ॥ যাঃ বাবা আমার ওপর রাগ। কেনরে বাবা আমি আবার কি করলুম?

শুক্লা ॥ ভেবে দেখুন কি করেছেন।

অরুণ ॥ ( জানালার ছেলেটিকে দেখিয়ে ) এই মণ্টে গ্যাখ শালা দেড় ব্যাটারী কি রকম ফোকাস মারছে।

মণ্টু ॥ এই শালা ভীমপলাশ্রী কি দেখছিস রে? তোর বাবাকে বলব যে মশাই আপনার ছেলে পড়াশুনোর নাম করে দিনরাত কেবল জানলা দিয়ে রাস্তার বিউটি কনটেষ্ট দেখছে।

হুনে ॥ ফের যদি মুখ বার করবি তো চামড়া ছাড়িয়ে আশর্ফ মলম লাগিয়ে দেব। চল হট্ ( জানালা বন্ধ হয়ে যায় )

বাচ্চু ॥ না মাইরী কিছুতেই মনে করতে পারছি না। দেখ রুমা—শালা সব্বাই ত আমাদের ওপর রাগ করে আছে। তোমরাও যদি রাগ কর তবে।

রুমা ॥ তোমার ওপর রাগ করাটা কি অন্যায়? সেদিন অত করে বারণ করলাম বাড়িতে ঝগড়া করবে না। পরশু দিনই ঝগড়া করছিলে।

বাচ্চু ॥ বাঃ বাড়ীর লোক আমার ওপর ইন্‌জাষ্টিস করবে আর আমি কিছু বলতে পারব না ?

শুক্লা ॥ কি ইন্‌জাষ্টিস করল বাড়ীর লোক আপনার ওপর ?

বাচ্চু ॥ দেখুন না সকালবেলা বাজার এনে দিলাম আবার নটা বাজতে না বাজতেই বলে র‍্যাশন আনতে হবে। যেন বিনা পয়সার চাকর পেয়েছে ?

রুমা ॥ বাড়ীর একটু আধটু কাজ করবে না ?

বাচ্চু ॥ সব কাজ আমি একা করবো। কেন দাদাও এক আধদিন বাজারটা করতে পারে।

রুমা ॥ দাদার অফিস নেই ?

বাচ্চু ॥ তবে আর কি দাদার দশটায় আফিস বলে সাড়ে সাতটায় বাজার যেতে পারবে না।

মণ্টু ॥ বাচ্চু শালাকে এই রকম প্রেম করতে দেখলে না আমার একটা গান গাইতে ইচ্ছে করে মাইরী।

অরুণ ॥ কোন গানটা ?

মণ্টু ॥ [ পূর্ণদাসের গলা নকল করে ] আহা চিটে গুড়ে পড়লে পিঁপড়ে। ও পিঁপড়ে নড়তে চড়তে পারে না। গোলে মালে গোলে মালে পিরীত কইরো না।

রুমা ॥ তোমার ইণ্টারভিউ কেমন হল ?

বাচ্চু ॥ ওই হল এক রকম।

রুমা ॥ কোন আশা আছে ?

বাচ্চু ॥ বোলতে পারছি না দেখা যাক।

শচীন ॥ ওই মেয়েটিকে নতুন মনে হচ্ছে এ পাড়ায়।

মহিম ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ ওইত নন্দীদের বাড়ীতে নতুন ভাড়াটে এসেছে ওর নাম শুক্লা।

শচীন ॥ আপনি চেনেন নাকি ?

মহিম ॥ এ পাড়ার কোন মেয়েটাকে চিনি না মশাই। ঠিকুজি জিজ্ঞেস করুন না তাও বলে দেব।

হুনে ॥ না মাইরী বাচ্চুটার মতলব খারাপ।

অরুণ ॥ কেন ?

হুনে ॥ ইনট্রো দেবে বলে মনে হচ্ছে না।

অরুণ ॥ তুই ভিড়ে যানা।

হুনে ॥ কি বলে ভিড়ব ?

মণ্টু ॥ যানা শালা, গিয়ে বল মণীন্দ্র চায়ের দাম চাইছে।

বাচ্চু ॥ চলুন না, কাল একটা সিনেমা দেখে আসি।

শুক্লা ॥ বারে আপনারা যান না, আবার আমায় টানছেন কেন ?

বাচ্চু ॥ না মানে আপনি গেলে রুমার একটু সুবিধে হয় আরকি।

শুক্লা ॥ তার মানে ? কিসের সুবিধে ?

বাচ্চু ॥ আমাদের সিনেমা দেখাত। আমি ত হল অন্ধকার হলে ঢুকি আর জনগণমনর-আগেই হাওয়া।

শুক্লা ॥ কেন ?

বাচ্চু ॥ ওই যে আপনার বন্ধু কেউ দেখে ফেলবে কেউ দেখে ফেলবে।

হুনে ॥ [ আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ] বাচ্চু, এই বাচ্চু, মণীন্দ্র চায়ের দাম চাইছে।

বাচ্চু ॥ যাঃ শালা চাই খেলাম না, দাম চাইছে কিরে ? [হঠাৎ বুঝতে পারে] আসুন শুক্লা দেবী, আলাপ করিয়ে দিই আমার বন্ধু হুনে।

শুক্লা ॥ নমস্কার।

হুনে ॥ নমস্কার—আপনারা এ পাড়ায় নতুন এসেছেন না ?

শুক্লা ॥ হ্যাঁ।

হুনে ॥ আগে ত আপনারা পার্কসার্কাসে থাকতেন, তাই না ?

শুক্লা ॥ সবই ত জানেন দেখছি।

হুনে ॥ না আপনাকে ভীষণ চেনা চেনা মনে হল কিনা। আসলে পাক সার্কাসে ত আমার মামার বাড়ী।

শুক্লা ॥ কোথায় বলুন ত ?

হুনে ॥ ওই ত ময়দানের উত্তরদিকে লাল বাড়ীটা।

শুক্লা ॥ ওটা ত পাকিস্তানের হাইকমিশনারের বাড়ী।

বাচ্চু ॥ [ ম্যানেজ করে ] ঠিক তার পেছনের রাস্তায়। এই হুনে সিনেমায় যাবি ?

হুনে ॥ কবে ?

বাচ্চু ॥ কাল চ ম্যাটিনী শো।

হুনে ॥ কে কে ?

বাচ্চু ॥ আমরা এই চারজন।

হুনে ॥ [উৎসাহের সংগে ] হ্যাঁ যাব।

বাচ্চু ॥ তাহলে তুই টিকিটটা কেটে রাখিস।

হুনে ॥ [ শুকনো গলায় ] আচ্ছা।

রুমা ॥ এই আমরা এখন যাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বাচ্চু ॥ তাহলে ওই কথাই রইল—কাল পূর্ণ ম্যাটিনি শো। আমরা ওয়েট করবো।

রুমা ॥ আচ্ছা।

শুক্লা ॥ [ হুনেকে ] চলি, নমস্কার।

হুনে ॥ নমস্কার।

[ মেয়েদুটো চলে যায় ]

মহিম ॥ দেখেছেন ? ভয় ডর কিস্যু নেই। পাড়ার মধ্যে সবাইয়ের চোখের সামনে কি বেলেল্লাপনা। আর মেয়েগুলোর টেষ্টকেও বলিহারি। এইসব অগামারা ছেলে সব হচ্ছে তাদের হিরো। জঘন্য।

শচীন ॥ যুগের হাওয়া। কিছু বলতে যান কাব্যি করে বুঝিয়ে দেবে, সংসারকে

ম^ন্টু সুন্দর করে দেখার এইত বয়েস। আপনাদের মশাই সে বয়েস নেই তাই আপনাদের চোখে খারাপ লাগে। সেদিন আমার এক লেখক বন্ধু ওদের সাপোর্ট করে বলছিলেন, দেখ ওদেরও ত একটু ভালবাসার প্রয়োজন আছে। বাড়ীতে বাপ মা ভাই বোন নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। পাড়ার লোকজন ওদের দেখলে এমনভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যায় যেন ওরা নর্দমা থেকে উঠে আসছে। সব জায়গা থেকে এইভাবে নেকলেকটেড হলে ওরাই বা বাঁচে কি করে বল।

মহিম ॥ প্রজাপতি টাইপের বই লেখেন বোধ হয় আপনার বন্ধু? তা বললেন না কেন? আরে মশাই এই করে করে দেশের কত মেয়েব সব্বোনাশ হচ্ছে জানেন?

শচীন ॥ আমি ঠিক ঐ কথাটাই বলেছিলাম তা ও বললে যে আজকালকার মেয়ে নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রেখে খুব ভালভাবেই চলতে জানে।

মহিম ॥ ছাই জানে।

হুনে ॥ তুই যে মাইরী ইনট্রো দিতে গিয়ে আমাকে এ রকম প্যাঁচে ফেলবি কে জানত।

বাচ্চু ॥ কি করলুম আবার?

হুনে ॥ দমাস করে বলে দিলি টিকিটটা কেটে রাখিস, এখন অতগুলো টাকা আমি পাই কোথায়।

মন্টু ॥ বা শালা বা প্রেম করবে টাকা খরচ করবে না তাও কি কখনো হয় নাকি? পৃথিবীর প্রেমের ইতিহাস ষ্টাডি করে দেখিস, বিনা ক্যাশে কোন প্রেম সাকসেসফুল হয়নি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন শাজাহানের তাজমহলে কত ক্যাশ ডাউন হয়েছিল জান? তখনকার দিনে পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা।

হুনে ॥ তুই থাম্ আর ফুট কাটতে হবে না। টাকা নাহয় কোন রকমে

জোগাড করলুম। কিন্তু বাচ্চু শালা ত প্রথম রাউণ্ডেই আমাকে স্ক্র্যাচ ক.
দিলো।

বাচ্চু॥ কিরে? কি বলছিস বল ত?

হুনে॥ আলাপ করবার সময় তুই আমার হুনে নামটা বললি কেন? প্রণব
বিশ্বাস বলতে পারলি না? তা না হুনে। ও শালা হুনে শুনে কোন মেয়ে
আমার দিকে এগুবে?

অরুণ॥ আলবৎ এগুবে। হুনে শুনে এগুবে। ভালবাসবে। ভালবাসা
গাঢ় হলে আদর করে ডাকবে হুনু। আরও গাঢ় হলে ডাকবে হনুমান।

হুনে॥ ঝাড়ব শালাকে এক লাথ।

শচীন॥ চলি মহিমবাবু, আমার আবার আপিস যেতে হবে [ উঠে পড়ে ]।

মহিম॥ সেকি মশাই! এত বেলায়?

শচীন॥ ওই গেলেই হোল একবার। ওইটেইত গবরমেণ্ট আফিসের
সুবিধে। যা মাইনে দেয় শালারা, কাজ করতে ইচ্ছে করে না। হেঁ-হেঁ-
হেঁ চলি।

[ উঠে চলে যেতে থাকে ]

মণীন্দ্র॥ বাবু আমার পয়সাটা?

শচীন॥ কত হয়েছে?

মণীন্দ্র॥ বার পয়সা [ মণীন্দ্রকে পয়সা দেয় ]।

শচীন॥ ও বাবা মণ্টু, তোমার সংগে গোটাকতক কথা আছে। একটু এদিকে
আসবে?

[ মণ্টু এগিয়ে আসে ]

মণ্টু॥ কি ব্যাপার বলুন ত?

[ শচীন মণ্টুকে নিয়ে একধারে যায় ]

শচীন॥ বাবা মণ্টু তোমরা থাকতে এরকম জুলুম চলবে এটা কি ভাল?

মণ্টু॥ বুঝতে পারলুম না খুলে বলুন।

.ণ ॥ ওই যে হরেনবাবু, দু'ম'স ভাড়া দিচ্ছেন না ।

মণ্টু ॥ ওঃ এই ব্যাপার ? তা হরেনবাবুর ফ্যাক্টরিতে ষ্ট্রাইক চলছে, সেইজন্যেই বোধ হয় ।

শচীন ॥ না না না ওসব বাজে কথা বাবা, বাজে কথা । শোন তুমি ওদের তুলে দাও । তোমার কাছে চেপে লাভ নেই বাবা আমি একজন ভাল ম্যাড্রাসি ভাড়াটে পেয়েছি । অনেক বেশী ভাড়া দেবে ।

মণ্টু ॥ আহা তুলে দাও বললেই ত হবে না ।

শচীন ॥ না না এ কাজটা তোমায় করে দিতেই হবে । শোন বাবা, এক মাসের ভাড়া নাহয় আমি তোমাদের দেব । কাজটা তোমায় করে দিতেই হবে ।

মণ্টু ॥ আচ্ছা একটু ভেবে দেখি ।

শচীন ॥ এতে আর ভাবাভাবির কি আছে, তুমি গিয়ে একদিন দলবল নিয়ে একটু হল্লা করলেই বাপ্ বাপ্ বলে পালাবে । তোমাদের ভয় করে না এমন লোক আছে নাকি এ তল্লাটে !

মণ্টু ॥ আচ্ছা, হবে'খন । আপনি এখন যান ।

শচীন ॥ এই যে বাবা যাচ্ছি ।

[ শচীন চলে যায় । মণ্টু বন্ধুদের কাছে ফিরে আসে ]

হুনে ॥ কি বললে র‍্যা শকুন চক্কোত্তি ?

মণ্টু ॥ হরেনবাবুকে ওর বাড়ী থেকে তুলে দিতে হবে ।

বাচ্চ ॥ হরেনবাবুর অপরাধ ?

মণ্টু ॥ দু মাসের ভাড়া বাকী ।

অরুণ ॥ সেত হরেনবাবু দিয়ে দেবে বলেছে ।

মণ্টু ॥ আরে না, আসলে শকুন চক্কোত্তি একটা বেশী ভাড়ার ভাড়াটে পেয়েছে ।

হুনে ॥ ঝেড়ে কাশ । তা পারিশ্রমিক ?

মণ্টু ॥ এক মাসের ভাড়া।

হুনে ॥ লেগে যা শালা।

মণ্টু ॥ ভাবছি।

মহিম ॥ ও মণীন্দ্র।

মণীন্দ্র ॥ আজ্ঞে।

মহিম ॥ তোর বউ কেমন আছে রে?

মণীন্দ্র ॥ ওই আছে একরকম। কিছুই বলা যাচ্ছে না! আর হবে ভাগ্যে যা আছে।

মহিম ॥ তুই আর ভাগ্য ভাগ্য করিস নি। তুই নিজেই ত বউটাকে মারলি। ওই চেহারায় যদি বছর বছর ছেলে হয় তবে আর বাঁচবে কি করে। গবরমেণ্ট এত পয়সা খরচ করে এত বিজ্ঞাপন দিচ্ছে চারদিকে ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে তবু যদি তোদের হুঁস না হয়।

বাচ্চু ॥ এই হুনে শুনছিস মহিম খুড়ো মণীন্দ্রকে কি রকম জ্ঞান দিচ্ছে?

হুনে ॥ হুঁ।

অরুণ ॥ মণীন্দ্রর কটা বাচ্চারে?

বাচ্চু ॥ তিনটে বোধ হয়।

অরুণ ॥ আর ঐ জ্ঞানদাস মজুমদারের?

বাচ্চু ॥ ছয় পূর্ণ একের চার।

অরুণ ॥ মানে?

বাচ্চু ॥ ছটা হয়েছে আর একটা হবে। চারমাস।

অরুণ ॥ ওরে শাল্লা।

মণ্টু ॥ মণীন্দ্রর বউয়ের কি হয়েছে রে?

হুনে ॥ কে জানে, রোজই ত বলে অসুখ।

মণ্টু ॥ এই মণীন্দ্রদা এদিকে শোন।

মণীন্দ্র ॥ ( এগিয়ে এসে ) কি বলছেন?

মন্টু॥ তোমার বউ-এর কি হয়েছে কি ?

মণীন্দ্র॥ কে জানে কিছুই ত বুঝতে পারছি না।

হুনে॥ ডাক্তার দেখিয়েছ ?

মণীন্দ্র॥ ঐতো হরিপদ ডাক্তার দেখছে।

মন্টু॥ ওসব হরিপদ ডাক্তারের কম্ম নয়। ভাল ডাক্তার দেখিয়েছ ?

মণীন্দ্র॥ ভাল ডাক্তার কোথা থেকে দেখাব ? পয়সা কোথায় ?

মন্টু॥ [ একটু গুম হয়ে থেকে ] হুনে একটা হিসেব করতো। লাইনের সব দোকানদার যদি পাঁচ টাকা করে দেয় তবে কত হবে ?

হুনে॥ ত, অনেক, ধর শ' দুয়েক।

মন্টু॥ ঠিক আছে। চল শালা কাল সকালে বেরোব। সব শালার কাছ থেকে পাঁচ টাকা করে আদায় করে ছাড়ব।

বাচ্চু॥ সবাই কি পাঁচ টাকা করে দেবে ?

মন্টু॥ আলবৎ দেবে। দেবে না মানে ? একি আমরা ফুর্তি করবার জন্যে চাইছি নাকি ?

হুনে॥ হ্যাঁ হ্যাঁ না দিলে সব দেশের টিকিট কাটিয়ে দেব না।

মন্টু॥ এই চল থ্রি মগস অফ্ ওয়াটার অন হেড টাইম হয়ে গেছে।

[ ওরা উঠে পড়ে। হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে যেতে থাকে ]

হুনে॥ আমার কত হয়েছে গো ?

মণীন্দ্র॥ সত্তর পয়সা।

হুনে॥ যাঃ শালা, ভালই যাচ্ছে সকাল বেলা।

মন্টু॥ হুনে তুই শালা একটা স্বস্তি সস্তয়ন করা মাইরী তোর যা চোট খাচ্ছে।

[ হুনে পয়সা দিয়ে দেয়। ওরা বেরিয়ে যেতে থাকে। হঠাৎ মহিমবাবু ডাকেন ]

মহিম॥ ও হুনে, বাড়ি চললে নাকি ?

হুনে॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহিম ॥ তোমার সংগে যে দুটো কথা ছিল বাবা।

হুনে ॥ ( বন্ধুদের ) এই তোরা এগো আমি একটু জ্ঞানদাসের জ্ঞান শুনে আসি।

[ ওরা বেরিয়ে যায় ]

মহিম ॥ ও মণীন্দ্র আমার কত হল রে ?

মণীন্দ্র ॥ আজ্ঞে চব্বিশ।

মহিম ॥ ওঃ কাল নিয়ে নিস, আজ আবার খুচরো নেই পকেটে। তা বাবা হুনে বল'ছলুম কি কালকের কোন ভাল খবর টবর আছে নাকি তোমার বগছে ? তোমাদের ত অনেক সোর্স টোর্স। পরপর তিন উইক যা মার খেলাম। ছাপোষা মানুষ বুঝতেই ত পারছ । যে মেয়া বুলবুল না কি বলছিলে ঘোড়াটার নাম।

হুনে ॥ পাকা খবর এখনও কিছু পাইনি। বিকেলে পাব।

মহিম ॥ তা আমি না হয় একবার রাতের দিকে তোমার বাড়ী যাব এখন! এখন চলি বাবা। বেলা অনেক হল। এখন বাড়ী যাব চান করবো। এ-ক ঘণ্টা ধরে পুজো করবো তারপর দুটি নাকে মুখে দেওয়া।

হুনে ॥ পুজোটা কতক্ষণ বললেন ?

মহিম ॥ একঘণ্টা। তোমারা ত আবার আজকালকার ছেলে, ঠাকুর দেবতা মানতেই চাওনা হেঁ হেঁ হেঁ চলি বাবা।

[ হুনে মঞ্চের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে। মণীন্দ্র পেছনে প্রায় অদৃশ্য। হুনে হঠাৎ সামনের দিকে এগিয়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে ]

হুনে ॥ সমবেত দর্শক মণ্ডলী। এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কেন অমরা নাটকটার নাম সাপে কামড়েছে মাথায় তাগা বাঁধবে কোথায় রাখতে বলেছিলাম। আসলে সাপে কামড়েছে মাথাতেই, মানে অসুখটা হয়েছে মাথাতেই। তাই বলছিলুম যে অযথা উত্তেজিত হয়ে বাংলার যুবশক্তি নষ্ট হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল বলে মাথা না চাপড়ে একটু ভেবে

দেখুনত আমাদের খরাপ করছে কারা ? তারাইত যারা দিনের পর দিন আমাদেরই সমালোচনা করেন আবার টাকা দিয়ে আমাদেরই গুণ্ডামী করতে পাঠান। তারাইত যারা দিনের পর দিন আমাদের সমালোচনা করেন আবার রাতের অন্ধকারে আমাদের কাছে আসেন রেসের টিপ্‌স নিতে।

[ মণ্টু বাচ্চু অরুণ আবার ঢোকে ]

মণ্টু॥ এই শালা, আমরা এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছি তুই শালা এখানে কি করছিস ?

হুনে॥ দর্শকদের নাটকটা সম্বন্ধে একটু এক্সপ্রেশন দিচ্ছিলাম।

মণ্টু॥ কি দিচ্ছিলি ?

হুনে॥ এক্সপ্রেশন।

মণ্টু॥ এক্সপ্রেশন কি রে ? [ ওরা সবাই হেসে ওঠে ] ওরে কথাটা এক্সপ্ল্যানেশন। তুই এক্সপ্ল্যানেশনকে এক্সপ্রেশন বলছিস। কি বোঝালি দর্শকদের কে জানে ! [ এবার মণ্টু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে ] আসলে ও বোধহয় ঠিক গুছিয়ে বলতে পারল না। আমরা আমাদের এই খারাপ হয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে পার্টিকুলারলি কাউকে দায়ী করছি না। আসলে সব কিছু মিলে, নানান পারিপার্শ্বিক ঘটনা আমাদের বাধ্য করছে খারাপ হয়ে যেতে। সেই অনেকগুলো কারণের মধ্যে এই রকম ছোট ছোট কয়েকটা কারণও আছে। আমাদের নাট্যকার বলেন : টোটাল বাংলাদেশ জুড়ে এখন বিরাট বড় সাইজের একটা কার্বঙ্কল হয়েছে। কার্বঙ্কলের ত অনেক মুখ। ছোট মুখ, বড় মুখ। আমি ছোট নাট্যকার ছোট একটা মুখ দেখিয়েছি বড় বড় নাট্যকার যাঁরা আছেন তাঁরা বড় মুখগুলো দেখাবেন।

[ হঠাৎ মণীন্দ্রর রেডিয়োতে একটা যন্ত্রসঙ্গীতে 'আমার সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালবাসি' এই সুরটা বাজতে থাকে ]

বাচ্চু ॥ এই মণ্টু রেডিওর বাজনাটা শোন, সুরটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে না ?

মণ্টু ॥ হ্যাঁ মাইরী, সুরটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

[ দর্শকদের উদ্দেশ্যে ] আপনারা কেউ হেল্প করতে পারেন ? মাইরী এ সুরটা আমরা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আজকের বাংলাদেশের বুকে বসে আপনারা কি কেউ মনে করতে পারেন কোন গানের সুর এটা ? আমরা পারছি না।

[ ওরা চারজন পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। সুরটা বাজতেই থাকে। ]

[ পর্দা পড়ে যায় ]

---

অভিনয়ের আগে নাট্যকারের অনুমতি নিতে হবে।

ঠিকানা : মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়,

কলিকাতা-২৬

# রূপোলী মাটি

**বসন্ত ভট্টাচার্য্য**

**চরিত্র**

মাণিক রতন অমূল্য
বলাই মহাবীর মাখন
সাবিত্রী সত্যবান ভবতারণ

---

[ কলকাতার কোন এক হাসপাতালের কাছাকাছি রাস্তার অংশ। অপেক্ষাকৃত নির্জন অঞ্চল। একপাশে পেছনের পার্কের রেলিং-এর খানিকটা দেখা যায়। অন্যদিকে ল্যাম্প পোষ্ট, দেয়ালের গায়ে সিনেমা ইত্যাদির পোষ্টার। সামান্য লোকজনের যাতায়াত হয়। কিন্তু অদূরে রাস্তা থেকে লোকজনের কোলাহল, গাড়ির শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসে। সময়টা বিকেলের কাছাকাছি। মঞ্চের একপাশ থেকে বছর পঁচিশের ছেলে রতন ঢোকে। গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা চাষী সে। কাঁধে একটা বোচ্‌কা গোছের পুটুলি। অভাব আর দারিদ্রের চিহ্ন তার সর্বত্র। তবু সতেজ এবং আত্মভোলা ভাব তার মধ্যে। রতন মঞ্চের মাঝখানে আসতেই অন্যপাশ থেকে একটা বড় আখের একপাশ চিবোতে চিবোতে ছাপরা জেলার মহাবীর প্রসাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। কাঁধ থেকে রতনের বোঁচকাটা নিচে পড়ে যায়। মহাবীর সেটা যেন খেয়ালই করে না। চলতে থাকে আপন মনে। রতন প্রথমটা হক-চকিয়ে পরমুহূর্তেই চলে যাওয়া মহাবীরকে খেঁকিয়ে ওঠে। মহাবীর থামে, আখ চিবোতে চিবোতে কিছু না জানার ভাণ করে। ]

রতন ॥ ও মশায়, আমার এই ইয়েটা ফেলে দিলেন কেন? ও মশায়—

মহাবীর ॥ হাম্? হাম্ ন ফেললো।

রতন ॥ (রেগে) তাহলে ফেললো কে? বাতাসে ফেললো?

মহাবীর ॥ ক্যায়সে বোলবো ভাইয়া। হাওয়ার ভী তো জোর আছে।

রতন ॥ তাই বলে এই কাঁধ থেকে এই অ্যাত্তো বড়ো বোচকাটা ফেলতে পারে নাকি ?

মহাবীর ॥ জরুর ভাইয়া, জরুর। বড়া বড়া মোকাম ভী পড়িয়া যায়।

[ ঝট্ করে বোঁচকাটা কাছে নিয়ে খুলেই আহত মনে বসে পড়ে রতন। মহাবীর একটু নজর দিয়ে আবার আখ চিবোতে থাকে। ]

রতন ॥ যা ভেবেছি ঠিক তাই। বড় বৌর পটখানা এক্কেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। [ কপালে আঘাত করে ] হায়—হায়—হায়! কালীঘাট থেকে সেবার দাদা নিজে কিনিয়ে এনেছিল।

[ মহাবীর প্রায় চলে যাচ্ছিল। রতন ওর পথ আটকায়। মহাবীর থতমত খেয়ে যায় ]

এই আপনি, আপনি আমার বড় বৌর পট ভেঙে দিলেন কেন ? বড় বৌ হাঁসপাতালে আছে—তারে কি বলবো আমি ? বলেন, বলেন কেন পট ভাঙলেন ?

মহাবীর ॥ ( থামাতে গিয়ে ) আরে বাব্বা। কামড়ায়গা নেই কেয়া। শুনো —শুনো—

রতন ॥ বলেন।

মহাবীর ॥ তোম কেয়া কামড়ায়গা ?

রতন ॥ কামড়াচ্ছি নাকি। বলছি, আপনি কেন বড় বৌর পট ভেঙে দিলেন ?

মহাবীর ॥ ( ভেংচে ) ভেংইয়ে দিলেন। ভেংইয়ে দিলেন তো হল কী ? হাম কী আপনা মর্জিসে ভেংইয়ে দিয়েছি। গির গেলো তো ভেংইয়ে গেল। আরে সীসা-উসা সাফা কোরো—নেহিতো খুন নিকাল্বে।

রতন ॥ ও কথা বললে শুনবোনা। পট সারানোর দাম আপনাকে দিয়ে যেতে হবে।

মহাবীর ॥ দাম কা দেব ! আপ্‌নাসে গির্ গেলো তো ভেংইয়ে গেল।

রতন ॥ ( জেদ করে ) উঁহুঁ ; দাম নিয়ে ছাড়বো। দাম দিতে হবে। ওর দাম তিন টাকা। হ্যাঁ—

[ রতন ওর কাপড় টেনে ধরে। মহাবীর ব্যস্ত হয়। ]

মহাবীর ॥ আরে এই বুরবাক্, ছোড়—কাপড়া ছোড়।

রতন ॥ না ছাড়বো না। আগে পট সারানোর দাম দেন তবে ছাড়বো'।

মহাবীর ॥ ( অতি ব্যস্ত ) কাপ্‌ড়া ফাট্‌ যায়গা। ছোড়—ছোড়—

রতন ॥ না ছাড়বো না। কিছুতেই না। দাম দেন আগে।

[ রতন আর মহাবীরের টানা-হেঁচড়ার মধ্যে বলাই আসে। বছর কুড়ি-বাইশের রুস্তমী চেহারা এবং পোশাক তার ! দুজনার মাঝখানে পড়ে ছাড়িয়ে দেয় ওদের। মহাবীর কাপড় ঠিক করে। সেই সঙ্গে ওর ট্যাঁকে গোঁজা লাল রংয়ের কাপড়ে বানানো টাকার তবিলটাও সামলায়। বলাইর নজর এড়ায় না সেটা। ]

বলাই ॥ (ঝাঁঝালো কণ্ঠে ) কি হয়েছে ভাই ?

মহাবীর ॥ দেখিয়ে বাবুজী, ই শালা হামার কাপড়া ফাটিয়ে দিলো ফিন মুফত্‌সে রুপিয়া মাংছে !

বলাই ॥ ও, এই কেস্। কিরে ব্যাপার কি ?

মহাবীর ॥ শালা ভিখিরি লোগ্‌—মারেগা এক ঝাপ্পর।

[ চড় মারতে চায় মহাবীর। থামায় বলাই। ]

বলাই ॥ আরে ঠারো। চিল্লাও মাৎ। ( রতনকে দেখে নিয়ে ) কি হয়েছে ভাই ?

রতন ॥ ত্যাখেন না বাবু, উনি আমার ঝোলাটা ফেলে দিয়ে বড় বৌর পটখান; ভেঙে দিলেন। বলছি পট সারানোর দাম দেন—তা দিতে চাইছেন না !

বলাই ॥ কিরে, কি শুনছি ? দাম দিচ্ছিস না কেন ?

মহাবীর ॥ দাম কা দেবো বাবু? কর্পোরেশন কা সড়ক পড় সামান উ রাখলে কেন?

রতন ॥ আমি ওখানে রেখেছি নাকি! রেখেছি তো এই কাঁধের পরে। আপনি তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে পটটা ভেঙে দিলেন।

বলাই ॥ তুমিই বা দেশ থেকে পট এনে এখানে ফট্‌ফট্‌ করতে শুরু করেছো কেন বাপু?

মহাবীর ॥ ঠিক্ বলিয়েছেন বাবু—ই শালা একদম বেকুব আছে।

রতন ॥ এজ্ঞে পট্‌টাতো বড বৌর।

বলাই ॥ তা বাপধন ছোট বৌ খচ্ খচ্ কচ্ছে বুঝি?

রতন ॥ না বাবু। বাড়িতে এখনও ছোট বৌ আসেনি। ..মা মারা যেতে এই পটের মানুষটি আমাকে বড়ো করেছেন—মানুষ করেছেন। আমার মা হয়েছেন। আর সেই মায়ের পট্‌টা চোখের সামনে ভেঙে গেল বাবু।

[ ভাঙা ফটোখানা বলাইয়ের সামনে তুলে ধরে রতন ]

বলাই ॥ দেখি—দেখি—হ্যাঁ, একেবারে চৌচির।

রতন ॥ হ্যাঁ বাবু। একেবারে ভেঙে গেছে। সারাতে অনেক খরচ হবে বাবু।

[ মহাবীর ট্যাঁক সামলে নিয়ে কেটে পড়তে চায়। বলাইর সেটা নজরে আসতেই ওকে ডেকে থামায়। ]

বলাই ॥ কত হবে বলত? ( মহাবীরকে ) এই ব্যাটা, এদিকে আয়—এদিকে আয়। কুটছিস্ কিরে—এদিকে আয়। এদিকে আয় বলছি।

[ ভয়ে ভয়ে এগোয় মহাবীর ]

মহাবীর ॥ কাহেকো বাবুসাব?

বলাই ॥ ( ধমক দিয়ে ) আয় বলছি।

[ জড়োসড়ো মহাবীর এসে থমকে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক দেখে নেয় বলাই ]

মহাবীর ॥ বলিয়ে বাবুজী।

বলাই ॥ নিকালো—রুপিয়া নিকালো।

মহাবীর ॥ কাহে বাবু? রুপিয়া কাহে নিকালবে?

বলাই ॥ ফটো ভেঙেছিস, সারাবার খরচ দিবি না?

মহাবীর ॥ হাম না ভাঙলো বাবু। হাতসে লাগলো আউর পড়িয়ে গেল।

বলাই ॥ ওই হোল ব্যাটা। তুইই ভেঙেছিস। নে, টাকা বের কর।

রতন ॥ হ্যাঁ বাবু। ওই উনিই ভেঙেছেন।

বলাই ॥ তুমি থামো। দেখছি আমি!

রতন ॥ তাই দ্যাখেন বাবু। পটখানা যেন আবার সারাতে পারি

বলাই ॥ হাঁ করে দেখছিস কিরে? টাকা বের কর।

মহাবীর ॥ ধরমসে কহি কি বাবুজী উ তস্‌বীর হাম না ভাঙ্‌লো।

বলাই ॥ ধর্মের বুলি ঝাড়ছিস। ব্যাটা যুধিষ্ঠির ছানা দেখ্‌ছি। নে—নে বের কর্ টাকা।

মহাবীর ॥ নেহি বাবুজী। হামার পাশ রুপিয়া-উপিয়া কুছ নেহি।

[ নিজের অজানতেই যেন ট্যাঁকের থলে সামলায় মহাবীর। বলাই আড়চোখে সেটাও দেখে। ]

বলাই ॥ কি বললি? কুচ্ নেহি'

মহাবীর ॥ জি।

বলাই ॥ ব্যাটা যুধিষ্ঠিরের ছানা ফেরঁপটি ঝাড়ছিস।

মহাবীর ॥ নেহি বাবু। সাচ্চা বোলছি।

[ বলাই এদিক-ওদিক দেখে মহাবীরের চোখে চোখ রেখে পা মেপে মেপে এগোয়। মহাবীরও ঢোক গিলতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকার থলেতে হাত চেপে পিছিয়ে চলে ]

বলাই ॥ সাচ্চা বোলতা?

মহাবীর ॥ জি—সাচ্চা বোলতা।

[ খপ্ করে ওর ট্যাকের তবিলটা টেনে নেয়। ]

বলাই ॥ এটা, এটা কী?

মহাবীর ॥ ( ব্যস্ত হয় ) বাবুজী, বাবুজী মেরে কসুর মাপ কিজিয়ে। রুপিয়া ওয়াপস দিজিয়ে—বাবুজী।

বলাই ॥ ফের চিল্লাচ্ছিস্?

মহাবীর ॥ নেহি বাবুজী। মেরা রুপিয়া ওয়াপস দিজিয়ে।

বলাই ॥ ওর ফটো সারাবার খরচা দিবি না?

মহাবীর ॥ আপকো মরজি বাবুজী। আপতো রাজা আদমী হায়।

বলাই ॥ বেশ বলেছিস তো—রাজা আদমী। হাঃ—হাঃ—হাঃ—যাক্ গে চল্।

মহাবীর ॥ কাঁহাপর বাবুজী?

বলাই ॥ চলনা। ( রতনকে ) নাও, তোমার পট ধরো। এবার চল।

[ রতনের হাতে ভাঙা ছবিখানা ধরিয়ে দিয়ে এগোতে চায় বলাই, ব্যস্ত হয়ে ওঠে মহাবীর। ]

রতন ॥ কোথায় বাবু?

বলাই ॥ আমার সঙ্গে।

[ বলাই চলতে চায়। মহাবীর ওর হাত টেনে ধরতেই লুকোনো ছুরি বের করে ওর পেটের কাছে চেপে ধরে বলাই। রতন হকচকিয়ে যায়। ]

মহাবীর ॥ নেহি বাবু—নেহি। হামলোগকে রুপিয়া দিজিয়ে। হামলোগ্‌কো—

বলাই ॥ ( ছুরি দেখিয়ে ) চোপ শালা। মুখ খুললেই লাস ফেলে দেবো।

মহাবীর ॥ ( ভয়ে ভয়ে ) নেহি বাবু—নেহি। ( ভয়ে ) সীয়ারাম—সীয়ারাম—সীয়া—

[ ভয়ে নাম জপ করতে থাকে মহাবীর। এদিক ওদিক দেখে ছুরি গুটিয়ে নিয়ে এক সময় দ্রুত কেটে পড়ে বলাই। রতন বোকার মত

চেয়ে থাকে সেদিকে। দু'একজন টাইপ চরিত্রের পথচারী চলে যায়। নির্বাক মুহূর্ত কেটে যায় পরক্ষণেই—মহাবীরের সম্বিত ফিরে আসতে ]

ভাগ্‌ গিয়া—ভাগ্‌ গিয়া। হামলোগকে সত্তর রুপিয়া লেকে ভাগ্‌ গিয়া। ....এ জমাদার সাব্‌ পাকড়ো—পাক্‌ড়ো....ভাগ্‌ গিয়া—ভাগ্‌ গিয়া....ডাকু আদমী ভাগ্‌ গিয়া....

[ বলাইর চলে যাওয়া পথ ধরে মহাবীর দৌড়ায়। রতন খানিকটা ভ্যাবাচাখা খেয়ে আস্তে আস্তে এগোয়। মঞ্চের অন্য পাশ থেকে দুজন যাত্রাভিনেতার পার্ট মুখস্থ করতে করতে প্রবেশ ঘটে। দুজনার হাতেই পার্টের খাতা। একজন সত্যবান অপরজন সাবিত্রী। কণ্ঠস্বরও মহিলার মতো ভার। ওদের হাবভাব দেখে রতনের খানিকটা বিস্ময় লাগে! সাবিত্রী—সত্যবান পার্ট বলতে বল্‌তে এগোয়। ]

সত্যবান॥ কোথায়, কোন্‌ যাদুতে তাকে ফিরিয়ে আনবে—বলো সাবিত্রী?

সাবিত্রী॥ হঁ্যা পতি। সে যে মায়ামৃগ হয়ে জনারণ্যে মিশে গেছে। দৃষ্টিশরে তাকে তো আর মৃগয়া করা যাবে না প্রিয়ো।

সত্যবান॥ অহো, যথার্থ বলেছো প্রিয়া।

সাবিত্রী॥ প্রিয়ো, অর্থহীন মোরা আজ। কি হবে মোদের গোতি?

সত্যবান॥ গোতি? হাঃ-হাঃ-হাঃ—শোনো সোতী। তোমার একমাত্র গোতি অগ্নিসাক্ষী করা এই জন্ম-জন্মান্তরের পোতি।

[ নিজেকে সগর্ব ঘোষণা করে দেখায় সত্যবান ]

সাবিত্রী॥ পোতি! বড় ভ্রম হয় পোতি। যখন ভাবিনু আমি অর্থবিনা নাহি অন্য গোতি—কেমনে ধরিবে প্রাণ অবলা সাবিত্রী সোতী!

সত্যবান॥ অহো, অহো অশ্রু কেন তব চক্ষে! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও প্রিয়া।

সাবিত্রী ॥ সত্যি ? মুখস্ত হয়েছে পার্ট ? ( উৎসাহিত হয়ে ) বকেয়া বেতন দেবে কি মোদের আজ বিষ্টু অধিকারী ?

সত্যবান ॥ না দিলে ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—জানিস পাঁচু, বেতন না মিটালে বিষ্টু অধিকারী—মিটাতে আসিবে তাহা পিতা তার মৃত সাতকড়ি ।

[ ওরা আপন খেয়ালেই চলে যায় । শহরের এসব ব্যাপারে অবাক লাগে রতনের । সে ফিরে এসে ভাঙা ছবিখানা নিয়ে বসে । পর-ক্ষণেই ওর দাদা মাণিক আসে । ক্লান্ত সে । বয়সের ভার থেকেও অভাব অনটনের চাপ তার ওপর বেশি পড়েছে । ওকে দেখেই ছবি রেখে এগিয়ে আসে রতন । মাণিক কাঁধের ছোট ঝোলাটা নামিয়ে রাখে ]

রতন ॥ বড় বৌ—বড় বৌ কেমন আছে দাদা ? আমাদের কথা, অমেল্যর কথা কি বললে ?

মাণিক ॥ মুখে আর বলবে কি ? কাঁদতে লাগলো । দু চক্ষু বেয়ে জল পড়তে লাগলো ।

রতন ॥ ডাক্তারবাবু কী বললেন ? সেরে যাবে তো ?

মাণিক ॥ তা বললেন না । শুধু বললেন 'টাইম হয়ে গেছে, এবার চলে যাও ।

রতন ॥ পথ্যির কথা কিছু বললেন না ?

মাণিক ॥ হুঁ । বললেন ডাব খাওয়াবে—কমলালেবু খাওয়াবে ।

রতন ॥ ডাব ? ডাব তো আমাদের গাছে অনেক ছিল ।

মাণিক ॥ সে কথা বললে কাজ হবে কিছু ! ডাব রইল নতুন গাঁয়ে আর রুগী আছে ক'লকেতায় । হুঁ !

[ মুখ ঝামটা খেয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত গলায় আবার জানতে চায় রতন ]

রতন ॥ তা ডাব একটা কত দাম হবে বলত ?

মাণিক ॥ হাসপাতালের সামনে দাম করলাম বারো আনা চাইলো।

রতন ॥ বারো আনা ? একটা ডাব বারো আনা ? গাছের ডাব তো আমরা দশ পয়সা করে বেচেছি—সেই ডাব বারো আনা।

মাণিক ॥ হুঁ। কলকেতায় সব জিনিসেরই বেশি দাম সেটা জানিস নে ? ( চুপ থেকে ) বিড়ি আছে ? দে দিকিনি একটা। মুখটা কেমন হয়ে লাগছে।

রতন ॥ নাও।

( জামার পকেটের কৌটো থেকে বিড়ি দেয় মাণিককে। সে বিড়িটা'র সামনে পেছনে ফুঁ দেয়। )

মাণিক ॥ আগুন, আবার আগুন পাই কোথা ? যাই ধরিয়ে নিয়ে আসি। ( চলতে থাকে ) হারে রত্না, অমেল্য কই ? ওরে দেখছিনে যে।

রতন ॥ আছে ওই ময়দানে।

মাণিক ॥ খুব আশ মিটিয়ে কলকেতা দেখছে—কী বল্ ? যাই বিড়িটা ধরিয়ে আনিগে।

[ মাণিক চলে যায়। ঝোলা থেকে খান কয়েক আটার রুটি কাগজে মোড়া অবস্থায় বের করে পিঁপড়ে ঝাড়তে থাকে রতন। মঞ্চের এক পাশ দিয়ে ওর ভাইপো অমূল্য আসে। বছর পনেরো বয়স হলেও ওকে দেখে ঠিক বয়স অনুমান করা যায় না। পঙ্গু, অথব সে। চলাটাও অস্বাভাবিক। মুখের ভাষায় জড়তা। ছেঁড়া, ময়লা পোষাক। গলায় হাতে একগোছা করে মাদুলী। রতনের হাতে রুটি দেখতে পায় সে ]

অমূল্য ॥ এই কা—কা, কি করছিস ? আমার রু—টি খাচ্ছিস কেন ? দে—আমাকে····

রতন ॥ খাচ্ছি কোথায় ! তোকেই তো দিচ্ছি। এই নে। ( পিঁপড়ে ঝেড়ে) দেখছিস না পিঁপড়ে লেগেছে !····মানুষ খেতে পাচ্ছে না—তায় পিঁপড়ে লেগেছে। যা—যা—

[ পিঁপড়ে ঝাড়ে রতন। মাণিক বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আসে। ]

অমূল্য ॥ আমার রুটি তু-ই খাবিনা কিন্তু।

রতন ॥ হ্যাঁ বাপু। তোকেই সবটা দেবো। আমি খাবোনা।

মাণিক ॥ কলকেত্তার জল খেয়ে বড় কুটুনির কথা শিখেছিসতো অমেল্য।

রতন ॥ তুমি আর অমেলার দোষ দেখনা তো। ছোট্ট ছেলে আবদার-আব্দি করবে নাতো করবে কে!

মাণিক ॥ তুই আর আস্কারা দিসনি রত্না। ( চাপা গলায় ) হাসপাতালে ওর মা শুয়ে ভাবছে, কথা বলতে গেলে দু' চোখে জল এনে কেঁদে ফেলছে— তার ভাবনা আর বাড়িয়ে তুলিসনে।

( রুটির গোছা অমূল্যকে দেয় রতন। সে খেতে থাকে )

রতন ॥ তুমি বাড়ালে আমি কমাবো কেমন করে শুনি?

মাণিক ॥ বাড়াচ্ছি কোথায়! শুধু ওর মায়ের কথা বলছিলাম।

রতন ॥ (প্রতিবাদে) না। মায়ের কথা তুমি ওর সামনে বলতে পারবেনা। দেখছো না জিজ্ঞেস করলে বলছি সেই যে বিয়ে বাড়ীর বাবু আমাদের খেতে দিয়েছিল সেইখানে তোর মা কাজ করতে গেছে। কাজ শেষ হলে অনেক খাবার নিয়ে আসবে—আমারা সব্বাই খাবো। (অমূল্যকে দেখে নিয়ে) বোঝেনা তাই রক্ষে। নইলে ওর মতো ছেলে সব বুঝে ফেলতো— একটা কাণ্ড বাঁধাতো।

মাণিক ॥ ছেলেটারে মিথ্যে আশা দিচ্ছিস কেন? পরেযে বায়না ধরবে!

রতন ॥ (শ্লেষ যুক্ত) না, ওর সামনে বলবো বিয়ে বাড়ীর খাবার খেয়ে তোর মার ভেদবমি হয়েছে—হাঁসপাতালে গেছে! তুমি যেন দিনে দিনে কেমন হয়ে যাচ্ছ দাদা!

[ মাণিক চুপচাপ এসে ওর ঝোলা থেকে একটা অসমাপ্ত মাছ ধরার জাল পার্কের রেলিং-এর সঙ্গে বেঁধেনিয়ে বুনতে থাকে ]

অমূল্য ॥ কা—কা—

রতন ॥ যাক্ গে, অমেল্যর সামনে কোন কথা বোলোনা।...বল্ অমূল্য। কি বলছিস ?

অমূল্য ॥ তুই খা—আমি খাই।

রতন ॥ দে।

[অমূল্য কয়েকটা রুটি ওকে দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে একটা রুটি নিজেও খেতে থাকে ]।

অমূল্য ॥ জানিস্ কাকা, ওই মাঠের ছেলেরা আমায় ঢিল মেরেছে।

রতন ॥ কেন, ঢিল মারলো কেন ?

অমূল্য ॥ ওদের ঘুঘনি খেতে চেয়েছিলাম—তাই।

রতন ॥ পয়সা না থাকলে ওরা তোকে খেতে দেবে কেন ?

অমূল্য ॥ পয়সাতো আমার ছিলো। এই তো কত পয়সা! (হাতের মুঠায় পয়সা দেখায়)

মাণিক ॥ (কাজ থামিয়ে) কত পয়সা ? দেখি।

অমূল্য ॥ এই ছাখোনা, কত পয়সা আমার।

মাণিক ॥ তাইতো—অনেক পয়সা দেখছি।

রতন ॥ এত পয়সা তোকে কে দিলেরে অমেল্য ?

অমূল্য ॥ বাবুরা দিয়েছে।

রতন ॥ কোন্ বাবুরা ?

অমূল্য ॥ ওইযে বাবুরা চলে যাচ্ছে—ওরা দিয়েছে।

রতন ॥ তুই ওদের কাছে চেয়েছিলি, তাই না ?

অমূল্য ॥ না কা-কা। আমি চাইনি। ওরা মুড়ি খেতে দিয়েছে।

রতন ॥ এম্নি এম্নি বাবুরা পয়সা দেয় বুঝি! কথ্খনো না—কথ্খনো না।

[ মানিক উঠে আসে অমূল্যর কাছে ]

মাণিক ॥ সে নিয়ে বচসা করছিস কেন বলত ? অমেল্যকে খেতে দিয়েছে—ও নিয়েছে। ব্যস, মিটে গেল। দেখি দেখি কত পয়সা পেয়েছিস ?

[ছোঁ মেরে অমূল্যর হাত থেকে পয়সা নিয়ে গুণতে থাকে মাণিক ! ওদিকে লক্ষ্য না করে রতন এগিয়ে এসে অমূল্যকে বোঝাতে চায়।]

রতন ॥ অমেল্য, তুই কিন্তু বাবুদের কাছে পয়সা চাস্‌নি—কেমন ?

অমূল্য ॥ আচ্ছা কাকা। চাইবো না।

মাণিক ॥ কেন চাইবেনা শুনি ? দোষটা কোথায় ! গাঁয়ের সবাইতো চেয়ে চেয়ে মুখে ফেকো তুলে ফেলেছে !

রতন ॥ ফেলুক্। অমেল্য কারো কাছে চাইবেনা।

মাণিক ॥ চাইলে ক্ষেতিটা কি শুনি ?

রতন ॥ জানি না।

মাণিক ॥ তবে চাইবেনা কেন ? এই ছাখনা, আটষট্টি পয়সা পেয়েছে। আর ক'টা হলে বড় বৌর জন্ম একটা ডাব হবে। হাঁসপাতালে দিয়ে আসতে পারবো।

রতন ॥ এখন দেবে কেমন করে ? হাঁসপাতাল তো বন্ধ হয়ে গেছে।

মাণিক ॥ ও ঠিক দিয়ে আসবো। দারোয়ানজীকে একটা দশ নয়া দিলেই চলবে।

রতন ॥ কাকে দেবে ? দারোয়ানজীকে ?

মাণিক ॥ হুঁ। ওকেইতো সব্বাই দেয়।

রতন ॥ ডাব দিতে পয়সাও দিতে হবে ! আজব কাণ্ডতো !

মাণিক ॥ এবার বোঝো—কলকেতার সব কাণ্ডই আজব।... অমেল্য, যা আর একটু ঘুরে আয়। দেখ দিকি আর ক'টা পয়সা আনতে পারিস কিনা। ডাবের সঙ্গে একটা—

রতন ॥ না। অমেল্য এখন যাবে না। আমার কাছে থাকবে।

মাণিক ॥ কেন, তোর কাছে থাকবে কেন? তুই কি ওর পয়সার বন্দোবস্ত করবি?

[ বিড়িতে সুখটান টানতে থাকে মাণিক ]

রতন ॥ জানিনা। ও আমার কাছে থাকবে। কি বল্ অমেল্য ?

অমূল্য ॥ (কাছে আসে) কা-কা ঘুঘনী দিবিতো ? আমি ঘুঘনী খাবো।

রতন ॥ খাবি খাবি। দেবোখন কাল কিনে।

অমূল্য ॥ না আজ খাবো।

রতন ॥ বলছি তো কাল কিনে দেবো।

অমূল্য ॥ (আবদারে) না, আজ খাবো। এখন খাবো।

রতন ॥ (ধমক দিয়ে) বলছি কাল খাবি। তবুও ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছিস !

মাণিক ॥ আঃ ছেলেটাকে ধমক মারছিস কেন ? দেখছিস পেটে কিছু—নেই—

রতন ॥ বায়না ধরছে কেন ? বলছিতো কাল কিনে দেবো।

[গুমরে বসে থাকে অমূল্য]

মাণিক ॥ ক্ষিদে পেয়েছে এখন আর খেতে দিবি কাল!

রতন ॥ তুমি আর আস্কারা দিওনা—একমুঠো ভাত খেতে পাচ্ছে না তা খাবে কিনা ঘুঘনী।

মাণিক ॥ পয়সা যখন এনেছে তো দেনা—ঘুঘনী খেয়ে আসুক। চল অমেল্য। তুই আমার সঙ্গে চল।

রতন ॥ কেন, ওকে দিয়ে ময়দানে ভিক্ষে করাবে বুঝি !

মাণিক ॥ না। অমেল্যকে দেখে বাবুরা এমনি পয়সা দিয়ে যায়। ওকে ভিক্ষে বলেনা।

রতন ॥ সেটাও আমি হতে দেবো না। অমেল্য ভিক্ষে করতে পারবে না। ওকে আমি ভিক্ষে করতে দেবো না। নিজেরা না খেয়ে যেমন করে পারি ওকে খাওয়াবো—ওকে বাঁচিয়ে রাখবো। তবু ওকে ভিক্ষে করতে দেবোনা।

মাণিক ॥ খেতে দিবি না? ওরযে এখন খিদে পেয়েছে।

রতন ॥ দেবো—একশ বার দেবো। যেমন করে পারি ওর পেটেরটা আমি জোগাড় করবো—তবু ওকে ভিক্ষে করতে দেবোনা! কিছুতেই না!

[রতনের গলায় কান্না আসে, মাণিক আবার জাল বুনতে থাকে]

অমূল্য ॥ তুই কাঁদছিস কেনরে কাকা?

রতন ॥ (সামলে) না না, কাঁদবো কেন! কাঁদছি না! (অমূল্যকে জড়িয়ে) অমেল্য, অমেল্য ওই যে ময়দানের কোণে একটা মস্ত লাল বাড়ী দেখছিস—ওটা হল গে একটা ইস্‌কুল। ছেলেরা ওখানে লেখাপড়া শেখে—বড়মানুষ হয়। ওই ইস্‌কুলে আমার কাজ হবে। মাষ্টারবাবু কথা দিয়েছেন। কত বড় ইস্‌কুল দেখছিস? ওখানে আমি কাজ করবো।

অমূল্য ॥ বাবার মতো লাল পাগড়ী বেঁধে যাবি?

রতন ॥ নারে, না। চৌকিদারী আমি করবোনা। আমি ওই ইস্‌কুলের ঘণ্টা বাজাবো, ছুটির সময় বড় লোহার গেটটাকে এই এমনি করে খুলে দেবো। ছেলেরা যদি গোলমাল করে মাষ্টারবাবুর কাছে ধরে নিয়ে যাবো। সব্বাই আমাকে ভয় করবে—মান্যি করবে।

অমূল্য ॥ আমি যাবোনা কাকা।

রতন ॥ কোথায়, মাস্টারবাবুর কাছে?

অমূল্য ॥ হ্যাঁ। আমি যাবোনা।

রতন ॥ (আশান্বিত) তুই ইস্‌কুলে যাবি অমেল্য। হ্যাঁ রে, হ্যাঁ, আমি যদি ওখানে কাজ পাই তুই আমার সঙ্গে থাকবি। মাস্টারবাবুকে বলে তোকে ওই ইস্কুলে দিয়ে দেবো। লেখাপড়া শিখবি। ওই বাবুদের মতো বড়ো হবি! লোকে বলবে মাণিক সর্দারের ছেলে অমেল্য সরদার কত লেখা-পড়া জানে! বল।

অমূল্য ॥ তোর সঙ্গে থাকবো?

রতন ॥ হ্যাঁ। মাস্টারবাবু একেবারে সাক্ষাৎ ভগবান। তাকে বললে ঠিক তোকে ইস্‌কুলে নিয়ে নেবেন—দেখিস্‌। কিন্তু তুই আর কখনো একা একা ময়দানে যাবিনা—কেমন ?

অমূল্য ॥ কেন কাকা ? সুবল নেতাই সবাই যে যায়।

রতন ॥ যাক্‌গে। তুই কিন্তু যাবিনা।

অমূল্য ॥ ওরাতো বাবুদের কাছে পয়সা চায়।

রতন ॥ চাক্‌। তুই আর ওখানে যাবিনা। তুই শুধু আমার কাছে থাকবি।

[ মাণিকের বিরক্তি জন্মে। প্রতিবাদ করে সে ]

মাণিক ॥ তোর কাছে থাকলে ওর মাকে বাঁচাবে কে ? ওষুধ লাগাবে, পথ্যি লাগবে।

রতন ॥ অমেল্য তার কি করবে শুনি ?

মাণিক ॥ ও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

রতন ॥ না। আমল্যকে দিয়ে আমি ভিক্ষে করাতে দেবোন। তুমি ও আব্দার ছাড়ো দাদা।

মাণিক ॥ বড়বৌ বাঁচুক সেটা তুই চাস্‌না ?

রতন ॥ চাই—একশো বার চাই। হাঁসপাতাল থেকে বড়বৌ সেরে আসুক, ভালো হয়ে আসুক এ আমি সর্বক্ষণ চাই। কিন্তু তার জন্য অমেল্যকেও ভিক্ষুক বানাতে পারবোনা দাদা। ও কথা তুমি বোলোনা।

মাণিক ॥ না-না, অমেল্য ভিক্ষে করবে কেন ? ও শুধু আমার সঙ্গে থাকবে। ....জানিস রতা, বাবুরা অমেল্যকে দেখেই পয়সা ছুঁড়ে দেয়—ওকে ভিক্ষে বলে না। ও হ'ল গে—

রতন ॥ থাক্‌। তুমি আর অমনধারা কথা আমার সামনে বোলোনা।.... ...অমেল্য, তুই কোথাও যাবিনা। আমি তোরে সব কিনে দেবো। যা চাইবি—সব।

অমূল্য ॥ ( মাণিককে ) আমার পয়সা দাও।

মাণিক ॥ পয়সা দিয়ে তোর কি হবে? পাবিনা পয়সা।

অমূল্য ॥ না, আমার পয়সা দাও।

রতন ॥ দিয়ে দাওনা বাপু ওর ওই ক'টা পয়সা।

মাণিক ॥ কথা বাড়াস্‌নিতো রতা। ছেলেমানুষ, নয়া দিয়ে ও কি করবে শুনি?

রতন ॥ ওর পয়সা ওকে দিয়ে দাও।

মাণিক ॥ না। এ আমার লাগবে।....এই নে পাঁচ পয়সা দিলাম তোকে। ঘুঘনী খাবি।

রতন ॥ ( আহত হয়ে ) এখানে এসে তুমি যেন কেমন বদলে গেছো দাদা। এ বাপু আমার ভালো ঠেকছে না।....গাঁয়ের অনেকে এখানে এসে ভিক্ষে করছে, চুরি করছে, লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছে, ছেলেকে ফাঁকি দিচ্ছে, বউকে ফাঁকি দিচ্ছে—তাই বলে আমরাও তাই কোরবো নাকি! আমি তোমাকে ফাঁকি দেবো? বড় বৌকে অসম্মানী করবো?

[ অমূল্য পয়সাটা তুলে নিয়ে অবুঝের মতো আপন খেয়ালেই থাকে। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীও মাঝেমাঝে করে ]

মাণিক ॥ সে করতে আর বাকীটা কোথায় শুনি। পয়সা ক'টা দিয়ে বড়বৌর জন্যে ডাব আনবো সেটাও তুই চাসনে। এতো বলতে গেলে শত্তুরেরই কাজ।

রতন ॥ দাদা! কি বলছো তুমি?

মাণিক ॥ সত্যি কথাইতো বলছি। পয়সা এনেছে অমেল্য, তাতেও তোর আপত্তি! নিজের রোজগের হলেতো কথাই ছিলনা।

রতন ॥ না দাদা, নিজের কিছু থাকলে সব দিয়ে আমি বড়বৌকে সারিয়ে তুলতাম।

মাণিক ॥ হুঁ, সে আমার জানা আছে।....হরিপদ তার তিন ছেলেকে দিয়ে কত রোজগের করছে জানিস।

রতন ॥ না জানিনা।

মাণিক ॥ জানবি কেন ? তার এক এক ছেলে রোজ তিন-চার টাকা আনছে ?

রতন ॥ কি করে আনছে শুনি ?

মাণিক ॥ (উৎসাহিত) কেন ? বাপ মরেছে বলে গলায় কাছা ঝুলিয়ে বাবুদের কাছে বলছে—'বাবু কিছু সাহায্য করেন'—'বাবু কিছু সাহায্য করেন।'

রতন ॥ দেশে হল বন্যা, সব্বাই এলাম পালিয়ে আর কিনা হরিপদর ছেলেরা বাপ মরেছে বলে ভিক্ষে করছে !

মাণিক ॥ হুঁ, করছে। আর রোজগেরও হচ্ছে ভালো।

রতন ॥ ছেলেদের দিয়ে ভিক্ষে করিয়ে হরিপদ নিজে কি করছে ?

মাণিক ॥ হরিপদতো ওখানে থাকছেনা। সে তো সেই ওধারে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাবুদের বলছে—'বন্যায় সব ভেসে গেছে বাবু। ছেলে-বৌ সব মরে গেছে বাবু—কিছু সাহায্য করেন।' সেও রোজ দু'তিন টাকা পাচ্ছে।

রতন ॥ (বিরক্ত) তোমায় খুব করে বলেছে বুঝি ?

মাণিক ॥ হুঁ। ওইতো আমায় ডেকে বললে তোরা হাঁটু মুড়ে বসে থাকিস কেন ? কলকেতায় রাস্তায় ধূলোতেও পয়সা ছড়িয়ে আছে—খুঁজে নে। দেশে চাষের থেকে বেশী রোজগের হবে।

রতন ॥ তুমি কি বললে ?

মাণিক ॥ আমি আবার কি বলবো ? চুপ করে থাকলাম। শেষে ওই হরিপদর বড় ছেলে মাখন বললে—

রতন ॥ কি বললে ?

মাণিক ॥ মাখন চুপি চুপি বললে, অমেল্যকে আমার কাছে দিয়ে দাও মাণিক-কাকা। রোজ আট আনা করে পয়সা দেবো তোমায়।

রতন ॥ পয়সা দেবে আটআনা ! কেন ?

মাণিক॥ হাঁ্যারে। ওর সঙ্গে অমেল্য থাকলে মাখন নাকি পাঁচ-সাত টাকা কামাতে পারবে।

রতন॥ দাদা! বলছো কি?

মাণিক॥ ঠিক কথাই বলছি রত্না। আমাদের নতুন গাঁয়ে অমেল্যকে কেউ না চাইলেও কলকেতায় কিন্তু ওর বেশ দাম আছে। কাজকম্ম না করেও অমেল্য যদি পথে শুয়ে থাকে বাবুরা ওকে দেখে অনেক পয়সা দিয়ে যাবে। রোজগের খারাপ হবেনা।

রতন॥ এসব চিন্তা এবার তোমার মাথায়ও ঢুকেছে!

মাণিক॥ রোজগেরের চিন্তা পুরুষ মানুষের মাথায় থাকবেনা তো থাকবে কার মাথায় শুনি?....এবার অমেল্যকে ভেবেছি এখানেই রেখে যাবো। কিরে অমেল্য, থাকতে পারবিনে?

[ রতন এসে অমূল্যের মুখ চেপে ধরে ]

রতন॥ না-না, কিছু বলবিনা অমেল্য—কিছু বলবিনা। দাদার কথার কোন জবাব দিবিনা তুই।

মাণিক॥ অমেল্য, অমেল্য তোকে অনেক কিছু কিনে দেবো। বল্, এখানে থাকতে পারবিনে?

রতন॥ ( ধমকের সুরে ) তুমি এখুনি এখান থেকে চলে যাও দাদা। হ্যাঁ— হ্যাঁ, এখুনি। অমেল্য আমার কাছে থাকবে। ওকে আমি দোব না।

মাণিক॥ রত্না!

রতন॥ হুঁ, ওকে আমি দেবো না। অমেল্য আমার। ওর মা হাঁসপাতালে যাবার সময় ওকে আমায় কাছে দিয়ে গেছে। তোমায় সে বিশ্বাস করতে পারে নি।

মাণিক॥ ছেলেমানুষী করিসনে রত্না। অমেল্যকে ছাড়্।

রতন॥ না, অমেল্য আমার। ও আমার বাপ, ও আমার ছেলে, ও আমার

বংশ—ও আমার সব। ওকে আমি ভিক্ষে করতে দেবো না। তুমি যাও—

( মাণিক কাছে এগোয়। রতন আগলে রাখে অমেল্যকে )

না, অমেল্যকে তুমি ছুঁতে পারবে না। আমি ছুঁতে দেবো না

মাণিক ॥ অমেল্য পয়সা রোজগার করলে তোর ক্ষোভটা কি শুনি ?

রতন ॥ পয়সা রোজগারের বয়স অমেল্যর হয়নি দাদা।

মাণিক ॥ মাখন ওকে মিছিমিছি নিতে চাইছে বুঝি।

রতন ॥ সে আমি জানি না।

মাণিক ॥ আর জানিসও না। একটু বাদেই মাখন ওকে নিতে আসবে আজকের আট আনা আগামও দিয়েছে মাখন।

রতন ॥ ও শালার কাছ থেকে হাত পেতে পয়সা নিলে তুমি ?

মাণিক ॥ নেবোনা কেন ? পয়সা আবার কেউ পায়ে ঠেলে ফেলে দেয় নাকি ?

রতন ॥ হ্যাঁ দেয়। ইজ্জতের পয়সা নাহলে তাকে লোকে পায়ে ঠেলেই ফেলে দেয়।

মাণিক ॥ পাঠশেলায় দু'কেলাস পড়ে তোকে আর পণ্ডিতি করতে হবেনা। ও আমার জানা আছে।

[ রতনের সমবয়সী মাখন আসে। কথ বাত চাল চলনে শহুরে ছাপ নতুন করে পড়েছে ওর। বেশভূষাও অনেকট তুলনায় ভালো ]

মাখন ॥ দু'ভায়ে খোশ গল্প করছো দেখ। ভালো—ভালো।

রতন ॥ ( বিরক্ত ) না গল্প করছিনা।

মাখন ॥ তাহলে কি ঝগড়া করছো ?

রতন ॥ সে কথায় তোর কি কাজ ?

মাখন ॥ সে একটা কথার কথা। যাকগে, মাণিক কাকা ব্যবস্থা করো।

রতন ॥ কিসের ব্যবস্থা ?

মাখন সে আমাদের নিজেদের ব্যাপার। তুই মাথা গলাস্নি রত্না।

রতন ॥ একশো বার গলাবো ।

মাণিক ॥ আমার কথাতো বলেছি । এবার তোর কথা রাখিস্ ।

মাখন ॥ ( হেসে ) না রাখলে আগাম দিতে যাবো কেন ? কি, আগাম পাওনি ?

মাণিক ॥ পেয়েছি ।

মাখন ॥ তাহলে চলি ।....আয়রে অমেল্য, চল আমার সঙ্গে আয় ।

রতন ॥ ( রুষ্ট ) না, অমেল্য যাবেনা ।

মাখন ॥ কেন ? আজকের রোজতো মাণিক কাকাকে আগাম দিয়েছি ।

রতন ॥ সে জানিনা । মোট কথা অমেল্য যাবেনা ।

মাখন ॥ ( বিস্মিত ) কাকা, এ আবার কি শুরু করলে ? রতনাটা অমন করছে কেন ?

রতন ॥ ঠিকই বলছি । তো'র সঙ্গে অমেল্য যাবেনা

মাখন ॥ ( হেসে ) ও, আট আনায় ছাড়বেনা ! বেশ তো, আরো চার আনা দিচ্ছি ।

[ পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ছুঁড়ে দেয় । মাণিক কুড়িয়ে নেয় ]

রতন ॥ ফের পয়সা দিচ্ছিস ? বেরো এখান থেকে বেরো ।

মাখন ॥ কেন, হলটা কী ? চার আনাতো বেশিই দিলাম !

রতন ॥ কোন কথা বলবিনা মাখন । যা এখান থেকে চলেযা ।

মাখন ॥ কেন ঝামেলা পাকাচ্ছিস রতনা । আট আনার বদলে বারো আনা দিলাম তাতেও—বেশতো, এইনে, পুরো এক টাকাই করে দিচ্ছি । হ'লত ?.... বেশ কল করেছো মাণিককাকা । ( পয়সা দিয়ে ) নে, অমেল্য ওঠ্ ।

[ পয়সা ফেলে, কুড়িয়ে নেয় মাণিক ]

রতন ॥ বলছি অমেল্য যাবেনা ।

মাখন ॥ কেন ? আবার কী ? ও মাণিক কাকা—

মাণিক ॥ কথা বাড়াসনি রত্না। অমেল্যকে যেতে দে।

রতন ॥ না। অমেল্য আমার। ও আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেনা।

মাণিক ॥ হুঁ, কোথাও যাবেনা !...মাখন, অমেল্যকে তুই নিয়ে যাতো। কাল সকালে আবার পুরো একটা টাকাই দিয়ে যাবি কিন্তু।

মাখন ॥ বেশ কথা বাবা। পষ্ট কথায় কষ্ট নেই। অমেল্য, ওঠ্-চল্ শীগগীর।

[ মাখন হাত ধরে অমূল্যকে তুলতে চায়। বাধা দেয় রতন ]

রতন ॥ না অমেল্য, উঠবিনে তুই।

মাণিক ॥ যারে অমেল্য। মাখন তোকে ঘুঘনী কিনে দেবে—পাউরুটি কিনে দেবে।

মাখন ॥ চল্ চল্—দেবোখন ঘুঘনী—চল্ শীগগীর।

রতন ॥ না যাবেনা। অমেল্যকে আমি নিজে ঘুঘনী কিনে দেবো।

[ অমূল্যকে আগলায় রতন ]

মাখন ॥ বলছি সরে দাঁড়া রত্না।

রতন ॥ না ! তুই চলেযা এখান থেকে। অমেল্য যাবেনা।

মাণিক ॥ আমি নিজে অমেল্যকে দিয়ে আসবো। অমেল্য চল্‌তো।

[ মাণিক এগিয়ে এসে অমূল্যকে তুলতে চায়। মিনতি জানায় রতন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সিগারেট ধরায় মাখন। ]

রতন ॥ দাদা, অমেল্যকে তুমি ভিকিরি বানিওনা। বড় বৌ জানতে পারলে আত্মহত্যা করবে। বড় বৌ বলতো, অমেল্যকে লেখাপড়া শেখাবে, মানুষ করে তুলবে। অমেল্য চাকরি করবে, অনেক অনেক টাকা আনবে।

মাণিক ॥ ( ব্যঙ্গ ) হুঁ এই রোগা ছেলেকে চাকরি দিতে সবাই একেবারে ইয়ে হয়ে আছে। বড় হলে ও দেখিস্ আরো অথর্ব্ব হয়ে যাবে। হাঁটতে চলতে পারবেনা। তখন—

রতন ॥ না-না, সে হবে না। অমেল্যকে আমি হাঁসপাতালে দেখাবো।

ডাক্তারবাবুকে হাতে পায়ে ধরে সারিয়ে তুলবো। তারপর ইস্কুলে দেবো—

মাণিক ॥ ( খেঁকিয়ে ) আগে পেটের ব্যবস্থা কর্—তবে ও সব আদিখ্যেতের কথা ভাব্‌বি।....মাখন, অমেল্যকে তুই নিয়ে যা—আমি তুলে দিচ্ছি।

মাখন ॥ ওঠ্‌রে, অমেল্য ওঠ। অনেক টাইম হয়ে গেল।

[অমূল্যকে আড়াল করে দাঁড়ায় রতন ]

রতন ॥ নারে অমেল্য, উঠবিনা তুই।

মাণিক ॥ ঝামেলা পাকাস্‌নি রত্না।

রতন ॥ ও ডাকাতের কাছে অমেল্যকে আমি ছাড়বোনা দাদা।

মাখন ॥ অমেল্য তোমার ছেলে। পয়সা নিয়েছো তুমি। তা রত্নার ছাড়া না ছাড়ায় কি হবে। দেখি, আয়তো অমেল্য....আয়....

[ এক ঝটকায় রতনকে সরিয়ে দিয়ে অমূল্যকে তুলে নিতে আসে মাখন। ছিট্‌কে পড়া রতন দ্রুত কাছে এসে মাখনকে চেপে ধরে। অমূল্য চিৎকার করতে থাকে একটানা। সেই ফাঁকে ওকে পাঁজা-কোলা তুলে মাণিক কেটে পড়তে চায়। এবার রতনকে বাগে পেয়ে চেপে ধরে মাখন ]

রতন ॥ খুন কোরবো মাখন—খুন কোরবো কিন্তু !

মাখন ॥ তবেরে—আয়, এবার তোকে—

রতন ॥ ( চিৎকার ) আঃ—আঃ—

মাণিক ॥ অমেল্যকে নিয়ে যাচ্ছি মাণিক—তুই চলে আয়— চলে আয়।

অমূল্য ॥ ( চিৎকার ) কাকা—কাকা—

[ মাণিক চলে যায় অমূল্যকে নিয়ে ]

রতন ॥ দাদা, দাদা, ওকে তুমি ভিকিরি বানিওনা দাদা। ওকে ছেড়ে দাও।

মাখন ॥ যা, এবারকার মতন ছেড়ে দিলাম। পালা এবার।

[ রতনকে ছেড়ে দিয়ে এগোতে থাকে মাখন। রাগে, দুঃখে ফুঁসতে

থাকে রতন। একসময় ওকে মারার জন্যে এদিক-ওদিক খুঁজে কয়েকটা চায়ের ভাঁড় কাগজের ঠোঙা কুড়িয়ে নিয়ে তাই ছুঁড়ে মারে মনের জ্বালায় ]

রতন ॥ তুই—তোকে আমি—পাজি—জোচ্চোর—গুণ্ডা····

[ এবার বসে পড়ে সে। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলাই আসে ]

বলাই ॥ এই যে গোপাল—কী করছো বাপ্? নিশানা ঠিক্ করছো।

রতন ॥ জানিনা। সেদিয়ে আপনার কী দরকার?

বলাই ॥ অ্যাঁ কাঁদছো। ছিঃ ছিঃ বাবা। কেঁদোনা—কেঁদোনা····নাও, সিগ্রেট খাও। [ মুখের কাছে এগিয়ে ধরে সিগারেট ]

রতন ॥ সিগ্রেট আমি খাইনা। বিড়ি খাই।

বলাই ॥ আঃ, এবার নাহলে একটা সিগ্রেটই খেলে বাপ্ মুখ বদলাতে ইচ্ছে হয় না?

রতন ॥ আপনি আপনার কাজে যানতো।

বলাই ॥ সে তো যেতেই হবে বাপ্। থামলে চলবে কেন?

রতন ॥ তাহলে যান দিকিন। দাঁড়িয়ে আছেন যে!

বলাই ॥ মেজাজ করছো কেন চাঁদ? সেণ্ট পারসেণ্ট বেইমানিটা কী ভালো! নাও, বিলিতি সিগ্রেট খাও—আট আনা দাম—বুঝলে?

রতন ॥ না, খাবোনা সিগ্রেট।

বলাই ॥ আঃ খাওনা। একটা টান মারো, দেখবে একেবারে ম্যান্‌চেষ্টারে ঘুরে বেড়াচ্ছ! আর সুখটান দিলে—হাঃ—হঃ—হাঃ—নাও, ধরো—ধরো—

রতন ॥ আপনি যানতো। ও সিগ্রেট আমি খাবোনা।

বলাই ॥ এই নেগেটিভ কথাগুলো বোলোনাতো বাপ্। পজেটিভের সঙ্গে ঠেক খেয়ে খেয়ে একেবারে ফিউজ হয়ে যাবে—বুঝলে? নাও, ধরো—ধরো

আরে বাবা, তোমার কাছ থেকে আজ বউনি হ'ল—কিছু পেন্নামী না দিলে অধর্ম হবেনা ! নাও, টান মারো—টান মারো—দেশলাই লাগাচ্ছি।

[ জোর করে রতনের হাতে গুঁজে দেয় সিগারেট ]

রতন ॥ বলছিতো সিগ্রেট আমি খাবোনা।

বলাই ॥ না না বাপ্—আমার কথাটার একটা ইজ্জৎ রাখবেনা।

রতন ॥ ও লোকটার টাকা ফেরত দিয়েছেন ?

বলাই ॥ টাকা ? রামচন্দ্র। সে এতক্ষণে জমা পড়ে গেছে। বাব্বা, পরের টাকা নিজের কাছে রাখবো ! সব মাটি হয়ে যাবেনা ? জানোতো, ঠাকুর বলতেন টাকা মাটি মাটি টাকা। একটু এদিক ওদিক হলে সব মাটি—বুঝলে ?

রতন ॥ লোকটা কোথায় গেল ?

বলাই ॥ তা এতক্ষণ বড়বাবুর কাছে পৌঁছে গেছে।

রতন ॥ বড়বাবু, কোন বড়বাবু ?

বলাই ॥ থানার বড়বাবু।

রতন ॥ থানার বড়বাবু ? লোকটা থানায় গেল কেন ?

বলাই ॥ যাবেনা ? ব্যাটা যে এক নম্বরের মাক্ষিচুষ।....যাকগে ভাই, চলি। নাও, ফোরটুয়েন্টি সাহেবের সিগ্রেটটা ধরিয়ে নাও।

[ দেশলাই জ্বালিয়ে ধরে বলাই। রতন বাধ্য হয়ে ধরায় সিগারেট ]

রতন ॥ কী সায়েবের সিগ্রেট বললেন ?

বলাই ॥ বিলেতের ফোরটুয়েন্টি সায়েবের। আজ সকালে কলকাতা এসেছে। নাও, টান মারো— মারো। হে—হে—, এবার শোনো, সুখটানটি দিলে কী দেখবে জানো ? রাণী এলিজাবেথের কর্পোরেশন হচ্ছে। হাজার হাজার ইংরিজি বাজনা বাজছে। কাতারে কাতারে কামান যাচ্ছে, বন্দুক যাচ্ছে, হাতি যাচ্ছেঃ ঘোড়া যাচ্ছে—পুলিস যাচ্ছে—আর সেই সঙ্গে বলাই চাঁদ সামন্তও যাচ্ছে....। চলি, গুড আফটার নুন....।

[ চলে যাওয়ার ভঙ্গী দেখাতে দেখাতে এক অবসরে সেও কেটে পড়ে। বিরক্তিতে বলাইয়ের দেয়া সিগ্রেটটা ও মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে দেয় ]

রতন ॥ যনসব জোচ্চোরের দল।

[ রতন বোচকা গুছোতে থাকে। দু'একজন টাইপ চরিত্রের পথচারী চলাফেরা করে। একসময় মাখন হন্তদন্ত হয়ে মাণিককে খুঁজতে আসে ]

মাখন ॥ মাণিক কাকা—মাণিক কাকা। রতু, মাণিক কাকা আসেনি ?

রতন ॥ না।

মাখন ॥ আবার ভেগেছে !....দেখাচ্ছি মজা। আমায় ফাঁকি দিয়ে পয়সা কামানো।

রতন ॥ এখানে ঘ্যান ঘ্যান করিসনে। যা।

মাখন ॥ দুভায়ে বেশ কারবার করছিস। মাখনের পয়সা খেয়ে অমেলাকে নিয়ে নিজেই পয়সা কামাচ্ছে তোর দাদা।

রতন ॥ কী বললি ?

মাখন ॥ হ্যাঁ, সায়েবদের কাছ থেকে সব্বাই মোটা কামাচ্ছে আর কিনা আমি ব্যাটা একেবারে বেকুব বনে গেলাম। মাণিক কাকা আসুক, এবার যদি ওর নেমোকহারামি না ঘুচিয়ে দেই তো আমার নাম মাখন হালদার নয়।

রতন ॥ বেশ হয়েছে এবার তুই যা তো এখান থেকে।

মাখন ॥ হ্যাঁ, যাবোই। ভগবান ঠিকই করেছে—আমাকে যেমন ফাঁকি দিয়েছে ওর বৌও তেমনি ফাঁকি দিচ্ছে।

রতন ॥ ( চমকে উঠে ) কে ফাঁকি দিচ্ছে ? কার কথা বল্‌লি ?

মাখন ॥ তোদের বড় বৌ।

রতন ॥ বড় বৌ।....তার মানে....কী বলছিস মাখন ?

মাখন ॥ যা না হাঁসপাতাল থেকে নিজে শুনে আয়না। সুবল শুনেছে, ও মিথ্যে হতে পারে না। এতক্ষণে হয়ত হয়ে গেছে।

রতন ॥ ( চঞ্চল হয়ে ) হয়ে গেছে। না, না, সে হবেনা। বড় বৌ সেরে উঠবে ; ভালো হয়ে উঠবে।

মাখন ॥ ( ব্যঙ্গ করে ) হুঁ, ভালো হয়ে উঠবে। এতক্ষণে সগ্‌গের চার নম্বর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করেছে স্থাখ্‌গে।

রতন ॥ ( তীব্র স্বরে ) মাখন। তুই থামাবি—না-কি ! ( একটু থেমে, বিচলিত হয়ে ) বড বৌ, বড় বৌ এ তুমি কী করলে বড় বৌ—এ তুমি কী করলে। অমেল্যর কাছে আমি কী জবাব দেব—কেমন করে ওকে সামলে রাখবো। বড় বৌ—

[ কান্না জড়ানো অবস্থা নিয়েই রতন দ্রুত বেরিয়ে যায়। সে দিকে চেয়ে থেকে সামান্য ব্যঙ্গ হেসে রতনের ফেলে যাওয়া কাপড়ের বোঁচকাটার দিকে নজর দেয় মাখন ]

মাখন ॥ হুঁ ! ব্যাটার নাম লক্ষ্মণচন্দ্র হলে ঠিক হ'ত। যাক্‌গে বাবা। ( বোঁচকা দেখে ) অ্যাঁ, এগুলো আবার কি ! তামার তার ? বাঃ বাঃ, বেশতো ওজনই হবে। থাক্ তাহলে—আমার পকেটেই থাক্। আধ-পোটাক ওজন হবে।

[ খানিকটা ইলেকট্রিকের তার গুটানো অবস্থায় পেয়ে নিজের পকেটে রাখে মাখন। পা দিয়ে আবার বোঁচকাটা ঘাঁটতে থাকে ]

ও বাবা, বডবৌর ফটোও হাজির করেছে ! ( হেসে ) মানুষের ঘর গেল, বাড়ি গেল—আর এ ব্যাটা কিনা ফটো নিয়ে ভেগে এলো ! যাক্‌গে বাবা, মাণিক-কাকাকে খুঁজতে চলি—দেখি আবার ওদিকটায় আছে কিনা....

[ মাখন বেরিয়ে যায়। পরক্ষণেই জনৈক পথচারী ভদ্রলোক রেসের বইএর পাতায় চোখ বোলাতে বোলাতে মঞ্চে আসে। ম্যানিয়াগ্রস্ত

সে। কয়েক সেকেণ্ড অন্তর সে নিজের মাথাটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ডানদিকে ঘোরায়। অন্যপাশ থেকে হাতের মুঠোয় খুচরো পয়সা গুনতে গুনতে মঞ্চে আসে মাণিক। ঠিক মাঝবরাবর দুজনের গায়ে ধাক্কা লাগে। পয়সা ছড়িয়ে পড়ে কিছু। চেঁচিয়ে ওঠে মানিক। ভবতারণের খুব একটা খেয়াল হয় না ]

মাণিক ॥ এই ভাখো, কানা না আর কিছু। দিলেতো সবগুলো পয়সা ছড়িয়ে।

[ পয়সা কুড়োতে থাকে মাণিক ]

ভবতারণ ॥ ( আপন খেয়ালে ) হুঁ ব্লাক্ প্রিন্স না রাজকুমার ?

মাণিক ॥ তার মানে ?

ভবতারণ ॥ ল্যাজ বড় না খুর বড় ?

মাণিক ॥ সে আবার কী ? কী সব বলচেন বলেন তো।

ভবতারণ ॥ এই ভাখো, এই যাচ্ছে ব্লাক প্রিন্স—আর এই চলেছে রাজকুমার। ( দুহাতে দুটো ঘোড়া যাবার ভঙ্গী দেখায় )। যাচ্ছে, এই যাচ্ছে—যাচ্ছে এই যাচ্ছে। ব্লাক প্রিন্সের ল্যাজ ছুঁয়েছে, রাজকুমার····এবার পিছনের পা—এবার কান—এবার ( চেঁচিয়ে ) আই বাপ্ কেল্লা মার দিয়া—কেল্লা মার দিয়া····রাজকুমার কেল্লা মার দিয়া····।

[ আপন খেয়ালেই বেরিয়ে যায় ভবতারণ। খানিকটা অবাক লাগে মাণিকের।]

মাণিক ॥ পাগোল না কিরে বাবা ! ( রতনকে না দেখতে পেয়ে ) এই ভাখো, রতু আবার গেল কোথায়। বড়বৌর জন্য দুটো ডাব পাঠাবো তা সে ছেলে ভাগলো কোথায় ! ওদিকে অবেলা একা আছে····

[ নির্বাক নিস্পন্দ রতন মঞ্চে আসে। ওকে দেখে ঝাঁঝালো গলায় এগিয়ে আসে মাণিক।]

বলি থাকিস কোথা বলত ? সেই কখন থেকে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এত বয়েস হল একটু কাণ্ডজ্ঞান হল না ?

রতন ॥ ( শান্তভাবে ) কেন, কি বলবে বল।

মাণিক ॥ আবার বলছিস্ কেন! বড়বৌর কাছে ডাব দিয়ে আসতে হবেনা ? যা, চট করে এই পয়সা দিয়ে দুটো ডাব কিনে দারোয়ানজীর হাতে দিয়ে আয়। ওদিকে আবার অমেল্য একা আছে। ( উৎসাহিত হয়ে ) জানিস রত্না, সায়েবেরা অমেল্যকে এই এমনি করে শুইয়ে বসিয়ে অনেক ফটো তুলেছে। দুজন সায়েব এক টাকা করে দু'টাকা দিয়েছে।....এঃ ম্যাগো। এখনো দাঁড়িয়ে রইলি —যা—

রতন ॥ না। তুমি যাও।

মাণিক ॥ অমনধারা কথা বলিসনে রত্না। আমার যাওয়া এখন সাজে। বড় রাস্তায় অমেল্য একা আছে—সায়েবদেরও যা ভীড় লেগেছে। তারপর ওই মাখন শালা বড্ড পেছনে লেগেছে। যা, একবার ছুটে গিয়ে দারোয়ানজীর কাছে ডাব দুটো দিয়ে আয় দিকিন।

রতন ॥ বলছিতো আমি যাবোনা।

মাণিক ॥ যাবিনা, যাবিনা কেন ? তোর যেতে আপত্তিটা কোথায় শুনি ?

রতন ॥ জানিনা।

মাণিক ॥ বেশ, তবে ওই অমেল্যর কাছে যা। ( রতণ তাকায় ওর দিকে ) না না, তোকে কিছু করতে হবে না। অমেল্যকে সব আমি শিকিয়ে দিয়েছি —তুই শুধু দাঁড়িয়ে দেখবি, ওরে পাহারা দিবি—মাখনশালা যেন নিয়ে না ছুট দেয়। যাই, বড়বৌর ডাব আমিই দিয়ে আসি।

[ এগোতে এসে রতনের কথায় বাধা পায় ]

রতন ॥ না, ডাব নিয়ে ওখানে তুমি আর যাবেনা।

মাণিক ॥ যাবোনা! কেন ?

রতন ॥ জানিনা।

মাণিক ॥ শশুরের মতো কথা বলিসনেতো রত্না। যা বলছি তাই এখন করগে। আমি চললাম—

রতন ॥ তুমি যেওনা দাদা, তুমি যেওনা। তোমার ভাব খাবার জন্তে বড়বৌ আর বসে নেই। সে চলে গেছে....সব্বাইকে ফাঁকি দিয়ে সে চলে গেছে....

[ কান্নায় ভেঙে পড়ে রতন। হতবাক হয়ে যায় মাণিক ]

মাণিক ॥ এ তুই কি বলছিস রত্না। বড়বৌ চলে গেছে.... !

রতন ॥ ঠিকই বলছি দাদা। বড়বৌ আমাদের জব্দ করে চলে গেছে। সে আর কোনদিন গাঁয়ে ফিরে যাবেনা...

মাণিক ॥ কমলালেবু খেতে চেয়েছিল তাও দিতে পারলামনা। স্বার্থপরের মতো একাই সে চলে গেল। একবার অমেল্যর কথাটাও ভাবলেনারে রত্না...

[ নেপথ্যে হঠাৎ গাড়ি ব্রেকের শব্দ। প্রচণ্ড গোলমাল ]

রতন ॥ ( আশঙ্কিত হয়ে ) অমেল্য যেন চিৎকার করলে দাদা।

মাণিক ॥ না না, অমেল্য চিৎকার করবে কেন। ও অন্য কেউ।

রতন ॥ না। আমি ঠিক শুনেছি। অমেল্যই যেন চিৎকার করলে। ওই শোনো—ওই শোনো....

[ হতবুদ্ধি দুভাই পাশাপাশি এগোয়। নেপথ্যের গোলমাল শোনা যায় সঙ্গে কিছু কিছু কথাও ]

নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠ ॥ মার—মার শালাকে। মার্—

১ম কণ্ঠ ॥ একেবারে ফিনিস্।

২য় কণ্ঠ ॥ এই মাত্তর ভিক্ষে চেয়ে গেলগো। আহা, একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

৩য় কণ্ঠ ॥ হবে না ! সায়েব দেখেছে লোভও বেড়েছে।

৪র্থ কণ্ঠ ॥ যা শালা, সেই সায়েবের গাড়িতেই খতম।

১ম কণ্ঠ ॥ আগুন লাগালে মাইরি। গাড়িটাতে আগুন দিলে !

২য় কণ্ঠ ॥ বেশ করেছে। জ্বলুক, শালা ভালো করে জ্বলুক।

[ হতবুদ্ধি রতন একসময় ওর দাদার মুখের দিকে তাকায়। পরক্ষণেই

অজানা আশঙ্কা নিয়ে সজোরে চিৎকার করে উঠে ছুটে যায় সেদিকে ]

রতন ॥ অমেল্য····অমেল্য····

মাণিক ॥ রত্না, রত্না যাস্‌নি। শোন্—রত্না।

[ ভীত সন্ত্রস্ত মাণিক ওকে অনুসরণ করে। একটা বিভীষিকার ছায়া যেন তার মধ্যে পড়ে গেছে। শূন্য মঞ্চে নেপথ্যের সোরগোল আসতে থাকে। তার সঙ্গে দূরে গাড়ি পোড়ানোর আগুন থেকে লাল আভা মঞ্চে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই রতনকে দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মঞ্চে আসে মাণিক। খানিকটা পাগলাটে হয়ে এলোমেলো কথা বলতে থাকে রতন। ওর জামা কাপড়ে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। মাণিক ওকে শান্ত করতে চায়। কয়েকজন ব্যস্ত বাগীশ পথচারী বাড়ি ফেরার পথে ওদের দেখে যায় ]

রতন ॥ অমেল্য, অমেল্যকে সব্বাই কোথায় নিযে গেল দাদা? হাঁসপাতালে বড় বৌর কাছে? বলনা—বল—

মাণিক ॥ হুঁ।

রতন ॥ জানো দাদা, লোকেরা বলছিল অমেল্য নাকি চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। ····আচ্ছা, মানুষ কখনো চ্যাপ্টা হয়।

মাণিক ॥ হয়। একশোবার হয়।

রতন ॥ হয়। সায়বদের গাড়ি চাপা পড়লে তবে হয়, তাই না?····উঃ গরম লাগছে, ভীষণ গরম লাগছে আমার। এত গরম লাগছে কেন দাদা?

মাণিক ॥ সায়েবদের গাড়িটা ওখানে পুড়ছে দেখিস্‌নি। ওরই গরম তোর গায়ে লেগেছে।

রতন ॥ দাদা, আমাদের লতুন গাঁয়ে বড় বৌকে সবাই মান্যি করতো—আর এই কলকেতা শহরে সে একটা কমলালিবুও মুখে দিতে পারলোনা—এখানে তার কোনো দাম নেই—তাই সে সব্বাইকে লুকিয়ে চলে গেল।

মাণিক ॥ এবার একটু সুস্থির হ-তো রত্না। আমার মাথায় কে যেন মুগুর মারছে। আর সহ্য করতে পারছি না।

রতন ॥ গাঁয়ের সবাই অমেল্যকে বলতো কানাকড়ি—ও শুধু ধম্মের ষাঁড়ে হয়ে ঘুরে বেড়াবে—কোনো কাজে আসবে না। এবার কিন্তু সে কথাটা খাটিলো না দাদা। কলকেতায় অমেল্যর অনেক দাম—হ্যাঁ, আশি হাজার টাকা। নগদ আশি হাজার টাকা দাম····

মাণিক ॥ রত্না, একটু থাম্।

রতন ॥ থামবো কেন দাদা। অমেল্যর দাম ধরে ওরা সবাই সাহেবদের গাড়িটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে···হ্যাঁ, অমেল্যর দাম আশি হাজার টাকা। নইলে গাড়িটা পুড়বে কেন। বল—সত্যি কিনা। ওইতো—ওইতো—

মাণিক ॥ গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

রতন ॥ সেই ছাইয়ের তলায় আমাদের অমেল্য চাপা পড়ে আছে দাদা [illegible]। ছাই একদিন জমতে জমতে মাটি হবে—রূপোলী মাটি। হাজার হাজার অমেল্য ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে। আমাদের অমেল্য, অমেল্যকে আমরা আবার খুঁজে পাবো। ( নেপথ্যের দিকে দেখে নিয়ে ) এইতো ওইতো আবার অমেল্যর দল গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছে—অমেল্য মরেনি দাদা—অমেল্য মরেনি—মরেনি····

[ প্রচণ্ড উত্তেজনায় সজোরে কথাগুলো বলতে বলতে কেঁদে ফেলে রতন। নির্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে মাণিক—যেন সে এই মুহূর্তে অন্য জগতে চলে গেছে। ব্যস্ত শহরের কোলাহল, গাড়ির শব্দ ভেসে আসতে থাকে ]

—ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে—

। # ঝড়ের পাখী

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়

### চরিত্র

| | |
|---|---|
| জ্ঞানবাবু | বিভূতি |
| সাধন | অহীন |
| সোমনাথ | শুভেন্দু |
| টুকু | নীপু |
| অনিল দত্ত | রহমান |
| রথীনবাবু | সূত্রধার |

সঞ্জিত

দু'জন সৈনিক, দু'জন কনস্টেবল

---

## কল্লোল ( চুঁচুড়া ) প্রযোজিত

### বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা রূপ দিয়েছিলেন

শুভেন্দু—পরিতোষ বসু

নীপু—সুশীল চাটার্জী/সৌরেন সোম

টুকু—কুশল সেন

অহীন—অমল বসু

সাধনবাবু—শশাঙ্ক বন্দ্যোঃ/রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সঞ্জিত—দেবব্রত পাঠক

জ্ঞানবাবু—শচীন্দ্রনাথ আঢ্য

বিভূতিবাবু—গোপাল আঢ্য

সোমনাথ—চঞ্চল রায়চৌধুরী

ইনস্পেক্টর—অনিল দত্ত / দিলীপ বন্দ্যোঃ

রহমান—মিহির রায়চৌধুরী / প্রভাত দে

সূত্রধার। ইতিহাস—শুকদেব চট্টোপাধ্যায়—মৃণ্ময় অধিকারী

ও

কিরণ্ময় দত্ত, বিশ্বনাথ পাল, মহাদেব দাস, শান্তি নন্দী।

সঙ্গীত—বিমল চক্রবর্তী

[ যবনিকা উত্তোলিত হলে দেখা যাবে একটি ঘর। ডান দিকে একটি তক্তপোষ। বাঁয়ে একটি টেবিল, দুটি চেয়ার। একটি কাপড়জামা রাখার আলনা। ব্যাক ষ্টেজে উঁচু বেদীর মত একটি অংশ। বেদীর ডান দিকে একজন কর্মরত শ্রমিকের, এবং বাঁদিকে লাঙল কাঁধে কৃষকের স্থির মূর্তি। মাঝখানে শৃঙ্খলিত কয়েকটি মানুষ। তাদের উত্তোলিত হাতে শৃঙ্খল ছিন্ন করার সচেষ্ট ভঙ্গীমা। তাদের দু'পাশে বেয়নেটসহ উদ্যত রাইফেল হাতে দু'জন সৈনিক। প্রবেশ করে সূত্রধার। ]

সূত্রধার ॥ সময়ের কাছে ইতিহাসের কাছে নতজানু হও। শিক্ষা গ্রহণ কর। ইতিহাসের অমোঘ কণ্ঠস্বর বার বার ধ্বনিত হয়। [বাইরে কয়েকটি বিরামহীন ঘণ্টাধ্বনি] দেয় সে দিক নির্দেশ। হে দর্শক আমি আছি তোমার রক্তে, তোমার দুঃখ, যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের মাঝে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন, ঝঞ্ঝাকে পেরিয়ে এসেছি আমি। যুগে যুগান্তরে আমি শোষিত। আমার ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। আমিই সেই অপরাজেয় মানবাত্মা। আমিই ভিয়েতনাম আর এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধ। আমিই ভারতবর্ষ, আমিই বাংলাদেশ। স্বাধীনতার বিনিময়ে দেয়া, ভাইয়ের বুকের রক্তে সিক্ত, নির্যাতিত নিপীড়িত, আগ্নগর্ভ, দ্বিখণ্ডিত বাংলা।

[ বোমা, গুলি, টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটার শব্দ। শ্লোগান, মিছিল, কোলাহল চলতে থাকে। প্রবেশ করে দু'জন সৈনিক। সূত্রধারের চোখ বাঁধে, মুখ বাঁধে, শৃঙ্খলিত করে নিয়ে চলে যায়। সব শব্দ স্তিমিত। নেপথ্যে পর পর গুলির শব্দ। শোনা যায় সূত্রধারের কণ্ঠস্বর—'গুলি করে আমাকে হত্যা করা যায় না। অত্যাচার নির্যাতনে স্তব্ধ করা যায় না আমার কণ্ঠকে। আমার হাতকে শোষণের শৃঙ্খলে বদ্ধ করা যায় না। আমি অমর। আমি মৃত্যুহীন।

আমি অপরাজেয়'। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। আলো পড়লে দেখা যায় শূন্য মঞ্চ। ইংরেজী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে অন্দর থেকে প্রবেশ করল শুভেন্দু। পরণে চোঙা প্যান্ট। হাই কলার শার্ট। বাইরে ঘন ঘন বোমা বিস্ফোরণের শব্দ। শুভেন্দু চমকে ওঠে। ]

শুভেন্দু ॥ যাঃ বাবা! আবার শুরু হয়েছে? দেখছি লাইফটা এরা হেল করে ছাড়বে। কি ভেবেছে কি! পাড়া ছাড়া করবে? শান্তিতে একটু সিনেমা দেখতে যাব তার উপায় নেই।

[ বাইরে নীপুর কণ্ঠস্বর—গুরু! গুরু! হাঁফাতে হাঁফাতে প্রবেশ করল ]

নীপু ॥ ওঃ! গুরু।

শুভেন্দু ॥ কিরে নীপু, কি হল? এত হাঁপাচ্ছিস কেন?

[ নীপু হাঁপায়। ইশারায় থামতে বলে। বসে তক্তপোষে। চোখ রগড়ায়। ]

নীপু ॥ একটু জল।

[ শুভেন্দু কুঁজো থেকে গড়িয়ে গেলাসে করে জল দেয়। নীপু চোখে জলের ঝাপ্টা দেয় ]

শুভেন্দু ॥ ব্যাপারটা কা!

নীপু ॥ ওঃ গুরু! মাইরি তোমাদের পাড়া'য় ঢোকা দায় হয়ে উঠেছে। হয় শালা ছোট মাল, নয় বড় মাল, নয় শালা পুলিসের লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস। ওই পঞ্চাদের বাড়ীর কাছে টিয়ার গ্যাস ছাড়ছে। তোমার ভাইয়ের পার্টির সঙ্গে গোলমাল! ওহো—হো—হো চোখ দুটো আবার জ্বালা করছে।

[ শুভেন্দু ফের জল এনে দেয় ]

শুভেন্দু ॥ তাহলে কি এখন যাওয়া যাবে না?

নীপু ॥ যাওয়া যাবে না কেন। তবে ঐ পুলিস ব্যাটারা কি আর বাছ বিচার

করে। সামনে যাকে পায় কোঁৎকায় বাড়ি দেয়। আর ত পারা যায় না গুরু। তোমাদের এই হোল্ এরিয়াটা একেবারে ব্যাটেল ফিল্ড করে ছেড়েছে।

শুভেন্দু॥ ও শালাদের তো আর কাজ কম্মো নেই। শালারা সব সময় খোদার খাসির মত লাঠি আর বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর্ডার পেল ত দাও ধোলাই পাবলিককে।

নীপু॥ মাইরি গুরু। ঠিক যেন মাছ ধরা বকের মত। আচ্ছা পুলিসদের কোনদিন বসতে দেখেছ? ওদের দাঁড়িয়ে থাকাটাই ত নরম্যাল—তাই না?

শুভেন্দু॥ তা না হয় হল। কিন্তু এদিকে যে পকেট সর্ট!

নীপু॥ আরে ছোঃ! গুরু তুমি হাসালে দেখছি। এটা কি একটা সমস্যা যে এর সমাধান নেই! তোমার মত একটা জিনিয়াস—গুরু এ কথার মানে ত প্রতিভা—তাই না?

শুভেন্দু॥ তুই ত ভাবিয়ে তুললি দেখছি।

নীপু॥ মাইরি তুমি রঞ্জিতদের বাড়ীতে সেদিন মার্কিন সংস্কৃতির ওপর যে লেকচারখানা দিলে না—ওয়াণ্ডারফুল গুরু, ওয়াণ্ডারফুল। তার জবাব নেই। তোমাকে তখন দারুণ দেখাচ্ছিল। আমি তো, যাকে বলে মুগ্ধ—অভিভূত। (উঠে পড়ে) আর গুরু, পাড়ার মেয়েদের সে কি প্রশংসা!

শুভেন্দু॥ বলছিস!

নীপু॥ সে কি চাউনি। সে সব দেখে—(শুভেন্দুকে আচমকা জড়িয়ে ধরে) গুরু, তুমি আমায় মেরে ফেল।

শুভেন্দু॥ আঃ! ছাড়—ছাড়।

নীপু॥ তুমি আমায় শহীদ করে দাও।

শুভেন্দু॥ সময় হলেই হয়ে যাবে।

[ নীপুর কলার ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। সিগারেট ধরায় ]

নীপু ॥ আচ্ছা গুরু আমেরিকায় যাওয়া যায় না। সেখানে কত সুখ, কত ফুর্তি। আর দেখ আমাদের দেশে—শালা লোকে পেটপুরে খেতেই পায় না। (হঠাৎ কিছু মনে পড়ে। ভাবান্তর হয়।) জান সেদিন কলকাতায় গিয়ে একটা দিন দেখলাম। ফুটপাথে একটা লোক মরে পড়ে আছে। যেমন প্রায়ই না খেতে পেয়ে মরে আর কি। আর তার পাশ দিয়ে একটা প্রকাণ্ড দামী মোটর চলে গেল। কাদায় ভরে গেল মড়াটার গা। জানো, অনেককাল পরে, আবার সেদিন ছবি আঁকতে ইচ্ছে হল।

শুভেন্দু ॥ এই—খবরদার। ভয়ানক সব কথা বলছিস। এসব বললে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে।

নীপু ॥ (অন্যমনস্ক) না—এমনি বলছি। কেউ সেদিকে ফিরেও তাকাল না।

শুভেন্দু ॥ (তীব্রস্বরে) ফের বকছিস।

নীপু ॥ (চমকে) না—না—আর বকব না। তুমি একটু জল্‌দি। ব্যাটেল ফিল্ড এতক্ষণ ঠাণ্ডা। তাছাড়া ঝড়জল হতে পারে।

শুভেন্দু ॥ একটু বস। আমি তৈরী হয়ে আসি।

[ভেতরে চলে যায়। নীপু একটা সিগারেট ধরিয়ে দেয়ালে টাঙানো আয়নায় চুল ঠিক করে। তারপর গান ধরে— ]

নীপু ॥ দিল তো দেখো—চেহারা না দেখো—চেহারা নে লাগা সে ঝুটা হায়—

[বাইরে থেকে টুকুর প্রবেশ]

টুকু ॥ নীপুদা যে!

নীপু ॥ হ্যাল্লো! বিপ্লবী যে! হাউ ডু ইউ ডু। [করমর্দন করে। ফিল্ম নায়কের মত ]

টুকু ॥ কি খবর বল।

নীপু ॥ খবর ত তোমাদের কাছে। খবরের কাগজ খুললেই তোমাদের খবর। তোমরা ত এখন হিরো।

টুকু ॥ নীপুদা, আমাকে তোমার ভাল লাগে না।

নীপু ॥ কে বলে লাগে না। আলবৎ লাগে। হাজার বার লাগে। তবে দেখ বিপ্লবী আমি তো মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। ক্লাস এইট অবধি ত আমার বিদ্যে। যাকে বলে একটি পবেট। তুমি যা বল আমার মগজে ঢোকে না।

টুকু ॥ এটা ভুল নীপুদা। আমাদের এই কাগজে, এ দেশে, কারা এত দুঃখ কষ্ট আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে—এটাই বুঝে নিতে হবে। এটা বোঝবার জন্যে শিক্ষিত হবার দরকার হয় না।

নীপু ॥ এই তো লাইনে চলে যাচ্ছ। এখনি সব গুলিয়ে যাবে।

টুকু ॥ তুমি সত্যি করে বলত—তোমার মনে হয় না সম্মানের সঙ্গে ভালভাবে বাঁচি।

নীপু ॥ ভাখ বিপ্লবী, সব শালাই ভালভাবে বাঁচতে চায়। না খেয়ে কে আর মরতে চায় বল। কিন্তু এ শুয়োরের বাচ্চা সমাজে সব শালা নিজের স্বার্থ চিন্তা করছে। অন্যে মরলে কার কি এসে যায়। বিপ্লবী—তুমি আমায় ভাতিও না মাইরি। এখনি হয়ত মুখ খারাপ করে ফেলব। হাজার হোক বয়েসে তুমি আমার থেকে ছোট।

টুকু ॥ আচ্ছা—আচ্ছা। আর তোমায় তাতাব না। তা ছবি আঁকার পার্ট টার্ট কি উঠিয়ে দিলে ?

নীপু ॥ হ্যাঁ! সে সব মনে করিয়ে আর কেন দাগা দিচ্ছ। সে সব অনেক কাল আগে চুকে-বুকে গেছে। ( অন্যমনস্ক ভাবে ) জানো আমিও একদিন স্বপ্ন দেখতাম—মস্ত বড় শিল্পী হব, সারা পৃথিবীর লোক আমার নাম জানবে। হুঃ।

টুকু ॥ নীপুদা, তোমার এই পরিণতির জন্যে দায়ী এই সমাজ ব্যবস্থা।
[ শুভেন্দু প্রবেশ করে ] এদেশের কিছু লোক বাকী সকলকে শোষণ করে চলেছে। এ অবস্থা বদলানোর জন্যে চাই বিপ্লব।

শুভেন্দু ॥ কিরে, টুকুর কাছে আজকাল বিপ্লবের তালিম নিচ্ছিস নাকি !

টুকু ॥ ছোড়দা, অনধিকার চর্চা কোরো না।

শুভেন্দু ॥ কি করব না করব সেটা তোকে ডিকটেট করতে হবেনা। তোদের বিপ্লব আর কতদূর। গলির মোড়ে এসে পৌঁচেছে ?

টুকু ॥ Shut up. Revolution-কে valgarise করার চেষ্টা কোরো না। দাদা বলে তুমি রেহাই পাবে না।

শুভেন্দু ॥ কী করবি ? বোম দিয়ে মাথাটা উড়িয়ে দিবি ?

নীপু ॥ আঃ। শুরু ! কি হচ্ছে ? দাদা-ভায়ে কি শুরু করলে তোমরা ?

শুভেন্দু ॥ এমনি করিনি। সবেরই একটা সীমা আছে। ওর বন্ধুগুলো আমাকে রাস্তায় taunt করে। বলে মার্কিন সংস্কৃতির দালাল যাচ্ছে। বলে আমি নাকি উচ্ছন্নে গেছি।

নীপু ॥ গেছই ত। অশ্লীল ইংরেজী আর হিন্দী ফিল্ম দেখছ: মুক্তমেলা করছ। শাসকশ্রেণী জানে যুবশক্তিকে এইভাবে বিপথগামী করে তাদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দেয়া যাবে।

শুভেন্দু ॥ যাক্, অনেক জ্ঞান দিয়েছিস, আর নয়। শুনে রাখ—করব, বেশ করব। যা খুশী করব, যা খুশী বলব। কে আটকাবে আমায় ? আমি কাউকে পরোয়া করি ?

নীপু ॥ শুরু মাথা গরম কোরো না মাইরি !

শুভেন্দু ॥ থাম ! ইন্টারফিয়ার করিস না। হ্যাঁ আমরা চাই অবাধ উদ্দাম স্বাধীনতা। সিনেমা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি হবে বল্গাহীন ঘোড়ার মত। আমরা চাই যৌন-স্বাধীনতা, চাই মুক্তমেলা।

টুকু ॥ বাঃ বাঃ। ব্রেনওয়াশ ভালোই হয়েছে দেখছি। কথাগুলোও ভাল রপ্ত করেছ। দেশের কতকগুলো বুদ্ধিজীবি, শিল্পী, সাহিত্যিককে টাকা দিয়ে দালাল তৈরী করেছে, তারা তোমাদের সর্বনাশ করছে—সে খেয়াল আছে !

শুভেন্দু ॥ তুই নিজের চরকায় তেল দে।

টুকু ॥ ইয়াংকি কালচারের মোহ তোমাদের অন্ধ করে দিয়েছে। দেশের কোটি কোটি মানুষ বাঁচার জন্য লড়াই করছে সেটা দেখতে পাচ্ছ না।

শুভেন্দু ॥ দেখার প্রয়োজন নেই।

টুকু ॥ আজ বুঝছ না। আর একদিন বুঝবে। জেনে রাখ বুর্জোয়া সংস্কৃতির সবচিহ্ন আমরা মুছে ফেলব। ধ্বংস করে দেব তার শেষ অস্তিত্বটুকু। তোমাদেরও চোখ ফুটবে যখন দেখবে লেডিরা পাঁকের মধ্যে যন্ত্রণায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

[ বাইরে দূরাগত গাড়ীর শব্দ। দ্রুত প্রবেশ করে সঞ্জিত। ]

সঞ্জিত ॥ টুকু Quick পুলিস এখনি তোদের বাড়ী রেড করতে পারে! পাড়ায় ভ্যান ঢুকেছে।

[ টুকু আর সঞ্জিতের দ্রুত প্রস্থান ]

শুভেন্দু ॥ দেখলি কি রকম বড় বড় কথা বলে শাসিয়ে গেল।

নীপু ॥ যাক্ যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। মাথা ঠাণ্ডা কর শুরু। ওদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে। যা গুমোট। এখনি হয়ত ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে।

শুভেন্দু ॥ কিন্তু টাকার প্রব্‌লেমটা (আলনায় তাকিয়ে থেমে যায়) দাঁড়া—

[ আলনার কাছে গিয়ে ঝোলান একটি পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢোকায়। বাইরে থেকে প্রবেশ করল অহীনো। ট্রেড ইউনিয়ান লীডার। কাঁধে ঝোলান ব্যাগ। সঙ্গে এ বাড়ীর শুভানুধ্যায়ী পুরোহিত সাধনবাবু। গায়ে নামাবলী। ]

অহীন ॥ কি করছ ওখানে?

শুভেন্দু ॥ দাদা। না-মানে-ইয়ে—

অহীন ॥ থাক, বুঝেছি। টাকার দরকার হলে চেয়ে নেবে। বাবার পকেটে হাত ঢোকাবার দরকার ছিল কি?

শুভেন্দু ॥ দাদা, আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি। এ ভাবে পাঁচজনের সামনে আমাকে insult করার তোমার কোন অধিকার নেই।

সাধন ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ। দেখ, দেখ কলিকালের কাণ্ড দেখ। বড় ভাইকে চোখ রাঙিয়ে উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

শুভেন্দু ॥ Shut up. আমাদের দাদা ভায়ের পার্সোনাল ব্যাপারে আপনি থার্ড পার্সান নাক গলাচ্ছেন কেন?

অহীন ॥ থাক, যথেষ্ট হয়েছে! নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা কর। তোমার জন্যে আমাদের বাড়ীর সুনাম নষ্ট হতে বসেছে।

[ বাইরে গাড়ীর শব্দ। বোমা বিস্ফোরণের ঘন ঘন শব্দ। ]

নীপু ॥ গুরু, আবার শুরু হল। এরপর আর বেরুনো যাবেনা।

শুভেন্দু ॥ দাঁড়া, অনেকদিন ধরে অপমান সহ্য করেছি আর করবো না। টুকু যা করে তা খুব ভাল কাজ তাই না?

অহীন ॥ অন্তত তোমার থেকে ভালো।

সাধন ॥ বৃথা চেষ্টা করছ অহীন। ওরা বুঝবে না। দেখতে পাচ্ছ না আজ দেশের কি অবস্থা। সব নাস্তিক হয়ে গেছে। ধর্ম-টর্ম ভক্তি-টক্তি সব জলাঞ্জলী দিয়ে লোকে জাহান্নামে যাচ্ছে।

শুভেন্দু ॥ ফের নাক গলাচ্ছেন, খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

সাধন ॥ থাম, থাম, ওসব চোখ রাঙানিকে সাধন ভটচায্ ভয় করে না। যত সব গুণ্ডা, বখাটে বদমাইশের সঙ্গে মিশছ, আর উচ্ছন্নে যাচ্ছ। গুণের ত আর ঘাট নেই তোমার।

নীপু ॥ গুরু, ওই পুরুত এবার আমাকে ইনসাল্ট করছে। ওকে বারণ করে দাও, নইলে এখুনি একটা কেলেঙ্কারী করে ফেলব।

সাধন ॥ কি বলব অহীন, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। ভদ্দরলোকের ছেলে সব তাদের একি আচরণ! যার বাপ অতবড় বিপ্লবী ছিল—ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছে, তার ছেলে যখন শুড়িখানা থেকে মদ খেয়ে বেরোয় তখন

কি মনে হয় বল দেখি। আজকাল কমবয়েসীদের মদ খাওয়াটা একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অহীন ॥ আমি সব জানি সাধনকাকা।

শুভেন্দু ॥ (ব্যঙ্গ করে) ও! তা আপনি ত ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। সাত্বিক, সদাচারী ব্রাহ্মণ! আপনার নিজের ঘরের কেচ্ছাটা ধর্মের কোন্ ধ্বজা দিয়ে ঢাকলেন?

অহীন ॥ শুভেন্দু!

শুভেন্দু ॥ আপনার মেয়েত বেজাতের মাষ্টারের সঙ্গে প্রেম করে কেলোরকীর্তি করল! নাপিত জামাইকে কোন্ ধর্মের দোহাই দিয়ে ঘরে তুললেন?

[ সাধন পাংশুমুখে মাথা নীচু করলেন ]

অহীন ॥ তুই এতটা নীচ হয়ে গেছিস, আমার জানা ছিল না। চলুন সাধনকাকা এখানে থাকা মানে নিজেদেরই ছোট করা। আসুন—

[ অহীন সাধনের ভিতরে প্রস্থান। নীপু উঁকি মেরে দেখে হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। ]

নীপু ॥ সাবাস, গুরু সাবাস। তুমি একটা জিনিয়াস মাইরি। মুখের মত জবাব দিয়েছ বটে।

শুভেন্দু ॥ দেবনা! চালুনি আবার ছুচের বিচার করতে আসে।

নীপু ॥ তোমার বাড়ীতে যে আসে মাইরি, সেই পলিটিকস্ করে। এটাও একটা পলিটিকস্ হয়ে গেল। ভারী জব্বর পলিটিকস্!

শুভেন্দু ॥ চল—চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে। বেরুবার মুখে মেজাজটা বিলকুল খারাপ করে দিলে। [ প্রস্থান ]

নীপু ॥ চল গুরু, ফ্রেঞ্চ বারে গিয়ে একপাত্তর চড়িয়ে মেজাজটাকে সরিফ করে আসি। [ প্রস্থান ]

[ বাইরে থেকে কথা বলতে বলতে এলেন বাড়ীর কর্তা জ্ঞানবাবু সঙ্গে বন্ধু বিভূতি। উভয়েই প্রৌঢ় ]

বিভূতি ॥ নাঃ, এদেশে আর কিস্যু হবে না। দেশটা একেবারে গোল্লায় গেল। লোকগুলোও উচ্ছন্নে গেল! খালি ভিয়েতনাম আর ভিয়েতনাম।

[ উল্টয়ে বসেন ]

জ্ঞান ॥ কি হল, ভিয়েতনাম আবার তোমার কি ক্ষতি করল?

বিভূতি ॥ লাভক্ষতির কথা হচ্ছে না। একটা অন্য দেশকে নিয়ে এত নাচানাচি কিসের, বলতে পার? রাস্তায়-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, যেখানে যাবে ঐ এক কথা। আগেকার আমলে লোকে করত হরিনাম, আর এখন চালু হয়েছে ভিয়েতনাম।

জ্ঞান ॥ (হেসে) কথাটা একদিক থেকে ঠিকই বলেছ। ওই নামটা আজ গোটা পৃথিবীতে গরীব মানুষের মনে আশার আলো জ্বেলে দিচ্ছে। তাদের বাঁচার পথ দেখাচ্ছে।

বিভূতি ॥ দেখ, তুমি হেসে সব ব্যাপারকে হাল্কা করে নিওনা। নিজের দেশের খবর কেউ এখানে রাখে? তা না ওখানকার কে এক নেতা—কি যেন নাম? চীন না মীন?

জ্ঞান ॥ হো-চি-মিন।

বিভূতি ॥ ঐ হল। তারা লড়ছে তাদের দেশের জন্যে, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? তাদের নিয়ে আমাদের দেশে এত মাথাব্যথা কেন? এত মাতামাতিই বা কিসের? প্রতিদিন কাগজ খুললে ঐ নাম, বাড়ির দেওয়ালে, রেডিয়ো, সব জায়গায়। আর রাত নেই দিন নেই হরিসংকীর্তনের মত, তোমার নাম, আমার নাম, বাপের নাম, মায়ের নাম, ভিয়েতনাম। বলি এ সব কি শুরু হল দেশে। গান্ধী নেহরু—এদের কি লোকে ভুলে গেল?

[ অহীনের প্রবেশ ]

অহীন ॥ কি হল বিভূতি কাকা?

জ্ঞান ॥ বিভূতি চটে গেছে।

অহীন ॥ চটে গেছেন ? কার ওপর ?

জ্ঞান ॥ এই তোমরা সকলে ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম কর বলে।

অহীন ॥ আপনি সে দেশের ইতিহাস জানলে, একথা বলতেন না।

বিভূতি ॥ জেনে দরকার নেই আমার। তুমি ত আবার ট্রেড ইউনিয়ন লীডার, এখুনি ত রাজনীতির কচকচি শুরু করবে। তোমাদের ফ্যাক্টরীতে ষ্ট্রাইক করেছে শুনলাম।

অহীন ॥ হ্যাঁ, কাকা। মালিক অন্যায়ভাবে কিছু শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। সেটা মেনে নেয়া যায় না।

বিভূতি ॥ দেখ ওসব লালঝাণ্ডা, ধর্মঘট, শ্লোগানে কিস্সু হবে না। কি লাভ ওসব করে ? চাকরি গেলে খাবে কি ? মাঝখেকে গরীব লোকগুলো যাও বা খুদকুঁড়ো পাচ্ছিল, কলকারখানা বন্ধ হয়ে, এবার ত সব না খেয়ে শুকিয়ে মরবে। তখন তাদের বাঁচাতে পারবে ?

অহীন ॥ কাকা কিছু মনে করবেন না। আপনি কখনও কি দিনের পর দিন অনাহারে থেকেছেন ?

বিভূতি ॥ না, কোন্ দুঃখে তা থাকতে যাব ?

অহীন ॥ সেইজন্যই ত বলছি, দুঃখ দারিদ্র্য আর পেটের জ্বালা যে কি তা আপনি কোনদিন বুঝবেন না।

বিভূতি ॥ দেখ, মানুষ ভাগ্য নিয়েই জন্মায়। যার বরাতে দুঃখ আছে, তাকে কেউ ঠেকাতে পারে ?

অহীন ॥ না না কাকা, মানুষই নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করে। পৃথিবীর একদল মানুষ অন্তত তা প্রমাণ করে দিয়েছে। একদিন তাদেরও ধারণা ছিল, ঈশ্বর, ভাগ্য, ধর্ম তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। সে ধারণা তারাই ভেঙে দিয়েছে।

বিভূতি ॥ এখন বুঝতে পারবে না। ঠেকে শিখবে।

জ্ঞান ॥ কিন্তু বিভূতি তুমিই ভেবে দেখ। স্বাধীনতা পাবার পর পঁচিশ বছর

পার হয়ে গেল। কি পেয়েছে দেশের মানুষ। ধনীরা আরও ধনী হয়েছে আর গরীবরা আরও গরীব হয়েছে। এ স্বাধীনতা আমরা চাইনি।

বিভূতি ॥ তা বলে গায়ের জোরে সব কিছু হবে। এই যে জোর করে জমি দখল করছে—এটা কি? কোর্ট কাছারি রয়েছে কি জন্যে? কেস কর, মামলা লড়।

অহীন ॥ কারা কেস করবে? কারা মামলা লড়বে কাকা? ঐ ভাগচাষীরা, বর্গাদাররা? যারা অর্ধেকদিন খেতে পায়না? আর কোর্ট করে ফয়শালা হতে হতে চাষীর ফ্যামেলি সুদ্ধ লোপাট হয়ে যাবে।

বিভূতি ॥ তা বলে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া! একি মগের মুল্লুক নাকি!

জ্ঞান ॥ বিভূতির জমি বেদখল হয়েছে বুঝি।

বিভূতি ॥ হ্যাঁ, আমার জমিটাও দখল করেছে! কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই, দিয়েছি মামলা ঠুকে। কোর্ট থেকে ইনজাংসন জারী হয়ে গেছে। এবার কতধানে কত চাল। বাছাধনরা টের পাবে।

অহীন ॥ কিন্তু বেনামী জমি। জোর করে দখল হবেই—এটা জেনে রাখুন।

বিভূতি ॥ বেশ দেখাই যাক। কোথাকার জল কতদূর গড়ায়!

জ্ঞান ॥ যাকগে, যাকগে, যেতে দাও ওসব কথা! হ্যাঁরে সাধন আসেনি?

অহীন ॥ হ্যাঁ, ভেতরে আছেন।

জ্ঞান ॥ চল-চল, ভেতরে চল।

বিভূতি ॥ তাই চল।

[উভয়ের ভেতরে প্রস্থান। অহীন জরুরী কাগজপত্র দেখতে থাকে টেবিলে বসে। অফিস ফেরত ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করল মেজ ভাই সোমনাথ।]

সোমনাথ ॥ দাদা, গ্রেট নিউজ আছে!

অহীন ॥ কিসের?

সোমনাথ ॥ Victory, complete victory, মালিক পক্ষ আমাদের ইউনিয়নের সব দাবী মেনে নিয়েছে! পে স্কেল, গ্রেড সব চেঞ্জ হয়ে গেল। মাইনে বেড়ে গেল একশো টাকা করে।

অহীন ॥ ও!

সোমনাথ ॥ কি, শুনে খুব খুশী হলে বলে মনে হচ্ছে না।

অহীন ॥ সব কথাই আজকাল বেঁকা ভাবে নিচ্ছিস দেখছি! তা আন্দোলন না করতেই মালিক সব দাবী মেনে নিল?

সোমনাথ ॥ হ্যাঁ, আপোষ আলোচনার মাধ্যমে হল সব কিছু।

অহীন ॥ সত্যি, এমনি সদাশয় মালিক যদি সবাই হতরে।

সোমনাথ ॥ ও, তুমি ঠাট্টা করছ?

অহীন ॥ না, ঠাট্টা নয় সোমনাথ। একদিকে মালিক লাখ, লাখ শ্রমিককে ছাঁটাই, লে অফ রিট্রেঞ্চ করছে, তার মোকাবিলা করছি আমরা। আর তোরা মালিকের সঙ্গে সমঝোতার নীতি নিয়ে সীমাবদ্ধ কনসেসন লাভের পথ ধরেছিস।

সোমনাথ ॥ (ক্রুদ্ধ) —এসব কথা বলে তোমরা দলবাজি করছ। বিভেদ সৃষ্টি করছ শ্রমিক আন্দোলনে।

অহীন ॥ কেন? আঁতে ঘা লাগল বুঝি? পাইয়ে দেওয়া, পুষিয়ে দেয়ার নীতির নামে মালিকের দালালি, আর কতদিন লোকের কাছে লুকিয়ে রাখতে পারবি?

সোমনাথ ॥ দালালি আমরা করিনি, করছ তোমরা। তোমার নিজের কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিককে ঠেলে দিয়েছ ধর্মঘটের পথে। ট্রেড-ইউনিয়নে রাজনীতি আমদানী করে শ্রমিকদের সর্বনাশ করছ।

অহীন ॥ (দৃঢ়ভাবে) তোদের পায়ের তলার মাটি আজ সরে যাচ্ছে, তাই পাগলাকুকুরের মত কেবল কামড়াবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিস। এটা জেনে

রাখ শ্রমিকশ্রেণী আজ বুঝতে আরম্ভ করেছে অর্থনৈতিক দাবীর আন্দোলনে তাদের মুক্তি আসবে না।

সোমনাথ॥ দেশের লোক, তোমাদের স্বরূপ এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

অহীন॥ (ব্যঙ্গ করে) তা বটে! তোর মত খাঁটি প্রলেতারিয়েতের মুখেই কথাটা মানায়। তুই সব জেনেও কথাটা বললি। আমাদের ফ্যাক্টরীর দু-জন নেতৃস্থানীয় কমাকে, মালিকের নির্দেশে পুলিস গ্রেফতার করেছে। এই ভাবে মালিক ইউনিয়ন ভাঙতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকরা লড়াই করলে, তাদের চোখে সেটা হয় অন্যায় রাজনৈতিক দাবী। (চিৎকার করে) তবে শুনে রাখ, সেদিন আর বেশী দূর নয় যখন এদেশের প্রতিটি শ্রমিক রাজনৈতিক দাবীতে লড়াই করবে। কারণ লড়াই ছাড়া আর পথ নেই।

[ইনস্পেক্টর অনিল দত্তর প্রবেশ। অহীন, সোমনাথ থেমে যায়।

সরোজ॥ জ্ঞানবাবু কোথায়, একটু ডেকে দিন।

সোমনাথ॥ আপনি বসুন। ডেকে দিচ্ছি।

[সোমনাথ ভিতরে চলে গেল। অহীন গম্ভীর হয়ে যায়।]

অহীন॥ তারপর, অসময়ে আপনার আগমন?

অনিল॥ কেন সে ত বুঝতেই পারছেন। তা ছোট ভাইটি গেল কোথায়?

অহীন॥ বলতে পারছি না।

[সোমনাথের প্রবেশ।]

সোমনাথ॥ আপনি বসুন, বাবা আসছেন। (প্রস্থান)

[অনিল দত্ত ঘরের চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন]

অহীন॥ কি দেখছেন?

অনিল॥ দেখছি বাড়ীটা বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে। এবার একটু সারান

টারান। ( আচমকা ঘুরে আয়নার মুখো মুখি হয়ে ) আপনার ছোট ভাইটি ত বেশ ভালই হাত পাকাচ্ছে, নাকি বলুন ?

অহীন ॥ বোমা পিস্তল খুঁজতে এসেছেন ?

[ অনিল দত্ত হো হো করে হেসে ওঠেন ]

অনিল ॥ পাগল ! লোকের বৈঠকখানায় কি আর ও সব মেলে ? ভাল কথা বলি শুনুন, ভাইটিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরান। এরপর বেঘোরে প্রাণটা যাবে, তখন আপশোসের সীমা থাকবে না।

অহীন ॥ আপনার কাছে নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে ?

অনিল ॥ নেই বলেই ত এখনও বেঁচে যাচ্ছে।

অহীন ॥ সন্ত্রাস দিয়ে মানুষকে দমন করা যাবে ভাবছেন ?

[ সরোজ দত্ত রিভলবারটা বার করে লুফে নেন। ]

অনিল ॥ এই ছোট্ট জিনিসটা দেখছেন ত। বড় সাংঘাতিক এর ক্ষমতা। এর ভেতর থেকে ছুটে যাওয়া একটা সিসের টুকরো মানুষের জীবন নামক বস্তুটিকে এক নিমেষে মুছে দিতে পারে।

অহীন ॥ Fascist.

অনিল ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ। Right. আপনি কিন্তু রেগে গেছেন। দেখুন হিটলারকে অনেকে ঘৃণা করে। আমি কিন্তু লোকটাকে শ্রদ্ধা করি। আফটার অল ওর ডিসিপ্লিন ছিল অসাধারণ।

অহীন ॥ ইতিহাস পড়েন নি তাই জানেন না, শাসকেরা যদি বলপ্রয়োগ করে মানুষকে দমন করতে পারত, আজ ইতিহাসই বদলে যেত।

অনিল ॥ দেখুন, আমরা হুকুমের চাকর মাত্র, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাই আমাদের কাজ। আমরা ফেল করলে মিলিটারীত আছেই, কি বলেন এঁ্যা ? অহীনবাবু, আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ব্যক্তি। অনেক পড়াশুনা করেছেন। আমাদের ত খবরের কাগজই ভরসা। ইন্দোনেশিয়ায় বছর

কয়েক আগে একটা গৃহ যুদ্ধ হয়েছিল, আশা করি সেটা আপনার মনে আছে।

[ জ্ঞান, বিভূতি ও সাধনের প্রবেশ ]

জ্ঞান ॥ কি খবর সরোজবাবু? আবার কি হল?

অনিল ॥ কি হল না হল সে তো আপনি আমার চেয়ে ভালই জানেন। নতুন করে বলতে হবে কি? আপনার ছোট ছেলেটি কোথায়?

জ্ঞান ॥ বলা শক্ত, আমার সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ আজকাল বড় একটা হয় না। কখন যায় কখন আসে সেই একমাত্র জানে।

বিভূতি ॥ সেকি জ্ঞান! এই তো খানিক আগেই টুকুকে দেখলাম ওর এক বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

[ সবাই চুপ করে যায়। অস্বস্তিকর নীরবতা। সরোজ দত্ত গম্ভীর হয়ে যায়। ]

অনিল ॥ আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন জ্ঞানবাবু। আপনার ছোট ছেলে চরমপন্থীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এর আগে একদিন সতর্ক করে দিয়ে গেছি, আজ শেষবারের মতন বলতে এলাম। হয় তাকে নিরস্ত করুন, না হলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনাদের।

জ্ঞান ॥ আপনি তো ভালভাবেই জানেন আমার সন্তানদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি তাদের খুশীমত কাজ করার জন্যে। তাদের কাজে আমি হস্তক্ষেপ করব না।

অনিল ॥ হু! তার মানে এই সব কাজে আপনার পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। আপনি তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন।

অহীন ॥ সরোজবাবু, আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

বিভূতি ॥ বেশ, সরোজবাবু ত উচিত কথা বলেছেন। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে। জ্ঞান, বাপ হিসেবে তুমি তোমার

দায়িত্ব এড়াতে পার না। টুকুকে তুমি বুঝিয়ে বল তার নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

অহীন ॥ সব ছেলেরই ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকার কাকাবাবু। যাদের মামা—মেসো আছে তারাই এক আধটা চাকরী পাবে। মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে লাভ কী?

সাধন ॥ তাহলেও টুকুকে একবার বুঝিয়ে বলা উচিত। জ্ঞান, তুমি অন্ততঃ একবার চেষ্টা করে দেখ।

[ সোমনাথের প্রবেশ ]

অনিল ॥ আপনাদের ভালর জন্যেই সতর্ক করে দেওয়া। এটা আমাদের একটা কর্তব্য।

অহীন ॥ তা বটে। আন্দোলন ভাঙার জন্যে দমন-পীড়ন চালানও ত আপনাদের আর একটা মহান কর্তব্য।

সোমনাথ ॥ দাদা, এসব কথা বলছ কেন? আমাদের ভালর জন্যেই ত উনি বলছেন। আমাদের বাড়ীর ছেলে সে। তার কাজের দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বেই। তুমি স্বীকার কর না কর, লোকে দোষ দেবে আমাদেরই।

অনিল ॥ আমি কিন্তু মনে করছি না অহীনবাবু এসব কথা আমাদের হামেশাই শুনতে হয়। ও গা সওয়া হয়ে গেছে।

অহীন ॥ আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে এর পর নির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণ মেলে ত আসবেন, নচেৎ নয়।

অনিল ॥ নাঃ। আপনি বড্ড চটে গেছেন। আর প্রমাণ? গ্রেপ্তার করে স্বীকারোক্তি আদায়, খুব একটা শক্ত কাজ নয়। প্রসিডিওরটা ত আপনার জানাই আছে, বলুন?

অহীন ॥ এবার আপনি আসতে পারেন।

অনিল ॥ আচ্ছা চলি। আমার কাজ আমি করে গেলাম, পরে যেন থানায় দৌড়বেন না। চলি—[ প্রস্থানোদ্যত ]

সোমনাথ ॥ অনিলবাবু, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

অনিল ॥ আসুন— [ উভয়ের প্রস্থান ]

[ নীরবতা ]

বিভূতি ॥ না, ব্যাপারটা কেমন যেন হয়ে গেল। আমারও একবার ওর কাছে যাওয়া উচিত। হাজার হোক আমি তোমাদের পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। আমারও ত একটা কর্তব্য আছে। জ্ঞান, আমি একটু বাজিয়ে দেখি ওকে। [ প্রস্থান ]

অহীন ॥ অনিল দত্ত শাসিয়ে গেল। ইচ্ছে হচ্ছিল গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিই।

জ্ঞান ॥ যাক্, ও নিয়ে আর মাথা গরম করিস না। মুখ হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম কর।

অহীন ॥ যাচ্ছি বাবা। [ প্রস্থান ]

[ জ্ঞান আর সাধন চৌকিতে বসেন ]

সাধন ॥ শেষ বয়সে আরও কত কি দেখতে হবে কে জানে!

জ্ঞান ॥ যা অনিবার্য তাই ঘটে চলেছে। আমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম। সভ্যতার উষাকাল থেকে আজ অবধি মানুষের ইতিহাস বাঁচার জন্য সংগ্রামেরই কাহিনী। ইতিহাসের বিপুল আকাশে সেগুলি জ্বলছে অম্লান নক্ষত্রের মত।

সাধন ॥ কিন্তু এ যে অসহনীয় অবস্থা। এত দুঃখ, এত কষ্ট কেন? এর কি শেষ হবে না? জানো, এক এক সময় বেঁচে থাকাটা আমার কাছে পাপ বলে মনে হয়।

জ্ঞান ॥ বেঁচে থাকাটা পাপ নয় সাধন। এক একটা যুগে ক্রান্তিকালে দেখা

দেয় একটা ব্যাপক অস্থিরতা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে জননীর যে যন্ত্রণা সাধন, এও তাই।

সাধন ॥ কিন্তু আমি যে বাঁচার আশ্বাস পাই না। কি নিয়ে বাঁচব বল? পুজো করে আর সংসার চালান যায় না। আশা ছিল, ছেলেটা নিজের চেষ্টায় পাস করলে, চাকরী-বাকরী পাবে। সে আশাও নিভে গেছে। মেয়েটার পয়সার অভাবে বিয়ে দিতে পারিনি। তার কি দোষ বল' সে বাঁচার জন্যে ঐ কাজ করেছে।

জ্ঞান ॥ সাধন, শান্ত হও। দুঃখ করে কি করবে?

সাধন ॥ লোকের কাছে লাঞ্ছনা অপমানের শেষ নেই আমার। শুভেন্দুও আজ আমায় অপমান করলে। আমি হতভাগ্য বাপ, নিরুপায় হয়ে সব সয়ে যাচ্ছি।

[ চোখে জল এসে যায় ]

জ্ঞান ॥ ছিঃ! চোখের জল মোছ।

সাধন ॥ [ চোখ মুছে ]—একটা কথা বলব—

জ্ঞান ॥ নিশ্চয়ই বলবে।

সাধন ॥ আমাকে গোটা দশেক টাকা দেবে? কদিন বড় কষ্টে যাচ্ছে।

জ্ঞান ॥ এত কিন্তু হবার কি আছে। নিশ্চয়ই দেব।

[ টাকা দিলেন ]

সাধন ॥ আমি তাহলে আজ চলি। পরে আসব।

জ্ঞান ॥ এস।

[ সাধনের প্রস্থান। বিভূতির প্রবেশ। ]

বিভূতি ॥ আমার যেটুকু বলার দরকার ছিল বলে এলাম। এর পর যা করার তোমরা করো। তারপর কি ঠিক করলে?

[ অহীনের প্রবেশ ]

জ্ঞান ॥ তুমি ত জানই আমার সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় হয় না।

বিভূতি ॥ এরকম একগুঁয়েমীর কোন মানে হয়? কোন জিনিসটা তলিয়ে ভাববে না। আর অহীনকেও বলি, কি দরকার ছিল সরোজ দত্তকে চটাবার? ওকে চেনো না?

অহীন ॥ চিনি কাকাবাবু। হাড়ে হাড়ে চিনি। লোকটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে।

বিভূতি ॥ তোমাদের হোল ফ্যামিলিটাই বড় অবুঝ। আজ যদি টুকুর ভালোমন্দ কিছু হয়, তাহলে বাপ হিসেবে তোমার প্রাণ কাঁদবে না? কাগজে ত রোজই দেখেছ পুলিসের গুলীতে কত লোক মারা যাচ্ছে।

জ্ঞান ॥ বিভূতি, ভুলে যাচ্ছ, একদিন জীবন দেবার শপথ নিয়েছিলাম। সে মন আমার এখনও অটুট আছে। খুব সহজে সেটা নরম হবে না।

বিভূতি ॥ তাহলে বলব, তুমি একটি পাষণ্ড হৃদয়হীন বাপ।

অহীন ॥ কাকাবাবু, আপনি এখন যান, প্লীজ। এখন মনটন আমাদের ভালো নেই। একটু আগেই সরোজ দত্তকে টুকুর ইনফরমেশন দিয়েছেন।

বিভূতি ॥ তাতে হয়েছেটা কি? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে?

অহীন ॥ আপনি Politics নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন, বুঝতে পারছি না। বড় সায়েবকে ধরে ছেলেদের ত চাকরী করে দিয়েছেন। যান, তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিন, Trade Union, রাজনীতি, ওসব করতে যেও না। সব সময় সায়েবদের সুনজরে থাকবে, যাতে অফিসার হওয়া যায়। ব্যস্, ল্যাঠা চুকে গেল।

বিভূতি ॥ কি, তুমি আমাকে এত বড় কথা বললে! বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে তোমার অহীন। অতি বাড বেড় না ঝড়ে পড়ে যাবে। জ্ঞান, তোমার ছেলে আজ তোমার সামনে আমাকে অপমান করলে। কাজটা ভাল করলে না। পাঁচ জনকে চটিয়ে সমাজে বাস করা যায় না। নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর টুকুর খবর, পুলিস ঠিকই যোগাড় করবে।

অহীন ॥ আপনি দিলে একটু তাড়াতাড়ি পাবে এই আর কি। আর আপনি যে দেবেন—সেটাও জানা আছে আমার।

বিভূতি ॥ জ্ঞান, এরপরও তুমি চুপ করে থাকবে?

জ্ঞান ॥ বিভূতি, পুরণো বন্ধু হিসেবে এ বাড়ীতে তুমি আসা-যাওয়া কর, তাকে আপত্তির কিছু নেই। তার ওপরে যেটা থাকে সেটা হৃদয়ের সম্পর্কের কথা। সেটা অর্জন করতে হয়।

বিভূতি ॥ ও, অহীন আমাকে অপমান করল, আর তুমি তাতে সায় দিলে?

জ্ঞান ॥ অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। যা বললাম, বাড়ী ফিরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো।

বিভূতি ॥ নাঃ, এরপর আর এখানে থাকা চলে না। আমি চললাম। কাজটা কিন্তু ভাল করলে না।

[ ক্রুদ্ধ বিভূতির প্রস্থান। জ্ঞান চেয়ারে বসলেন। ]

জ্ঞান ॥ এদের সঙ্গে কথা বলে, নিজের মুখ নষ্ট করিস কেন?

অহীন ॥ অনেকদিন ধরে ওঁর বানী দেওয়া সহ্য করে এসেছি আজ আর থাকতে পারলাম না। তুমি ত জানই কি ধরনের লোক।

জ্ঞান ॥ সব জানি। এরাই তো স্বাধীনতা সংগ্রামের সূর্যসেনের মত মানুষকে ব্রিটিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। ( নীরবতা ) রোজ কাগজ পড়ি আর ভাবি। বিরাট একটা ওলট-পালট আজ আসন্ন। তারই ইঙ্গিত আজ দেশের চতুর্দিকে। দেখছিস না চারিদিকে অশান্তি, অভিযোগ আর বিক্ষোভের শেষ নেই। তেইশ বছর ধরে মানুষের ঘৃণা আর অসন্তোষ জমে উঠেছে তিলে তিলে। একটা বারুদের পাহাড় তৈরী হয়েছে গোটা সমাজটার তলায়। বিভূতির মত এই নির্বোধ প্রাণীগুলো সেটা জানে না।

অহীন ॥ বাবা!

জ্ঞান ॥ অহীন, আমি ত অন্ধ নই। একদিন যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম, সে স্বপ্ন আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আমি ত দেখেছি, দেখছে

পাচ্ছি, সামান্য দুটো পেটের ভাত যোগাড় করতে সাধারণ মানুষকে কি অমানুষিক খাটতে হচ্ছে।. অথচ তারই মেহনতের পয়সা চুরি করে, একদল লোক সম্পদের পাহাড় তৈরী করছে। আর সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর গরীব মানুষগুলো জন্তুর মত আশ্রয় নিচ্ছে অন্ধকার ঘরে। এর অবসান ঘটাতে যারা লড়ছে—তারা জয়ী হবেই। ইতিহাস তাদের পথ দেখাবে।

অহীন ॥ কিন্তু বাবা, ভুল পথে গেলে, সব ত্যাগ, সব পরিশ্রমই যে ব্যর্থ হবে। দেশের গরীব মানুষদের, গাঁয়ের গরীব চাষীদের না বুঝিয়ে, আমার পাশে না এনে, যদি আমি একা সমাজটাকে বদলাতে চাই, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবেই। জমি তৈরী না হলে কি আবাদ হয়? এ ক্ষেত্রে জীবন দেওয়াটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

জ্ঞান ॥ বিদ্রোহী যৌবন মুক্তির চাবিকাঠির সন্ধান দেবে। আর বন্ধু হবে অভিজ্ঞতা। (দু'জনে নীরব) চারিদিক থমথম করছে। একটা ঝড় আসছে।

অহীন ॥ সেই ঝড়ের প্রতীক্ষাতেই ত বসে আছি বাবা। ঝড় আর বৃষ্টি। সমস্ত শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাবে।

[ সোমনাথের প্রবেশ ]

সোমনাথ ॥ বাবা, খবর খুব সাংঘাতিক।

জ্ঞান ॥ সাংঘাতিক? নতুন কিছু ঘটল নাকি?

সোমনাথ ॥ অনেক কিছুই ঘটছে, তোমরা যার খবর রাখনা। শোনো বাবা, টুকুর বিষয়ে একটা ফয়শালা হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

অহীন ॥ সরোজ দত্তকে তোয়াজ করতে ছুটেছিলি?

সোমনাথ ॥ বাজে বোকো না বড়দা। আমরা টুকুর গার্জেন। ওকে বোঝানোর দায়িত্ব আমাদের।

জ্ঞান ॥ কিন্তু ব্যাপারটা কী সেটা ত বলবি ?

সোমনাথ ॥ কি খবর দিল জান ? যে কোন উপায়ে ওরা এই সব কার্যকলাপ দমন করবে। দরকার হলে গুলী করবে। তার মানে বুঝতে পারছ ?

অহীন ॥ হিটলার জার্মানীতে যা করেছিল, এবার ঘটনা সেদিকেই যাচ্ছে।

সোমনাথ ॥ এটা কোন উত্তর হল ? বাবা, তোমার কি মত ?

জ্ঞান ॥ আমার মত ত আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছি।

সোমনাথ ॥ টুকুর গোটা কেরিয়ারটা, এইভাবে চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে, আর তোমরা উদাসীন ভাবে বসে থাকবে ?

জ্ঞান ॥ ভালমন্দ বোঝার বয়েস টুকুর হয়েছে। আজ পর্যন্ত তোমার কাজে কোন বাধা দিয়েছি ?

সোমনাথ ॥ বুঝতে পেরেছি, দাদা তোমাকে দলে টেনেছে।

অহীন ॥ সোমনাথ !

সোমনাথ ॥ অনেকদিন ধরে আমাদের মধ্যে একটা নীরব দ্বন্দ্ব চলেছে। আজ সেটার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। দাদা, এর জন্যে দায়ী তোমার রাজনৈতিক মতাদর্শ।

জ্ঞান ॥ আঃ সোমু। কেন নিজেদের মধ্যে বিরোধ করছিস। রাজনৈতিক আদর্শের কথা তুলে পারিবারিক আবহাওয়া নাই বা বিষিয়ে তুললি।

অহীন ॥ না বাবা, ওকে বলতে দাও। বাইরের সমাজে যে বিষাক্ত হাওয়া বইছে—সেটা ঘরের মধ্যেও এসে ঢুকবে, এ সত্য অস্বীকার করে লাভ কি ?

সোমনাথ ॥ আমি আবারও বলছি, টুকুর কাজের পিছনে তোমার নীরব সমর্থন রয়েছে।

জ্ঞান ॥ কি বলছিস সোমু ?

অহীন ॥ এতে অবাক হোয়ো না। বাবা। এ কথা ও একদিন বলবে তা আমি জানতাম। কারণ কুৎসা প্রচারই হচ্ছে ওদের রাজনীতির

হাতিয়ার। সোমু ওর ব্যক্তিগত জীবনে সেই রাজনীতির প্রতিধ্বনি করছে মাত্র।

সোমনাথ॥ (ক্রুদ্ধ) হ্যাঁ, এসব বলছি, কারণ এরপর আমার জীবন বিপন্ন হবে, চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। আমার নিজের জীবন আছে; স্বপ্ন আছে; আকাঙ্ক্ষা আছে। [ টুকু প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে পড়ে ] টুকুর কাজের ফলভোগ করতে হবে আমাদের সবাইকে। আমি তাতে রাজী নই। হয় ও থাকবে, না হয় আমি থাকব।

টুকু॥ আমিই চলে যাচ্ছি মেজদা। আর আমার কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। তার জন্যে তোমার দুশ্চিন্তা বা ভয়ের কোন কারণ নেই।

জ্ঞান॥ তুই সোমুর কথায় গুরুত্ব দিচ্ছিস কেন? বাড়ীর কর্তা তো আমি।

টুকু॥ আমার নিজের প্রয়োজনে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। এর বেশী আর কিছু বলতে চাই না।

[ ভিতরে যাবার দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় ]

আর একটা কথা। সরোজ দত্তর কাছে আমার হয়ে কথা বলতে গিয়েছিলে কেন? আমি তো তোমাকে বলিনি। তুমি গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেছ, নিজের চামড়াটুকু বাঁচাতে। ভবিষ্যতে আমার সম্বন্ধে ওকে কোন মিথ্যা আশ্বাস দিও না। এটাই আমার শেষ কথা।

[ টুকু চলে গেল। নীরবতা নামে ]

অহীন॥ হেরে গেলি সোমু। ওর ব্যক্তিত্বের কাছে তুই হেরে গেলি। তোর ভুয়ো রাজনৈতিক আদর্শের বড়াই, ওর কাছে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সোমনাথ॥ বেশ, তাহলে আমারও সিদ্ধান্ত তোমরা জেনে রাখ। আমিও পরের সপ্তায় কলকাতা চলে যাচ্ছি। বিয়ে থা করলে ফ্যামিলি ম্যান হিসেবে একটা রেসপনসিবিলিটি এসে যাবে। তোমাদের ব্যাপার এবার তোমরাই মোকাবিলা করবে। আমি এর মধ্যে নেই। [ প্রস্থান ]

জ্ঞান ॥ আমি জানতাম সোমু চলে যাবে। সব কিছু ভেঙে পড়ছে যেখানে আস্তে আস্তে, সেখানে পরিবার ভাঙবে এ আর বিচিত্র কি!

অহীন ॥ হ্যাঁ বাবা, এই ভাবে সামাজিক ব্যবস্থাও ভাঙতে ভাঙতে চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে এগিয়ে চলেছে।

[ দুজনে চুপ করে যায়। জ্ঞান অন্যমনস্কভাবে ঘরটাকে দেখেন। ]

জ্ঞান ॥ এ বাড়ীটা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে।

অহীন ॥ হ্যাঁ বাবা, অনেকদিন হয়ে গেল। এবার একটু সারান দরকার।

জ্ঞান ॥ এ সারাতে গেলে আর আস্ত থাকবে না। বাড়ীর মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধরেছে। হাতুড়ির ঘা পড়লে সব ভেঙে পড়বে।

অহীন ॥ তাহলে সব ভেঙে ফেলে নতুন করে construction করতে হবে। ( হাতঘড়ি দেখে ) বাবা, রাত হয়ে যাচ্ছে তুমি ভেতরে যাও।

জ্ঞান ॥ তুইও চ—

অহীন ॥ না বাবা, আমার ইউনিয়নের একজন কর্মীর আসার কথা আছে। কেন দেরী করছে বুঝতে পারছি না। তুমি যাও, আমি আর একটু দেখি। [ জ্ঞান এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কি যেন ভাবেন ] বাবা, সোমুর জন্যে কি মনে দুঃখ পেলে?

জ্ঞান ॥ দুঃখ? না দুঃখ কিসের? যা অবশ্যম্ভাবী তাকে কেউ আটকাতে পারে না। কেউ পারে না। কেউ পারে না।

[ জ্ঞানবাবু চলে গেলেন। অহীন চিন্তিতভাবে পায়চারী করে ]

অহীন ॥ এত দেরী করছে কেন রহমান? তবে কি কিছু ঘটল?

[ মত্ত অবস্থায়, জড়িত গলায় গান গাইতে গাইতে শুভেন্দুর প্রবেশ। অহীন স্তম্ভিত। তারপর কাছে গিয়ে টেনে আনে।]

অহীন ॥ এতদূর অধঃপতন হয়েছে তোর। এতদিন লুকিয়ে-চুরিয়ে খাচ্ছিলি, এখন বাড়ীতে এসে ঢুকেছিস। সোয়াইন। [ চড় মারে ]

শুভেন্দু ॥ আঃ, মারছ কেন? গোটা আমেরিকার লোকে মদ খেয়ে ভাসিয়ে

দিচ্ছে। সেখানে কেউ কাউকে মারে? মারেনা। কেন, মদ খাওয়াটা কি অপরাধ? এইযে আমি পাস করে বসে আছি। শালা আমাকে চাকরী দিল? না, দিল না। Yes, I must call them শালা। জীবনে দুঃখ-কষ্ট ত আছেই। তুমি না খেয়ে মরলে, তোমার পাশের লোক ফিরেও তাকাবে না। Yes nobody will come to help you. তবে মদ খাও, ফুর্তি কর, জীবনপাত্রের তলানিটুকু শেষ করে দাও।

[ অহীন ওকে ঝাকানি দেয়। শুভেন্দু পড়ে যায় ]

অহীন॥ নির্লজ্জ! আবার কথা বলছিস্!

শুভেন্দু॥ হ্যাঁ বলছি, কারণ কথা বলতে পারে বলেই ত মানুষ—মানুষ। না হলে ত জন্তু-জানোয়ার। হেসে নাও দুদিন বইত নয়। ট্রা-ল-লা-লা—

[ জ্ঞানবাবুর প্রবেশ। পিছনে সোমনাথ ]

জ্ঞান॥ কি হল? গোলমাল কিসের?

সোমনাথ॥ তোমরা কি একটু শান্তিতেও থাকতে দেবে না?

জ্ঞান॥ কি হয়েছে কি?

অহীন॥ শুভু মদ গিলে এসে-মাতলামি করছে।

সোমনাথ॥ বাঃ বাঃ চমৎকার। এতদিনে ষোলকলা পূর্ণ হল। এক ভায়ের পিছনে পুলিস আসছে, আর একজন মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। কী সুন্দর পরিবেশ। বন্ধুবান্ধবদের যেটুকু সম্মান ছিল, এবার সেটুকুও গেল। এরপর কোন মানুষ এখানে থাকতে পারে? আমার একটা কালচারাল ফাংসান আছে আমি বেরুচ্ছি। ফিরতে দেরী হবে। [ প্রস্থান ]

জ্ঞান॥ কেন এরকম হয়ে যাচ্ছিস? কি তোর মনের কষ্ট আমায় বল। এ ভাবে নিজেকে নষ্ট করছিস কেন? [ সস্নেহে শুভেন্দুকে কাছে টেনে নিলেন। শুভেন্দু সহসা হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। ]

শুভেন্দু॥ বাবা, আমার বন্ধুরা আমায় মদ খাওয়ায়। আমি পয়সা দিই না, তবু খাওয়ায়। বলে আন্দোলন, লড়াই এ সব করে লাভ নেই, ওরা

আরও অনেক লোভ দেখায়।

জ্ঞান ॥ কেন যাস্ ওদের কাছে ?

শুভেন্দু ॥ বাবা, তুমি আমায় বাঁচাও। আমার ভয় করছে। কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম, একটা কালো অজগর আমায় আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে গিল্‌তে আসছে। কী ভীষণ তার চোখ দুটো। দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে। অজগরটা আমায় গিলে ফেলবে ! আমায় বাঁচাও, বাবা, তুমি আমায় বাঁচাও।

[ আতঙ্কে জ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে ]

জ্ঞান ॥ ( সস্নেহে )—চ, ভেতরে চ। আমি তো রয়েছি, তোর ভয় কিসের ?

[ শুভেন্দুকে নিয়ে জ্ঞানের প্রস্থান। অহীন টেবিলে মাথা রেখে চোখ বোজে। নিঃশব্দে টুকু প্রবেশ করল। চৌকির তলায় রাখা ট্রাঙ্ক থেকে একটি খাতা বার করে নিয়ে চলে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ]

টুকু ॥ দাদা—

অহীন ॥ বল—

টুকু ॥ তোমার কি শরীর খারাপ ?

অহীন ॥ ও কিছু না।

টুকু ॥ ছোড়দা মদ খেয়ে বাড়ীতে এল।

অহীন ॥ হ্যাঁ।

টুকু ॥ দাদা, এ সমাজব্যবস্থার অভিশাপ। গোটা সমাজ দেহটা পচতে শুরু করেছে। এ তারই ফল। এই নোংরা পচাগলা সমাজটাকে না বদলালে আমাদের মুক্তি নেই। তাই কাজ সুরু করতে হবে এখনি। [ প্রস্থানোদ্যত ]

অহীন ॥ টুকু—

টুকু ॥ বল—

অহীন ॥ এখনও সময় আছে। ভেবে দেখ ঠিক পথে পা বাড়িয়েছিস কিনা। পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ কর।

টুকু ॥ যদিও তোমার কাছেই আমার হাতে খড়ি, তবু তুমি ত ভালোভাবেই জানো আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি।

অহীন ॥ প্রতিদিনের ঘটনা দেখে বুঝতে পারছিস না, যুবশক্তিকে শেষ করার কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলছে! তোদের মত অসংখ্য ছেলেকে পরিকল্পনা করে ঠাণ্ডা মাথায় বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছে। বিপ্লবের চূড়ান্ত মুহূর্তে দেশের জনগণ যদি তৈরী না থাকে, তবে তা ব্যর্থ হয়ে যায়, ইতিহাসে সেই কথা বলে। দেশের মানুষ কি এখনই সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে?

টুকু ॥ দাদা, আমি তর্ক করতে চাই না।

অহীন ॥ আমি-ত তোর বড় ভাই। বলার অধিকার আছে বলেই ত তোকে বলছি। তুই আরও পড়। বার বার পড়। যা ঘটছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। প্রতিক্রিয়ার ঘাতকেরা অনুপ্রবেশ করেছে তোদের মধ্যে। তারাই গোপনে তোর মত ছেলেদের চিহ্নিত করে দিচ্ছে। ওরা যৌবনকে ভয় করে। তাই তরুণ যুবকরা ওদের শত্রু।

টুকু ॥ দাদা, আমার পথই সঠিক পথ।

অহীন ॥ তোকে আর আমার বলার কিছু নেই। শুধু জেনে রাখ প্রতিক্রিয়ার ঘাতকেরা অক্ষতদেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধু অনুগামীর ছদ্মবেশে তোদের নাম মৃত্যু পরোয়ানা জারি করছে গোপনে। বাংলাদেশের বিপ্লবী চেতনাকে শেষ করার চক্রান্ত আজ স্পষ্ট। কেউ একা এগিয়ে গিয়ে জীবন দিলে বিপ্লব আসবে না। আগে পিছনের মানুষগুলোকে তৈরী করে নিয়ে তবে কাজে নামতে হয়। সেটাই আসল কাজ।

টুকু ॥ সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই হবে সবকিছু। ইতিহাস থাকবে সাক্ষী। আর আমি কিছু বলতে চাইনা।

[ টুকুর প্রস্থান। অহীন ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে ]

অতীন ॥ (আত্মগত) যে পথে যাচ্ছিস, হয়ত অসময়ে তার চরমমূল্য দিতে হবে। [প্রস্থান]

[রাত গভীর হয়। দূরে কোথায় টাওয়ারে ঘণ্টাধ্বনি করে প্রহর ঘোষিত হয়। প্রবেশ করল সঞ্জিত। কাঁধে ব্যাগ। চারিদিক সতর্কভাবে দেখতে থাকে।]

সঞ্জিত ॥ (চাপাকণ্ঠে) টুকু—টুকু—[টুকুর প্রবেশ] সব রেডি। ওরা মল্লিক বাগানে অপেক্ষা করছে।

টুকু ॥ সব কিছু সরিয়ে ফেলা হয়েছে ?

সঞ্জিত ॥ হ্যাঁ। সরোজ দত্ত হন্যে কুকুরের মত ঘুরছে আমাদের পিছনে। যে কোন মুহূর্তে রেড করতে পারে।

টুকু ॥ সে সুযোগ ওকে দেওয়া হবেনা।

সঞ্জিত ॥ জানিনা, ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকিয়ে আছে।

টুকু ॥ তুই কি ভয় পাচ্ছিস ?

সঞ্জিত ॥ ভয় ? কিসের ভয় ? মৃত্যুর না ভুল করছিস। জ্ঞান হওয়া অবধি শুধু দেখেছি অনাহার, আর দারিদ্র্য। চোখের সামনে ছোট ভাই-বোন দুটো না খেতে পেয়ে রোগে ভুগে মরে গেল। একদিন যখন খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে উঠেছি, বাবা মিল থেকে মদ খেয়ে বাড়ী ফিরল, তখন মায়ের অসহায় চোখদুটো দেখলাম। গোটা দুনিয়ার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে সেদিন মনে হয়েছিল, এই সমাজের বুকে বজ্রের মত ফেটে পড়ে সবকিছু চুরমার করে দিই। সেদিন একবুক জ্বালা, ঘৃণা, হতাশায় পরিণত হল। দেখলাম এ পৃথিবীতে আমি একা। সেদিন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। শেখরদা, সেদিন আমায় বাঁচিয়েছিল। দেখিয়েছিল সংগ্রামের পথ। চিনিয়েছিল শ্রেণী-শত্রুদের। আর সেদিন থেকে শিখলাম শত্রুদের ঘৃণা করতে।"

টুকু ॥ I am sorry. তুই দাঁড়া, আমি এখনি আসছি। [প্রস্থান]

সঞ্জিত ॥ [ আপন মনে ]—শৃঙ্খল ছাড়া প্রোলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই, জয় করবার জন্যে আছে সারা জগত।

[ কাঁধে ব্যাগ নিয়ে টুকুর প্রবেশ ]

টুকু ॥ Let us start.

সঞ্জিত ॥ বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।

টুকু ॥ বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।

[ টুকু আর সঞ্জিত বেরিয়ে গেল। একটু পরেই রহমানের গলা শোনা গেল, অহীন আছে? অহীন ভাই? ]

[ অহীনের প্রবেশ ]

অহীন ॥ কে রহমান? এস ভেতরে এস—

[ রহমানের প্রবেশ। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ]

এ কী! কি হয়েছে?

রহমান ॥ খবর খুব খারাপ। মালিকের ভাড়াটে গুণ্ডারা ইউনিয়ন অফিস আক্রমণ করেছিল।

অহীন ॥ তারপর?

রহমান ॥ আমরা প্রতিরোধ করলে ওরা পালিয়ে যায়। এরপর পুলিস এসে আমাদের ওপর বিনা প্ররোচনায় গুলী চালাল। মহাদেব আর জালালের গুলী লেগেছে। পুলিস দশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

অহীন ॥ রহমান, এখন দরকার ঐক্য, সংগঠন। সংগঠন ঠিক থাকলে, যে কোন আক্রমণ আমরা মোকাবিলা করতে পারব।

রহমান ॥ তুমিও আজ থেকে আরও বেশী সাবধান হবে। তোমার ওপর ওদের অনেক দিনের রাগ।

অহীন ॥ আমাকে হত্যা করে আন্দোলনের গতিকে ওরা রুখতে পারবে না রহমান। তুমি দাঁড়াও, আমি এখনি বেরুব তোমার সঙ্গে।

[ অহীন ভিতরে গেল। হঠাৎ বাহিরে ঘন ঘন বোমা বিস্ফোরণ

শুরু হয়। তারপর মুহুর্মুহু গুলীর শব্দ। রহমান চমকে বাহিরের দরজার কাছে এগিয়ে গেল। উদ্বিগ্ন ভাবে প্রবেশ করল অহীন। পিছনে জ্ঞানবাবু। ]

অহীন ॥ রহমান গুলীর শব্দ শুনলাম যেন!

রহমান ॥ হ্যাঁ, কাছেই।

জ্ঞান ॥ গুলী চালাচ্ছে?

[ পুনরায় গুলী বর্ষণের শব্দ। বোমার আওয়াজ। ]

অহীন ॥ বাবা, টুকু কোথায়?

জ্ঞান ॥ চলে গেছে।

অহীন ॥ চলে গেছে।

রহমান ॥ কে অহীন ভাই?

অহীন ॥ আমার ভাই টুকু।

রহমান ॥ আমি একবার দেখে আসি।

অহীন ॥ চল—আমিও যাই।

রহমান ॥ [ বাধা দেয় ]—না! তোমার জীবনের দাম আমার থেকে অনেক বেশী। আমিই দেখছি।

[ যেতে উদ্যত হয়। উত্তেজিত পাংশু মুখে সাধনবাবু প্রবেশ করলেন। ]

সাধন ॥ অহীন, শিগগির আমার বাড়ীতে যাও। টুকুর গুলী লেগেছে। ওর বন্ধু সজিতের দেহ রাস্তা থেকে পুলিস তুলে নিয়ে গেল। বোধ হয় মারা গেছে।

অহীন ॥ রহমান এস আমার সঙ্গে। সাধন কাকা, আপনি এখানে থাকুন।

[ অহীন ও রহমানের প্রস্থান। জ্ঞানবাবু স্তব্ধভাবে চৌকিতে বসে থাকেন। ]

জ্ঞান ॥ জানতাম। এ হবেই আমি জানতাম।

সাধন ॥ জ্ঞান, স্থির হও। মনকে শক্ত কর।

[ সামান্য পরে রক্তাক্ত মৃত টুকুকে নিয়ে এল অহীন আর রহমান। শুইয়ে দিল চৌকিতে। রহমান বসল চৌকিতে। ]

রহমান ॥ এই ভাবে খুনেগুলো পার পেয়ে যাবে অহীন ভাই?

অহীন ॥ রহমান, প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে তুচ্ছ করে দেখে, ভুল পথে ও একা লড়াই করতে চেয়েছিল। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ না করে, লড়াই করা যায় না। আর তাই অসময়ে আমার ভাইকে জীবন দিতে হল। [ গলা রুদ্ধ হয়ে এল। ]

রহমান ॥ হাতে রাইফেল আছে, তাই শয়তানেরা কাপুরুষের মত, এই ভাবে খুন করছে।

জ্ঞান ॥ আমি দেখি—একবার ভাল করে ওকে দেখি। ওর মা যখন চলে গেল, জান সাধন ও তখন ছোট্টটি ছিল। বুকে করে ওকে আমি বড় করেছিলাম।

[ সস্নেহে টুকুর চুলে হাত বোলান। ]

সাধন ॥ জ্ঞান, তুমি না বিপ্লবী!

জ্ঞান ॥ না—না—ভেঙ্গে আমি পড়ব না। কিন্তু আমি ত মানুষ সাধন। ও যে আমার সন্তান। জীবন বড় সুন্দর। দুঃখ কোথায় জান? জীবন বিকশিত হবার আগেই টুকু আমার শেষ হয়ে গেল।

[ উদ্যত পিস্তল সহ সরোজ দত্ত প্রবেশ করলেন। সঙ্গে রিভলবার সহ সাব-ইনসপেকটর রথীনবাবু ও দু'জন সশস্ত্র কনস্টেবল। ]

সরোজ ॥ দাঁড়ান। কেউ নড়বেন না, কেউ পালাবার চেষ্টা করবেন না। চারদিক ঘিরে ফেলা হয়েছে। Dead body এখানে এনে আপনারা বেআইনী কাজ করেছেন। Any way আমি এখনি dead body নিয়ে যাব। রথীনবাবু, ভেতরটা দেখে আসুন, কেউ আছে কি না?

[ রথীনবাবু, কনস্টেবল সহ ভেতরে গেলেন। ফিরে এলেন অল্প পরে। ]

রথীন ॥ না, স্যার। আর কোন বডি নেই।

সরোজ ॥ অহীনবাবু, আপনাকেও arrest করা হল।

অহীন ॥ কি অভিযোগে ?

সরোজ ॥ থানায় গিয়ে শুনবেন।

জ্ঞান ॥ আজ—আজ আমার হাতে যদি একটা ( তীব্র উত্তেজনায় ) অস্ত্র থাকত আমি ঐ কাপুরুষ হত্যাকারীদের কাজের জবাব দিতে পারতাম। কিন্তু আজ আমার হাত শূন্য সাধন, হাতে আমার কিছু নেই।

[ অহীন জ্ঞানবাবুর কাছে যায়। ]

অহীন ॥ বাবা, এখন উত্তেজিত হবার সময় নয়। মনকে পাথরের মত শক্ত করে রাখ। সময় একদিন আসবেই। সেদিন হয়ত আমিও থাকব না। কিন্তু থাকবে আমাদের মত আরও অনেকে। তাদের কথা ভেবে স্থির হও।

জ্ঞান ॥ তোমরা মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সন্তানকে হত্যা করেছ। কত শিশুকে করেছ পিতৃহারা। কত মেয়ের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছ। তারা অভিশাপ দিচ্ছে। বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখছে প্রতিশোধের আগুন। আমিও রাখলাম। সব হিসেব মিটবে শেষ বোঝাপড়ার দিন।

সরোজ ॥ রাম সিং! Dead body লে যাও।

অহীন ॥ ইনস্‌পেকটর। একটা শুধু অনুরোধ আমিই নিয়ে যাচ্ছি ওকে।

সরোজ ॥ All right.

অহীন ॥ একটা কথা শুধু জেনে রাখুন। এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না। একদিন কোটি কোটি মানুষ এর মোকাবিলা করবে। নতুন দিন আসছে। তার জন্যে প্রস্তুত হন। রহমান, এস আমার সঙ্গে।

[ টুকুকে নিয়ে অহীন রহমান চলে গেল। পিছনে রথীন, সরোজ। ]

জ্ঞান ॥ ওরা চলে গেল ?

সাধন ॥ হ্যাঁ। চল—ভেতরে চল।

জ্ঞান ॥ তাই চল। সাধন, ইতিহাসের চাকা ঘুরে চলেছে। আমার জীবনে

আমি ভাবীকালের মানুষদের দেখে যেতে চাই। যারা নতুন সমাজে জন্মাবে। যেখানে তাদের জন্যে আমরা রেখে যাব সুখ শান্তি, স্বাধীনতা।

[ দূরাগত মেঘের গর্জন ধ্বনিত হয়। বাইরে বিদ্যুৎ চমকায়। আলো পড়ে জ্ঞানের মুখে। ]

সাধন ॥ ঝড় আসছে।

জ্ঞান ॥ হ্যাঁ, একটা বিরাট প্রচণ্ড ঝড় আসছে। সারাটা আকাশ জুড়ে তারই প্রস্তুতি।

[ দুইজনের প্রস্থান। ঝড়ের গর্জন ক্রমশ তীব্র হয়। মঞ্চের আলো ম্লান হয়ে আসে। সূত্রধর প্রবেশ করে। ]

সূত্রধর ॥ ঝড়ের পাখীরা উড়ছে। তারা উড়বে চিরকাল। জেগে ওঠ নির্যাতিত মানুষেরা। ঐক্যবদ্ধ হও। অখণ্ড ঐক্যের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে লক্ষ বজ্রের মত আঘাত হান স্বৈরাচারী শাসকের বুকে। শতাব্দীর শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন কর। ছিন্ন কর এই নির্যাতনের নাগপাশ। সংগ্রামই স্বর্গ। সংগ্রামই মুক্তি। সংগ্রামই জীবন।

—ঃ*ঃ যবনিকা ঃ*ঃ—

---

এই নাটকের অভিনয় করার জন্য নাট্যকারের অনুমতির প্রয়োজন নেই। যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁরা অভিনয়ের তারিখ ও স্থান জানালেই খুশী হব। এই নাটক প্রযোজনায় কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে, যে কোন সংস্থা নাট্যকারের সঙ্গে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—কল্লোল, পালগলি ষণ্ডেশ্বর তলা, চুঁচুড়া। নাটকের আরম্ভে যে কৃষক, শ্রমিক ও শৃঙ্খলিত মানুষগুলিকে দেখান হচ্ছে, অসুবিধা হলে, পিছনে সাদা পর্দায় স্যাডো দিয়ে শৃঙ্খলিত মানুষ আর সৈনিকদের দেখানো যাবে। নাটকে মূল রস তাতে অক্ষুণ্ণ থাকবে।

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়

# আমি কি বলবো

## দীপ্তিকুমার শীল

প্রথম অভিনয়

—ঃ চরিত্রলিপি ঃ—

ডাক্তার রায়—বয়স ৫০। আদর্শবাদী আত্মভোলা মানুষ।

হরিধন—বয়স ৪০। কম্পাউণ্ডার। চতুর।

নকুল—বয়স ৩০। রোগী।

তেওয়ারী—বয়স ৩২। ঐ।

কেষ্টবাবু—বয়স ৫০/৫২। ঐ।

মনোহর—বয়স ৩০। সুযোগ সন্ধানী।

অজিতবাবু—বয়স ৪৫। ডাক্তারের বন্ধু। অবসর প্রাপ্ত।

গোবিন্দ—বয়স ৫০। ডাক্তারের চাকর।

উত্তম—বয়স ৩০। পাড়ার মস্তান।

---

—প্রথম দৃশ্য—

[ ডাক্তার রায়ের চেম্বার। একটি সাধারণ ছোটখাট ডাক্তারখানা। ঘরের বাঁদিকে একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার। টেবিলের ওপর কিছু ওষুধের কাগজপত্র, মিক্সচার লেখার খাত', কিছু ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিস রয়েছে। সবের ডানপাশে বাইরের

দরজার দিকে একটা লম্বা বেঞ্চ রয়েছে। বেঞ্চ-এ "নকুল সেন" ও "তেওয়ারী" বসে আছে। তারই পাশে একটা টুলে বসে আছে—কম্পাউণ্ডার "হরিধন"। হরিধন লম্বা খাতাটা দেখছে আর টেবিলে রাখা ওষুধের শিশিতে লেখা নাম ধরে ডাক দিচ্ছে। কয়েকটা বেশি মিক্সচারের শিশি টেবিলে রাখা থাকবে। সময় সকাল দশ/এগারটা। ]

হরিধন ॥ নকুল সেন—

নকুল ॥ এই যে—এখানে—

হরিধন ॥ এই মিক্সচারটা এখুনি এক দাগ খেয়ে নিন।

নকুল ॥ দিন, এক গেলাস জল দিন।

হরিধন ॥ কেন ?

নকুল ॥ ওই যে বললেন—ওষুধটা এখুনি একদাগ খেয়ে নিন।

হরিধন ॥ এখুনি মানে এখানে নয়। বাড়ি গিয়ে খাবেন।

নকুল ॥ ও আচ্ছা; আর বাকিটা ?

হরিধন ॥ আমায় বলতে দিন বাকিটা। এত ছটফট্ করলে চলবে কেন। ওষুধ যখন দিচ্ছি, তখন সব কিছুই বলে দেবো। শুনুন—প্রথমে একদাগ মিক্সচার তারপর আধঘণ্টা বাদে একটা ট্যাবলেট। এইভাবে ছ ঘণ্টা অন্তর আজ সারাদিনে তিনবার। তিনদাগ মিক্সচার আর তিনটে ট্যাবলেট। কাল সকালে একদাগ মিক্সচার আর একটা ট্যাবলেট খেয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে আসবেন বুঝেছেন ?

নকুল ॥ বেশ জলের মত বুঝেচি। এত ওষুধ গেল, কিন্তু সারাদিন কি খাওয়া হবে !

হরিধন ॥ কি আবার খাবেন, স্রেফ জল বার্লী।

নকুল ॥ শুধু জল বার্লী !

হরিধন ॥ হ্যাঁ, শুধু জলবার্লী !

নকুল ॥ ওর সঙ্গে দুটো কড়াপাক সন্দেশ আর নিমকী।

হরিধন ॥ আপনি কি বলুনতো নকুলবাবু! দেখছেন আপনার পেটে জল তলাচ্ছেনা এরপরও আপনি বলছেন দুটো কড়াপাক সন্দেশ আর নিম্‌কী। আশ্চর্য আপনার বুদ্ধিকে।

নকুল ॥ আচ্ছা ঠিক আছে। চলি তাহলে—হ্যাঁ, কম্পাউণ্ডারবাবু, কাল কি খাব?

হরিধন ॥ কি মুশকিলেই পড়েছিরে বাবা—এখন যা যা বললাম সেইমত আজকের দিনটা চলুন. কাল সকালে তো ডাক্তারবাবুর কাছে আসছেন, তখন তিনি যা খেতে বলবেন তাই খাবেন।

নকুল ॥ বেশ তাই হবে। [ প্রস্থান ]

হরিধন ॥ জীবন তেওয়ারী—

তেওয়ারী ॥ জী হুজুর।

হরিধন ॥ শুনে—এর ভেতরমে চার পুরিয়া হায়। আবি—মানে এখুনি বাড়ি যাকে এক পুরিয়া আবি গিলে গা। আঁ—

তেওয়ারী ॥ কেয়া বাবু?

হরিধন ॥ বুঝতে পারতা নেই। এই বাক্সকা ভেতরমে চারটে পুরিয়া হায়। এইটুকু বুঝা হায় তো?

তেওয়ারী ॥ হাঁ বাবু।

হরিধন ॥ ঠিক হায়। এরপর আমি বলা হায় যে, একটা পুরিয়া আবি মানে এখুনি বাড়ি যাকে জল দেকে গিলে গা। বুঝা হায়?

[ তেওয়ারী হরিধনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ]

হরিধন ॥ এই দেখ। আমার দিকে অমন করে ড্যাব ড্যাব করে দেখতা কি? আমার কথা কিছু বুঝা নেই?

তেওয়ারী ॥ হাম কুছ সামঝাতা নেহী।

হরিধন ॥ এর মধ্যে তো সমঝে বলার কিছু নেই। শুধু দুটো কথা। এক নম্বর

এ পুরিয়া জল দেকে গিলেগা আর চুনখর এই মালিশ তোম্‌রা টেংরীতে লাগায়গা। ব্যস্ সব ভাল হয়ে যায়গা!

তেওয়ারী॥ ইয়ে মালিশ গোর পার লাগায়গা?

হরিধন॥ আরে বাবা তোম্‌কো পা-মে, মানে তোমার টেংরীমে যে জায়গামে খুব সে টন্‌টন্ করতা হায় না, ঠিক সেই টন্‌টন্ জায়গামে এই মালিশ লাগায়গা। সে তোমার টেংরীর গোড়াতেই হোক আর পিছনমেই হোক।

তেওয়ারী॥ আপ কেয়া কঁহতা হুঁ ম্যয়তো কুছ সমঝাতা নেহী।

হরিধন॥ দূর তর কচু পোড়া খেলে যা। একটা কথা বোঝে না। যত বুদ্ধু জানোয়ার এখানে এসেছে।

তেওয়ারী॥ কেয়া বাবু, আপ ভদ্র আদ্‌মী হো কর হামকো গালি দিয়া। ম্যায় জানোয়ার হায়?

হরিধন॥ তবে কি হায়? এতক্ষণ এত ভালকথা বললাম একটাও বুঝতে পারতা নেই। কিন্তু যেই একটা ফস্ করে খারাপ কথা বলে ফেলা হায় তখন ঠিক বুঝে ফেলা হায়। তোম্ আদমী হায়?

তেওয়ারী॥ আপ কিঁউ গালি দেগা?

হরিধন॥ বেশ করেগা দেগা। আমার ইচ্ছে হুয়া তাই গালি দেয়া হায়। তোম্ ওষুধ নিয়ে চলে যাও।

তেওয়ারী॥ হাম নেহী যায়গা।

হরিধন॥ আমি তোম্‌কো মোটেই বলতে দেগা নেই। তোম্ যতক্ষণ থাকেগা আমার রাগ বাড়েগা। তোম্ আবি এখুনি চলে যাও।

তেওয়ারী॥ হাম নেহী যায়গা। ডাক্তার সাবকা হাম রিপোর্ট করেগা। হাম নেহী যায়গা।

হরিধন॥ নিশ্চয়-ই যায়গা—দেখ আমার রাগ আসেগা তো খুব একটা খারাপ কাণ্ড হয়ে যায়গা। তোম্ আবি চলে যাও, পরে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধ লে যায়গা—যাও।

তেওয়ারী ॥ হাম ডাক্তারবাবুকা পাশ রিপোট করেগা।

[ এমন সময় বাইরে থেকে ডাক্তার প্রবেশ করে ]

তেওয়ারী ॥ ডাক্তারবাবু আপকা আদমী হামারে গালি দিয়া। বহুতসে ডাঁটা হায়।

ডাক্তার ॥ হামরা আদমী! হামরা কোন আদমী?

তেওয়ারী ॥ এই কম্‌পাণ্ড সাব।

হরিধন ॥ না স্যার আমি—

ডাক্তার ॥ আমি তো বেশ কিছু আগে নকুল আর তেওয়ারীর ওষুধ লিখে দিয়ে গেছি। এতক্ষণ তুমি কি করছিলে?

হরিধন ॥ আমি তো স্যার অনেক আগেই ওষুধ তৈরী করে দিয়েছি। নকুলবাবু ওষুধ নিয়ে চলে গেছেন কিন্তু এ-কে স্যার কোনমতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছিনা—

তেওয়ারী ॥ ডাক্তারবাবু—এই বাবু হাম্‌কো বহুতসে ডাঁটা হায়। ম্যায় কৈ কসুর নেহী কিয়া। লেকিন কম্পাণ্ড সাব বহুত ঝুটা বাত কিয়া।

ডাক্তার ॥ তুমি তেওয়ারীকে গালাগালি করেছো?

হরিধন ॥ না স্যার গালাগাল দিইনি।

ডাক্তার ॥ তবে কি বলেছো?

হরিধন ॥ শুধু জানোয়ার বলেছি।

ডাক্তার ॥ তাই বা বলবে কেন?

হরিধন ॥ কি করবো স্যার, যতবার বলছি এই পুরিয়া জল দেকে গিলেগা, আর এই মালিশ টেংরীমে লাগায়গা, কিছুতেই স্যার এই দুটো সহজ কথা বুঝতে পারল না।

ডাক্তার ॥ তুমি ঠিক মতো বোঝাতে না পারলে ওর দোষ কি বল। তাছাড়া তোমার জানোয়ার বলাটাও উচিত হয়নি। শুনো তেওয়ারী ছোড়্ দেও উন কো বাত্। হাম্‌রা বাত্ শুনো।

তেওয়ারী ॥ বাতাইয়ে ডাক্তার সাব।

ডাক্তার ॥ আবি ঘর যা কর, এক পুরিয়া পানিকা সাথ্‌ খা লেও ক্যা ? আউর ছ ঘণ্টে বাদ ফিন্‌ আউর এক পুরিয়া খা লেগা। এই সে হর দিন ভর তিন পুরিয়া খা লেগা। সামাঝ লিয়া ?

তেওয়ারী ॥ জী হুজুর।

ডাক্তার ॥ আচ্ছা। আউর ইস্‌মে যো দাওয়াই হায়—তোমরা গোর পর যাঁহা দরদ হোতা অহী পর লাগাও। সামাঝ লিয়া ?

তেওয়ারী ॥ জী হুজুর। ডাক্তারবাবু খানা কেয়া হোগা ?

ডাক্তার ॥ রোটী উটী—দিল যো কুছ্‌ চায় ওহি খাও। ঠিক হায় ?

তেওয়ারী ॥ জী হুজুর। নমস্তে ডাক্তার সাব। নমস্তে কম্‌পাও সাব।

[ প্রস্থান ]

ডাক্তার ॥ দেখ হরিধন, তুমি নিজে যে কথা বোঝাতে পারো না বলে অপরকে জানোয়ার বলবে এটা কিন্তু ভাল কাজ নয়। তাছাড়া দেখছো তো। দেশের বড় বড় কর্তারা হিন্দী সকলের ঘাড়ে চাপাবার জন্তে কি রকম উঠে পড়ে লেগেছে। হিন্দী একটু আধটু বলা অভ্যেস রাখতে হবে বৈকি। আর আমিও কি জানতুম। এই পাঁচটা নন বেঙ্গলী রোগীদের সংগে কথা বলে খানিকটা রপ্ত করেছি। যাকৃগে শোন, চট্‌করে ওপরে গিয়ে দেখে এসো তো খোকা কি করছে। জ্বরটা এখন কত সেটা একবার দেখে বল। মাথায় বরফটা যেন বন্ধ না করে। চাকরটা যেন ঘুমিয়ে না পড়ে।

হরিধন ॥ ঠিক আছে, আমি দেখে এসে আপনাকে খবর দিচ্ছি।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

ডাক্তার ॥ না, থাক। হরিধন তোমাকে যেতে হবে না, আমি-ই যাচ্ছি। খোকার ক্যাপশুল খাওয়ার সময়ও হয়েছে! ক্যাপশুলটা বরং খাইয়েই আসি। [ ভেতরে চলে যায় ]

[ এমন সময় "মনোহর" প্রবেশ করে ]

মনোহর ॥ এই যে হরিধনবাবু, কেমন আছেন? আপনার শরীর কেমন আছে বলুন?

হরিধন ॥ আপনার মুখে-ই প্রথম শুনলাম—আমার শরীর বলে একটা বস্তু আজও আছে।

মনোহর ॥ কেন বলুন তো?

হরিধন ॥ কেন আবার? অপরের শরীরের খবর জিজ্ঞেস করতে করতে নিজেরও যে একটা শরীর আছে সেটাতো একরকম ভুলতেই বসেছিলাম।

মনোহর ॥ তাই নাকি?

হরিধন ॥ কি জানেন মনোহর বাবু, সারাটা জীবন আমি-ই সকলকে জিজ্ঞেস করে আসছি—'আপনি কেমন আছেন?' 'জ্বরটা কমেছে তো?' 'পেটের ব্যথাটা আগের মত নেই তো?' 'গায়ের ঘা-টা নিশ্চয়-ই খানিকটা কমের দিকে?' ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক রকম রকমারি প্রশ্ন। তবে হ্যাঁ—একেবারে কেউ করে না বললে তাহা মিথ্যে বলা হবে। বাড়ীতে মাঝে মধ্যে আমার গিন্নি জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গো তোমার শরীরটা কেমন?

মনোহর ॥ তবে যে বললেন—

হরিধন ॥ তবে সেটা কখন জানেন? যখন তার টাকার দরকার হয়। আর একজন জিজ্ঞেস করেন—তিনি হলেন আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ। 'বাবা-জীবনের শরীর ভাল যাচ্ছে তো?' এ-কথা শোনার পরই আমি বুঝতে পারি—কিছু দিনের জন্য আমার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাতে হবে।

মনোহর ॥ তাই নাকি?

হরিধন ॥ হ্যাঁ। তাই আপনার মুখে আমি কেমন আছি। প্রশ্নটা শুনে ভাবছি হঠাৎ এই ব্যতিক্রম কেন! নিশ্চয়-ই কোথাও গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

মনোহর ॥ গণ্ডগোল আবার কিসের ?

হরিধন ॥ গণ্ডগোল হচ্ছে বৈকি। দেখুন মনোহর বাবু, আপনি আমার স্ত্রীও নন আবার বোয়ের মা শাশুড়ীও নন। তবুও কেন আপনি আমার খবর নিচ্ছেন ? সুতরাং নিশ্চয়-ই আপনি কোথাও ঠেকায় পড়েছেন। তাই না ?

মনোহর ॥ না—ন'—তেমন কিছু না। এ-দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম যাই হরিধন বাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই একবার।

হরিধন ॥ আমার সংগে না, ডাক্তার বাবুর সংগে।

মনোহর ॥ ওই এক-ই ব্যাপার। আপনাকে বাদ দিয়ে তো ডাক্তার বাবু ভাবাই যায় না। ডাক্তার রায় মানেই হরিধন রায়।

হরিধন ॥ দেখুন মনোহর বাবু এ পাড়ায় এসেছি অনেক দিন আর এই কম্পাউণ্ডারী করছি বহুদিন। সুতরাং আমাকে গ্যাস দিয়ে কোন লাভ হবে না। বলুন আপনার রিয়েল কি দরকার। ফ্রি ট্যাবলেট, না ফলস্ সার্টিফিকেট, না মেডিকেল বিল। ফ্রি ট্যাবলেট হলে আমি ম্যানেজ করে দিতে পারি। কিন্তু সার্টিফিকেট হলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। ডাক্তার বাবু ওপরে গেছেন এখুনি নামবেন।

মনোহর ॥ আপনি ব্যাপারটা ধরেছেন ঠিক। আর ধরবেন নাইবা কেন বলুন! আপনি একজন এক্সপিরিয়ান্সড্ কম্পাউণ্ডার।

হরিধন ॥ দীর্ঘকাল এই ডিসপেন্সা'রতে কাজ করছি। কত রকম আজব জীব-ই না দেখলাম। এখন দরজায় লোক দাঁড়ালেই বুঝতে পারি তার কি রোগ হয়েছে।

মনোহর ॥ আমার কি হয়েছে বলুন তো ?

হরিধন ॥ কিছু হয়নি। শুধু একটা ফলস্ সার্টিফিকেট দরকার। সামনে ক্লাবের ফাংশন। পনের দিন মেডিকেল লিভ্ চাই। তাই না ?

মনোহর ॥ কারেক্ট। একেবারে নির্ভেজাল সত্যি। দাদা, ডাক্তার বাবুকে একটু ম্যানেজ করে একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে দিতে হবে যে।

হরিধন ॥ ধরেছি তাহলে ঠিক। কি বলুন? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওই মিথ্যে সার্টিফিকেট ডাক্তার বাবুকে দিয়ে লেখানো—

মনোহর ॥ কেন দাদা, মুশকিল কিসের। কত ডাক্তার এই ফলস্ সার্টিফিকেট লিখে মোটা টাকা রোজগার করছে। আমিও না হয় দু'টো টাকা দেবো।

হরিধন ॥ তবেই হয়েছে। যাওবা একটু আশা ছিল, তা ওই দু'টাকায় সব ফরসা হয়ে গেল।

মনোহর ॥ কেন, ফরসা কেন?

হরিধন ॥ সে কি মশাই! এতদিন ডাক্তার বাবুর কাছে আসছেন আর এটুকু জানেন না মানুষটি কেমন? ও টাকা ফাকা দিতে যাবেন না। তার চেয়ে নিজে থেকে অনুরোধ করে দেখুন না কি বলে। তারপর আমি তো আছি।

মনোহর ॥ আপনি, আছেন?

হরিধন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়-ই আছি।

মনোহর ॥ যাক্। আপনি যখন ভরসা দিচ্ছেন, তখন আমি নিশ্চিন্ত রইলুম।

হরিধন ॥ না—একেবারে সেন্ট্ পারশেন্ট নিশ্চিন্ত হবেন না।

[ ডাক্তার ভেতর থেকে প্রবেশ করে। ]

ডাক্তার ॥ কি খবর মনোহর। কার অসুখ করলো? তোমার না বাড়ীর কারোর?

মনোহর ॥ মানে অসুখ ঠিক নয়—

ডাক্তার ॥ তবে—

মনোহর ॥ তবে—মানে, বেশ—খুব অসুবিধেয় পড়েছি আর কি—

ডাক্তার ॥ কি অসুবিধে বল। আমার সাধ্যমত তোমার অসুবিধাটাকে সুবিধেতে পরিণত করার চেষ্টা করবো।

মনোহর ॥ সে তো আমরা জানি, তাই জন্যেই তো আপনি এত জনপ্রিয়।

ডাক্তার ॥ তাই নাকি ?

মনোহর ॥ হ্যাঁ স্যার, সবাই আপনার কথাই বলে।

ডাক্তার ॥ সবাই আমার কথা বলে ! কি বলে বলতো।

মনোহর ॥ ওরা বলে এবারের সাধারণ নির্বাচনে আমাদের এলাকা থেকে আপনাকে বিধান সভায় পাঠাবে।

ডাক্তার ॥ আমাকে বিধান সভায় পাঠাবে ! তা এ-এলাকায় এত গণ্য মান্য লোক থাকতে হঠাৎ তোমরা আমাকে পাঠাতে চাইছো ?

মনোহর ॥ দেখুন স্যার আপনি শুধু গণ্য-মান্য নন, আপনি যে মহামান্য বরেণ্য ডাক্তার।

ডাক্তার ॥ আমি যখন ডাক্তার তখন বিধান সভায় গিয়ে কি করবো ?

মনোহর ॥ আপনার মত একজন খ্যাতিবান ডাক্তারইতো চাই বিধান সভায়।

ডাক্তার ॥ তাই বুঝি ?

মনোহর ॥ আপনি রোগীর নাড়ী টিপে যেমন বুঝতে পারেন তার কি রোগ হয়েছে, তেমনি আপনি বিধান সভায় বসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাড়ী টিপে ধরতে পারবেন যে সারা জাতিকে আজ কি রোগে ধরেছে। আর সে রোগ ভাল করতে কি দাওয়াই দিতে হবে।

ডাক্তার ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—তোমার মাথায় যত উদ্ভট চিন্তা। চিকিৎসা নীতি আর রাজনীতি এক নয় মনোহর, অনেক তফাৎ।

মনোহর ॥ না স্যার, দুটো প্রায় এক-ই। যাঁর ভাল নাড়ীর জ্ঞান তিনি-ই ভাল ডাক্তার আর যাঁর লোক চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান বেশী তিনি-ই পাকা বক্তা। আমার মতে ডাক্তারদেরই নেতা হওয়া উচিত।

ডাক্তার ॥ আমার মত একেবারে-উল্টো। ডাক্তারদের মোটেই রাজনীতি করা উচিত নয়। এতে দেশের ক্ষতি হয়, অমঙ্গল হয়। আমরা ডাক্তারেরা মানুষের মঙ্গল সাধনের ব্রত নিয়েছি। মানুষের সেবা করবো বলে প্রতিজ্ঞা

করেছি। একেই আমাদের দেশে মানুষের তুলনায় ডাক্তার অনেক কম। যে কটা আছি তারা যদি আবার ঐ নোংরা রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করি তাহলে দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশা আরও বাড়বে। না মনোহর, রাজনীতি করতে আমার মন কখনই সায় দেয় না।

মনোহর ॥ কেন স্যার আমাদের দেশে অনেক ডাক্তার বাবুই তো এম-পি, এম-এল-এ হয়েছেন। তাঁরাও তো মানুষের সেবা করছেন।

ডাক্তার ॥ কি জানি ভাই—তাঁরা জনসাধারণের সেবা করছেন না, জনগণের সেবা নিচ্ছেন, সেট. আজও আমি বুঝে উঠতে পারি না।

মনোহর ॥ তাছাড়া কি জানেন স্যার—আজ আপনি কটা মানুষের সেবা করতে পারছেন; কিন্তু আপনি যদি এম-এল-এ হতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনি নানা ভাবে নানা রকমে বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর সেবা করতে পারবেন।

ডাক্তার ॥ তাই নাকি? কি ভাবে বল দেখি।

মনোহর ॥ এই ধরুন—এখন আপনি শুধু ডাক্তার। মানুষের রোগ. যন্ত্রণা দূর করতে পারছেন, কিন্তু আপনি যদি আবার এম-এল-এ হতে পারেন তখন পাড়ার ছেলেদের চাকরী দিতে পারবেন. পুলিসে ধরে নিয়ে গেলে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারবেন—এইরকম নানাভাবে আপনি জনগণের অধিক পরিমাণে সেবা করতে পারবেন।

ডাক্তার ॥ বর্তমানে এইভাবে মানব-গোষ্ঠীর সেবা করতে আমি চাইনা। তাছাড়া কি জান, আমার মাথায় তোমাদের রাজনীতির কুটিল প্যাঁচ ঠিক আসেনা। তুমি বরং অন্য কোন বুদ্ধিমান ডাক্তার দেখো।

মনোহর ॥ তাহলে—

ডাক্তার ॥ তাহলে তোমার অসুবিধেটা আমার দ্বারা সুবিধে হয়ে উঠল না। কি বল?

মনোহর ॥ না না ওটা ঠিক আমার অসুবিধে নয়।

ডাক্তার ॥ তবে—

মনোহর ॥ ওটা আপনার সংগে কথায় কথায় কথা হলো আর কি। আমার ব্যাপারটা হচ্ছে—এ, মানে একটা পারশোনাল অসুবিধে হয়েছে।

ডাক্তার ॥ তোমার পারশোনাল অসুবিধে, নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করবো। বল কি হয়েছে ?

মনোহর ॥ এই যে হরিধনবাবু, আপনাকে যে কথাটা বলছিলাম একটু আগে। সে-টা ডাক্তারবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলুন না।

হরিধন ॥ আপনার পারশোনাল ব্যাপার আমি কি জানি। কি আশ্চর্য! আপনার ব্যাপার আপনি পরিষ্কার করে বলুন।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ ঠিক-ই তো তোমার ব্যাপার তুমি-ই বল।

মনোহর ॥ আমার একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে হবে।

ডাক্তার ॥ দেখি, হাত দেখি তোমার।

মনোহর ॥ এমন কিছু হয়নি। আগে খুব অসুখ হয়েছিল।

ডাক্তার ॥ কই আমি তো জানিনা।

মনোহর ॥ আপনি জানেন না, কিন্তু হরিধনবাবু জানেন।

ডাক্তার ॥ সেকি আমি জানলাম না—ও জানে—

মনোহর ॥ হ্যাঁ হরিধনবাবু আমার অসুখও জানেন ওষুধও জানেন। উনি তো আমায় ওষুধ দিয়েছিলেন।

ডাক্তার ॥ হরিধন তুমি—

হরিধন ॥ না স্যার ওনার কোন রোগ কোনদিন হয়নি। ওনাকে আমি কোন ওষুধ দিইনি। কাল সন্ধ্যেবেলায় একবার এসে আপনার খোঁজ করছিলেন। তারপর বললেন ভীষণ মাথাটা ধরেছে কি খাই বলুনতো। আমি স্যার শুধু বলেছি এ্যাস্প্রো খান। ব্যস এই পর্যন্ত।

মনোহর ॥ আর কিছু বলেন নি।

হরিধন ॥ হ্যাঁ আর একটা কথা বলেছি। পারেন তো এক বাক্স কিনে রাখুন। এখন প্রায়-ই মাথা ধরবে।

ডাক্তার ॥ কেন, এক বাক্স কিনে রাখতে বললে কেন ?

হরিধন ॥ উনি ক্লাবের ফাংশনে খুব কাজ করছেন দেখি কিনা, তাই ওটা এ্যাডভান্স বলে রেখেছিলাম।

ডাক্তার ॥ ওঃ !

মনোহর ॥ হ্যাঁ স্যার ভীষণ কাজ করতে হচ্ছে। দারুণ খাটাখাটি চলছে। অফিস যাওয়ার সময় পাচ্ছিনা। তাই বলছিলাম—

ডাক্তার ॥ আমায় একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে। যাতে লেখা থাকবে শ্রীমনোহর মুখুজ্জের ভীষণ অসুখ। শরীর দারুণ খারাপ। অত্যন্ত দুর্বল। কমপক্ষে সাতদিন বিশ্রাম নিতে হবে। তাই না ?

মনোহর ॥ চমৎকার হয়েছে স্যার, এইটুকু লিখলেই চলবে।

ডাক্তার ॥ আমি এক লাইনও লিখবো না। অন্যায় আর মিথ্যেকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ। আমার পক্ষে ফলস্ সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব নয়। তোমার এই অসুবিধেটা আগে জানালে এতখানি সময় তোমার নষ্ট হোত না। হরিধন আমার কলমটা কোথায় রাখলুম বলতো—

হরিধন ॥ টেবিলে বা পকেটে হবে—

ডাক্তার ॥ না—বোধহয় ওপরে ফেলে এসেছি। তুমি একবার চট্ করে ওপর থেকে কলমটা নিয়ে এসো তো। [ হরিধন প্রস্থানোদ্যত ]

মনোহর ॥ স্যার আমার সার্টিফিকেটটা পেলে খুব উপকার হোত।

ডাক্তার ॥ ( কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্য ) আচ্ছা হরিধন তুমি থাকো, আমি-ই যাচ্ছি। হ্যাঁ মনোহর কিছু মনে করোনা— [ প্রস্থান ]

মনোহর ॥ কি মশাই, আপনি যে বললেন—'আমি আছি' !

হরিধন ॥ আমি তো এখনও আছি। তাতে হয়েছে কি ? আমি কি পালিয়ে গেছি ?

মনোহর ॥ ডাক্তারবাবুর কথাগুলো তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন।

হরিধন ॥ ডাক্তারবাবুর কথা শোনাই তো আমার কাজ।

মনোহর ॥ তাতে আমার কি কাজ হল ?

হরিধন ॥ কিছু না। সময়টাই বাজে গেল।

মনোহর ॥ তাহলে—আমি এখন কি করবো ?

হরিধন ॥ এখানে সময় আর নষ্ট না করে অন্য কোন এক ডাক্তারকে আবার নির্বাচনে নামান !

মনোহর ॥ তার মানে—

হরিধন ॥ তারমানে অন্য এক ডাক্তারকে আবার সাত পাঁচ বুঝিয়ে অথবা পাঁচ দশ দিয়ে একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট যোগাড় করুনগে।

মনোহর ॥ ঠিক বলেছেন। সেই ভাল। এখানে তো সুবিধে হলনা। আমি বরং ডাঃ তালুকদারকে ম্যানেজ করিগে। [ প্রস্থান ]

[ কেষ্টবাবুর প্রবেশ ]

কেষ্ট ॥ ডাক্তারবাবু কি নেই নাকি—এ্যাউ

হরিধন ॥ আছেন। উনি ওপরে গেছেন, এখুনি নামবেন। আপনি বসুন না।

কেষ্ট ॥ বসবো বৈকি। তবে আমার এই—এ্যাউ মানে ঢেঁকুরটা কি বসতে দিচ্ছে। হ্যাঁ কি যেন বললেন—এখুনি নামবেন—এ্যাউ।

হরিধন ॥ হ্যাঁ এখুনি নামবেন। আপনি একটু সময় অপেক্ষা করুন।

কেষ্ট ॥ আমি অপেক্ষা করবো বললেই কি অপেক্ষা করা যায়। কি জানেন এ্যাউ, ব্যাপারটা হচ্ছে—এ্যাউ বাপরে—

[ এমন সময় অজিতবাবু প্রবেশ করে ]

অজিত ॥ ডাক্তার কোথায় গেল হরিধন ? কল-এ বেরিয়েছে বুঝি ?

হরিধন ॥ না, ওপরে গেছেন কলম আনতে।

অজিত ॥ আজ খোকা কেমন আছে ?

হরিধন ॥ খুব ভাল না। কাল সারারাত খুব বাড়াবাড়ি গেছে। ডাক্তারবাবু সারারাত জেগে।

অজিত ॥ শুধু কাল কেন কটা রাতই তো প্রায় জেগে কাটালো। হরিধন, তুমি তো পারতে কলমটা নিয়ে আসতে। ও একবার রোগী দেখবে আবার ওপর নীচ করবে।

হরিধন ॥ প্রথমে আমাকেই বললেন, তারপর কি মনে করে নিজেই চলে গেলেন।

অজিত ॥ হাজার হলেও একটি মাত্র নাতি তো। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। শত কষ্ট হলেও বার বার দেখে আসছে।

কেষ্ট ॥ ডাক্তারবাবুর নাতির কি হয়েছে?

হরিধন ॥ অসুখ করেছে।

কেষ্ট ॥ কি অসুখ করেছে?

হরিধন ॥ সিরিয়াস টাইপ অফ টাইফয়েড।

কেষ্ট ॥ খুব খারাপ অসুখ। ডাক্তার দেখাচ্ছেন তো?

হরিধন ॥ আপনি তো আচ্ছাই পাগল মশাই। শুনছেন ডাক্তারবাবুর নাতির অসুখ। আবার বলছেন ডাক্তার দেখাচ্ছেন তো! আমাদের ডাক্তারবাবু কি ডাক্তার নয়?

কেষ্ট ॥ ও তাওতো বটে! আমাদের ডাক্তারবাবুরই নাতি বললেন না—এ্যাউ কি জানেন এই ঢেঁকুরের জ্বালায় আমি প্রায় পাগল হয়ে যেতে বসেছি এ্যাউ।

[ ভেতর থেকে ডাক্তার প্রবেশ করে ]

অজিত ॥ ডাক্তার, খোকা কেমন আছে?

ডাক্তার ॥ টেম্পারেচারটা নেই বলে মনে হচ্ছে। একদম বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। হার্টটাও সকাল থেকে গণ্ডোগোল করছে। দেখা যাক্ আজকের দিনটা। কাল না হয় একজন স্পেসালিষ্টের সংগে পরামর্শ করবো।

অজিত ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ভাববার কিছু নেই। আজ রাতেই মনে হয় জ্বর ছেড়ে

যাবে। চিন্তা করো না কিছু। শুনলাম কালকের রাতও তুমি জেগে কাটিয়েছো।

ডাক্তার॥ রাত জাগা আমার অভ্যেস আছে। তাছাড়া তুমিতো জান অজিত এমনই বেশীর ভাগ দিন ঘুম আনতে আমায় ঘুমের ওষুধ খেতে হয়।

কেষ্ট॥ ডাক্তারবাবু আমি তো একেবারে মরে গেলাম। আমায় বাঁচান।

ডাক্তার॥ কেন মরে যাবেন কেন ?

কেষ্ট॥ আজ সকাল থেকে খালি এ্যাউ—মানে—এ্যাউ—ভীষণ ঢেঁকুর উঠছে। বুক গলা জ্বালা করছে।

ডাক্তার॥ রাত্রে কি খাওয়া দাওয়া করেছিলেন ?

কেষ্ট॥ রাত্রে বাড়িতে একটু মাংস হয়েছিল। আমি অল্প করেই খেয়েছিলাম। গোটা কুড়ি রুটি, খানিকটা মাংস আর শোবার আগে রোজের মত এক বাটি দুধ।

ডাক্তার॥ পেটে ব্যথা আছে ?

কেষ্ট॥ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মোচরাচ্ছে—এ্যাউ ?

ডাক্তার॥ অম্বল হয়েছে। পায়খানা ক'বার হয়েছে ?

কেষ্ট॥ বেশী না। সকাল থেকে বার আট হয়েছে ?

ডাক্তার॥ এখন থেকে বেশী খাওয়াটা ত্যাগ করুন।

কেষ্ট॥ আজ কি খাব ?

ডাক্তার॥ কিছু না। স্রেফ জল।

কেষ্ট॥ স্রেফ জল। বাঁচবো কি করে ; মরে যাবো যে—এ্যাউ।

ডাক্তার॥ না খেলে মরবেন না। বরং আজ যদি কিছু খান তাহলে আর বাঁচাতে পারবো না। কাল রাত্রের কোন খাবারই আপনার হজম হয়নি। ওষুধ দিচ্ছি খান, আর চুপ করেশুয়ে থাকুন গে।

[ ডাক্তার ওষুধের খাতায় ওষুধ লিখে হরিধনকে দেয়। হরিধন খাতা নিয়ে ভেতরে যায়। ]

অজিত ॥ জানেন ডাক্তার আমার বুকটা যেন কেমন খালি খালি মনে হচ্ছে বুকটা একবার দেখতো।

ডাক্তার ॥ উঠে এসো আমার কাছে।

[ ডাক্তার স্টেথিসকোপ দিয়ে অজিত-এর বুক দেখে। ]

তোমার বুক তো খুব ভাল হে। হার্ট বেশ স্ট্রং।

অজিত ॥ তবে কেন অমন মনে হচ্ছে বলতো ?

ডাক্তার ॥ ওটা তোমার মনের বাতিক। ওসব কথা মন থেকে মুছে ফেল ভাবো তুমি খুব ইয়াং।

কেষ্ট ॥ ডাক্তারবাবু—এ্যাউ।

ডাক্তার ॥ কি বলুন।

কেষ্ট ॥ বলছিলাম কি আমার এই—এ্যাউ মানে ঢেঁকুরটা বন্ধ হবে তো ?

ডাক্তার ॥ কেন বন্ধ হবে না ? আপনি তো মশাই নিজের অসুখ নিজেই ডেকে আনেন।

কেষ্ট ॥ কি করে ?

ডাক্তার ॥ কি করে আবার ; অধিক পরিমাণে খেয়ে। এখন কি আর আগের মত হজম করার শক্তি আছে আপনার যে, যা খুশি, যত খুশি খেয়েও শরীর ঠিক থাকবে ? বয়স বাড়লে খাওয়া কমাতে হয়।

[ ওষুধ নিয়ে হরিধন প্রবেশ করে। ]

হরিধন ॥ কেষ্টচরণ হালদার ! শুনুন এখুনি বাড়ি গিয়ে একদাগ মিক্‌সচার খাবেন ! তারপর তিনঘন্টা পরে একটা পুরিয়া খাবেন। সারাদিনে তিনবার মিক্‌সচার আর তিনবার পুরিয়া। কাল সকালে একদাগ মিক্‌সচার খেয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে আসবেন।

কেষ্ট ॥ খাওয়া কি হবে—এ্যাউ।

হরিধন ॥ ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করুন।

ডাক্তার ॥ কেন ওইতো বললাম শুধু জল। ডাবের জল, জলবার্লী। আজ এই পর্যন্ত।

কেষ্ট ॥ কাল?

ডাক্তার ॥ আগামীকাল এলে দেখে বলবো।

কেষ্ট ॥ ঠিক আছে—এ্যাউ। চলি নমস্কার। [ প্রস্থান ]

ডাক্তার ॥ দেখ দেখি মানুষটার কাণ্ড। বুড়ো হয়ে মরতে চললো তবু খাওয়া ছাড়তে পারবে না। খেয়ে মরবে তবু না খেয়ে বাঁচবে না।

অজিত ॥ এটাই তো বয়সের দোষ। বয়স বাড়লে লোভ বাড়ে। অপরের কথা কি বলবো ডাক্তার, নিজেই রোজ ভাল ঘিয়ের খান বারো পরটা আর খানিকটা হালুয়া না হলে সন্ধ্যেবেলার টিফিনটা ঠিক জমে না। বুঝি এ বয়সে খাওয়া কন্ট্রোল করতে হয়; তবু কি জান লোভটা কন্ট্রোল করতে পারি না। কিন্তু ডাক্তার এত খেয়েও আমার বুকটা কিরকম হাল্‌কা হাল্‌কা মনে হয় কেন বল তো? ভেতরে নিশ্চয়ই একটা কিছু হচ্ছে; তাই না ডাক্তার? তুমি একবার ভাল করে তোমার ঐ নলটা দিয়ে বুকটা দেখতো।

ডাক্তার ॥ এখুনি তো একবার দেখলাম!

অজিত ॥ তবু একবার দেখনা। এখন যেন বড্ড বেশী হাল্‌কা মনে হচ্ছে।

[ ডাক্তার আবার অজিতবাবুর বুক পরীক্ষা করে। ]

ডাক্তার ॥ না কোন দোষ নেই। একেবারে স্বাভাবিক। যে কোন তরুণের চেয়ে স্ট্রং।

অজিত ॥ কি বললে যে কোন তরুণের চেয়ে স্ট্রং' সেটা আমি জানি। কি জান ডাক্তার আমরা ছোটবেলায় যে সব খাবার খেয়েছি সে সব ফুল ভিটামিন এখনকার ছেলেরা পেল কই? আমি এই রিটায়ার্ড লাইফেও যেরকম পরিশ্রম করতে পারি, আজকালকার অনেক নবকুমাররাই তা করতে

পারবে না। তুমি তো জান ডাক্তার, আগে আমি কত কুস্তি লড়েছি ; আজও যদি কেউ আসে তাকে আমি ঠিক কাত করে দেবো! কিন্তু কি জান ডাক্তার আমার হার্ট টাই আমার সংগে বিট্রে করছে। ওটাকে তুমি একটু ষ্ট্রং করে দাও দেখি।

ডাক্তার ॥ ওটা তোমার মনের বাতিক। কোন ওষুধ লাগবে না। তোমার হার্ট এমনিতেই খুব ষ্ট্রং আছে।

অজিত ॥ ষ্ট্রং আছে? তুমি বলছো—

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ গো—বলছিতো—

অজিত ॥ কি জান ডাক্তার এই তোমার চিকিৎসায় আছি বলেই আজও বেঁচে আছি। তোমার চেম্বারে এসে বসলে মনে বল পাই। শরীরে নতুন শক্তি জোগায়।

[ এমন সময় তেওয়ারী প্রবেশ করে ? ]

হরিধন ॥ তোম্ আবার আসা হায়।

ডাক্তার ॥ ক্যায়া হুয়া তেওয়ারী?

তেওয়ারী ॥ ম্যায় এক কসুর কিয়া হুজুর।

ডাক্তার ॥ কসুর কিয়া।

তেওয়ারী ॥ জী হুজুর। ম্যায় দাওয়াই লেকে চালা গিয় লেকিন উসকে পয়সা দিয়া নেহী।

হরিধন ॥ অত ঝনঝট্ করেগা তো পয়সার কথা কি করে মনে থাকেগা।

ডাক্তার ॥ ইসিকে লিয়ে তোম্ ফিন্ ঘুমকে আয়া। কৈ জরুরত নেহী থা। কাল ভি দে সেকৃতা।

তেওয়ারী ॥ নেহী হুজুর। আপ দেওতা হায়। দেওতা কা প্রণামী নেহী দেনেসে কুছ কাম্ আচ্ছা নেহী হোতা।

ডাক্তার ॥ না বাবা আমি দেবতা টেবতা কিছু নই। তুমিও যা আমিও তা। হরিধন ওর কত হয়েছে দেখতো।

[ হরিধন খাতা খুলে ওষুধের দাম হিসেব করে। ]

তেওয়ারী ॥ কেতনা হুয়া কমপাণ্ডসাব ?

হরিধন ॥ একটু ঠাণ্ডা হয়ে খাড়া রও। হিসেব করকে তবেতো বলেগা। সব কাজ কি ধড়পড় করকে হোতা ?

তেওয়ারী ॥ ঠিক হায় বাবু। আপ্ ধীরসে হিসাব করিয়ে।

হরিধন ॥ দেও দো রুপিয়া বিশ পয়সা। আশি পয়সা পুরিয়া কা জন্যে আর এক রুপিয়াচল্লিশ পয়সা তোমরা টেংরীকা মালিশ কা জন্যে। এই সব শুদ্ধ্ হুয়া দো রুপিয়া বিশ পয়সা।

তেওয়ারী ॥ লিজিয়ে কম্পাণ্ড সাব। এ দো রুপিয়া বিশ পয়সা।

হরিধন ॥ ঠিক হায়।

তেওয়ারী ॥ নমস্তে ডাক্তারসাব। [ প্রস্থান ]

অজিত ॥ দেখ ডাক্তার যাদের আমরা বেশী অবজ্ঞা করি, তারাই কত সৎ। তুমি ওর যন্ত্রণা দূর কর বলে ও কত খানি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

ডাক্তার ॥ তাই তো হয় অজিত, যাদের আমরা অশিক্ষিত বলে জানি, অনেক সময় দেখা যায় তারা আমাদের শিক্ষা দিয়ে যায়। যাক্‌গে অজিত তুমি একটু বসো আমি একবার খোকাকে দেখে আসি।

হরিধন ॥ আপনি বসুন না, আমি দেখে আসছি।

ডাক্তার ॥ তুমি দেখে আসবে ?

হরিধন ॥ আপনি কটা র'ত একদম বিশ্রাম নেননি। আপনি বরং বসুন, আমি দেখে আসছি।

অজিত ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ হরিধন তুমিই যাও। খবরটা আনা, এই তো ? তুমি-ই দেখে এসো—যাও।

ডাক্তার ॥ ঠিক আছে—দেখে এসে খবরটা দাও।

[ ভেতরে হরিধনের প্রস্থান। ]

অজিত ॥ ডাক্তার আজকের কাগজটা কই হে।

ডাক্তার ॥ এই তো তোমার সামনেই রয়েছে।

[ টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজটা দেয় ]

অজিত ॥ দাও একবার চোখটা বুলিয়ে নিই। খবর বলতে তো দুর্ঘটনা, বোমা, বন্যা, বৈঠক আর কতগুলো মিথ্যে আশ্বাস। তাছাড়া পাতা-ভর্তি তেল সাবানের বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার ॥ আর একটা বাদ পড়লো অজিত।

অজিত ॥ কি বাদ গেল বল তো?

ডাক্তার। কেন, আবহাওয়া।

অজিত ॥ হ্যাঁ ঠিক বলেছ আবহাওয়া। ওটা তো স্রেফ লটারী বা ভাঁওতাও বলতে পারে। যে-দিন লেখা থাকে আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে, সে-দিনই এমন বৃষ্টি হবে যে শহর সমুদ্র হয়ে উঠবে। তারপরের পাঁচদিন দেখবে লেখা হচ্ছে আজ দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, তবে অধিকাংশ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকবে।

[ এমন সময় নকুল সেন হাতে মিক্সচারের শিশি নিয়ে প্রবেশ করে। ]

ডাক্তার ॥ কি ব্যাপার নকুল, তুমি ওষুধ নিয়ে যাও নি?

নকুল ॥ মিক্সচার ট্যাবলেট দুই নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওষুধ খেতে গিয়ে দেখি শিশির গায়ে লেখা নামটা আমার নয়। অন্য আরেক জনের।

ডাক্তার ॥ তাই নাকি, দেখি শিশিটা। ( নামটা পড়ে নিয়ে ) তাই তো হে, এটাতো দেখছি নলিনী সেন-এর ওষুধ। দেখ দেখি কার ওষুধ কাকে দিয়েছে। না এই হরিধনটাকে নিয়ে আর কাজ চলবে না।

[ এমন সময় হরিধন ভেতর থেকে প্রবেশ করে। ]

হরিধন ॥ ডাক্তারবাবু, খোকাবাবু এখন ঘুমুচ্ছে। আর গোবিন্দ বললে খোকা-বাবুর গা এখন বেশ ঠাণ্ডা আছে।

[ নকুল-এর দিকে চোখ পড়তে ]

কি ব্যাপার নকুলবাবু, অপনি তো একটু আগে ওষুধ নিয়ে গেলেন বলে মনে হচ্ছে।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ ওষুধ নিয়ে গিয়েছিল ঠিক। তবে সেটা নকুল সেন-এর নয় নলিনী সেন-এর ওষুধ।

হরিধন ॥ হতেই পারে না, আমি নিজে ভালকরে দেখে দিয়েছি।

ডাক্তার ॥ আর একবার ভাল করে দেখ দেখি।

[ শিশিটা হরিধন কে দেয়। ]

হরিধন ॥ তাইতো এটা তো নলিনীবাবর। কি জানেন স্যার ঐ "ন" দেখেই দিয়ে দিয়েছি। খুব ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু স্যার আমি ওনার ওষুধ তৈরি করেছিলাম ঠিক।

ডাক্তার ॥ আচ্ছা হরিধন, যার পেট ধরার ওষুধ খাওয়া দরকার তাকে তুমি পেট হালকা করার ওষুধ দিলে—

হরিধন ॥ না-মানে—স্যার, ওটা দেখার ভুলে বদলে গেছে।

নকুল ॥ ভাগ্যিস খাইনি। খেলে তো এতদূর এসে আর ওষুধ নিয়ে যেতে হত না।

[ ডাক্তার টেবিল থেকে আরেকটা ওষুধের শিশি নকুলকে দেয়। ]

ডাক্তার ॥ এই নাও নকুল, এটা তোমার ওষুধ। যাও এক দাগ এখুনি খেয়ে নাওগে। কাল এসে জানিও কেমন থাক।

নকুল ॥ ডাক্তারবাবু এটা ঠিক আছে তো ?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি যখন দিচ্ছি তখন ভুল হবেনা। নিজে না দেখে কোন কাজ আমি করি না।

[ সকলে হাসতে থাকে। নকুল-এর প্রস্থান। ]

অজিত ॥ কি হরিধন, আমাকেও কি এরকম ভুল ওষুধ খাওয়াচ্ছ নাকি ?

হরিধন ॥ না না—

অজিত ॥ দেখ, ভুল ভাল ওষুধ দিও না বলছি, হার্ট'টা এখন যাওবা ধিকিধিকি চলছে, তখন টপ্ করে একেবারে ফুলষ্টপ হয়ে যাবে !

ডাক্তার ॥ না না তোমার কোন ভয় নাই। আমিতো আছি। হ্যাঁ হরিধন ওপরে যে গেলে খোকাকে কেমন দেখলে বললে না তো ?

হরিধন ॥ ওই যে বললাম স্যার খোকাবাবু এখন ঘুমুচ্ছে।

ডাক্তার ॥ ঠিক করে দেখেছ তো যে খোকা ঘুমুচ্ছে, না মামণি ঘুমুচ্ছে !

হরিধন ॥ দু'জনেই ঘুমুচ্ছে। খোকাবাবুও ঘুমুচ্ছে, আর তার পাশে মামণিও ঘুমুচ্ছেন।

ডাক্তার। দু'জনেই ঘুমুচ্ছে ?

হরিধন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমি ঠিক দেখেছি।

ডাক্তার ॥ জান অজিত, বৌমা আমার সংগে ক'টা রাত ঠায় জেগে। আব কথনো পারে। আমার না হয় অভ্যেস আছে, ও পারবে কেন !

হরিধন ॥ আপনি না হয় একটু শুয়ে নিন না। আবার না হয় বিকেলে বসবেন।

অজিত ॥ হরিধন তুমি ঠিক বলেছ। ডাক্তার আজ না হয় এবেলা একটু সকাল সকাল বন্ধ করলে।

ডাক্তার ॥ না না আমার কোন কষ্ট হয়নি। শরীরটা একটু ম্যাচ ম্যাচ করছে এই যা। হরিধন তুমি বরং আগরওয়ালা আর মুখার্জীর ওষুধগুলো তৈরী করে রাখো। আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি।

[ডাক্তার লম্বা খাতাটায় ওষুধ লিখে হরিধনকে দেয়। হরিধন খাতাটা নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। ]

অজিত ॥ ডাক্তার আমি চলি, আমি থাকলে তোমার বিশ্রাম হবে না। তুমি বরং ওপরে গিয়ে রেষ্ট নাও।

ডাক্তার ॥ বসো না অজিত বসো। তোমার সংগে কথা বলতে বলতেই রেষ্ট

হবে। তাছাড়া কথা তো তুমি-ই বল, আমি কেবল শুনি। বল তোমার নতুন খবর কি বল?

অজিত ॥ খবর আর কি বলব—এই কাল রাঁচি থেকে চিঠি এসেছে আমার ছোট মেয়ে নেলীটার শরীর খারাপ হয়েছে। বড় মেয়ে শেলীটাও মাঝে ক'দিন জ্বরে ভুগ্‌লো। জান ডাক্তার তোমার এই চেম্বারের লোকের মত 'ভাল আছি' এমন কথা কেউ বলছে না। তারপর আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ কাল রাতে কলতলায় হঠাৎ পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছেন। আজ সন্ধ্যেবেলা একবার যাবো ভাব্‌ছি।

ডাক্তার ॥ কি জান অজিত, বিপদ যখন আসে তখন চারদিক থেকে এই ভাবেই আসে। আমারও দেখ না ছেলেটা আজ কত দিন বাড়ী নেই। এদিকে খোকা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মামণিও ক'দিনে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে।

অজিত ॥ আচ্ছা ডাক্তার খোকার অসুখটা হল কি করে?

ডাক্তার ॥ ছোট ছেলে তার ওপর একটু বেশী দুরন্ত। কিছুদিন আগে মামার বাড়ী গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে খুব সে পুকুরে স্নান করেছে। এখানে এসে প্রতিদিন স্কুলে আইশক্রীম খেয়েছে। বাড়ীতে বলবে স্কুলে টিফিনে রোজ বিস্কুট খায় কিন্তু আসলে খায় রোজ আইশক্রীম। এই ভাবে নানা কারণে অসুখটা বাঁধিয়েছে। জান অজিত, বেচারীকে খুব কাহিল করে দিয়েছে।

অজিত ॥ শুধু খোকা কেন, তুমিও বেশ কদিনে কাহিল হয়ে পড়েছ।

ডাক্তার ॥ না না, আমি ঠিক আছি।

অজিত ॥ না বললেই হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি। অন্য দিন তোমার যে স্পিড্ থাকে, আজ তোমার সে স্পিড কোথায়?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ মাঝে মাঝে একটু ঝিমুনি আসছে ঠিক। হাজার হলেও

আমিও তো মানুষ। যন্ত্রকল সেও মাঝে মধ্যে বিকল হয়, আর আমি তো রক্ত-মাংসের মানুষ ; কত লড়বো প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

[ এমন সময় হরিধন প্রবেশ করে। ]

হরিধন ॥ ডাক্তার বাবু, কিছুক্ষণ আগে আপনার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

ডাক্তার ॥ আমার নামে টেলিগ্রাম। কে করেছে? কোথা থেকে এসেছে?

হরিধন ॥ আমি তো খুলে দেখিনি। আপনি যখন কল এ গিয়েছিলেন তখন এসেছিল। আমি পকেটে রেখে দিয়েছি। আপনাকে দিতে ভুলে গেছি।

[ হরিধন টেলিগ্রামটা ডাক্তারকে দেয়। ]

ডাক্তার ॥ বেশ করেছে। এখন দেখি টেলিগ্রামটা এলো কোথাথেকে। [ টেলিগ্রামটা পড়ে ] আরে। এ যে অহীন-এর টেলিগ্রাম। তুমি কি বলতো হরিধন "অহীন আসছে" এ-খবরটা তুমি এত দেরী করে দিলে? সময় মত খবর পাবার জন্যে সে টেলিগ্রাম করলো আর তুমি—যাক্‌গে যাক্‌গে যা হয়ে গেছে গেছে। এখন আর দেরী নয়। যাও স্টেশনে লোক পাঠাও। তোমাকে নিয়ে দেখছি আর চলবে না। দ্যাখো অজিত দ্যাখো, কেমন যোগাযোগ দেখ। আজই খোকার জ্বরটা কমেছে আর আজই অহীন ফিরছে। জানলে অজিত—বাপ্‌ আসছে বুঝে ছেলের জ্বরও পালাচ্ছে কি বল?

অজিত ॥ যাক্ এখন তাহলে তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারবে। খোকার জ্বরও কমেছে আর তোমার ছেলেও ফিরেছে। সকল দিক থেকেই তোমার ভাবনা কমলো।

ডাক্তার ॥ ভাব্‌না বলে ভাবনা দেড় মাস অহীন-এর কোন চিঠি নেই, কোন পাত্তা নেই। তারপর এদিকে আবার খোকার এমন অসুখ। কি দুর্ভাবনায় যে দিন কাটিয়েছি সে কেবল আমিই জানি। আচ্ছা হরিধন

তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ? বাইরে গিয়ে দেখ কে আছে। কাউকে স্টেশনে পাঠিয়ে দাও। অহীন-এর গাড়ী এতক্ষণে এসে গেছে।

[ হরিধন এর প্রস্থান ]

[ এমন সময় বাড়ীর চাকর গোবিন্দ প্রবেশ করে। ]

গোবিন্দ ॥ বাবু, মামণি আপনাকে ডাকছেন।

ডাক্তার ॥ মামণি ডাকছেন? কেন রে, খোকা কি উঠেছে?

গোবিন্দ ॥ না, ঘুমুচ্ছে। মামণি জিজ্ঞেস করছেন খোকাবাবুকে কি খেতে দেবেন।

ডাক্তার ॥ কেন গ্লুকোজ-এর জল করিস্‌নি?

গোবিন্দ ॥ হ্যাঁ করা হয়েছে।

ডাক্তার ॥ এখন ঘুম্‌থেকে উঠলে তাই দিস্‌। যদি না খেতে চায় তাহলে বলবি—এই গ্লুকোজ-এর জলটা খেয়ে নাও, একটু পরে দাদু সন্দেশ নিয়ে ওপরে আসছেন। বুঝেচিস্‌। মামণি বেশী বকাবকি না করে। বুঝিয়ে খাওয়াতে বল্‌। আর শোন মামণিকে জ্বরটা একবার দেখ্‌তে বল। হ্যাঁ গোবিন্দ, শোন্‌ শোন্‌—আর একটা কথা মামণিকে বল অহীন ফিরছে। পাশের ঘরে ডেকে এনে বলবি। খোকাবাবু যেন শুনতে না পায়। তাহলে আবার স্টেশনে যাবার জন্যে বায়না ধরবে। বুঝেচিস্‌। তুই যা আমি এখুনি যাচ্ছি। অহীন-এর আসার সময় হয়ে গেছে। ও-এলে ওকে নিয়ে এক সংগে ওপরে উঠবো। তুই যা— [ গোবিন্দের প্রস্থান ]

ডাক্তার ॥ খোকা যখন এখনও ঘুমুচ্ছে তখন জ্বরটা নিশ্চয়ই ছেড়েছে! কি বল।

অজিত ॥ মনে তো হয়। তাছাড়া তখন হরিধন দেখে এসে বললে—খোকার গা নাকি ঠাণ্ডা আছে।

ডাক্তার ॥ তবে তো ঠিক-ই আছে। আচ্ছা আমি কি একবার চট্‌করে দেখে আসবো?

অজিত ॥ না না এই তো হরিধন দেখে এসে বলল। একেবারেই ওপরে উঠবে।

[ এমন সময় উত্তম (আধুনিক যুবক ) প্রবেশ করে। ]

উত্তম ॥ এই যে ডাক্তারবাবু নমস্কার, কেমন আছেন স্যার ?

ডাক্তার ॥ ভালই আছি। তুমি বসো।

উত্তম ॥ বসবার সময় নেই স্যার। অনেক কাজ

ডাক্তার ॥ তোমার কথাগুলো না শুনে ওষুধ দেবো কেমন করে ?

উত্তম ॥ আই বাপ্ ওষুধ। অসুখ করলে তো ওষুধ দেবেন।

ডাক্তার ॥ তা হলে—

উত্তম ॥ আমরা সামনের রোববার একটা ফাংশন করছি আমাদের ক্লাবে। সে দিনের ফাংশনে আপনি তো সভাপতি।

ডাক্তার ॥ আমি সভাপতি। কি বলছো তুমি।

উত্তম ॥ হ্যাঁ স্যার। কার্ড ছাপা হয়ে গেছে। এই দেখুন স্যার, আপনি সভাপতি আর কাঠ-গোলার হনুমান দাস চনচনিয়া প্রধান অতিথি।

ডাক্তার ॥ আমার কোন অনুমতি না নিয়েই তোমরা আমার নাম সভাপতি হিসাবে কার্ডে ছেপে দিলে? এটা কোন্ দেশী ভদ্রতা ?

উত্তম ॥ আপনি চোটে যাচ্ছেন স্যার, আপনি আমাদের পাড়ার লোক, আপনি আমাদের আপন জন। পাড়ার ছেলেরা আনন্দ করবে তাতে আপনি থাকবেন না ? এতো আমরা ভাবতেই পারি না।

[ এমন সময় গোবিন্দ প্রবেশ করে। ]

গোবিন্দ ॥ বাবু মামণি আপনাকে ডাকছেন।

ডাক্তার ॥ কেন ?

গোবিন্দ ॥ মামণি বললেন খোকাবাবুর গা-তো এখন বেশ ঠাণ্ডা রয়েছে আর কি ওষুধ খাওয়াতে হবে ?

[ ডাক্তার হাত ঘড়িটা লক্ষ্য করে। ]

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ খাওয়াতে হবে বৈকি। হ্যাঁ খোকার ক্যাপশুল খাওয়ার সময়ও হয়েছে।

গোবিন্দ ॥ আপনি যদি একবার ওপরে আসেন।

ডাক্তার ॥ চল, আমি যাচ্ছি।

[ ডাক্তার ও গোবিন্দ প্রস্থানোদ্যত ]

উত্তম ॥ স্যার আমার ব্যাপারটা—

ডাক্তার ॥ আচ্ছা গোবিন্দ শোন, তুই বরং মামণিকে বল টেবিলের ওপর হলুদ কাগজ লাগানো শিশিতে যে ক্যাপশুল আছে, সেইটে এখন একটা খাইয়ে দিতে। তারপর আমি যাচ্ছি।

গোবিন্দ ॥ আচ্ছা বাবু। ( প্রস্থান )

ডাক্তার ॥ হ্যা কি বলছিলে যেন তুমি ?

উত্তম ॥ আপনজন—

ডাক্তার ॥ এঁ্যা—

উত্তম ॥ মানে বলছিলাম যে স্যার, আপনাকে আমরা নিজের মত ভাবি, সেই জন্যে অত নিয়ম মেনে আগে থেকে অনুমতি নিইনি যাক্‌গে স্যার যাক্‌গে, আমরা আমাদের অন্যায় স্বীকার করে নিচ্ছি ; এবারের মত ক্ষমা করে নিন। না বলবেন না স্যার।

অজিত ॥ এটা কিন্তু তোমাদের অত্যন্ত অন্যায় কাজ হয়েছে।

উত্তম ॥ আপনি থামুন তো মশাই। অন্যায় যে হয়েছে সেটাতো বুঝতেই পেরেছি। আমি কি আপনার মত এতই অবুঝ যে কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় বুঝি না। যতসব ফালতু টক্‌।

অজিত ॥ আচ্ছা ভাই ; আমারই বলা অন্যায় হয়েছে। পারতো ক্ষমা কর।

উত্তম ॥ যাক্‌গে কিছু মনে করবেন না দাদু। সারাদিন চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছি তো। তাই মাথাটা একটু গরম হয়ে রয়েছে। বাজার যা পড়েছে দাদু, চাঁদার মার্কেট একেবারে টাইট্। আপনার বাড়াও গিয়াছিলাম দাদু।

অজিত ॥ কেন ভাই ?

উত্তম ॥ চাঁদার জন্যে।

অজিত ॥ চাঁদা !

উত্তম ॥ হ্যাঁ দাদু। চাঁদা। আমাদের ফাংশনে সব টপ্ আর্টিষ্ট আন্‌ছি। সারারাত ফাংশন। হোল নাইট্ সঙ্। আপনার নামে দশ টাকা পড়েছে।

অজিত ॥ দশ টাকা ! ওটা ভাই কমিয়ে পাঁচ কর।

উত্তম ॥ হয় না স্যার হয় না। সবাই যদি ফিফ্‌টি পারশেণ্ট লেশ করেন, ফাংশন তাহলে হবে কি করে ? আমাদের বাজেট যে ফেল্ করবে। এ দিকে টপ্ শিল্পীরা একটা পয়সা কেউ কমাতে চাইছেনা। ও দশ দিতেই হবে।

অজিত ॥ বেশ, সন্ধেবেলা এসো আমার বাড়ী। দশটাকাই নিয়ে যেও।

উত্তম ॥ ভেরীগুড দাদু—ভেরীগুড। ডাক্তারবাবু আপনার চাঁদাটা ?

ডাক্তার ॥ কাল এসে দু'টাকা নিয়ে যেও।

উত্তম ॥ সেকি স্যার, সভাপতি ওন্‌লি টু রুপিস্। আমাদের প্রধান অতিথি চন্‌চনিয়া আড়াইশ দিচ্ছে।

ডাক্তার ॥ কে কি দিচ্ছে আমার জানার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাদের ফাংশনে যেতে পারবো না ; আমার শরীর ভাল নেই। তোমরা অন্য কাউকে সভাপতি ঠিক কর।

উত্তম ॥ এ কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না স্যার। এই শর্ট টাইমে এখন কোথা থেকে সভাপতি আমদানি করবো। তাছাড়া সে পঞ্চাশটাকা দেবে কিনা—

ডাক্তার ॥ তারমানে—

উত্তম ॥ আমাদের বাজেটে সভাপতির কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধরা হয়েছে ; আর সে শুধু আপনার জন্যে। ওন্‌লি ফর্ ইউ।

ডাক্তার ॥ আমি তাই পারবো না। শুধু শুধু আমার ওপর জুলুম করছো। আজ যাও কাল এসে পাঁচ টাকা নিয়ে যেও।

উত্তম ॥ পাঁচ নয় দাদুর মত দশ করে দিন স্যার।

ডাক্তার ॥ বেশ দশই দেবো—এখন যাও।

উত্তম ॥ চলি স্যার, নমস্কার। [ প্রস্থান ]

ডাক্তার ॥ কি রকম বুঝছো দেশের অবস্থা ?

অজিত ॥ বুঝেছি বলেই তো বেশী কথা না বাড়িয়ে দশেই রাজী হয়ে গেলাম।

[ দু'জনে খুব জোরে হেসে ওঠে। সেই সময় গোবিন্দ প্রবেশ করে।]

গোবিন্দ ॥ বাবু, খোকাবাবুর মুখদিয়ে জল গোলচে না।

ডাক্তার ॥ সে কিরে ! জল গোলছেনা কিরে ?

গোবিন্দ ॥ হ্যাঁ বাবু ক্যাপশুল খাওয়াবার কিছুপরই মুখ থেকে থুথুর মত বেরুতে সুরু করেছে।

ডাক্তার ॥ সর্বনাশ করেছে। চল্ চল্ দেখি কি হোল !

[ ডাক্তার ও গোবিন্দ খুব ব্যস্ত ভাবে ভেতরে প্রস্থান করে ; ডাক্তার ভেতরে ঢোকার মুহূর্তে হরিধন প্রবেশ করে। ]

হরিধন ॥ কি ব্যাপার ! ডাক্তারবাবু অমন ভাবে ওপরে গেলেন কেন ! আপনি একটু বসুন অজিতবাবু। আমি একবার ওপর থেকে ঘুরে আসি।

অজিত ॥ না হরিধন তুমি যেও না। ডাক্তার কে ফিরতে দাও। আমার

শরীরটা ভীষণ হাল্‌কা লাগছে। আমার মনে হয় নিশ্চয়ই একটা অঘটন ঘটেছে। একটা বিরাট ভুল হয়েছে।

[ ভেতর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। ]

গোবিন্দর কণ্ঠস্বর—'খোকাবাবু তুমি কথা বলো, কথা বলো খোকা-বাবু।'

[ কয়েক সেকেণ্ড পর ডাক্তার ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করে। তার মাথার চুল এলো মেলো। চোখ দুটো স্থির। ]

অজিত ॥ ডাক্তার, কি হোল ডাক্তার—

ডাক্তার ॥ এঁ্যা—সব শেষ হয়ে গেল। সব স্থির হয়ে গেল। এ আমি কি করলাম! সামান্য একটু ভুলের জন্তে আমাকে সারা জীবন এর মাশুল দিয়ে যেতে হবে অজিত।

অজিত ॥ এ তুমি কি বল্‌ছো?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ ঠিকই বলছি, যখন শুনলাম—খোকার গা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তখন আমার নিজের গিয়ে দেখা উচিত ছিল। পরীক্ষা করা উচিত ছিল যে, জ্বর ছাড়ছে না, খোকা আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। অজিত, আমি একজন ডাক্তার হয়ে নিজের কাজে অবহেলা করেছি। প্রতিবারই আমি নিজে ওষুধ খাওয়াই, এবারই শুধু মামণিকে বললাম, মামণি বুঝতে না পেরে আবার ক্যাপশুল দিয়েছে।

হরিধন ॥ সেকি!

ডাক্তার ॥ না-না মামণির কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। ও তো জিজ্ঞেস করেছিলো। আমিই তো' বলেছি দিতে।

হরিধন ॥ সর্বনাশ করেছে—

ডাক্তার ॥ সর্বনাশ ও করেনি হরিধন, সর্বনাশ আমি করেছি। ওর কোন দোষ নেই, আমি একজন ডাক্তার হয়ে নিজের কাজে অবহেলা করেছি। আমার জন্তেই আজ খোকাকে এই ভাবে চলে যেতে হল। হরিধন, খোকার

বাপ্ ফিরলে—আমি কি বলবো। যখন জিজ্ঞেস করবে খোকা কেমন আছে? আমার খোকা এখন কোথায়? আমি কি জবাব দেবো, আমি কি কৈফিয়ৎ দেবো? বল, তোমরা সব চুপ করে আছ কেন? বলে দাও, অহীন ফিরলে আমি কি বলবো? খোকার বাপ্‌কে আমি কি বলবো?

হরিধন॥ স্যার—

অজিত॥ ডাক্তার—

ডাক্তার॥ জানি এর উত্তর তোমরা কেউ দিতে পারবে না। আমি কিন্তু পারবো। সেই এক কথা—অনেক পুরোন কথা—He has expired. সে আর নেই। এ—কথা অনেক বাপকেই—বলেছি। দেখো খোকার বাপ্‌কেও বলবো। ভাবছো, পারবো না? দেখো ঠিক পারবো—ঠিক পারবো—আমি বলবো—তোর খোকা আর—

[ নেই কথাটা বলতে পারে না। তার আগেই ডাক্তার কান্নায় ভেঙে পড়ে। হরিধন আর অজিত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

[ ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে। ]